ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)
মুসনাদে আহমদ
দ্বিতীয় খণ্ড
অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

মুসনাদে আহমদ

২য় খণ্ড

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)

অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

মুসনাদে আহমদ (দ্বিতীয় খণ্ড)

সংকলক : ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)
পৃষ্ঠা সংখ্যা :
অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৩৪৯

ইফা প্রকাশনা : ২৪৯২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৭
ISBN : 984-06-1266-2

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০১০
ভাদ্র ১৪১৭
রমজান ১৪৩১

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

বর্ণবিন্যাস
জিঙ্গেফুল
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (৩য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ হালিম হোসেন খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২৩৫.০০ (দুইশত পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র।

MUSNAD-E- AHMAD (2nd Volume) Compiled by Imam Ahamad Ibn Hambal (Rh.) in Arabic, Translated & Edited by a Board, Sponsored by Islamic Foundation in to Bangla and Published by Director, Translation & Compilation Dept. Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone : 9133394 August 2010
Website : www.islamicfoundation.bd.org
E-Mail : islamicfoundationbd@yahoo.com

Price : Tk. 235.00 ; US Dollar : 7.75

মহাপরিচালকের কথা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থার দিক-নির্দেশক হিসেবে পবিত্র কুরআনের সঙ্গে হাদীসের অবস্থান অনিবার্য। মহানবী (সা)-এর সুন্নতকে তথা তাঁর বাণী, কাজ এবং অনুমোদনকে সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় ইমামগণ প্রাণান্ত পরিশ্রম করে গেছেন, যার ফলশ্রুতিতে আজ আমরা গর্বের সাথে সহীহ হাদীসসমূহের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছি।

হাদীসে রাসূল (সা) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য যে শ্রদ্ধেয় ইমামগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) (মৃ. ৮৫৫ খ্রি.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ২৮,০০০ থেকে ২৯,০০০ হাদীসের সুবিশাল সংগ্রহ তাঁর অমূল্য অবদান। মুসনাদে আহমদ শীর্ষক তাঁর এ সংকলনকে 'হাদীসশাস্ত্রের বিশ্বকোষ' নামে অভিহিত করা হয়। হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে তিনি বিষয়ের ভিত্তিতে বিন্যস্ত না করে বর্ণনাকারী তথা সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর নামের শিরোনামে সংকলন করেন এবং এর বিপরীতে একই বিষয়ের হাদীস বিভিন্ন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামের অধীনে বিন্যস্ত করেন।

পরবর্তীতে আহমদ ইবন আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ আল-বান্না (র) এ মুসনাদকে অপরাপর সহীহ হাদীস সংকলনের ন্যায় বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করেন এবং এর নামকরণ করেন 'আল-ফাতহুর রাব্বানী ফী তারতিবী মুসনাদি আল-ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল আশ-শায়বানী'। তবে হাদীস চর্চাকারীদের নিকট মুসনাদে আহমদে আহমদের এ সংস্করণটি 'আল-ফাতহুরা রাব্বানী' নামেই সমধিক পরিচিত।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে সিহাহ সিত্তাহভুক্ত হাদীস গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ করে সুধী পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মুসনাদে আহমদ-এর মত বিশাল হাদীস সংকলন অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের চাহিদার কথা বিবেচনায় এনে আমরা ফাতহুর রাব্বানীকেই বেছে নিয়েছি। যাতে পাঠক ও গবেষকগণ এরদ্বারা উপকৃত হতে পারেন।

মহান আল্লাহ্ ও হাদীস গ্রন্থটির বিজ্ঞ অনুবাদক, সম্পাদকবৃন্দ, প্রকাশকবৃন্দ ও প্রকাশনার সাথে জড়িত সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমাদের প্রকাশিত অপরাপর হাদীস গ্রন্থগুলোর মত মুসনাদে আহমেদও সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমরা আশাবাদী। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

হাদীসে রাসূল (সা) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য যে সকল শ্রদ্ধেয় ইমাম প্রাণান্ত পরিশ্রম করে গেছেন, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) (মৃ. ৮৫৫ খ্রি.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। হাদীসের এই মুজতাহিদ হাদীসের শরীআতী মাসআলা-মাসায়েল সংগ্রহ অপেক্ষা প্রিয় রাসূল (সা)-এর হাদীস যাতে সঠিক অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়, এ ব্যাপারে অধিক দৃষ্টি দেন। সুতরাং হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে তিনি বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস না করে বরং বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর নামানুসারে হাদীস সন্নিবেশ করেছেন। ফলে একই সাহাবী বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ক হাদীস সংশ্লিষ্ট সাহাবী (রা)-এর শিরোনামে সংকলন করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে একই বিষয়ের হাদীস বিভিন্ন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে সংকলিত হয়েছে। আটাশ কিংবা উনত্রিশ হাজার হাদীসের বিশাল এক সংকলন মুসনাদে আহমদ যাকে ইলমে হাদীসের বিশ্বকোষও বলা হয়।

পরবর্তীতে আহমদ ইবন আবদুর রাহমান ইবন মুহাম্মদ আল-বান্না (র) আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-এর মুসনাদকে অপরাপর সহীহ্ হাদীস সংকলনের ন্যায় বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করেন এবং এর নামকরণ করেন "আল-ফাতহুর রাব্বানী ফী তারতীবি মুসনাদি আল-ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল আশ-শায়বানী।" মুসনাদে আহমদের এ সংস্করণটি 'আল-ফাতহুর রাব্বানী' নামে সমধিক পরিচিতি।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে সিহাহ সিত্তাহভুক্ত হাদীসগ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ করে সুধী পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মুসনদে আহমদ অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এক্ষেত্রে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের চাহিদার কথা বিবেচনায় এনে 'ফাতহুর রাব্বানী'কেই বেছে নেয়া হয়-যাতে পাঠক ও গবেষকগণ এরদ্বারা উপকৃত হতে পারেন।

মুসনাদে আহমদ-এর দ্বিতীয় খন্ডটি অনুবাদ করেছেন ড. মাহফুজুর রহমান ও ড. আ ব ম মুখলেসুর রহমান। সম্পাদনা করেছেন ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর। আল্লাহ তাঁদেরকেসহ এ হাদীস গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে জড়িত সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও প্রথম প্রকাশহেতু এতে কিছু মুদ্রণজনিত ভুল থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। এ ধরনের কোন ভুল-ত্রুটি চোখে পড়লে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের স্বার্থে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিজ্ঞ পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইল।

প্রিয় রাসূল (সা)-এর এ হাদীস গ্রন্থটি সুধী পাঠক মহল কর্তৃক সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল (র)

পুরা নাম : আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল (র)। তবে ইবন হাম্বল (র) নামে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ এবং তাঁর নামানুসারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাব 'হাম্বলী মাযহাব' নামে পরিচিতি। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকীহ।

ইমাম হাম্বল (র)-এর পূর্বপুরুষ প্রথমদিকে বসরার অধিবাসী ছিলেন; কিন্তু তাঁর পিতামহ হাম্বল ইবন হিলালের সাথে স্বীয় 'শায়বান' গোত্রের লোকেরা 'মারভ' শহরে চলে আসেন। পিতামহ ছিলেন বনূ উময়্যার পক্ষ থেকে সারাখস-এর ওয়ালী এবং আব্বাসীদের প্রাথমিক সহযোগীদের অন্তর্ভুক্ত। আর পিতা মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল ছিলেন খুরাসানী সৈন্যবাহিনীর একজন সামরিক কর্মচারি। পিতা খুরাসান থেকে বাগদাদে বদলি হয়ে চলে আসার কয়েক মাস পরে রবিউস সানী ১৬৪ হি./ডিসেম্বর, ৭৮০ খ্রি. সালে ইমাম ইবন হাম্বল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত এবং রাবী'আ গোত্রের শাখাগোত্র বানূ শায়বানের অন্তর্ভুক্ত। ইরাক ও খুরাসান বিজয়ে এই শায়বান গোত্রের বিশেষ ভূমিকা ছিল। জন্মের তিন বছর পর তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। বাগদাদে তিনি আরবী ভাষা, সাহিত্য, ফিকহ ও হাদীস অধ্যয়ন করেন। হি. ১৭৯/খ্রি. ৭৫৫ সালে তিনি হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়নে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন এবং এতদুদ্দেশ্য ইরাক হিজায, ইয়ামন ও সিরিয়া সফর করেন। হি. ১৮৩ সালে তিনি কূফায় গমন করেন। তিনি সর্বপ্রথম ১৮৬ হি. এবং পরে ১৯০, ১৯৪ ও ২০০ হি. সালে বসরায় গিয়েছিলেন এবং অধিককাল সময় বসরায় অবস্থান করেন। বেশ কয়েকবার হজ্জ সম্পাদন করে তিনি কিছুদিন রাসূলে কারীম (সা)-এর রওযা মুবারকে অবস্থান করেন। পরবর্তীতে সমসাময়িককালের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস ও ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উস্তাদগণের মধ্যে আবদুর রহমান ইবন মাহদী, সুফয়ান ইবন উয়ায়না, ওয়াকী ইবনুল-জাররাহ (র) প্রমুখ অন্যতম ছিলেন। ইমাম ইবন তায়মিয়া (র)-এর বর্ণনামতে, ফিকহশাস্ত্রে ইবন হাম্বলের শিক্ষাদীক্ষা মূলত হিজাযে অবস্থানেরই ফল। অনেক সময় তাঁকে ইমাম শাফিঈ (র)-এর শাগরিদ বলে মনে করা হয়। তবে অনেকের মতে এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা কেবল একবারই হি. ১৯৪ সালে বাগদাদে ইমাম শাফিঈ (র)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল এবং তিনি ইমাম শাফিঈ (র)-এর ফিকহী শিক্ষা সম্পর্কে খুব কমই অবহিত ছিলেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি একটি ছোট জায়গীর লাভ করেছিলেন। তদ্বারা তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও স্বাধীন জীবন যাপন করতে থাকেন। খলীফা আল-মামূনের শাসনামলের শেষদিকে মুতাযিলা মতবাদে বিশ্বাস রাষ্ট্রানুগত্যের পর্যায়ে উন্নীত হলে ইবন হাম্বল (র)-এর উপর নির্যাতনের

সূচনা হয়, ফলে পরবর্তীকালে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কুরআন আল্লাহর সৃষ্ট বাণী বলে মুতাযিলীগণ যে মতবাদ পোষণ করে থাকে, ইমাম ইবন হাম্বল (র) দৃঢ়ভাবে এর বিরোধিতা করেন। কেননা এই বিশ্বাস আহলে-সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতবাদ কুরআন আল্লাহর চিরন্তন বাণী-এর সম্পূর্ণ পরিপন্থি। নতুন খলীফা আল-মুতাসিমের সময়ে তাঁর উপর নানা প্রকার দৈহিক শাস্তি প্রয়োগ করা হয়; অতঃপর দুই বৎসর কারারুদ্ধ থাকার পর তাঁকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয়। আল-মুতাসিমের সমগ্র খিলাফতকালে তিনি নিজ গৃহে অবস্থান করেন এবং এ সময় হাদীস শিক্ষাদানেও বিরত থাকেন।

হি. ২৩২/খ্রি. ৮৪৭ সালে আল-মুতাওয়াক্কিলের খিলাফত লাভের পর সরকারিভাবে পুনরায় সুন্নী মত অনুসরণ করা হলে তিনি অধ্যাপনার কাজ পুনরায় শুরু করেন। পূর্ববর্তী খলীফাদের আমলের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ দরবার থেকে অপসারিত হলে স্বাধীন মতের উলামা ও খলীফার মধ্যে যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত হয়। অতঃপর খলীফা ও ইবন হাম্বলের মধ্যেও সম্পর্কের দ্বার উন্মোচিত হয়। হি. ২৩৭/খ্রি. ৮৫২ সালে খলীফা তাঁকে সামাররা ডেকে পাঠান। সামাররার এই সফরে ইবন হাম্বল (র) দরবারের পারিষদবর্গের সঙ্গে স্বাধীনভাবে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। সামাররায় উপস্থিত হলে প্রাসাদের হাজিব (রক্ষীদলের প্রধান) ওয়াসিফ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে সুসজ্জিত ঈতাখ প্রাসাদে তাঁর অবস্থানের সুব্যবস্থা করেন। তাঁকে বহু উপহার-উপঢৌকন প্রদান করা হয় এবং পরে তাঁকে শাহযাদা আল-মু'তাযয-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর শারীরিক অবস্থা, বয়সের কারণে এবং আবেদনের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন। খলীফা তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর পরিবারকে একটি বৃত্তিও প্রদান করেছিলেন।

অতঃপর ৭৫ বছর বয়সে ইমাম ইবন হাম্বল (র) রবিউল আউয়াল ২৪১ হি./ জুলাই ৮৫৫ খ্রি. সালে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। বাগদাদের হারবিয়্যা অঞ্চলে শহীদদের কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তবে তাঁর দাফন সম্পর্কে অনেক অতিরঞ্জিত বর্ণনা পাওয়া যায়। এ বিষয় স্পষ্ট যে, জনসাধারণের মনে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। যার ফলে তাঁর মাযারে ভক্তবৃন্দের এমন বিপুল সমাগম হতে থাকে যাতে স্থানীয় প্রশাসন মাযারটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়। হি. ৫৭৪/খ্রি. ১১৭৮-৭৯ সালে খলীফা আল-মুসতাদী তাঁর মাযারে একটি উৎকীর্ণ ফলক স্থাপন করেন। যাতে সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসাবে মুহাদ্দিস ইবন হাম্বল (র)-এর অনেক প্রশংসা করা হয়েছে। তবে হি. ৮০০/ খ্রি. ১৪শ শতকে তাইগ্রিস নদীর এক প্লাবনে তাঁর কবরটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সালিহ ও আবদুল্লাহ নামে তাঁর দু'জন পুত্র সন্তান ছিল। সালিহ হি. ২০৩/ খ্রি. ৮১৮-১৯ সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসফাহানের কাযী ছিলেন। ইবন হাম্বল (র)-এর ফিকহী মতবাদের অধিকাংশই তাঁর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ হি. ২৯০/ খ্রি. ৯০৩ সালে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। ইবন হাম্বল (র)-এর মাযারটি টাইগ্রিস নদীর প্লাবনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর সর্বসাধারণের ভক্তি-শ্রদ্ধা আবদুল্লাহর কবরের দিকে ধাবিত হয় এবং তখন থেকে

পুত্রের কবর ভুলবশত পিতার কবররূপে শ্রদ্ধালাভ করতে থাকে। তাঁর উভয় পুত্রই পিতার জ্ঞান সাধনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিলেন।

ইমাম ইবন হাম্বল (র)-এর প্রসিদ্ধ রচনাবলীর মধ্যে তৎপ্রণীত হাদীস সংকলন মুসনাদ বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। এর প্রথম সংস্করণ কায়রো ১৩১১ হি.-১৩১৩ হি., আহমদ শাকির কৃত নতুন সংস্করণটি ১৩৬৮/১৯৪৮ সাল থেকে প্রচলিত রয়েছে। ইবন হাম্বল (র)-এর হাদীস সংকলনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । প্রকৃতপক্ষে তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ গ্রন্থটির বহু বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেন এবং তা সুবিন্যস্তসহ এতে কিছু সংযোজন করেন। এ সংকলনটিতে হাদীসসমূহকে বুখারী ও মুসলিম শরীফের ন্যায় বিষয়ের ভিত্তিতে বিন্যাস করা হয় নি; বরং বর্ণনাকারীগণের নামের ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে। যেমন হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা) প্রমুখ উল্লেযোগ্য সাহাবীদের বর্ণিত হাদীস ও আনসারদের বর্ণিত হাদীস সংকলন করা হয়েছে। সর্বশেষে মক্কা, মদীনা ও সিরিয়াবাসীদের বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। আব্দুল মান্নান উমার ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রীয় বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তিতে মুসনাদকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সজ্জিত করেছেন। ফলে মুসনাদটি বুখারী ও মুসলিম শরীফের ন্যায় বিষয়ভিত্তিকরূপ লাভ করেছে। পাণ্ডুলিপিটি সংকলকের নিকট সংরক্ষিত আছে। মুসনাদ গ্রন্থে সর্বমোট ২৮,০০০ থেকে ২৯,০০০ হাদীস স্থান পেয়েছে। মুসনাদকে কেন্দ্র করে অনেক সংযোজন গ্রন্থ এবং এতে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহের পূর্ণ বিন্যাসমূলক বিস্তর সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। দ্বাদশ/অষ্টাদশ শতাব্দী হতে একটি ধর্মনিষ্ঠ সংসদ মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রওযা মুবারকের পাশে বসে ক্রমাগত ৫৬টি অধিবেশনে এই পুস্তকখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়।

হাদীস শাস্ত্রের বিচার-বিবেচনায় আহমদ ইবন হাম্বল (র)-কে একজন মুজতাহিদ হিসেবে গণ্য করা যায়। কেননা তিনি আইনের উদ্ভব অপেক্ষা হাদীসের উৎস সন্ধানে সমধিক আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আর এ জন্যই তাবারী প্রমুখ ফিকহশাস্ত্রের কয়েকজন খ্যাতনামা আলিম তাঁকে ফকীহরূপে স্বীকৃতি দেন না, তাদের মতে তিনি একজন মুহাদ্দিসমাত্র, ইমাম হাম্বলের (র) মাযহাবের মূলনীতি ও আকাইদ বুঝতে হলে তার রচিত দুটি মৌলিক পুস্তিকা আর-রাদ্দু আলাল-জাহ্‌মিয়্যা ওয়ায-যানাদিকা' এবং 'কিতাবুস সুন্নাহ' বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ফাতওয়াসমূহকে লিপিবদ্ধ করা এবং ফিকহী বিষয়সমূহকে বিষয়ভিত্তিতে সুবিন্যস্ত করার দায়িত্ব তাঁর দুই পুত্র পালন করেন। এতে কুরআন ও সুন্নাহর পর সাহাবীগণের ফাতওয়াকে তৃতীয় সূত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর মাযহাবী আকীদার উক্ত সূত্রটির বৈধতার কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি ইসতিসহাব (যোগসূত্রের সন্ধান)-এর বহুল প্রয়োগ করেছেন। যা যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শরীআতের বিধান নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়া। সর্বসাধারণের কল্যাণ (মুসলিহাত)-এর দিকে লক্ষ্য রেখে জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে ফিকহী বিধানের হাম্বলী মাযহাবের নীতি অনুযায়ী সংকোচন অথবা প্রসার সাধন করা হয়। নৈতিকতার প্রাধান্য ছিল তাঁর ব্যক্তি-কর্মবহুল জীবনে। তাঁর মতে, সকল কাজের প্রধান লক্ষ্য আল্লাহর ইবাদত। জাহমিয়্যা ও মুরযিয়্যাদের বিরুদ্ধে তাঁর দাবি এই ছিল যে, ঈমান অর্থ "কথা, কাজ, নিয়্যাত ও সুন্নাতের

অনুসরণ।" মুসলিম জগতে তুর্কী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম জাহানের কেন্দ্রসমূহে সরকার অনুমোদিত পন্থায় নিয়োজিত কাযীগণ হাম্বলীসহ চার মাযহাবের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তুর্কীদের প্রাধান্যের ফলে হাম্বলী মাযহাবের প্রভাব হ্রাস পায়। তবে অদ্যাবধি চারটি সুন্নী মাযহাবের মধ্যে হাম্বলী মাযহাব অন্যতমরূপে গণ্য।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের রাজনৈতিক মতাদর্শ মূলত খারিজী, শী'আ এবং রাফিযীদের পরিপন্থি। তাঁর মতে একমাত্র কুরায়শগণই খিলাফাতের বৈধ দাবিদার। তাঁর সমসাময়িককাল যে 'শুউবিয়্যা আন্দোলন' অর্থাৎ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক যে তীব্র বিবাদ শুরু হয়েছিল, ইবনে হাম্বল এতে আরবদের সমর্থন দান করেছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করেন নি। জাতির ঐক্য বিনষ্টকারী পারস্পরিক সকল বিবাদ-বিসম্বাদকে এড়িয়ে বৃহত্তর সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান।

সর্বশেষে ব্যক্তি ইবন হাম্বল (র) ও তাঁর ঘটনাবহুল জীবন চরিত সঠিকভাবে উপলব্ধি ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে হলে নানাবিধ বিষয়ে তাঁর অসামান্য রচনাবলীর যথার্থ অধ্যয়ন ও গভীর মনোযোগের প্রয়োজন রয়েছে।

সূচিপত্র

অধ্যায় : তাশাহ্হুদ সংক্রান্ত /১৯

দুই ঈদের সালাত ও এতদ্সংশ্লিষ্ট সালাত ও অন্যান্য বিষয়ের পরিচ্ছেদসমূহ

চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সালাত বিষয়ক পরিচ্ছেদসমূহ / ৩৬০

সালাতুল ইস্তিস্কা বিষয়ক পরিচ্ছেদসমূহ / ৩৮৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَبْوَابُ التَّشَهُّد

অধ্যায় : তাশাহ্হুদ সংক্রান্ত

(١) بَابُ مَا وَرَدَ فِيْ اَلْفَاظِه

(১) পরিচ্ছেদ : তাশাহ্হুদের শব্দাবলী সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

فَصْلٌ فِيْمَا رُوِىَ فِيْ ذَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ

অনুচ্ছেদ : উক্ত বিষয়ে আব্দুল্লাহ্ ইবন্ মাস্উদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ

(٧٠٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ النَّخْعِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فِى وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِىْ أٰخِرِهَا، فَكُنَّا نَحْفَظُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حِيْنَ أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ، فَكَانَ يَقُوْلُ إِذَا جَلَسَ فِىْ وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِىْ أٰخِرِهَا عَلٰى وَرِكِهِ اَلْيُسْرٰى التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ : ثُمَّ إِنْ كَانَ فِىْ وَسَطِ الصَّلَاةِ نَهَضَ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ، وَإِنْ كَانَ فِىْ أٰخِرِهَا دَعَا بَعْدَ تَشَهُّدِهِ بِمَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَدْعُوَ ثُمَّ يُسَلِّمُ.

(৭০৮) আবদুল্লাহ্ ইবন্ মাস্উদ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সালাতের মধ্যখানে এবং শেষে তাশাহ্হুদ পাঠ করার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আমরা আব্দুল্লাহ্ থেকে তা মুখস্থ করতাম, যখন তিনি আমাদেরকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। যখন তিনি সালাতের মধ্যখানে এবং শেষে তাঁর বাম উরুর উপরে বসতেন তখন বলতেন–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

সমস্ত (মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক) ইবাদত আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।

তিনি (রাবী) বলেন, যদি তা সালাতের প্রথম তাশাহ্হুদ হত, তা হলে তিনি তাশাহ্হুদ শেষ করেই দাঁড়িয়ে যেতেন। আর যদি সালাতের শেষ তাশাহ্হুদ হত তাহলে তাঁর তাশাহ্হুদ শেষ হওয়ার পরেও সম্ভব অনুযায়ী দু'আ পাঠ করে সালাম ফিরাতেন।

[ইমাম হাইসুমী মাজমাউয্ যাওয়াদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হাদীসটি সহীহ্ গ্রন্থে এর চেয়ে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি আহমদও বর্ণনা করেছেন। তার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(৮.৯) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي وَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ قُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ (كما تقدم إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، قَالَ فَاذَا قَضَيْتَ هٰذَا أَوْ قَالَ فَاذَا فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُوْمُ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ.

(৭০৯) কাসিম ইবন্ মুখাইমিরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলকামা আমার হাত ধরে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবন্ মাস্‌উদ তাঁর হাত ধরে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহর হাত ধরে তাঁকে সালাতের তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তুমি اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ থেকে وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ পর্যন্ত (পূর্বের হাদীসের অনুরূপ) পাঠ করবে।

অতঃপর বলেছেন ঃ যখন তুমি তা শেষ করবে বা এই কাজ করবে, তখন তোমার সালাত শেষ হবে। তখন তুমি দাঁড়ানোর ইচ্ছা করলে দাঁড়াতে পারবে এবং বসে থাকতে চাইলে তাও পারবে।

[আবূ দাউদ, দারুকুতনী, বাইহাকী, ইবন হাব্বান। হাইছুমী বলেন। আহমদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(৭১০) عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَجَوَامِعَهُ وَخَوَاتِمَهُمْ زَادَ فِي رِوَايَةٍ وَإِنَّا كُنَّا لَانَدْرِي مَانَقُوْلُهُ فِي صَلَاتِنَا حَتَّى عَلَّمَنَا) فَقَالَ إِذَا قَعَدْتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ (فَذَكَرَ مِثْلَ مَاتَقَدَّمَ اِلَى قَوْلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ) قَالَ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ اَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ اِلَيْهِ فَلْيَدْعُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

(৭১০) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) মঙ্গলের (সালাতের) প্রারম্ভ, সমষ্টি ও সমাপ্তির শিক্ষা দান করেছেন। (অন্য রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত আছে যে, সালাতের ভেতরে আমাদের যা পড়া প্রয়োজন (রাসূল (সা) আমাদেরকে শিক্ষা না দেয়া পর্য্যন্ত আমরা জানতাম না।) অতঃপর তিনি বলেছেন, তোমরা প্রতি দু'রাক'আতে যখন বসবে, 'তখন বল্‌বে اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ (পূর্বের বর্ণনা অনুসারে عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ পর্যন্ত উল্লেখ করেন।) তিনি বলেন ঃ তারপর তোমাদের যার যে দু'আ ভাল লাগে, সে দু'আ (পড়ার জন্য) গ্রহণ করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করবে।

[নাসায়ী, হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(৭১১) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَلَّمَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّشَهُّدَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

(৭১১) আব্‌দুল্লাহ্ ইবন্ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং মানুষদেরকে তা শিক্ষা দানের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর তা নিম্নরূপ-

اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتَ وَالطَّيِّبَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

সমস্ত (মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক) ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক, সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের প্রতি। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন মাবূদ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল [১]।)

(৭১২) عَنْ عَبْدِ اللّٰهُ بْنِ سَخْبَرَةَ أَبِى مَسَّمَرٍ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّشَهُّدَ كَفِّى بَيْنَ كَفَّيْهُ كَمَا يُعَلِّمُنِى السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنْ، قَالَ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ. اَشْهَدُ اَنَّ لاَ إِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَا نَيْنَا فَلَمَّا قَبَضَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى النَّبِىِّ.

(৭১২) আব্‌দুল্লাহ্‌ ইবন্‌ মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়েছেন আমার হাত তাঁর হাতের মধ্যে রেখে, যেমনিভাবে তিনি আমাকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেছেন ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلٰهَ الا اللّٰهَ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

অর্থাৎ সমস্ত (মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক) ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক, সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের প্রতি। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন মাবূদ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল।

তাঁর জীবদ্দশায় اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ বল্‌তাম আর মৃত্যুর পর اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِىِّ বল্‌তাম।

[বুখারী ও মুসলিম।]

(৭১৩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ الصَّلَاةِ لاَ تَقُوْلُوْا السَّلَامَ عَلَى اللّٰهِ فَانَّ اللّٰهُ هُوَ= السَّلَامُ، وَلٰكِنْ اذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَالِكَ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ اَحَدُكُمْ مِنَ الدُعَاءِ أَعْجَبَهُ اِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ كُنَّا اذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ فِىْ الصَّلَاةِ قُلْنَا اَلسَلَامُ عَلَى اللّٰهِ قَبْلَ عِبَادِهِ اَلسَّلَامُ عَلَى جِبْرِيْلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيْلَ اَلسَلَامُ عَلَى فُلَانٍ «اَلْحَدِيْثُ» كَمَا تَقَدَّمَ.

টীকা ঃ ১. [এ হাদীসের সনদে আবূ উবায়দাহ্‌ ইবন্‌ আবদুল্লাহ্‌ রয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে হাফেয ইবন্‌ হাজার বলেন যে, তিনি তাঁর পিতার নিকট হতে তা শুনেন নাই। তাই ইমাম বুখারী ও মুসলিম আব্‌দুল্লাহ্‌ ইবন্‌ মাস্‌উদ থেকে অনুরূপ হাদীস আবূ উবায়দার মাধ্যম ব্যতিরেকে বর্ণনা করেছেন।]

× قُلْنَا اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وفُلاَنٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৭১৩) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ মাস্‌উদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সালাতে যখন বসতাম তখন বলতাম اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ (অর্থাৎ বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহ্‌র বান্দার প্রতি সালাম, সালাম অমুকের প্রতি, সালাম অমুকের প্রতি) রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের বললেন, তোমরা আস্‌সালামু আলাল্লাহ বলো না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলাই সালাম। বরং তোমাদের কেউ যখন সালাতে বস্‌বে তখন সে যেন বলে–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ.

অর্থাৎ সমস্ত (মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক) ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম, এবং আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের প্রতি এবং আমাদের নেক বান্দাদের প্রতি।

(কেননা) তোমরা যখন তা বলবে তখন আসমান ও যমীনের মধ্যের সকল নেক বান্দার কাছে তা পৌঁছে যাবে। (এরপর বলবে) أَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ (অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবূদ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল।) তারপর তোমাদের যার যে, দু'আ ভাল লাগে সে দু'আ (পড়ার জন্য) গ্রহণ করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করবে।

(আব্‌দুল্লাহ্ ইবন্ মাসঊদ (রা) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে) তাতে আরও আছে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সালাতে যখন বসতাম তখন আমরা বলতাম।

اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيْلَ اَلسَّلاَمُ عَلَى مِيْكَائِيْلَ اَلسَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ.

(অর্থাৎ বান্দার পূর্বে আল্লাহ্‌র উপর সালাম, জিব্রাঈলের উপর সালাম। মিকাঈলের উপর সালাম, অমুকের উপর সালাম।) বাকি হাদীস পূর্বানুরূপ)

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

فَصْلٌ فِيْمَا رُوِىَ فِىْ ذَالِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ.

অনুচ্ছেদ ঃ উক্ত বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইবন্ আব্বাস ও আবূ মূসা আল আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ

(٧١٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَال كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا القُرْآنَ فَكَانَ يَقُوْلُ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارِكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ قَالَ حُجَيْنٌ سَلاَمٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ.

(৭১৪) আব্‌দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে আমাদের কুরআন শিখাতেন। তিনি বলতেন হুজাইন (একজন রাবী) বলেন–

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ .

[মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী।]

(٧١٥) عَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَدِيْثٍ ذَكَرَ فِيْهِ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُم الصلاة (إلى ان قال) فاذَا كَانَ عِنْدَ القَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ اَوَّلِ قَوْلِ اَحدِكُمْ اَنْ يَقُوْلَ اَلتَحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰه اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

(৭১৫) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের (সাহাবীদের)-কে সালাত শিক্ষা দিতেন। (বর্ণনার এক পর্যায়ে বলেন) যখন তোমরা (সালাতে) বসবে তখন তোমাদের কারো প্রথম কথা যেন এই হয় ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَد ان لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

সমস্ত পবিত্র (মৌখিক, দৈহিকও আর্থিক) ইবাদত আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেককার বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবূদ নাই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।

[মুসলিম ও আবূ দাউদ হাদীসটির বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। নাসায়ী ইবন্ মাজাহ্ দারু কুতনী, ও ইমাম তাহাবী সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।]

بَابُ هَيْئَةِ الْجُلُوْسِ التَّشَهُّدِ وَالْإِشَارَةُ بِالسَّبَّابَةِ وَغَيْرَ ذَالِكَ.

পরিচ্ছেদ ঃ তাশাহ্হুদের জন্য বসার অবস্থা এবং তর্জনী (আঙ্গুল) দ্বারা ইঙ্গিত করা প্রসঙ্গে

(٧١٦) عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَنْ اِفْتِرَاشِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَخِذَهُ اليُسْرَى فِى وَسَطِ الصَّلاَةِ وفِىْ أٰخِرِهَا وَقُعُوْدِهِ عَلَى وَرِكِهِ اليُسْرَى وَوَضْعِهِ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى وَنَصْبِهِ قَدَمَهُ اليُمْنَى وَوَضْعِهِ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى وَنَصْبِهِ إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةُ يُوَحِّدُبِهَا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِمْرَانُ بْنُ اَبِى اَنْسٍ أَخُوْ بَنِى عَامِرْ بْنِ لُؤَىٍ وكَانَ ثِقَةً عَنْ اَبِى الْقَاسِمِ مِقْسَمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ صَلَّيْتُ فِىْ مَسْجِدِ بَنِى غِفَارٍ، فَلَمَّا جَلَسْتُ فِىْ صَلاَتِى افْتَرَشْتُ فَخِذِىَ اليُسْرَىْ وَنَصَبْتُ السَّبَّابَةَ قَالَ فَرَاٰنِى خُفَافُ بْنُ إِيْمَاءِ ابْنِ رَحْضَةَ الْغِفَارِىُّ وكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ مَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأنَا أصْنَعُ ذَالِكَ قَالَ فَلَمَّا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلاَتِى قَالَ لِى اَىْ بُنَىَّ لِمَ نَصَبْتَ

إِصْبَعَكَ هٰكَذَا قَالَ وَمَاتَنْكَرُ رَأَيْتُ النَّاسَ يَصْنَعُوْنَ ذَالِكَ، قَالَ فَإِنَّكَ أَصَبْتَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذا صَلَّى يَصْنَعُ ذَالِكَ، فَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَقُوْلُوْنَ إِنَّمَا يَصْنَعُ هٰذَا مُحَمَّدٌ بِإِصْبَعِهِ يَسْحَرُبِهَا وَكَذَّ بُوْا، إِنَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَالِكَ يُوَحِّدُ بِهَا رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ.

(৭১৬) ইবন্ ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমরান ইবন্ আবী আসান আমার নিকট রাসূল (সা)-এর সালাতের মধ্যে ও শেষ বৈঠকে বাম উরু বিছিয়ে দিয়ে তার উপরে বসার, বাম হাত বাম উরুর উপরে রাখার, ডান পা খাড়া করে রাখার, ডান হাত ডান উরুর উপরে রাখার, ডান পা খাড়া করে রাখার, ডান হাত ডান উরুর উপরে রাখার। আর তর্জনী (অঙ্গুলী) খাড়া করে তার দ্বারা আল্লাহ্র একত্বতা প্রকাশ করার বর্ণনা দেন। আবদুল্লাহ ইবন্ হারিছের আযাদকৃত গোলাম আবুল কাসিম তথা মিকসান হতে বর্ণনা করে ইমরান ইবন আনাস আমাকে বলেছেন, তিনি আমির ইবন লুআই -এর ভাই এবং সত্যবাদী, তিনি বলেন, আমাকে এক ব্যক্তি বলেন যে, আমি বনী গিফারের মসজিদে সালাত আদায় করেছিলাম। যখন আমি সালাতের মধ্যে বসেছিলাম। তখন আমার বাম উরু বিছিয়ে দিয়েছিলাম এবং তর্জনী অঙ্গুলী খাড়া করে রেখেছিলাম তখন এমতাবস্থায় খুফাফ ইবন্ ইমা আল গিফারী যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুহবাত পেয়েছেন, আমাকে এরূপ করতে দেখেন এবং আমি সালাত শেষ করলে তিনি বলেন, হে বৎস! তোমার অঙ্গুলীকে এভাবে খাড়া করেছিলে কেন? তিনি বলেন দ্বিধাহীনভাবে কোন পরিবর্তন ব্যতীরেকে সাহসের জবাবে বলল, আমি লোকদেরকে এরূপ করতে দেখেছি। তখন তিনি বললেন, তুমি ঠিক করেছ। কেনন রাসূল (সা) সালাতে এরূপ করতেন। তখন মুশরিকগণ বলতে থাকল যে, রাসূলুল্লাহ তাঁর আঙ্গুল দ্বারা এরূপ করে যাদু করছেন। তারা তা মিথ্যা বলেছে। আসলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ করে তাঁর প্রভুর একত্বতা প্রকাশ করতেন।

(٧١٧) عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ قُلْنَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِيْ الاقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، قَالَ هِيَ السُّنَّةُ، قَالَ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هِيَ سُنَّةَ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ طَاوُسٍ أَيْضًا قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَحْبُو عَلَى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ فَقُلْتُ هٰذَا يَزْعُمُ النَّاسُ اَنَّهُ مِنَ الْجَفَاءِ قَالَ هُوَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৭১৭) আবুয্ যুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি তাউসকে বলতে শুনেছেন যে, আমরা ইবন্ আব্বাসকে দু'পায়ে উপরে ভর দিয়ে বসা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তা সুন্নাত। আমরা তাঁকে বললাম, আমাদে মনে হয় তা মানুষের পক্ষে কঠিন। তখন আবদুল্লাহ্ ইবন্ আব্বাস বললেন, আপনার নবীর সুন্নত।

তাঁর (আবুয্ যুবাইর) থেকে অন্য সূত্রে তাউস থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন্ আব্বাসকে তাঁর দু'পায়ে সম্মুখভাগের উপর ভর করে বস্তে দেখেছি। তখন আমি তাঁকে বলেছি যে, মানুষ এটাকে কঠিন মনে করে, তখ তিনি বললেন যে, তাই আপনার নবীর সুন্নত। [মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী।]

(٧١٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فِى صِفَةِ صَلاَةِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَقُوْلُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةُ، وَكَانَ يَكْرَهُ اَنْ يَفْتَرِشَ ذِرَاعِيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهِ الْيُسْرَى وَيَنْصُبُ رِجْلَهِ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَخْتِمُ صَلاَةَ بِالتَّسْلِيْمِ.

টীকা ঃ ১ [বাইহাকী। এ হাদীসের সনদে একজন অজ্ঞাত লোক আছেন, তবে হাদীসটি তাবারানীও আল কাবীরে বর্ণনা করেছেন। হাইছ বলেন, তার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(৭১৮) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সালাতের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, তিনি প্রতি দু'রাক'আতে التَّحِيَّةُ "আত্‌তাহিয়্যাতু" পাঠ করতেন। হিংস্র প্রাণীর মত উভয় বাহু (সিজদায়) বিছিয়ে দেয়া পছন্দ করতেন না। আর তিনি বসার সময় বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন। শয়তানের পশ্চাৎবর্তী হওয়া থেকে বারণ করতেন। আর সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করতেন। [মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ্।]

(٧١٩) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ الْحَضْرَمِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَصِفُ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْإِيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنِى، ثُمَ قَبَضَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَخَلَّقَ حَلْقَةً (وَفِى رِوَايَةِ حَلَّقَ بِالْوَسْطَى وَلْأَبْهَامِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوْبِهَا.

(৭১৯) ওয়াইল ইবন্ হুজর আল হাদরামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাতের বর্ণনা করে বলেন, তিনি (রাসূল (সা) বসলেন এবং তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন ও তাঁর বাম হাত তাঁর উরু ও বাম হাঁটুর উপর রাখলেন। আর তাঁর ডান উরুর উপর ডান কনুই খাড়া রাখলেন। তারপর তাঁর সকল আঙ্গুলী বন্ধ রেখে (দু'টি দ্বারা) গোলাকার বৃত্ত বানালেন।

(অন্য রেওয়ায়াতে আছে, মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানালেন। এবং তর্জনী দ্বারা ইশারা করলেন।) অতঃপর তাঁর একটি অঙ্গুলী উঠালেন। আমি দেখলাম যে, তিনি সে অঙ্গুলী নাড়িয়ে দু'আ করছেন।

[আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন মাজাহ, বাইহাকী ইত্যাদি। হাদীসটির সনদ সহীহ্।]

(٧٢٠) عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اِسْحَاقَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ بَنِى تَمِيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ أُصْبَعِهِ يَعْنِى هٰكَذَا فِى الصَّلاَةَ قَالَ ذَاكَ الْإِخْلاَصُ.

(৭২০) শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ ইসহাককে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বনী তামীমের এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবন্ আব্বাসকে সালাতের মধ্যে অঙ্গুলীকে এরূপ ব্যবহার করা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি। তার উত্তরে তিনি বলেছেন, তা হল ইখলাস।[১] (একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি)

(٧٢١) عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاَةَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِىَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ يَعْنِى السَّبَّابَةَ.

(৭২১) নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবন্ উমর (রা) যখন সালাতে বসতেন, তখন তাঁর উভয় হাত উভয় হাঁটুর উপর রাখতেন। এবং (তর্জনী) অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা শয়তানের জন্য লোহার (মারের) চেয়েও কঠিন।

---

১. [বাইহাকী তাঁর সুনানে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমদের এ হাদীসের সনদে এক অজ্ঞাত রাবী আছেন। বাইহাকী তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন, আর নাসাঈ তিনি নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। আহমদ ইবন আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, হাদীসের বাকি রাবীগণও নির্ভরযোগ্য কাজেই হাদীসটি গ্রহণ করা যায়।]

২. [ইমাম হাইসুমী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেন, হাদীসটি বায্যারও আহমদ ও বর্ণনা করেছেন। তাতে একজন রাবী আছেন, তাকে কেউ নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন আর কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٧٢٢) عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ.

(৭২২) আমির ইবন্ আবদুল্লাহ্ ইবন্ যুবাইর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাশাহ্হুদ-এর জন্য বসতেন, তখন তাঁর ডান হাত ডান উরুর উপরে রাখতেন এবং বাম হাত বাম উরুর উপরে রাখতেন, আর তর্জনী দ্বারা ইশারা করতেন এবং তাঁর দৃষ্টি তাঁর ইশারা অতিক্রম করত না। [মুসলিম, নাসায়ী, বাইহাকী।]

(٧٢٣) عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ اَنَّهُ قَالَ رَأَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَاَنَا اَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، وَقَالَ اَصْنَعُ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ؟ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرَى (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا جَلَسَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلٰى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا.

(৭২৩) আলী ইবন্ আব্দুর রহমান আল মুয়াবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন্ উমর (রা) আমাকে দেখলেন যে, আমি সালাতে পাথরের কণা নিয়ে খেলা করছি। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, তখন আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন, আর বললেন, তুমি সেরূপই করবে যেরূপ রাসূলুল্লাহ (সা) করতেন, আমি বললাম, রাসূল (সা) কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, যখন তিনি সালাতে বসতেন তখন তাঁর ডান হাত ডান উরুর উপরে রাখতেন। আর তাঁর সমস্ত অঙ্গুলী বন্ধ করে দিতেন, এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর সংলগ্ন অঙ্গুলী (তর্জনী) দ্বারা ইশারা করতেন, আর তাঁর বাম হাত তাঁর বাম উরুর উপরে রাখতেন।

দ্বিতীয় এক সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবন্ উমর থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সালাতে বসতেন। তখন তাঁর উভয় হাতে উভয় হাঁটুর উপরে রাখতেন এবং ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির সংলগ্ন অঙ্গুলী (তর্জনী) উপরে উঠাতেন ও তাদ্বারা ইশারা করতেন। আর তখন তার বাম হাত হাঁটুর উপরে বিছানো থাকত। [মুসলিম, নাসায়ী, তাবারানী।]

(٧٢٤) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً سَاقِطًا يَدَه فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لاتَجْلِسْ هٰكَذَا إِنَّمَا هٰذِهِ جِلْسَةُ الَّذِيْنَ يُعَذَّبُوْنَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ يَعْتَمِدَ عَلَى يَدَيْهِ.

(৭২৪) আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে সালাতে তার হাত ফেলে তার উপর ভর করতে দেখে বললেন এরূপ বস না। যাদেরকে আযাব দেয়া হবে তাদেরকে এভাবে বসানো হবে।

তাঁর (আবদুল্লাহ্ ইবন্ উমর) থেকেই অন্য সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতে কাউকে তার দু'হাতের উপর ভর করে বসতে নিষেধ করেছেন।

[আবূ দাউদ, বায়হাকী। হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(٧٢٥) عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ (يَعْنِى عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ) أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ قُلْتُ حَتّٰى يَقُوْمَ قَالَ حَتّٰى يَقُوْمَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ كَأَنَّمَا كَانَ جُلُوْسُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى الرَّضْفِ.

(৭২৫) আবূ উবায়দাহ্ তাঁর পিতা (অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবন্ মাসঊদ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) (প্রথম) দু'রাক'আতের পর এমন অবস্থায় উপনীত হতেন, যেন তিনি গরম পাথরের উপর রয়েছেন। রাবী বলেন, আমি (আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসঊদকে) জিজ্ঞাসা করলাম, বৈঠক থেকে উঠা পর্যন্ত? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তাঁর (আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম দু'রাক'আতের বৈঠকে রাসূল (সা)-কে মনে হত যেন গরম পাথরের উপরে বসেছেন।

[বাইহাকী, ইমাম শাফেয়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ্।]

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقِبَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيْرِ وَعَلَى آلِهِ.

পরিচ্ছেদ ঃ শেষ তাশাহ্হুদের পর নবী করীম (সা) ও তাঁর পরিজনদের উপর দরূদ পাঠ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসসমূহ

(٧٢٦) عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتّٰى جَلَسَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِىْ صَلَاتِنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ، قَالَ فَصَمَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ فَقَالَ اِذَا اَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَى فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ الْأُمِّىِّ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَآلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِىِّ الْأُمِّىِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ : قِيْلَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ فَقَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

(৭২৬) আবূ মাসঊদ উকবাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে তাঁর সম্মুখে বসলেন এবং বললেন, হে রাসূল! আপনার উপর সালাম (পাঠের নিয়ম) আমরা জেনেছি। তবে সালাতের মধ্যে যদি দরূদ পাঠ করতে চাই তাহলে কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করবো? আল্লাহ আপনার উপর মেহেরেবানী করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) একথা শুনে চুপ রইলেন। এমন কি আমরা আক্ষেপ করতে লাগলাম যে, লোকটি যদি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস না করতো! (তাহলে খুবই ভাল হত)! এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন যখন তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ করবে তখন বলবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

(দ্বিতীয় সূত্রে তাঁর থেকে বর্ণিত) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলা হল, হে রাসূল! আপনার উপর কিভাবে দরূদ পাঠ করবো? তিনি বললেন– তোমরা বলবেঃ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

[ইবন হাব্বান, দারু কুত্নী, বায়হাকী, হাকিম ও ইবন্ খুযাইমা, দারু কুত্নী হাদীসটিকে আহসান এবং হাকিম ও বাইহাকী সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।]

(৭২৭) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بِشْرُ بْنُ سَعْدٍ اَمَرَنَا اللّٰهُ اَنْ نُصَلِّى عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ؟ قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى تَمَنَّيْنَا اَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ : قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ.

(৭২৭) আবূ মাসঊদ থেকেই আরও বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট আস্লেন। আমরা, তখন) সা'দ ইবন্ উবাদা (রা)-এর মজলিসে ছিলাম। তখন বিশ্র ইবন্ সা'দ (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাসূল! আল্লাহ্ আমাদেরকে আপনার উপর দরূদ পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন। আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করব? আবূ মাসঊদ বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুপ রইলেন। এমনকি আমরা কামনা করতে লাগলাম যে, তাঁকে যদি এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা না হত! (তাহলে খুবই ভাল হত।) অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা বলবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

আর সালাম প্রেরণের নিয়ম তো তোমাদের জানাই আছে। [মুসলিম ও অন্যান্য।]

(৭২৮) عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ الْجَنْبِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُوْ فِى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلَ هٰذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ رَبِّهِ وَثَنَاءِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ.

(৭২৮) আমর ইবন্ মালিক (রা) আল জানবী থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী ফাযালা ইবন্ উবায়দকে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে সালাতে দু'আ করতে শুনলেন। সে (দু'আয়) আল্লাহ্কে স্মরণ করল না এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর দরূদও পড়ল না। সে তা খুব তাড়াতাড়ী করে ফেলেছে,

অতঃপর (রাসূল (সা) তাঁকে ডাকলেন এবং তাঁকে ও অন্যদেরকে বললেন, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করবে, তখন সে তাঁর প্রভুর প্রশংসা ও গুণাবলী দ্বারা তা শুরু করবে। তারপর নবী করীম (সা)-এর উপর দরূদ পাঠ করবে। এরপর যা ইচ্ছা দু'আ করবে।

[নাসায়ী, আবূ দাউদ, ইবন্ হাব্বান, বাইহাকী, হাকিম, তিরমিযী। তিরমিযী হাদীসটি সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। আর হাকিম বলেন, হাদীসটি সহীহ, মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ।]

(٧٢٩) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلاَمَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ،؟ قَالَ قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

(৭২৯) কা'ব ইবন্ উজরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললেন। (হে রাসূল!) আপনার উপর সালাম পাঠ করার নিয়ম আমরা শিখেছি। কিন্তু আপনার উপর দরূদ কিভাবে পড়ব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٧٣٠) عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى قَالَ : لَقِيَنِى كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَلاَ اُهْدِىْ لَكَ هَدِيَةً؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا اَوْعَرَفْنَا كَيْفَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلاَةُ؟ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰل إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

(৭৩০) ইবন্ আবী লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার কাব ইবন্ উজরা (রা) আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, হে জা'ফরের ছেলে! আমি কি তোমাকে একটি হাদিয়া দেব না? একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আামদের কাছে আসলেন, আমরা বল্লাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে কিভাবে সালাম দিতে হয় তা তো আমরা জানি কিন্তু আপনার উপর দরূদ আমরা কিভাবে পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بارَكْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

[বুখারী ও মুসলিম।]

(٧٣١) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبٍ (يَعْنِى بْنِ عُجْرَةَ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اَنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ قَالُوْا كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ؟ قَالَ قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّيْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

عَلَى أٰلِ إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ قَالَ وَنَحْنُ نَقُوْلُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ قَالَ يَزِيْدُ فَلَا اَدْرِى اَشَىْءٌ
زَادَهُ اِبْنُ اَبِى لَيْلَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ اَوْشَىْءٌ رَوَاهُ كَعْبٌ؟

(৭৩১) ইয়াযীদ ইবন্ আবী যিয়াদ আব্দুর রহমান ইবন্ আবী লায়লা থেকে এবং (আব্দুর রহমান ইবন আবী লায়লা) কা'ব ইবন্ উজরা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ (অর্থা আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন) আয়াতটি নাযিল হল, তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى أٰلِ إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى أٰلِ إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

তিনি আবদুর রহমান বলেন, আমরা বলে থাকি তাদের সঙ্গে আমাদের উপরেও (রহমত ও বরকত বর্ষণ করুন) ইয়াযীদ বলেন যে, আমার জানা নাই, আবদুর রহমান তাঁর নিজের থেকে তা বাড়িয়ে বলেছেন নাকি কা'ব তা বর্ণনা করেছেন।

[তিরমিযী এবং হাফিয ইবন্ কাসীর তাঁর তাফসীরে হাদীসটি সংকলন করেছেন এবং তিনি তা বুখারী বর্ণনা করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٧٣٢) عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! هٰذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَلِمْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اِبْرَاهِيْمَ.

(৭৩২) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর সালাম পাঠানোর নিয়ম তো আমরা জানি, কিন্তু আপনার উপর দরূদ কিভাবে পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বলবেঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى أٰلِ إِبْرَاهِيْمَ

[বুখারী ও অন্যান্য।

(٧٣٣) عَنْ بُرَيْدَةَ الْخُزَاعِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ؟ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى أٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

(৭৩৩) বুরায়দা আল খুজা'য়ী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার উপর সালাম পাঠানোর নিয়ম তো আমরা জেনেছি। কিন্তু আপনার উপর দরূদ কিভাবে পাঠ করব? তিনি বললেন তোমরা বল্‌বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَجْعَلْ صَلَوَاتِكُمْ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى أٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি তার সনদে আবূ দাউদ আল আ'সা রয়েছেন। হাইসুমীর মতে সে দুর্বল রাবী

[টীকা ঃ ইমাম নববী বলেন اٰلِ النَّبِى অর্থাৎ নবীর পরিবার-পরিজন বল্‌তে যাঁদেরকে বুঝায় তাঁদের সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। তা এরূপ (ক) সকল জাতি (খ) বনূ হাশিম, ও বনূ মুত্তালিব (গ) নবীর পরিবার-পরিজন ও সন্তানগণ।]

(٧٣٤) عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

(৭৩৪) মূসা ইবন্ তাল্হা তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার উপর কিভাবে দরূদ পাঠ করব? তিনি বললেন, তুমি বল ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

[নাসায়ী, হাদীসটির সনদ উত্তম ।]

(٧٣٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انِّى سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْسِى كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ صَلُّوا وَاْجْتَهِدُوْا، ثُمَّ قُولُوا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

(৭৩৫) যায়দ ইবন্ খারিজা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করলাম, (হে রাসূল।) আপনার উপর কিভাবে দরূদ পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা দরূদ পাঠ কর এবং (সঠিকভাবে আদায়ের জন্য) চেষ্টা কর। অতঃপর বল–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ محمدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

فَصْلٌ فِيْمَا يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى تَفْسِيْرِ اٰلِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَلَّى عَلَيْهِمِ

পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা)-এর পরিবার-পরিজন (যাদের উপর দরূদ পাঠ করা হয়। তাঁদের) ব্যাখ্যা প্রমাণ প্রসঙ্গে

(٧٣٦) عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلٰى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ مِمَّا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ ابْرَاهِيْمَ اِنَّك حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلٰى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ ابْرَاهِيْمَ اِنَّك حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَكَانَ أَبِى يَقُوْلُ مِثْلَ ذَالِكَ.

(৭৩৬) ইবন্ তাউস আবূ বকর ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ আমর ইবন্ হাযম থেকে, তিনি নবী করীম (সা)-এর এক সাহাবী থেকে আর তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلٰى اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ ابْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلٰى مَحَمَّدٍ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلٰى اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اٰلِ ابْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

(হে আল্লাহ! আপনি রহমত করুন মুহাম্মদের উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর [১] তাঁর স্ত্রীদের উপর, তাঁর বংশধরদের উপর, যেরূপ মেহেরবানী করেছেন ইব্রাহীমের উপর, নিশ্চয় আপনি প্রশংসাযোগ্য ও সম্মানিত আর বরকত দান কর মুহাম্মদের উপর আর তাঁর পরিবার ও তাঁর স্ত্রীদের এবং বংশধরদের উপর, যেরূপ বরকত দিয়েছেন ইব্রাহীম পরিবারের উপর। আপনি নিশ্চয় প্রশংসাযোগ্য ও সম্মানীত।)

ইবন্ তাউস বললেন, আমার পিতা এভাবেই দরূদ পাঠ করতেন।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। হায়সুমী হাদীসটি সংকলন করে বলেন, ইমাম আহ্মদ তা রেওয়ায়াত করেছেন এবং তার সনদ সহীহ্।]

(٧٣٧) عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

(৭৩৭) আম্র ইবন্ সুলায়েম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুমায়দ আস-সায়িদী (রা) আমাকে জানালেন যে, (একবার) সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।

بَابُ التَّعَوُّذِ وَالدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

পরিচ্ছেদ : নবী করীম (সা)-এর উপর দরূদ পাঠ করার পর (বিতাড়িত শয়তান থেকে) পানাহ্ চাওয়া এবং (আল্লাহ্‌র নিকট) দু'আ করা প্রসঙ্গে

(٧٣٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ اَرْبَعٍ، مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

(৭৩৮) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যখন শেষ তাশাহ্হুদ সমাপ্ত করবে, তখন সে চার বস্তু থেকে (আল্লাহর নিকট) পানাহ্ চাইবে[১] জাহান্নামের আযাব থেকে (২) কবরের আযাব থেকে, (৩) জীবন ও মৃত্যুর ফিত্না থেকে (৪) মাসীহে দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٧٣٩) عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَلِمَاتٍ كَانَ يُعَظِّمُهُنَّ جِدًّا، يَقُولُ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، قَالَ كَانَ يُعَظِّمُهُنَّ وَيَذْكُرُهُنَّ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

---

১. টীকা ঃ দ্বিতীয় তাশাহহুদের পর এবং সালামের পূর্বে দরূদ পাঠ করতে হয়। আর দরূদ পড়া কি? তা নিয়ে আলেমদের মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশ ইমামদের মতে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব নয়।]

(৭৩৯) ইবন্ তাউস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি ইশার সালাতে শেষ তাশাহ্হুদের পরে এ বাক্য গুলো পাঠ করতেন, তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন, তা হল–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

তিনি রাবী বলেন, তাতে গুরুত্ব দিতেন এবং তা আয়িশার মাধ্যমে নবী করীম (সা) থেকে উল্লেখ করেন।

(٧٤٠) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ فِى الصَّلَاةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاثَمِ وَالْمَغْرَبُ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ.

(৭৪০) উরওয়াহ্ ইবন্ যুবায়র থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী আয়িশা (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতে (এই দু'আ) পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاُعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

(হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের শাস্তি থেকে ও আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি মসীহ দাজ্জালের ফিত্না থেকে এবং আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি জীবনের ফিতনা ও মৃত্যুর ফিত্না থেকে, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি গুনাহ থেকে ও ঋণগ্রস্ততা থেকে।)

তখন তাঁকে কেউ বললেন, আপনি প্রায়ই ঋণগ্রস্ততা থেকে পানাহ চেয়ে থাকেন কেন? তিনি বললেন, কোন লোক যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন সে কথা বলতে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٧٤١) عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ كَيْفَ تَقُوْلُ فِىْ الصَّلَاةِ؟ قَالَ أَتَشَهَّدُ ثُمَّ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ اَمَا إِنِّى لَا اَحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مَعَاذ فَقَالَ النَّبِيْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَهُمَا نُدَنْدِنُ.

(৭৪১) আবূ সালিহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি সালাতে কি পড়? সে তদুত্তরে বলল, আমি তাশাহ্হুদ পাঠ করি, তারপর এই দু'আ পড়ি اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ

(অর্থাৎ হে আল্লাহ্! জান্নাত আমার নসীব করুন এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। (তখন) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমাদের উভয়ের দু'আ তোমার দু'আ থেকে ভিন্ন নয়।

[আবূ দাউদ। হাদীসটির সনদ সহীহ্।]

(٧٤٢) عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْاَدْرَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ، وَهُوَ يَتَشَهَّدُ وَهُوَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْاَلُكَ يَا أَللّٰهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَلِى ذُنُوْبِى اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ قَالَ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَلَهُ قد غُفِرَلَهُ قَدْ غُفِرَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

(৭৪২) মিহজান ইবন্ আদরা' (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (একদিন) মসজিদে প্রবেশ করেই দেখলেন যে, এক ব্যক্তি তাশাহ্হুদ পড়ে সালাত শেষ করার সময় বলছেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْاَلُكَ يَا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الاَحَدَ الصَّمَدَ الَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَلِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

মিহ্জান ইবন্ আদরা' (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, তিন বার।

[আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ খোযাইমাহ্। হাদীসটির সনদ উত্তম।]

فَصْلٌ مِنْهُ فِىْ رَفْعِ الْاِصْبَعِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِىْ الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ ঃ সালাতে দু'আ করার সময় অঙ্গুলী উচুঁ করা প্রসঙ্গে।

(٧٤٣) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَلَسَ فِىْ الصَّلَاةِ فَدَعَا وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ كَانَ يُشِيْرُ بِاِصْبَعِهِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيْرُ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّاحَةَ فِىْ الصَّلَاةِ.

(৭৪৩) সাঈদ ইবন্ আবদুর রহমান ইবন্ আব্যা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সালাতে বস্তেন, তখন তাঁর ডান হাত তাঁর উরুতে রেখে (দীর্ঘ) দু'আ করতেন এবং তাঁর (তর্জনী) অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করতেন।

(আর সাঈদ ইবন্ আবদুর রহমান থেকেই দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতে তাঁর তর্জনী অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করতেন। [তাবারানী, হাইসুমী। তিনি বলেন, হাদীসটি তাবারানী আল কাবির গ্রন্থে গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণনা করেছেন।]

(٧٤٤) عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرِ الْخُزَاعِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَاعِدٌ فِىْ الصَّلَاةِ قَدْ وَضَعَ ذِرَاعَهِ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى رَافِعًا بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةَ قَوْحَنَاهَا شَيْئًا وَهُوَ يَدْعُوْ.

(৭৪৪) মালিক ইবন্ নুমায়ের আল খুযাঈ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাতে বসা অবস্থায় দেখেছি যে, তিনি তাঁর ডান বাহু ডান উরুর উপরে রেখে তর্জনী অঙ্গুলীকে সামান্য ঝুঁকিয়ে উঁচু করে রেখেছেন এবং দু'আ করছেন।

[আবূ দাউদ, নাসায়ী, হাকিম হাকিম হাদীসটির সনদ সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।

টীকা ঃ অন্য বর্ণনায় كَثِيْرًا এর স্থলে كَبِيْرًا রয়েছে।]

(٧٤٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَدْعُوْ بِإِصْبَعَيْنِ فَقَالَ أَحِّدْ يَاسَعْدُ.

(৭৪৫) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (একদিন) সাদ-এর কাছ দিয়ে গেলেন, তখন তিনি দু'অঙ্গুলী দ্বারা (ইশারা) করছিলেন, তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেন, হে সা'দ, এক অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করবে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

بَابُ جَامِعِ أَدْعِيَةٍ مَخْصُوْصٌ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ ঃ হাদীসে উল্লেখিত নামাযে পঠিত বিভিন্ন দু'আ প্রসঙ্গে

(٧٤٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُوْبِهِ فِيْ صَلَاتِي قَالَ قُلْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلْمًا كَثِيْرًا (وَفِيْ رِوَايَةٍ كَبِيْرًا بَدَلَ كَثِيْرًا) وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

(৭৪৬) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ আম্র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করলেন, আমাকে সালাতে পাঠ করার জন্য একটি দু'আ শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, এ দু'আটি বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

(অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি নিজের উপর অধিক যুলম করেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনার পক্ষ থেকে আমাকে তা ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

(٧٤٧) عَنْ أَبِيْ مِجْلَزٍ قَالَ صَلَّى بِنَا عَمَّارُ (بْنُ يَاسِرٍ) صَلَاةً فَاوْجَزَ فِيْهَا، فَأَنْكَرُوْا ذَالِكَ فَقَالَ أَلَمْ أُتِمَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ قَالُوْا بَلَى قَالَ أَمَا إِنِّي دَعَوْتُ فِيْهَا بِدُعَاءٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ بِهِ، اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَاعَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِيْ تَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَاءِ وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَمِنْ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْدِيِّيْنَ.

(৭৪৭) আবূ মিজলায থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আম্মার ইবন্ ইয়াসির (রা) আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি তা সংক্ষেপ করে ফেললেন। তখন মুসল্লীরা সংক্ষিপ্তকরণকে খারাপ মনে করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি কি রুকু এবং সিজদা পরিপূর্ণ রূপে আদায় করি নি? তারা বললেন, নিশ্চয়ই! (তা করেছেন) তখন তিনি বললেন, আমি তাতে এমন একটি দু'আ পড়েছি, যা রাসূলুল্লাহ (সা) পড়তেন। (সে দু'আটি হলঃ)

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِى مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِى٦١ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ، اَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا وَالْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلَى لِقَائِكَ وَاَعُوذُبِكَ مِنَ وَمِنْ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاَيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّيْنَ ضَرَاءِ مُضِرَّةٍ

[নাসায়ী, হাদীসটির সনদ উত্তম।]

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি হাইসুমী হাদীসটি সংকলন করেছেন। বলেন তা আহমদ বর্ণনা করেছেন আর তার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

হে আল্লাহ্! আমি তোমার গায়েবী জ্ঞান এবং সকল সৃষ্টির উপর তোমার সার্বভৌম ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে প্রার্থনা করছি যে, আমাকে তুমি জীবিত রাখ ততদিন পর্যন্ত যতদিন তুমি জান যে, আমার জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণজনক এবং আমাকে তুমি মৃত্যু দাও যদি হয় সে মৃত্যু আমার জন্য শ্রেয়। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট চাই তোমার ভয়-ভীতি গোপনে ও প্রকাশ্যে। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি সত্য কথা বলার তাওফীক, খুশীর সময়ে এবং ক্রোধের অবস্থাতে, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি মধ্যপথ গ্রহণের দুরিদ্র্যে এবং ঐশ্বর্যে, আমি তোমার নিকট কামনা করি তোমার মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাতের মাধুর্য, তোমার সাথে সাক্ষাত লাভের আগ্রহ, ব্যাকুলতা যা লাভ করলে আমাকে স্পর্শ করবে না কোন অনিষ্ট, আর আমাকে সম্মুখীন হতে হবে না এমন কোন ফিতনায় যা আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে ঈমানের অলংকার দ্বারা বিভূষিত কর এবং হিদায়েতের পথ প্রদর্শন কর।

(٧٤٨) عَنْ زَاذَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ صَلَاةٍ وَهُوَ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِى قَالَ شُعْبَةُ اَوْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ مِائَةَ مَرَّةٍ.

(৭৪৮) যাযান রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক আন্‌সারী সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোন এক সালাতে বলতে শুনেছেন "رَبِّ اغْفِرْلِى" শু'বা (রাবীদের একজন) বলেন যে, অথবা তিনি (নবী করীম (সা) বললেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرلِى وتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ.

একশতবার।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তার সনদ দুর্বল

(٩٤٩) عَنْ اَبِى السُّلَيْلِ عَنْ عَجُوْزٍ مِنْ بَنِى نُمَيْرٍ اِنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ وَوَجْهُهُ إِلَى الْبَيْتِ، قَالَتْ فَحَفِظْتُ مِنْهُ رَبِّ اغْفِرْلِى خَطَايَاىَ وَجَهْلِى.

(৭৪৯) আবূ সুলাইল থেকে বর্ণিত, তিনি এক বৃদ্ধ মহিলা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাহাবীদেরকে নিয়ে কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছেন, তিনি (মহিলা) বলেন, আমি সে সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যে দু'আ মুখস্ত করেছি তা হল ঃ اَللّٰهُمَّ اَغْفِرْلِى وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

(অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমার সকল ভুল ভ্রান্তি ও মূর্খতা ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমাশীল।)

[আবূ দাউদ। নাসাঈ ও অন্যান্য। হাফিয ইবন্ হাজর বলেন, এ হাদীসের সনদ শক্তিশালী

(٧٥٠) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامَعَاذُ اِنِّيْ لَأُحِبُّكَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَنَا وَاللّٰهِ اُحِبُّكَ قَالَ فَاِنِّيْ أُوْصِيْكَ بِكَلِمَاتٍ تَقُوْلُهُنَّ فِيْ كُلِّ صَلَاةٍ، اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

(৭৫০) মু'আয ইবন্ জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একরাত আমাকে পেলেন তখন বললেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে ভালবাসি। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি, আমিও আপনাকে ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বল্লেন, আমি তোমাকে প্রতি সালাতে এ দু'আ পড়ার জন্য ওসিয়ত করছি তা হল–

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَىْ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আপনার যিকির, কৃতজ্ঞতা ও উত্তম ইবাদত করতে।

أَبْوَابُ الْخُرُوْجِ مِنَ الصَّلَاةِ بِالسَّلَامِ وَمَايَتْبَعُ ذَالِكَ

সালাম বা অনুরূপ কোন কাজের দ্বারা সালাত সমাপ্ত করা বিষয়ক অনুচ্ছেদসমূহ

(١) بَابُ كَيْفِيَّةِ السَّلَامِ وَلَفْظُهُ وَأَنَّهُ مَرَّتَانِ

১. পরিচ্ছেদ ঃ সালাতে সালাম ফিরানোর পদ্ধতি ও তার শব্দ এবং তা দু'বার হওয়া প্রসঙ্গে

(٧٥١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ أَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُوْدٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدَيْهِ أَوْخَدِهِ، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَفْعَلَانِ ذَالِكَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَدِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَسْلِيْمَتِهِ الْيُسْرَى.

(৭৫১) আব্দুল্লাহ্ (অর্থাৎ ইবন্ মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি যে, তিনি প্রত্যেক নীচু হওয়ার ও উপরে উঠার, দাঁড়াবার এবং বসার সময়ে তাকবীর বলতেন, আর তিনি তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে সালাম ফিরাতেন, তখন তাঁর গণ্ড চোয়ালের শুভ্রতা দেখা যেত। আর আবূ বকর এবং উমর (রা)-কেও অনুরূপ করতে দেখেছি।

(তাঁর থেকে দ্বিতীয় বর্ণনায়) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বাম দিকে সালাম ফিরানোর সময় আমি যেন তাঁর চোয়ালের শুভ্রতা (এখনও) লক্ষ্য করি।

[দারু কুতনী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ্, ইমাম তিরমিযী হাদীসটি সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।]

(٧٥٢) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ حَتَّى يُرَى أَوْ نَرَى بَيَاضَ خَدَّيْهِ.

(৭৫২) তাঁর (আবদুল্লাহ্ ইবন্ মাস্উদ (রা) থেকে আরও বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে "আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্" বলে সালাম ফিরাতেন, তখন তাঁর উভয় চোয়ালের শুভ্রতা দেখা যেত বা আমরা দেখতাম।

[বাইহাকী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ, তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।]

(٧٥٣) عَنْ وَاسِعٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اَللّٰهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا وَضَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ ثُمَّ يَقُوْلُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَى يَمِيْنِهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ عَلَى يَسَارِهِ.

(৭৫৩) ওয়াসি' (ইবন্ হাব্বান) (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবন্ উমর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তিনি যখন মাথা নিচু করতেন এবং যখন মাথা উঠাতেন তখন আল্লাহু আক্বার বলতেন, তারপর তাঁর ডান দিকে আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ এবং তাঁর বাম দিকেও আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্ বলতেন। [নাসায়ী, বাইহাকী, এর সনদ উত্তম।]

(٧٥٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهُ حَدَّثَنِى أَبِى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىٍّ وَأَبُو سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ حَتّٰى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّٰى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ.

(৭৫৪) আমির ইবন্ সা'দ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফিরাতেন। এবং আবূ সাঈদ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরাতে দেখেছি। তখন তাঁর গণ্ড চোয়াল দেশের শুভ্রতা দেখা যেত। আর যখন তাঁর বাম দিকে সালাম ফিরাতে দেখেছি, তখন তাঁর চোয়ালের শুভ্রতা দেখা যেত।

[আবু সাঈদ এ হাদীসের রাবীদের মধ্যে একজন।] [মুসলিম, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ, দারুকুতনী, ইবন্ হাব্বান, বাইহাকী।]

[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে তার সনদে দুর্বল রাবী ইবন লাহাইয়া থাকলে এ জাতীয় অন্যান্য হাদীস তাকে সমর্থন করা গ্রহণযোগ্য।]

(٧٥٥) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَحْوُهُ.

(৭৫৫) সাহ্ল ইবন্ সা'দ আল্ আন্সারী (রা) ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(٧٥٦) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ الْحَضْرَمِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُهُ.

(৭৫৬) ওয়ায়েল ইবন্ হুজ্র আল্ হাদ্রামী (রা)-ও রাসূলল্লাহ্ (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। [আবূ দাউদ, তাবারানী, ইমাম নববী বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ্।]

(٧٥٧) عَنْ عَدِىِّ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ، ثُمَّ إِذَا سَلَّمَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَنْ يَمِيْنِهِ حَتّٰى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُقْبِلُ بِوَجْهِهِ حَتّٰى يُرَىْ بَيَاضُ خَدِّهِ عَنْ يَسَارِهِ.

(৭৫৭) 'আদী ইবন্ উমায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সিজদা করতেন, তখন তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। তারপর যখন ডান দিকে সালাম ফিরাতেন তখন তাঁর চেহারা (ডান দিকে)

এমনভাবে ফিরাতেন যে তাঁর চোয়ালের শুভ্রতা দেখা যেত। আর যখন বাম দিকে সালাম ফিরাতেন, তখন তাঁর চেহারাকে এমনভাবে ঘুরাতেন যে, বাম দিক থেকে তাঁর চোয়ালের শুভ্রতা দেখা যেত।

[হাইসুমী, হাদীসটির বর্ণনাকারী বলেন, এটা তাবারানী "তাঁর আউসাত" গ্রন্থে দীর্ঘাকারে আর "আলকাবীর" গ্রন্থে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। "আউসাত" গ্রন্থে বর্ণিত সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٢) بَابُ حَذْفِ السَّلَامَ وَكَرَاهَةِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ مَعَهُ

২. পরিচ্ছেদ ঃ সালাম টেনে উচ্চারণকারী এবং তার সাথে সাথে ইশারা করা মাকরূহ হওয়া প্রসঙ্গে

(٧٥٨) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ

(৭৫৮) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, (সালাতে) সালামকে বেশী টেনে উচ্চারণ না করা সুন্নাত।

[আবূ দাউদ ও তিরমিযী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।]

(٧٥٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا وَرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِأَيْدِيْنَا يَمِيْنًا وَشِمَالاً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَالُ أَقْوَامٍ يَرْمُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ أَلاَ يَسْكُنُ أَحَدُكُمْ وَيُشِيْرُ بِيَدِهِ عَلٰى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلٰى صَاحِبِهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يُشِيْرُ أَحَدُنَا بِيَدِهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَالُ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ فِى الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ أَلاَيَكْفِى أَحَدُكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلٰى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ.

(৭৫৯) জাবির ইবন্ সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন) যখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে সালাত আদায় করতাম, তখন আমরা আমাদের হাত দ্বারা ডান ও বাম দিকে ইশারা করে বলতাম "আস্‌সালামু আলাইকুম" তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এসব লোকদের কি হল যে, তারা তাদের হাত দ্বারা ইশারা করছে? যেন তা অস্থির ঘোড়ার লেজ। তোমাদের কেউ কি স্থীর হয়ে থাকতে পার না? এবং তার হাত দ্বারা উরুতে ইঙ্গিত করে (উরুতে রেখে) তারপর তার সাথীকে ডান ও বাম দিক থেকে সালাম করতে পারে না?

তাঁর (জাবির ইবন্ সামুরা (রা)) থেকেই দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) -এর পিছনে যখন আমরা সালাম ফিরাতাম তখন বল্‌তাম "আস্‌সালামু আলাইকুম" তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তার হাত দ্বারা ডান ও বাম দিকে ইশারা করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ওদের কি হল যারা সালাতে তাদের হাত দ্বারা ইশারা করছে? যেন তা অস্থির ঘোড়ার লেজ। তোমাদের জন্য কি এটা যথেষ্ট নয় যে, উরুর উপরে হাত রেখে ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরাবে।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী।]

(٣) بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَوْنِ السَّلاَمِ فَرِيْضَةَ وَالْاَجْزَاءِ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ

৩. পরিচ্ছেদ ঃ সালাতে সালাম ফরয হওয়া এবং এক সালাম যথেষ্ট হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসসমূহ

(٧٦٠) عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلاَةَ اَلطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

(৭৬০) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, পবিত্রতা সালাতের চাবি, আর তাকবীর ধ্বনি তার শুরু, এবং সালাম তার সমাপ্তি।

[এ হাদীসটি দীর্ঘাকারে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং তা ইমাম শাফেয়ী, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, বাযযার, হাকিম ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, এতদসংক্রান্ত হাদীসের মধ্যে এটা সবাধিক সহীহ্। ইবন্ সাফানও হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(٧٦١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فِى صِفَةِ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتْ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَيَدْعُوْ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَرفَعُ بِهَا صَوْتَهُ يُوْقِظُنَا.

(৭৬১) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাত্রের (নফল) সালাতের বর্ণনায় বলেন যে, তিনি (সালাতে) বসে তাশাহ্হুদ পড়তেন এবং দু'আ করতেন। তারপর একবার আস্সালামু আলাইকুম বলে এমন উচ্চ আওয়াযে সালাম ফিরাতেন যে, তার দ্বারা আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতেন।

[নাসায়ী, ইবন্ হাব্বান। আবুল আব্বাস সিরাজ তাঁর মুসনাদে বলেন এ হাদীসটির সনদ মুসলিমের শর্তে উপনীত।]

(٤) بَابُ مِقْدَارُ مَكْثِ الْإِمَامِ عَقِبَ الصَّلاَةِ وَجَوَازِ انْحِرَافِهِ عَنِ الْيَمِيْنِ اَوِ الشِّمَالِ

৪. পরিচ্ছেদ ঃ সালাতের পরে ইমামের অপেক্ষার সময়ের পরিমাণ এবং তার ডান বা বাম দিকে মুখ ফিরানো জায়েয হওয়া প্রসঙ্গে

(٧٦٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ بَعْدَ صَلاَتِهِ إِلاَمَامُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.

(৭৬২) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) সালাত শেষে (সালাতের স্থানে (কেবল (নিম্নোক্ত) দু'আটি পড়া পর্যন্ত বসতেন।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ

(অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি শান্তিময় এবং তোমা থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময়, হে মহিমান্বিত ও সম্মানিত।

[মুসলিম, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ্।]

(٧٦٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ النَّخْعِىِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ عَنِ انْصِرَافِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ، عَنْ يَمِيْنِهِ كَانَ يَنْصَرِفُ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ؟ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ حَيْثُ أَرَادَ، كَانَ أَكْثَرُ انْصِرَافِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ عَلٰى شِقِّهِ

الأَيْسَرِ إِلَى حُجْرَتِهِ (وَفِى لَفْظٍ) كَانَ عَامَّةُ مَايَنْصَرِفُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى يَسَارِهِ إِلَى الْحُجُرَاتِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ لاَيَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا لاَ يَرَى إِلاَّ أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِيْنِهِ. لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ أَكْثَرَ انصِرَافِهِ لَعَلَى يَسَارِهِ.

(৭৬৩) আবদুর রহমান ইবন্ আসওয়াদ ইবন্ ইয়াযিদ আল নাখ্ঈয়ী তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাত শেষে বহির্গমন সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা)-এর নিকট এ প্রশ্ন করতে শুনেছি যে, রাসূল (সা) কি সালাত শেষে তাঁর ডান দিকে না বাম দিকে বর্হিগমন করতেন? তিনি বলেন, তখন আব্দুল্লাহ্ ইবন্ মাসউদ বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সালাত শেষে বহির্গমন করতেন। তবে রাসূল (সা)-এর সালাত থেকে অধিকাংশ বহির্গমন বাম দিক দিয়ে তাঁর ঘরের দিকে হত। (অন্য ভাষায়) সাধারণত তিনি সালাত থেকে তাঁর বাম দিক দিয়েই কামরার দিক হয়ে বহিগংমন করতেন। (আর তাঁর থেকে দ্বিতীয় এক বর্ণনায়) তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন শয়তানের জন্য তার মনে কোন অংশ না রাখে, এরূপ মনে করে যে, তার জন্য (সালাত শেষে) ডান দিক থেকে ফেরাই জরুরী। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি যে, তাঁর অধিকাংশ ফেরা হত তাঁর বাম দিক থেকেই।

[বুখারী, মুসলিম আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ্।]

(٧٦٤) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَائِمًا وَقَاعِدًا وَحَافِيًا وَمُنْتَعِلاً (زَادَ فِىْ رِوَايَةٍ) وَيَنْفَتِلُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَيَسَارِهِ

(৭৬৪) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়িয়ে, বসে, নগ্নপদে এবং জুতা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করতেন। (অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত বলা হয়েছে) তিনি (নবী করীম (সা) সালাত শেষে তাঁর ডান দিকে ও বাম দিকে ফিরতেন।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তার সনদ উত্তম।]

(٧٦٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا

(৭৬৫) আম্‌র ইবন্ শু'য়াইব তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সালাত আদায় করতে এবং (সালাত শেষে) তাঁর ডান ও বাম দিকে ফিরতে দেখেছি এবং আমি তাঁকে খালি পায়ে ও জুতা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করতেও দেখেছি। তা ছাড়া তাঁকে দাঁড়িয়ে এবং বসে পানি পান করতেও দেখেছি।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ্, বাইহাকী, হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(٧٦٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ عَنْ يَمِيْنِهِ

(৭৬৬) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত থেকে তাঁর ডান দিকে প্রস্থান করেছেন। [মুসলিম, নাসায়ী, ও অন্যান্য।]

(٥) بَابُ اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ النَّاسَ بِوَجْهِهِ عَقِبَ السَّلَامِ وَتَبَرُّكِ الصَّحَابَةِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পরে ইমামের মুক্তাদীগণের দিকে মুখ ফিরানো এবং নবী করীম (সা) থেকে সাহাবাদের বরকত গ্রহণ প্রসঙ্গে

(٧٦٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلم حِجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ أَوِ الْفَجْرِ قَالَ ثُمَّ انْحَرَفَ جَالِسًا أَوْ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ لِوَجْهِهِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ فَذَكَرَ قِصَّتَهُمَا قَالَ وَنَهَضَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَضْتُ مَعَهُمْ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَشَبُّ الرِّجَالِ وَأَجْلَدُهُ، قَالَ فَمَا زِلْتُ أَزْحَمُ النَّاسَ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا إِمَّا عَلَى وَجْهِي أَوْصَدْرِي، قَالَ فَمَا وَجَدْتُ شَيْئًا أَطْيَبَ وَلَا أَبْرَدَ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ) قَالَ ثُمَّ ثَارَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ بِيَدِهِ يَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ قَالَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَمَسَحْتُ بِهَا وَجْهِي فَوَجَدْتُهَا أَبْرَدَ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبَ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ –

(৭৬৭) জাবির ইবন্ ইয়াযিদ ইবন্ আসওয়াদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বিদায় হজ্জ আদায় করলাম। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি ফিরে বসলেন, অথবা তাঁর চেহারাকে জনতার দিকে ফিরালেন। তখন তিনি জনতার পিছনে দু'জন লোককে দেখলেন, যারা সকলের সাথে সালাত আদায় করে নি। অতঃপর তাদের ঘটনা উল্লেখ করেন। রাবী বলেন, জনগণ তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে অগ্রসর হল আর আমিও তাদের সাথে অগ্রসর হলাম। তখন আমি পূর্ণ শক্ত সামর্থ যুবক ছিলাম। রাবী বলেন, আমি জনতার ভীড়কে ঠেলে উপেক্ষা করে রাসূলল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পর্যন্ত পৌছলাম, এবং তাঁর হাত ধরলাম। অতঃপর তাঁর হাতকে আমার চেহারা বা বুকের উপর রাখলাম। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতের চেয়ে অন্য কোন জিনিসকে অধিক সুগন্ধময় এবং অধিক ঠাণ্ডা পাই নাই। রাবী বলেন, তিনি তখন মসজিদে খায়ফে ছিলেন।

তাঁর থেকে দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, তিনি (রাবী) বলেন, তখন লোকজন এবং তাঁর (রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাত ধরতে থাকলেন। অতঃপর তা দ্বারা তাদের চেহারাসমূহ মাস্হ করতে থাকলেন। রাবী বলেন, আমিও তাঁর হাত ধরলাম এবং তার দ্বারা আমার মুখমণ্ডল মাস্হ করলাম। তখন আমি (রাবী) তাঁর হাতকে বরফের চেয়ে অধিক ঠাণ্ডা এবং মিশ্কের চেয়ে অধিক সুগন্ধিময় পেলাম।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ, তিরমিযী, এবং ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।]

(٧٦٨) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ثُمَّ قَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَهُ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ، قَالَ فَأَخَذْتُ يَدَهُ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ.

(৭৬৮) জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) (কোন একদিন) দ্বিপ্রহরের সময় বাত্হা নামক স্থানের উদ্দেশ্যে বের হলেন। অতঃপর তিনি ওযূ করলেন এবং যোহরের দু'রাকা'আত ও আসরের দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। এমতাবস্থায় তাঁর সামনে ছিল ছোট্ট একটা বর্শা। আর তাঁর পশ্চাতে গাধা ও নারীরা চলাচল করছিল। তারপর (সালাত শেষে) লোকজন দণ্ডায়মান হয়ে রাসূলল্লাহ্ (সা)-এর হাত ধরে সে হাত দ্বারা তাদের চেহারা মাসহ্ করতে লাগলেন। রাবী বলেন, তখন আমিও তাঁর হাত ধরলাম এবং আমার চেহারার উপর রাখলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, তাঁর হাত বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা এবং মিশ্‌কের চেয়ে সুগন্ধিময়।

[বুখারী শরীফ।]

(٦) بَابُ مَكْثِ الْإِمَامِ بِالرِّجَالِ قَلِيْلاً لِيُخْرِجَ النِّسَاءَ وَالْفَصْلَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّافِلَةِ بِخُرُوْجٍ أَوْكَلاَمٍ اَوْ اِنْتِقَالٍ

(৬) অনুচ্ছেদ ঃ মুকতাদীদেরকে নিয়ে ইমামের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাতে মহিলারা বের হয়ে যেতে পারে, এবং কিছু কথা, বা স্থানান্তর বা মসজিদ থেকে বের হয়ে ফরয ও নফলের মধ্যে বিরতি টানা প্রসঙ্গে

(٧٦٩) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِيْنَ يَقْضِىْ تَسْلِيْمَهُ وَيَمْكُثُ فِىْ مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) اَنَّ النِّسَاءَ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَتَ مَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَإِذَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ.

(৭৬৯) উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন (সালাত শেষে) সালাম ফিরাতেন তখন তাঁর সালাম ফিরানোর সাথে সাথে মহিলারা দাঁড়িয়ে পড়ত। আর রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়ানোর পূর্বে তাঁর স্থানে কিছু সময় অবস্থান করতেন। (তাঁর থেকে দ্বিতীয় বর্ণনায়) তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর যামানায় তিনি যখন ফরয সালাত শেষে সালাম ফিরাতেন তখনই মহিলা মুসল্লিগণ দাঁড়িয়ে পড়ত। আর রাসূলুল্লাহ (সা) ও পুরুষ মুসল্লিগণ কিছুক্ষণ বসে থাকতেন। অতঃপর যখন রাসূল (সা) দাঁড়াতেন তখন পুরুষ মুসল্লিগণও (চলে যাবার জন্য) দাঁড়াতেন।

[ইমাম বুখারী বিভিন্ন অনুচ্ছেদে হাদীসটি সংকলন করেছেন।]

(٧٧٠) عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ (بْنِ أَبِى سُفْيَانَ) اَلْجُمْعَةَ فِى الْمَقْصُوْرَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِىْ مَقَامِىْ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَّى، فَقَالَ لاَتَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمْعَةَ فَلاَتَصِلْهَا بِصَلاَةِ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَالِكَ : لاَ تُوْصِلْ صَلاَةً بِصَلاَةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ.

(৭৭০) সায়িব ইবন্ ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়া ইবন্ আবূ সুফইয়ানের পিছনে মাকসূরা নামক স্থানে জুমু'আর সালাত আদায় করলাম। অতঃপর তিনি যখন সালাম ফেরালেন, তখন আমি আমার স্থানে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং সালাত আদায় করলাম। তারপর তিনি (তাঁর কামরায়) প্রবেশ করে আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি যা করেছ পুনরায় তা করো না, যখন জুমু'আর (ফরয) সালাত আদায় করবে, তখন

অন্য সালাত তার সাথে একত্রিত করো না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি কথা বলছ, বা বাহিরে না বের হয়েছ। কেননা নবী করীম (সা) এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি এক সালাতকে অন্য সালাতের সাথে মিলাবে না, যতক্ষণ না কথা বলো অথবা বাইরে না যাও। [মুসলিম, আবূ দাউদ, ইমাম শাফেয়ী, বাইহাকী।]

(٧٧١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ.

(৭৭১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) থেকে বর্ণনা করা হয়, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি, ফরয সালাত আদায় শেষে সুন্নাত সালাত পিছে বা ডানে বামে সরে গিয়ে আদায় করে?

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ্, এ হাদীসের সনদে ইব্রাহীম ইবন্ ইসমাঈল নামক একজন দুর্বল রাবী আছেন, তবে বাইহাকী হাদীসটি আরও দু'টি সনদে একটু ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন।]

(٧) بَابُ فَضْلُ جُلُوْسِ الْمُصَلِّى فِيْ مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ

(৭) অনুচ্ছেদ ঃ সালাত আদায়ের পর মুসল্লী তার সালাতের স্থানে বসে থাকার ফযীলত

(٧٧٢) عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَلَسَ فِيْ مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَإِنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلَمِيِّ وَقَدْ صَلَّى الْفَجْرَ وَهُوَ جَالِسٌ فِى الْمَجْلِسِ فَقُلْتُ لَوْ قُمْتَ إِلٰى فِرَاشِكَ كَانَ أَوْطَأَلَكَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ جَلَسَ فِى مُصَلَّاهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ (وَذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيْثِ الْمُتَقَدِّمِ)

(৭৭২) 'আতা ইবন্ সায়িব আবূ আব্দুর রহমান থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যখন কোন বান্দা সালাতের পর সালাতের স্থানে বসে থাকে, তখন ফেরেশ্তারা তার উপর দরূদ, দু'আ পড়তে থাকে। তাদের সে দু'আ হলো ঃ হে আল্লাহ্! তুমি তাকে ক্ষমা কর এবং তার উপর রহমত নাযিল কর। আর যখন সে সালাতের জন্য অপেক্ষা করে তখন ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করে, সে দু'আটি হলো, হে আল্লাহ্! তুমি তাকে ক্ষমা কর এবং তার উপর রহমত নাযিল কর।

তাঁর থেকে দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে। তিনি বলেন, একদা আমি আবূ আব্দুর রহমান আসসুলামীর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তিনি ফজরের সালাত আদায় করে সালাতের স্থানে বসাছিলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি যদি বিছানায় যেতেন তাহলে স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন। তখন তিনি বললেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে (এইরূপ) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করে অতঃপর সালাতের স্থানে বসে থাকেন ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করে। (তারপর পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন)

[হাদীসটি অন্যত্র যাওয়া যায় নি। হাইসুমী হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, এ হাদীসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন। তাতে 'আতা ইবন সায়িব নামক এক রাবী আছেন, যিনি নির্ভরযোগ্য হলেও শেষ জীবনে তার স্মৃতি বিভ্রঅট ঘটেছিল। তবে আহমদ আবদুর রহমান আল-বান্না বলেন, বুখারী, মুসলিম ও আহমদ বর্ণিত অনেক সহীহ্ হাদীস একে সমর্থন করে।]

أَبْوَابُ الْأَذْكَارِ الْوَارِدَةِ عَقِبَ الصَّلَاةِ

"সালাতের পরে পড়ার জন্য অবতীর্ণ দু'আসমূহের অনুচ্ছেদসমূহ

(١) بَابُ الْأَدْعِيَةِ الْوَارِدَةِ مِنْ ذَالِكَ

১নং অধ্যায় ঃ উক্ত বিষয়ে নিয়মিত পাঠের দু'আসমূহ

(٧٧٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيْدٌ اَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، قَالَ إِبْرَاهِيْمُ مَرَّتَيْنِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيْدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ رَبَّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيْدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ اِجْعَلْنِيْ مُخْلِصًا وَأَهْلِي فِيْ كل سَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اِسْمَعْ وَاسْتَجِبْ، اَللّٰهُ الْأَكْبَرُ الأكبر نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، اَللّٰهُ الْأَكْبَرُ اللّٰهُ الْأَكْبَرُ اَللّٰهُ الْأَكْبَرُ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ اَللّٰهُ الْأَكْبَرُ اَللّٰهُ الأَكْبَرُ.

(৭৭৩) যায়েদ ইবন্ আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) তাঁর সালাত শেষে বলতেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيْدٌ إِنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

(অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের প্রতিপালনকারী এবং সমস্ত বস্তুর প্রতিপালনকারী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমিই প্রতিপালনকারী, তুমি একক তোমার কোন অংশীদার নেই, ইব্রাহীম (একজন রাবী) বলেন, দুই বার বলতেন।

رَبَّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيْدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ رَبَّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيْدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ اِجْعَلْنِيْ مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِيْ فِيْ كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْأُخْرَةِ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اِسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اَللّٰهُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ اَللّٰهُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، اَللّٰهُ الأَكْبَرُ اَللّٰهُ الْأَكْبَرُ.

(অর্থাৎ তুমি আমাদের প্রতিপালনকারী এবং সমস্ত বস্তুর প্রতিপালনকারী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) তোমার বান্দা ও রাসূল। তুমি আমাদের প্রতিপালনকারী এবং সমস্ত বস্তুর প্রতিপালনকারী, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সমস্ত বান্দা পরস্পর ভাই ভাই। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতিপালনকারী এবং সমস্ত বস্তুর প্রতিপালনকারী। (হে আল্লাহ!) তুমি আমাকে এবং আমার পরিবারকে দুনিয়া এবং পরকালের প্রতি সময়ে তোমার একনিষ্ঠ বান্দা হিসাবে গ্রহণ কর। তুমি মহিমান্বিত ও সম্মানিত। তুমি শোন এবং ডাকে সাড়া দাও। আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ই মহান তিনি আকাশ ও যমীনসমূহের নূর। আল্লাহ্ মহান আল্লাহ্ই মহান। আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং উত্তম নির্ভরস্থল, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ মহান।

[এক রাবী আছেন, যার সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের কথা আছে।]

(٧٧٤)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ التُّجِيْبِيَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ أَبُوْعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيُّ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذُ إِنِّي الْأَحِبُّكَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَأَنَا أُحِبُّكَ قَالَ أُوْصِيْكَ يَامُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِيْ

دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ (وَفِى رِوَايَةٍ فِى كُلِّ صَلاَةٍ) أَنْ تَقُوْلَ (اَللّٰهُمَّ أَعِنِّى عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) قَالَ وَأَوْصَى بِذٰلِكَ مُعَاذُ الصُّنَابِحِىَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَأَوْصَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ

(৭৭৪) মু'আয ইবন্ জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন। একদিন নবী করীম (সা) তাঁর হাত ধরলেন। তারপর বললেন, হে মু'আয! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ভালবাসি। অতঃপর মু'আয (রা) রাসূল (সা)-কে বললেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, অবশ্যই তুমি প্রত্যেক সালাতের শেষে (অন্য বর্ণনায় আছে প্রতি সালাতে) দু'আ করবে। দু'আতে তুমি বলবে–

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

(অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তোমার যিকর, তেমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার এবং তোমার ইবাদত সঠিক ও সুন্দরভাবে সমাধা করার কাজে আমাকে সাহায্য কর।)

[আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ খুযমা, ইবন্ হাব্বান, হাকিম, তিনি বলেন, হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে উন্নীত।]

(٧٧٥) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتُحِبُّوْنَ أَنْ تَجْتَهِدُوا فِى الدُّعَاءِ؟ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ أَعِنَّا عَلٰى شُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

(৭৭৫) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তোমরা কি উত্তমভাবে দু'আ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে ভালবাস ? তাহলে তোমরা বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ أَعِنَّا عَلٰى شُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

(অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার, তোমার যিকর, তোমার ইবাদত সঠিক ও সুন্দরভাবে সমাধা করার কাজে আমাকে সাহায্য কর।)

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি, তবে তার সনদ উত্তম। পূর্ববর্তী মু'আয (রা) হাদীস এ হাদীস শক্তিশালী করে।]

(٧٧٦) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ يُسَلِّمُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا (وَفِى رِوَايَةٍ طَيِّبًا) وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.

(৭৭৬) উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ফজরের সালাত শেষে সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.

(অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট উপকারী বিদ্যা, প্রচুর সম্পদ এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করি।

(অপর এক বর্ণনায় আছে– رِزْقًا وَاسِعًا (অর্থাৎ প্রচুর সম্পদ)-এর স্থলে رِزْقًا طَيِّبًا (অর্থাৎ পবিত্র জীবিকা) উল্লেখ করা হয়েছে।)

[ইবন্ মাজাহ, ইবন্ আবূ শাইবা। এ হাদীসের সনদের উম্মে সালামার আযাদকৃত গোলামের অপরিচিত ছাড়া বাকি রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٧٧٧) عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ صِفَةِ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ.

(৭৭৭) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাতের বিবরণ প্রসঙ্গে বলেন, যখন তিনি সালাত শেষে সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ.

(অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর, আমি যে অপরাধ পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, আর যা গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি এবং আমি যা বাড়াবাড়ি করেছি, এবং যে অপরাধ সম্পর্কে তুমি আমার অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত সে সব অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তুমি শাশ্বত চিরঞ্জিব। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই।

[মুসলিম, শাফেয়ী, আবূ দাউদ, দারু কুত্নী। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।]

(٧٧٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَّانَ اَلْكِنَانِىِّ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ الحَارِثِ التَّمِيْمِىَّ حَدَّثَهُ عَن أَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ اَللّٰهُمَّ أَجِرنِى مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِن مُتَّ مِنْ يَوْمِكَ ذَالِكَ كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ جِوَارًا مِنَ النَّارِ، وَإِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسَأَلُكَ الْجَنَّةَ اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِى مِنْ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مَنْ لَيْلَتِكَ تِلْكَ كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ جِوَارًا مِّنَ النَّارِ.

(৭৭৮) আব্দুর রহমান ইবন্ হাস্সান আল কেনানী থেকে বর্ণিত যে, মুসলিম ইবন্ হারিস আত্তমিমী তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছেন, তুমি ফজরের সালাত আদায় শেষ করে অন্য কারো সাথে কথা বলার পূর্বেই পড়বে–

اَللّٰهُمَّ أَجْرِنِى مِنَ النَّارِ.

(অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দাও।) এ দু'আটি সাত বার পড়বে। কেননা তুমি যদি ঐ দিন মারা যাও তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য ঐ দু'আটি জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় স্বরূপ করে দিবেন। আর যখন তুমি মাগরিবের সালাত আদায় করবে, তখন অন্য কোন মানুষের সাথে কথা বলার আগে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِى مِنَ النَّارِ

(অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট জান্নাত কামনা করছি। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দাও) এই দু'আটি সাতবার পড়বে। কেননা যদি তুমি ঐ রাতে মারা যাও, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ দু'আটিকে তোমার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় স্বরূপ করে দিবেন।

[আবূ দাউদ, নাসায়ী, হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(٧٧٩) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ نَدْعُوْ بِهِنَّ فِىْ صَلاَتِنَا أَوْ قَالَ فِىْ دُبُرِ صَلاَتِنَا اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسَأَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْأَمْرِ وَأَسَأَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ وَأَسأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَلِسَانًا صَادِقًا. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَالاَ تَعْلَمْ وَأَسَأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعلَمْ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمْ.

(৭৭৯) শাদ্দাদ ইবন্ আউস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে কতগুলো বাক্য শিখাতেন, যা দ্বারা আমরা সালাতে বা সালাত শেষে দু'আ করতাম, তা হলো ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْأَمْرِ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَالاَتَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاتَعْلَمُ.

(অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট কাজ কর্মে স্থিতি কামনা করি এবং তোমার নিকট সৎ পথের প্রত্যয় কামনা তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায়ের (শক্তি) কামনা করছি। এবং তোমার উত্তম ইবাদতের (শক্তি) কামনা করছি। আমি তোমার নিকট সঠিক অন্তর এবং সত্য যবান কামনা করছি। আমি তোমার অজ্ঞাত (অপরাধ) থেকে ক্ষমা চাই। আমি তোমার জ্ঞাত কল্যাণ কামনা করছি এবং তোমার কাছে অকল্যাণ থেকে মুক্ত চাচ্ছি।) [নাসায়ী, তিরমিযী।]

(٢) بَابُ مَاجَاءِ فِى التَّسْبِيْحِ وَالتَحْمِيْدِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالاِسْتِغْفَارِ عَقِبَ الصَّلٰوات

(২) অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের পরে তাসবীহ, তাহ্মীদ, তাকবীর ও ইস্তেগফার পাঠ করা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হাদীসসমূহ

(٧٨٠) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ اللّٰهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ. فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ، ثُمَّ قَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٍ غُفِرَلَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

(৭৮০) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাত শেষে سُبْحَانَ اللّٰهِ আল্লাহ্র পবিত্রতা তেত্রিশ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য) তেত্রিশ বার, ও اَللّٰهُ أَكْبَرُ(আল্লাহ মহান) তেত্রিশবার পড়বে তাতে সব মিলে নিরানব্বই বার হবে। তার পর শততম পূরণার্থে বলবে–

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ

(অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই. রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।)

(যে ব্যক্তি এরূপ করবে) তার সমস্ত অপরাধ এখানে সমগ্র অপরাধ বলতে সমস্ত সাগীরাহ গুনাহর কথা বুঝানো হয়েছে, ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও তার অপরাধ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।

[বুখারী মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী এবং তিরমিযী, উক্ত হাদীসটি ইবন্ আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। এর শেষোক্তজন হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।]

(٧٨١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَائِشَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا ذَرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُوْرِ بِالأُجُوْرِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَلَهُمْ

১. টীকা ঃ যে রাতে ফোরাত নদীর কাছে আলী (রা) ও সিরিয়াবাসীদের মধ্যে হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যার কারণে তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল

فضُوْلُ أَمْوَالِهِمْ يَتَصَدَّقُوْنَ بِهَا، وَلَيْسَ لَنَا مَا نَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَاتٍ إِذَا عَمِلْتَ بِهِنَّ أَدْرَكْتَ مَنْ سَبَقَكَ وَلاَ يَلْحَقُكَ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ؟ قُلْتُ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُكَبِّرُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَتُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَتَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَتَخْتِمُهَا بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ (وَفِي لَفْظٍ) تُسَبِّحُ اللّٰهَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَتَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَتُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ.

(৭৮১) মুহাম্মদ ইবন্ আবূ আয়িশা আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি তাঁদের নিকট বর্ণনা করেন যে, একদা আবূ যার (রা) রসূল (সা)-কে বললেন; হে আল্লাহর রাসূল! ধনীরা তো অনেক সওয়াবের মালিক হয়ে যাচ্ছে। তারা সালাত আদায় করে যেরূপ আমরা সালাত আদায় করি। তারা রোযা রাখে যেরূপ আমরা রোযা রাখি। উপরন্তু তাদের রয়েছে অঢেল সম্পদ যা তারা দান করে, অথচ আমাদের দান করার মত কিছুই নেই। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন; আমি কি তোমাদের এমন কিছু কলেমার কথা বলে দিব? যে মতে (নিয়মিত) আমল করলে, যারা তোমাকে অতিক্রম করে গেছে, তুমি তাদের স্তরে পৌঁছতে পারবে, তোমার অনুরূপ আমল করা ছাড়া কেউ তোমার নাগাল পাবে না। আমি বললাম অবশ্যই বলবেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ প্রতি সালাতের পরে তেত্রিশ বার "আল্লাহ্ আক্‌বার" তেত্রিশ বার "সুবহানাল্লাহ" এবং তেত্রিশবার "আলহামদু লিল্লাহ্" পড়বে এবং

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ.

বলে সমাপ্ত করবে।

(অন্য ভাষায় বর্ণিত আছে), তুমি প্রতি সালাতের পর তেত্রিশবার "সুবহানাল্লাহ্, তেত্রিশবার "আলহাম্‌দু লিল্লাহ্ এবং চৌত্রিশবার "আল্লাহু আকবার" পড়বে।

[নাসায়ী, ইবন্ হাব্বান, ইবন্ খোযাইমা ও দারিমী। হাদীসটি সহীহ্।]

(৭৮২) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَنَحْمَدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ فَأُتِيَ رَجُلٌ فِي الْمَنَامِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقِيْلَ لَهُ أَمَرَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَبِّحُوْا فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِيْ مَنَامِهِ نَعَمْ، قَالَ فَاجْعَلُوْهَا خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ وَاجْعَلُوْا فِيْهَا التَّهْلِيْلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْعَلُوْا.

(৭৮২) যায়েদ ইবন্ সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে প্রতি সালাতের পরে তেত্রিশ বার "সুবহানাল্লাহ" তেত্রিশ বার "আল্হামদলিল্লাহ্" এবং চৌত্রিশবার "আল্লাহু আকবার" পড়ার আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখানো হলো, তাঁকে তাতে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতি সালাতের পর এরূপ এরূপ তাসবীহ পড়ার আদেশ করেছেন কি? আনসারী (রা) স্বপ্নেই উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, লোকটি বললো, তোমরা ঐ তাসবীহকে পঁচিশ পঁচিশ বারে পরিণত কর। (অর্থাৎ পঁচিশ বার পঁচিশ বার

করে পড়।) এবং এর মাঝে একবার তাহ্লীল অর্থাৎ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ পড়। অতঃপর ঐ সাহাবী সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে অতি প্রত্যুষে রাসূল (সা)-এর কাছে গিয়ে এ বিষয়টি জানালেন, তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ (তুমি যেরূপ দেখেছ সেরূপ) কর।

[ইমাম তিরমিযী হাদীসটি রেওয়াতে বর্ণনা করেন এবং বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। নববী বলেন, হাদীসটি আবূ দাউদ নাসায়ী ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, এবং তার সনদ সহীহ।]

(৭৮৩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّتَانِ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِمَا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ، قَالُوْا وَمَا هُمَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ أَن تَحْمَدَ اللّٰهَ وَتُكَبِّرَهُ وَتُسَبِّحَهُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ عَشْرًا عَشْرًا وَإِذَا أَتَيْتَ إِلَى مَضْجَعِكَ تُسَبِّحُ اللّٰهَ وَتُكَبِّرُهُ وَتَحْمَدُه مِائَةَ مَرَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُوْنَ وَمِائَتَانِ بِاللِّسَانِ وَأَلْفَانِ وَخَمْسَمِائَةٍ فِىْ الْمِيْزَانِ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسُمِائَةَ سَيِّئَةٍ؟ قَالُوْا كَيْفَ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا قَلِيْلٌ قَالَ يَجِئُ أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ فِىْ صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً كَذَا وَكَذَا فَلَا يَقُوْلُهَا وَيَأتِيْهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ فَلَا يَقُوْلُهَا قَالَ وَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهِ.

(৭৮৩) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ আমার ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি দু'টি অভ্যাসে নিয়মিত অভ্যস্থ হবে সে ব্যক্তিকে ঐ অভ্যাস দু'টি জান্নাতে প্রবেশ করাবে। অভ্যাস দু'টি খুব সহজ, যারা এর উপর আমল করে তাদের সংখ্যা খুব কম। তখন উপস্থিত সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে দু'টি কি? উত্তরে রাসূল (সা) বললেন ঃ তা হলো প্রতি ফরয সালাতের পর দশ বার দশ বার করে "আল হামদু লিল্লাহ", "আল্লাহু আক্বার" এবং "সুবহানাল্লাহ" পড়া। আর যখন তুমি শয্যায় যাবে। অর্থাৎ ঘুমাতে যাবে (তখন) একশত বার "সুব্হানাল্লাহ্" "আল হামদুলিল্লাহ" এবং" আল্লাহু আকবার" পড়বে। সুতরাং পরিসংখ্যানে মুখে দুই শত পঞ্চাশ বার পড়া হবে, কিন্তু মিযানের পাল্লায় দু'হাজার পাঁচ শতবার গণনা হবে। তোমাদের মধ্যে কে আছে এমন যে, দিবা-রাত্রি দু'হাজার পাঁচশতটি পাপ কাজ করে? তখন উপস্থিত সাহাবাগণ বললেন, কিভাবে এর আমলকারীর সংখ্যা কম হয়? (অর্থাৎ উপস্থিত সাহাবাগণ খুব বিস্মিত হয়ে) রাসূল (সা)-এর নিকট জানতে চাইলেন। যখন এতে প্রচুর সওয়াব তাহলে তো এর আমলকারীদের সংখ্যা বেশী হওয়া উচিত অথচ আমলকারীদের সংখ্যা এত কম হয় কিভাবে?

উত্তরে রাসূল (সা) বললেন, সালাতের মধ্যে তোমাদের প্রত্যেকের কাছে শয়তান আসে, অতঃপর এটা সেটা প্রয়োজনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ফলে সে আর এই তাসবীহ পড়ে না। অনুরূপভাবে ঘুমাবার সময় আসে এবং তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ফলে সে আর তাসবীহ পড়ে না। রাবী বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে দেখেছি যে, তিনি এ হাদীস বর্ণনা করার সময় তাঁর হাত দ্বারা এ তাসবীহগুলো গণনা করেছেন।

(৭৮৪) عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَدْ جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَفَاطِمَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا يَطْلُبَانِ خَادِمًا مِنَ السَّبِىِ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا بَعْضَ الْعَمَلِ فَأَبَى عَلَيْهِمَا ذٰلِكَ فَذَكَرَ قِصَّةً نَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا أَلَا أُخْبِرُكُمَا بِخَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا نِىْ قَالَا بَلَى فَقَالَ كَلِمَاتٌ عَلَّمَنِيْهِنَّ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ تُسَبِّحَانِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَتَحْمَدَانِ عَشْرًا

تُكَبِّرَانِ عَشْرًا، وَإِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ، قَالَ فَوَاللّٰهِ مَاتَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَيْنَ الْكَوَّاءِ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّيْنَ؟ فَقَالَ قَاتَلَكُمُ اللّٰهُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ وَاَهْلَ الْعِرَاقِ نَعَمْ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّيْنَ.

(৭৮৪) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি ও ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে কয়েদীদের থেকে একজনকে খাদিম হিসেবে চাইলেন যাতে সে তাদের কিছু কাজ হালকা লাঘব করে দিতে পারে। রাসূল (সা) তাদেরকে এ ব্যাপারে অসম্মতি জানালেন এবং একটি ঘটনা বললেন। রাবী বলেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ তোমরা যা আমার কাছে চেয়েছো; আমি কি তোমাদেরকে তার চেয়ে একটি উত্তম বিষয়ের সংবাদ দিব না? তখন তাঁরা উভয়ে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, অতঃপর রাসূল (সা) বললেন তা হলো এমন কিছু কালেমা, যা আমাকে জিবরাঈল (আ) শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূল (সা) বললেন! তোমরা উভয়ে প্রতি সালাতের পর দশবার "সুবহানাল্লাহ্" দশ বার "আলহামদু লিল্লাহ" এবং দশবার "আল্লাহু আকবার" দশ বার আর যখন তোমরা তোমাদের বিছানায় আশ্রয় নিবে (অর্থাৎ ঘুমাতে যাবে) তখন তোমরা তেত্রিশবার "সুব্হানাল্লাহ্", তেত্রিশ বার " আলহামদুলিল্লাহ্" এবং চৌত্রিশ বার "আল্লাহু আকবার" পড়বে।

আলী (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম আমি কখনো এই কালেমাগুলো ছাড়ি নাই, যখন থেকে আল্লাহ্র রাসূল (সা) আমাকে তা শিক্ষা দিয়েছে।

রাবী বলেন ঃ একথা শুনে ইবন্ কাওয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, সিফ্ফীনের রাতেও নয়? (অর্থাৎ সিফফীনের রাতেও এ আমল করেছেন?) উত্তরে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের ধ্বংস করুক। হে ইরাকবাসী! সিফ্ফীনের রাতেও না। (অর্থাৎ সিফ্ফীনের রাতেও আমি তা পড়েছি।) [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

(٧٨٥) عَنْ أَبِي عُمَرَ الصِّيْنِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ قَالَ يَقُوْلُ لَهُ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ مُقِيْمٌ فَنَسْرَحُ أَوْظَاعِنٌ فَنَعْلِفُ قَالَ فَإِنْ قَالَ لَهُ ظَاعِنٌ قَالَ لَهُ مَاأَجِدُ لَكَ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ شَيْءٍ أَمَرَنَا بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ الْأَغْنِيَاءُ بِالْأَجْرِ يَحُجُّوْنَ وَلاَ نَحُجُّ وَيُجَاهِدُوْنَ وَلاَنُجَاهِدُ، وَكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ جِئْتُمْ مِنْ أَفْضَلِ مَا يَجِيءُ بِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ، أَنْ تُكَبِّرُوْا اللّٰهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ وَتُسَبِّحُوْهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَتَحْمَدُوْهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ، (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ نَزَلَ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ رَجُلٌ فَقَالَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ مُقِيْمٌ فَنَسْرَحُ أَمْ ظَاعِنٌ فَنَعْلِفُ؟ قَالَ بَلْ ظَاعِنٌ قَالَ فَإِنِّي سَأُزَوِّدُكَ زَادًا لَوْ أَجِدُ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ لَزَوَّدْتُكَ، أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! ذَهَبَ الْأَغْنِيَاءُ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نُصَلِّي وَيُصَلُّوْنَ وَنَصُوْمُ وَيَصُوْمُوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلاَنَتَصَدَّقُ، قَالَ أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِنْ أَنْتَ فَعَلْتَهُ لَمْ يَسْبِقْكَ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَكَ وَلَمْ يُدْرِكْكَ أَحَدٌ بَعْدَكَ إِلاَّ مَنْ فَعَلَ الَّذِي تَفْعَلُ، دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ تَسْبِيْحَةً، وَثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ تَحْمِيْدَةً وَأَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ تَكْبِيْرَةً.

(৭৮৫) আবূ উমর আস্সানী থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর অভ্যাস ছিল যখন তাঁর কাছে কোন মেহমান আস্ত, তখন তিনি (আবূ দারদা (রা) তাকে (মোহমানকে) বল্তেন,আমি তোমার জন্য ঐ জিনিস অপেক্ষা উত্তম কোন জিনিস পাচ্ছি না, যা আমাদেরকে রাসূল (সা) আদেশ করেছেন।

একদা আমরা রাসূল (সা)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! ধনীরা তো অনেক সওয়াবের অধিকারী হয়ে যাচ্ছে, (যেমন) তারা হজ্জ করে, আমরা হজ্জ করতে পারি না, তারা জিহাদ করে আমরা জিহাদ করতে পারি না, এরূপ আরো অনেক কিছু। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিসের কথা বলবো না? যদি তোমরা সে জিনিসটি আক্ড়ে ধর (অর্থাৎ নিয়মিত পালন কর) তাহলে তোমরা পৌঁছবে এমন উচ্চ মর্যাদায়, যেখানে তাদের কেউ পৌঁছতে পারবে না। সে জিনিসটি হল, তোমরা প্রতি সালাতের পরে চৌত্রিশ বার "আল্লাহু আকবার, তেত্রিশ বার "সুবহানাল্লাহ্" এবং তেত্রিশবার "আলহামদুলিল্লাহ" বলবে।

(তাঁর থেকেই, অন্য আর এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, একদা আবূ দারদা (রা) এর নিকট এক ব্যক্তি আসল, আবূ দারদা (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মুকীম (তথা কিছু দিন থাকবে) তা হলে আমরা তোমার বাহন চারণভূমিতে ছেড়ে দিই, আর অল্প কিছুক্ষণ থেকে চলে গেলে আমরা তার খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিই। উত্তরে মেহ্মান বলল, আমি কিছুক্ষণ থেকে চলে যাব, তখন আবূ দারদা (রা) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমার জন্য এমন পাথেয় সরবরাহ করব যে, যদি এর চেয়ে উত্তম কোন কিছু পেতাম, তাহলে অবশ্যই তাই তোমাকে দিতাম।

(আর তাহলো) একদা আমি রাসূল (সা)-এর নিকট এসে বল্লাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! ধনীরা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই অর্জন করছে। (কেননা) আমরা সালাত আদায় করি, তারাও সালাত আদায় করে, আমরা রোযা রাখি তারাও রোযা রাখে, (উপরন্তু) তারা দান-খয়রাত করে যা আমরা করতে পারি না (এ কথা শুনে) রাসূল (সা) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি আমলের সন্ধান দিব না? যদি তুমি সে আমলটি করতে পার, তাহলে সে আমল না করে তোমার পূর্বে কেউ তোমাকে অতিক্রম করতে পারবে না এবং পরের কেউ তোমার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। (আর সে আমলটি হলো) প্রতি সালাত শেষে তেত্রিশ বার "সুবহানাল্লাহ্" তেত্রিশ বার" আলহামদু লিল্লাহ্" এবং চৌত্রিশবার "আল্লাহু আকবার" পাঠ করা।

[হাইসুমী হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, এ হাদীসটি আহমদ, বাযযার ও তাবারানী বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন, আর তাবারানীর একটি সনদের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য।]

(٧٨٦) عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

(৭৮৬) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূল (সা) সালাত শেষে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন। তখন তিন বার "আস্তাগফিরুল্লাহ্" পড়তেন। তারপর পড়তেন এ দু'আটি

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি শান্তিময় এবং তোমা (থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময় হে মহিমান্বিত ও সম্মানিত।)

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ্।]

(٣) بَابُ جَامِعُ الْأَذْكَارِ تَعَوُّذَاتٌ وَأَدْعِيَةٌ وَقِرَاءَةُ بَعْضِ سُوَرٍ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ

(৩) অনুচ্ছেদ ঃ সালাত শেষে যিকির করা (আল্লাহর নিকটে) পানাহ্ চাওয়া, দু'আ করা এবং কিছু সূরা তিলাওয়াত করা প্রসঙ্গে

(٧٨٧) عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّهُ مَرَّ بِوَالِدِهِ وَهُوَ يَدْعُوْ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَ فَأَخَذْتُهُنَّ عَنْهُ وَكُنْتُ اَدْعُوْبِهِنَّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، قَالَ فَمَرَّ بِيْ وَأَنَا أَدْعُوْبِهِنَّ فَقَالَ يَابُنَيَّ أَنَّى عَقَلْتَ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ يَا أَبَتَاهُ سَمِعْتُكَ تَدْعُوْبِهِنَّ فِيْ كُلِّ صَلَاةٍ فَأَخَذْتُهُنَّ عَنْكَ قَالَ فَأَلْزَمْهُنَّ يَابُنَيَّ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْبِهِنَّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ.

(৭৮৭) মুসলিম ইবন্ আবূ বাকরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) প্রতি সালাত শেষে (এই দু'আটি), পাঠ করতেন اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ (অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট কুফরী দারিদ্রতা এবং কবরের আযাব হ'তে পানাহ্ চাই।)

(তাঁর থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত আছে)। তিনি (মুসলিম ইবন্ আবূ বাকরাহ) একদা তাঁর পিতার নিকট দিয়ে গমন করছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর পিতা দু'আ করতে গিয়ে বলছিলেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

(অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কুফরী, দারিদ্রতা এবং কবরের আযাব হতে পানাহ্ চাই।)

রাবী বলেন, তখন আমি তাঁর থেকে তা গ্রহণ করলাম। এবং প্রতি সালাত শেষে তা পাঠ করতে লাগলাম, রাবী বলেন, একদা আমার পিতা আমার নিকট দিয়াই গমন করছিলেন আর আমি ঐ দু'আ পাঠ করছিলাম। তখন তিনি বললেন, হে বৎস! তুমি এ কথাগুলো কোথা থেকে শিখলে। রাবী বলেন, প্রতি সালাত শেষে আপনাকে দুআ করতে শুনেছি, এবং তা থেকেই শিখে নিয়েছি। তিনি বললেন হে বৎস! এগুলো নিজের উপরে বাধ্যতামূলক করে নাও, কেননা, রাসূল (সা) প্রত্যেক সালাত শেষে এই দু'আটি করতেন। [তিরমিযী, নাসায়ী।]

(٧٨٨) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ اٰخِرِ وِتْرِهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

(৭৮৮) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) রাসূল (সা) বিতর সালাত শেষে এ দু'আটি করতেন।

اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ -

(অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই, তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার ক্রোধ হতে, তোমার ক্ষমার মাধ্যমে তোমার শাস্তি হতে, আর শুধু তোমার কাছেই আশ্রয় চাই। তোমার প্রশংসা শেষ করা যায় না; তুমি সেই প্রশংসার যোগ্য যে প্রশংসা তুমি নিজে নিজের জন্য করেছে)

[বাইহাকী, হাকিম. ইবন্ হাব্বান, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ। হাদীসটি মুসলিম ইত্যাদি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।]

(৭৮৯) عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلٰى مُعَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّمِنْكَ الْجَدُّ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ× قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اُكْتُبْ إِلَىَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَفَرَغَ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ «فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ مَاتَقَدَّمَ» (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) عَنْ عَبْدَةَبْنِ أَبِى لُبَابَةَ أَنَّ وَرَّادًا مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، كَتَبَ ذٰلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادٌ، إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يُسَلِّمُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ (اَلْحَدِيثَ) وَفِى اٰخِرِهِ قَالَ وَرَّادٌ ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ عَلٰى مُعَاوِيَةَ فَسَمِعْتُهُ عَلٰى الْمِنْبَرِ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذٰلِكَ الْقَوْلِ يُعَلِّمُوْهُ

(৭৮৯) মুগীরা ইবন্ শু'বার কাতিব ওয়াররাদ থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) মুগীরা (রা) একবার মু'আবিয়া (রা)-কে লিখে পাঠালেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) (সালাত শেষে) যখন সালাম ফিরাতেন, তখন্ বলতেন–

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِ مِنْكَ الْجَد

(অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন সত্য, মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! আপনি যা প্রদান করতে চান তা রোধ করার কেউ নেই, আর আপনি রোধ করেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আপনার কাছে (সৎকাজ ভিন্ন) কোন সম্পদশালীর সম্পদ উপকারে আসে না।)

(তাঁর থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন যে, মু'আবিয়া (রা) মুগীরা (রা)-এর নিকট এই মর্মে ফরমান লিখে পাঠালেন যে, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে যা কিছু শ্রবণ করেছ তা থেকে কিছু লিখে আমার কাছে পাঠাও। তার উত্তরে মুগীরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত শেষে সালাম ফিরিয়ে বলতেন "لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ" বাকি হাদীসটি পূর্বে বর্ণিত হাদীসের মতই উল্লেখ করেন।

(তৃতীয় সূত্রে বর্ণিত আছে যে,) আব্দা ইবন্ আবূ লাবাবা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) মুগীরা ইবন্ শু'বার আযাদকৃত গোলাম ওয়াররাদ (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, মুগীরা ইবন্ শু'বা (রা) মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট যে, পত্রখানা লিখেছিলেন, তা ওয়াররাদ লিখে দিয়েছিলেন তাতে লিখা ছিল যে,) আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত শেষে সালাম ফিরিয়ে বলতেন "لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ" এ দু'আর পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ এবং সবশেষে ওয়াররাদ বলেন ঃ পরবর্তীতে আমি যখন মু'আবিয়া (রা)-এর দরবারে গেলাম, তখন তাঁকে মিম্বারে (দাঁড়িয়ে) লোকজনকে এ কথার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং লিখাচ্ছেন শুনতে পেলাম।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٧٩٠) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(৭৯০) উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত শেষে যখন সালাম ফিরাতেন তখন বল্তেন–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(হে আল্লাহ্! তুমি শান্তিময় এবং তোমা থেকেই শান্তি, তুমি বরকতময়। হে মহিমান্বিত ও সম্মানিত!)

[আবূ দাঊদ, নাসায়ী : এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(٧٩١) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَلَى هٰذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ أَوْ الصَّلَوَاتِ يَقُولُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُنَ (وَمِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِيْنَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ (فَذَكَرَ بِحَوْهُ، وَفِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ) لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ (اَلْحَدِيث) قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

(৭৯১) আবূ যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আব্দুল্লাহ্ ইবন্ যুবাইর (রা)-কে এই মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সালাত বা সালাতসমূহের পরে সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَانَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ أَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

(অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারো শক্তি সামর্থ নেই। আল্লাহ্ ছাড়া আমরা অন্য কারো ইবাদত করি না। তিনি সমস্ত নিয়া'মত, সমস্ত অনুগ্রহ ও সমস্ত উত্তম প্রশংসার মালিক। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। (মু'মিনরা) দীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে। যদিও তা কাফিররা অপছন্দ করে।)

(দ্বিতীয় সূত্রে) হিশাম ইবন্ উরওয়াহ ইবন্ যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইবন্ যুবাইর (রা) প্রতি সালাত শেষে যখন সালাম ফিরাতেন, তখন বল্তেন। "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" এর বাকি হাদীস পূর্বের ন্যায় শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন, তবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ এর পরে "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَانَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ" পড়ে তার পর

হাদীসটি শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করলেন, রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক (ফরয) সালাতের শেষে এই কলেমা-ই তাওহীদ পাঠ করতেন। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী]

(٧٩٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ، مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَيُحِيتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَتْ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ يُدْرِكُهُ إِلَّا الشِّرْكُ، فَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ

(৭৯২) আব্দুর রহ্মান ইবন্ গন্‌ম আল্ আশ'আরী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের ও ফজর-এর সালাত আদায়ের পর আপন জায়গা থেকে না উঠে নিম্ন লিখিত দু'আটি

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

(অর্থাৎ এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল) দশবার পাঠ করবে, প্রত্যেকবার পাঠ করার প্রতিদান হিসাবে তার জন্য দশটি নেকী লিখা হবে, তার থেকে দশ্টি পাপ মোচন করা হবে, এবং তার জন্য দশটি মর্যাদা লিখা হবে। আর এই দু'আ পাঠ তার প্রত্যেক বিপদ-আপদ থেকে রক্ষণাবেক্ষণকারী হবে এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে তার প্রতিবন্ধক হবে। শির্‌ক ব্যতীত কোন পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আর তিনি (এই দু'আ পাঠকারী) আমলের দিক থেকে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবেন। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি তার চেয়ে উত্তম দু'আ পাঠ করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে, সে ব্যতীত।

[ইমাম বাগবী "মাসাবীহ" এ উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, ইমাম আহ্মদও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযীও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারপর হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন। মুহাদ্দিসদের বক্তব্য মতে এ হাদীসটি হাসান বলে প্রতিয়মান হয়।]

(٧٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ثَنَا أَبُو النَّضْرِ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ حَدَّثَنِيْ شَهْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ زَعَمَتْ أَنَّ فَاطِمَةَ جَاءَتْ إِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْتَكِيْ إِلَيْهِ الْخِدْمَةَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ مَجِلَتْ يَدِيْ مِنَ الرَّحَى أَطْحَنُ مَرَّةً وَأَعْجِنُ مَرَّةً ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَرْزُقْكِ اللّٰهُ شَيْئًا يَأْتِكِ، وَسَأَدُلُّكِ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَالِكِ؟ إِذَا لَزِمْتِ مَضْجَعَكِ فَسَبِّحِي اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَكَبِّرِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَاحْمَدِي أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ، فَذٰلِكَ مِائَةٌ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكِ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرَ

مَرَّاتٍ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَعَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَكْتُبُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَتَمْحُطُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَلاَ يَمْحِلُ لِذَنْبٍ كُسِبَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الشِّرْكُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، وَهُوَ حَرَسُكَ مَابَيْنَ أَنْ تَقُوْلِيْهِ غُدْوَةً إِلَى أَنْ تَقُولِيهِ عَشِيَّةً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَمِنْ كُلِّ سُوءٍ.

(৭৯৩) শাহ্র থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামা (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি ধারণা করেন যে, ফাতিমা (রা) একদা রাসূল করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে খাদিমা চেয়ে (স্বীয় কর্ম ব্যস্ততার) অভিযোগ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার হাত যাতা পেষণের ফলে শক্ত হয়ে গিয়েছে। আমি একবার যাতা পেষি, আবার খামীরা তৈরি করি। তখন রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ তোমাকে আল্লাহ্ যে রিযিক দিবেন তা তোমার নিকট (এক সময়) এসে যাবে। আমি বরং এর চেয়ে উত্তম বিষয়ের প্রতি তোমাকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছি। (আর তা হল) যখন তুমি শোবার জন্য বিছানায় যাবে তখন তেত্রিশ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ্) এবং তেত্রিশবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ্ আকবার) এবং চৌত্রিশবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল হামদুলিল্লাহ্) পাঠ করবে এতে (সর্বমোট) একশত বার হল আর তা (তাসবীহ পাঠ) তুমি যে দাসী চেয়েছে তার চেয়ে উত্তম।

আর যখন ফজরের সালাত আদায় করবে। তখন পাঠ করবে

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ - وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

(অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য। তিনিই জীবন মৃত্যু দান করেন। কল্যাণ সব তাঁরই হাতে, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।)

এই দু'আ ফজরের সালাত আদায়ের পর দশবার এবং মাগরিবের সালাত আদায়ের পর দশবার পাঠ করবে। প্রত্যেকবার পাঠ করার প্রতিদানে (তোমার আমলনামায়) দশটি নেকী লিখা হবে, এবং দশটি পাপ মোচন করা হবে। আর এই প্রত্যেক বার পাঠ করার প্রতিদান স্বরূপ ইস্মাঈল (আ)-এর বংশের কোন এক সন্তানকে আযাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব দেওয়া হবে। এবং শিরক ব্যতীত ঐ দিন কোন পাপ তার দ্বারা সংঘটিত হবে না। আর لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ সকালে পাঠ করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তোমাকে শয়তান থেকে এবং প্রতিটি অকল্যাণ থেকে পাহারা দিবে।

[ইমাম হাইসুমী মাজমাউয্ যাওয়ায়েদে হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন; ইমাম আহ্মদ ও তাবারানী হাদীসটি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন। উভয় গ্রন্থের সনদ হাসান পর্যায়ের।]

(٧٩٤) عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ الأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى شَيْئٍ قَدِيْرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُنَّ كَعَدْلِ أَرْبَعِ رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ عَنْهُ بِهِنَّ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتّٰى يُمْسِىَ، وَإِذَا قَالَهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَمِثْلُ ذَالِكَ

(৭৯৪) আবূ আইয়ূব আল আন্সারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায়ান্তে এই দু'আ দশবার পাঠ করবে

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্বে তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সব কিছুর উপর সক্ষমতাবান।) সে চারজন দাসী আযাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। এ জন্য (তার আমলনামায়) **দশটি** নেকী লেখা হবে এবং তার থেকে **দশটি** পাপ মোচন করা হবে। তদুপরি তাকে **দশটি মর্যাদা** দেয়া হবে। আর এই দু'আ তার জন্য (সকাল থেকে) সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে পাহারাদার হবে। আর যদি মাগরিব-এর সালাত আদায়ের পর তা পাঠ করে তাহলেও অনুরূপ সওয়াব পাবে।

[মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٧٩٥) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ

(৭৯৫) উকবাহ্ ইবন্ আমির আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে প্রত্যেক সালাতের পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তে আদেশ করেছেন।

[আবূ দাউদ নাসায়ী, তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।]

(٤) بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ عَقِبَ الْاِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلاَةِ

(৪) অনুচ্ছেদ নং ৪ : সালাত শেষে উচ্চস্বরে যিকির করা প্রসঙ্গে

(٧٩٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوْا بِذَالِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ -

(৭৯৬) আমর ইবন্ দীনার থেকে বর্ণিত যে, ইবন্ আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম আবূ সাঈদ তাঁকে বলেছেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবন্ আব্বাস (রা) তাঁকে বলেছেন, ফরয সালাতের পর উচ্চস্বরে যিক্র করা নবী করীম (সা)-এর যামানায় প্রচলিত ছিল। তিনি আরও বলেন, ইবন্ আব্বাস বলেছেন, আমি যখন তা শুনতাম, তখন বুঝতাম যে, লোকেরা সালাত শেষ করেছেন।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٧٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَاكُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ بِالتَّكْبِيْرِ. قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لَهُ حَدَّثْتَنِي؟ قَالَ لاَ مَا حَدَّثْتُكَ بِهِ -

(৭৯৭) আব্দুল্লাহ বলেন, আমাকে আমার বাবা বলেছেন, তাঁকে সুফিয়ান বলেছিলেন আমর ইবন্ আবূ মা'বাদ থেকে বর্ণনা করে। আর তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাতের সমাপ্তি তাঁর তাকবীর (আল্লাহ্ আকবার) দ্বারাই বুঝতে পারতাম। আমর বলেন, আমি তাঁকে (আবূ মা'বাদ) বললাম, তুমি আমার নিকট এ হাদীসটি বর্ণনা করেছিলে? তখন তিনি অস্বীকার করে বললেন, না। আমি তা তোমার নিকট বর্ণনা করি নাই।

[বুখারী, মুসলিম, ইমাম, শাফেয়ী ও বাইহাকী। বিঃদ্রঃ আবু মা'বাদের এ অস্বীকৃতির কারণ, তিনি এক সময় হাদীসটি যে বর্ণনা করেছিলেন সে কথা তিনি পরে তা ভুলে গিয়েছিলেন।]

أَبْوَابُ مَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَمَايُكْرَهُ فِيهَا وَمَا يُبَاحُ

যে সব কাজ সালাত বাতিল করে দেয় এবং সব কাজ করা তাতে মাকরূহ, আর সে সব কাজ করা তাতে মুবাহ্ সেসব কাজ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ

(١) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

(১) অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে কথা বলা নিষেধ

(٧٩٨) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَاجَةِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ "وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ.

(৭৯৮) যায়দ ইবন্ আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যামানায় সালাতে তার সঙ্গীর সাথে কোন প্রয়োজনীয় কথা বলছিল, তখনই এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ قُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে) (২ঃ২৩৮) অতঃপর আমাদেরকে (সালাতে চুপ থাকতে আদেশ করা হয়। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ইমাম তিরমিযী। হাদীসটির সনদ হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।]

(٧٩٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِي (ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ) عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللّٰهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ) قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كُنَّا بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبْشَةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبْشَةِ أَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ حَتَّى قَضَوُا الصَّلَاةَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ : إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ فِي أَمْرِهِ مَايَشَاءُ وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا نَتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ.

(৭৯৯) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (সা)-কে সালাতরত অবস্থায় সালাম দিতাম। তিনিও আমাদের সালামের উত্তর দিতেন। পরবর্তীকালে আমরা যখন নাজ্জাশীর কাছ থেকে ফিরে এলাম, তখন (আগের মত) তাঁকে সালাম দিলাম কিন্তু তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না। পরে আমরা তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো পূর্বে সালাতে থাকাবস্থায় আপনাকে সালাম করতাম আর আপনি আমাদের জবাব দিতেন। তিনি বললেন ঃ সালাতে (ধ্যান ও নিমগ্নতা রয়েছে।

(তাঁর থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত আছে) তিনি (আবদুল্লাহ্ ইবন্ মাসউদ) বলেন ঃ আমরা হাবশায় (ইথিওপিয়া) আসার পূর্বে যখন মক্কায় ছিলাম, তখন (সালাতাবস্থায়) নবী করীম (সা)-কে সালাম দিতাম। কিন্তু হাবশা (ইথিওপিয়া) থেকে ফিরে এসে তাঁকে (সালাতাবস্থায়) সালাম করলে তিনি উত্তর দিলেন না। তখন আমি নিকট অতীত এবং দূর অতীতে ঘটিত স্বীয় কোন অপরাধের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। এরপর সালাত শেষে তাঁকে প্রশ্ন করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখনই ইচ্ছা করেন নতুন নতুন হুকুম নাযিল করেন। তিনি একটি (নতুন) হুকুম নাযিল করেছেন, যেন আমরা সালাতে কথা না বলি।

[হাদীসের প্রথম রেওয়ায়াতটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে এবং দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবন্ হাব্বানে বর্ণিত আছে।]

(٨٠٠) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهُ، مَاشَأْنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ إِلَيَّ؟ قَالَ فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُوْنَنِي، لٰكِنِّي سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَارَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَابَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ، وَاللّٰهِ مَا كَهَرَنِي وَلَاشَتَمَنِي وَلَاضَرَبَنِي، قَالَ إِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لَايَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ هٰذَا، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْكَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا قَوْمٌ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ بِالْأَسْلَامِ، وَأَنَّ مِنَّاقَوْمًا يَأْتُوْنَ الْكُهَّانَ. قَالَ فَلَاتَأْتُوْهُمْ، قُلْتُ إِنَّ مِنَّاقَوْمًا يَتَطَيَّرُوْنَ، قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِي صُدُوْرِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُم، قُلْتُ إِنَّ مِنَّا قَوْمًا يَخُطُّوْنَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَالِكَ، قَالَ وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا (فَذَكَرَ قِصَّتَهَا)

(৮০০) মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। ইত্যবসরে আমাদের মধ্যে একজন হাঁচি দিল। তখন আমি يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (ইয়ার হামুকাল্লাহ্) বললাম। তখন লোকেরা আমার দিকে-আড় চোখে দেখতে লাগল। আমি বললাম, আমার মায়ের পুত্র বিয়োগ হোক[১] তোমাদের কি হল! তোমরা আমার প্রতি তাকাচ্ছ কেন? তিনি বলেন, তখন তারা তাদের উরুর উপর হাত চাপড়াতে লাগল। আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে। তখন চুপ হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত শেষ করলেন, আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক! আমি তাঁর মত এত সুন্দর করে শিক্ষা দিতে পূর্বেও কাউকে দেখি নি, তাঁর পরেও কাউকে দেখে নি। আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাকে ধমক দিলেন না, গালি দিলেন না, মারলেনও না। বরং বললেন, সালাতে এরূপ কথাবার্তা বলা ঠিক নয়, বরং তা হচ্ছে তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠের জন্য। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জাহিলী যুগ বিদূরিত হল বেশী দিন হয় নি, এই তো আল্লাহ ইসলাম প্রেরণ করেছেন, আমাদের কেউ কেউ তো গণকদের নিকট আসা যাওয়া করে। তিনি বললেন, তোমরা তাদের কাছে যেও না। আমি পুনরায় বললাম, আমাদের কেউ কেউ তো শুভ অশুভ লক্ষণের অনুকরণ করে। তিনি বললেন, এটি তাদের মনগড়া বিষয়। এটি যেন তাদেরকে কোন ভাল কাজ করতে বাধা না দেয়। আমি বললাম, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রেখা অঙ্কন করে, (ভাগ্য নির্ণয় করে) তিনি বললেন, একজন নবী রেখা অঙ্কন করতেন। যার রেখা সেই নবীর রেখার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হবে তারটা ঠিক হবে। (মু'আবিয়া বর্ণনাকারী) বলেন, আমার একটি দাসী ছিল। সে ছাগল চরাত। (তারপর তার ঘটনা বর্ণনা করলেন[১])

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ হাব্বান ও বাইহাকী।

---

১. টীকা ঃ (আর ঘটনাটি হলঃ তিনি বললেন, আমার একটি দাসী ছিল, সে আমার ছাগল চরাত। একদিন আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখি, একটি বাঘ এসে একটি ছাগল নিয়ে গেল, যেহেতু আমিও মানুষ, সেহেতু অন্যান্য মানুষের মত আমারও রাগ এসে গেল। আমি তাকে একটি চড় বসিয়ে দিলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এলাম, তিনি আমার এ কাজকে অত্যন্ত অপছন্দ করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তাকে আযাদ করে দিব? তিনি বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি তাকে তাঁর নিকট নিয়ে এলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ্ কোথায় আছেন? সে বলল, আকাশে। তিনি বললেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন তিনি বললেন, ওকে আযাদ করে দাও। কেননা, ও মু'মিন।]

(٢) بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

(২) অনুচ্ছেদ ঃ যে সব কারণে সালাত ভঙ্গ হয়

(٨٠١) ز عَنْ حُصَيْنِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ عَلِّي بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَايَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْحَدَثُ لَا أَسْتَحْيِيْكُمْ مِمَّالَايَسْتَحْيِي مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْحَدَثُ أَنْ يَفْسُوَا أَوْ يَضْرِطَ.

(৮০১) য, আলী ইবন্ আবী তালিব (রা) মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, অপবিত্রতা ব্যতীত সালাত নষ্ট হয় না। আমি তোমাদের কাছে সে বিষয়ে লজ্জাবোধ করি না। যে বিষয় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) লজ্জাবোধ করেন নি। তারপর বললেন, হাদস বা অপবিত্রতার অর্থ হল শব্দ ছাড়া বায়ু নির্গত হওয়া অথবা শব্দসহ বায়ু নির্গত হওয়া।

[ইমাম হাইসুমী এবং তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেন। এ হাদীসের সনদে হিব্বান ইবন্ আলী নামক এক রাবী আছেন, হাফিয ইবন্ হাজর বলেন, তিনি দুর্বল।]

(٨٠٢) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَخِرَةِ الرَّجْلِ اَلْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قُلْتُ مَابَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ، قَالَ ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ اَلْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

(৮০২) আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন কারো সালাত নষ্ট হয়, যখন তার সামনে দিয়ে মহিলা, গাধা ও কাল কুকুর চলে যায়। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম। লাল ব্যতিরেকে কাল কুকুরের এ অবস্থা কেন? তখন তিনি (আবূ যার) বললেন, হে ভাতিজা! তুমি যে প্রশ্ন করেছ, একই প্রশ্ন আমিও রাসূল (সা)-কে করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, কাল কুকুর শয়তান। [মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ্, বাইহাকী।]

(٨٠٣) عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ إِلَّا الْحِمَارُ وَالْكَافِرُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ قُرِنَّا بِدَوَابٍّ سُوْءٍ –

(৮০৩) নবী করীম (সা)-এর পত্নী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মুসলিম ব্যক্তির সালাত গাধা, কাফির, কুকুর ও নারী ছাড়া আর কোন জিনিসই নষ্ট করতে পারে না। (এতদশ্রবণে) আয়িশা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদেরকে ঘৃণ্য প্রাণীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

[ইমাম আহ্মদ ছাড়া অন্য কেহ্ হাদীসটি বর্ণনা করে, নাই। হাইছুমী ও ইরাকী বলেন, এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٨٠٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ (زَادَ فِي رِوَايَةِ الْحَائِضِ) وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ.

(৮০৪) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ মুগাফ্ফাল (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি সা) বলেন, সালাতের সামনে দিয়ে নারী, (অপর এক বর্ণনায় ঋতুবতী নারী) গাধা ও কুকুর চলে গেলে সালাত নষ্ট হয়ে যায়।

[ইবন্ মাজাহ্। ইমাম আহমদের এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٨٠٥) عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بَلَغَهَا أَنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ إِنَّ الصَلَاةَ يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، قَالَتْ أَلاَ أُرَاهُمْ قَدْ عَدَلُوْنَا بِالْكِلاَبِ وَالْحُمُرِ رُبَّمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى السَّرِيْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَتَكُوْنُ لِىْ الْحَاجَةُ فَأَنْسَلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ السَّرِيْرِ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ بِوَجْهِى (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَتْ بِئْسَمَا عَدَلْتُمُوْنَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ اَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ يَعْنِى رِجْلِى فَضَمَمْتُهَا إِلَىَّ ثُمَّ يَسْجُدُ

(৮০৫) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট সংবাদ পৌছল, মানুষ বলাবলি করছে যে, কুকুর, গাধা ও নারী মুসল্লির সামনে গমনাগমনে সালাত নষ্ট হয়। আয়িশা (রা) বলেন, আমার মনে হয় যে, তারা আমাদেরকে কুকুর ও গাধার বরাবর বানিয়ে ফেলেছে। অথচ রাসূল (সা) অনেক সময় রাত্রিকালে সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করতেন। আমার কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁর সম্মুখীন না হয়ে খাটের পায়ার (খুঁটি) দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতাম।

তাঁর (আয়িশা (রা) থেকে) অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে তোমরা (নিকৃষ্ট প্রাণী) কুকুর ও গাধার সমতুল্য করে নিকৃষ্ট কাজ করেছ। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সালাত আদায় করতে দেখেছি, তখন আমি তাঁর সামনে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাক্তাম। যখন তিনি সিজদায় যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন আমার পায়ে টোকা দিতেন। আর আমি গুটিয়ে নিতাম, তখন তিনি সিজ্দা করতেন। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٨٠٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا يَقْطَعُ الصَلاَةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةِ الْحَائِضُ.

(৮০৬) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে মারফূ' হাদীস হিসেবে বর্ণিত। (তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুসল্লির সামনে কুকুর ও ঋতুবতী মহিলার গমনাগমনে সালাত নষ্ট হয়ে যায়।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ। সত্য কথা হলো হাদীসটি মারফূ' নয়, মাওকুফ। অর্থাৎ তা ইবন্ আব্বাসের বক্তব্য।]

(٨٠٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ اَلْمَرْأَةَ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ –

(৮০৭) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ নারী, কুকুর ও গাধার গমনাগমনে সালাত নষ্ট হয়ে যায়। [মুসলিম, ইবন্ মাজাহ।

(٣) بَابٌ مَاجَاءَ فِىْ عَقْصِ الشَّعْرِ وَالْعَبَثِ بِالحَصَى وَالنَّفْخُ فِىْ الصَّلاَةِ

(৩) অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে চুল বাঁধা, কংকর নিয়ে খেলা করা ও সিজদার স্থলে ফুঁক দেয়া প্রসঙ্গে আগত হাদীসসমূহ

(٨٠٨) عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ الحَارِثِ يُصَلِّى وَرَأْسَهُ مَعْقُوْصٌ مِّنْ وَرَائِهِ، فَقَامَ وَرَاءَهُ وَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّلَهُ الْأَخَرُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ مَالَكَ وَرَأْسِى؟ قَالَ انِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّمَا مَثَلُ هٰذَا كَمَثَلِ الَّذِى يُصَلِّى وَهُوَ مَكْتُوْفٌ.

(৮০৮) আবদুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনুল হারিসকে দেখতে পেলেন যে, তিনি তাঁর চুলগুলোকে পিছনে বেঁধে সালাত আদায় করছেন। ইবন্ আব্বাস (রা) তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে তা (চুল) খুলে দিলেন। তাঁর এ কাজটিকে অপর একজন রাবীও সমর্থন করেন। তিনি (আব্দুল্লাহ ইবন্ হারিস) সালাত শেষ করে ইবন্ আব্বাসের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমার মাথা নিয়ে আপনার ব্যস্ত হবার কারণ? আবদুল্লাহ্ ইবন্ আব্বাস্ (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সালাতের অবস্থায় মাথার চুল বেঁধে রাখে তার উদাহরণ হল ঐ ব্যক্তির মত যে তার বাঁধা অবস্থায় সালাত আদায় করে। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ।]

(٨٠٩) عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ (مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَشَعْرُهُ مَعْقُوْصٌ -

(৮০৯) (রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুক্ত দাস) আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) পুরুষদেরকে চুল বাঁধা অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ্, তিরমিযী, তিনি এ অর্থে বর্ণিত একটি হাদীসকে হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٨١٠) عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَلَبْتُ الْحَصَى، فَقَالَ لَاتَقْلِبِ الْحَصَى فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلٰكِنْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ، كَانَ يُحَرِّكُهُ هٰكَذَا، قَالَ أَبُوْعَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِي مَسْحَةً

(৮১০) আলী ইবন্ আবদুর রহমান আল মুয়াবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আমি আদুল্লাহ্ ইবন্ উমর (রা)-এর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাতরত অবস্থায় এক টুকরা পাথর সরিয়ে দিলাম। তিনি বললেন ঃ (সালাতে) পাথরের টুকরা সরাবে না। কেননা এটি শয়তানের কাজ। তবে আমি রাসূল (সা)-কে যেরূপ করতে দেখেছি তুমিও সেভাবে সরাতে পার।) তিনি এরূপে পাথর সরাতেন। ইমাম আহ্মদ বলেন ঃ তিনি একবারেই সব পাথরের টুকরা সরিয়ে দিতেন।

[হাদীসটি অন্যাত্র পাওয়া যায় নি। তবে তার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٨١١) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَايَمْسَحِ الْحَصَى (وَفِي رِوَايَةٍ) فَلَا يُحَرِّكِ الْحَصَى أَوْلَايَمَسَّ الْحَصَى

(৮১১) আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) এ সংবাদ দিতেন যে, যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায়, তখন তার প্রতি (আল্লাহ্র) রহমত আসতে থাকে। অতএব, সে যেন সিজদার স্থান হতে কংকর মুছে না ফেলে। (অন্য এক বর্ণনায় আছে) সে যেন কংকরগুলো নাড়া চাড়া না করে অথবা কংকর স্পর্শ না করে।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ্। তিরমিযী হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেন।]

(٨١٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فَقَالَ وَاحِدَةً، وَلَئِنْ تُمْسِكْ عَنْهَا خَيْرٌلَّكَ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ كُلُّهَا سُوْدُ الْحَدَقَةِ (زَادَ فِي رِوَايَةٍ) فَإِنْ غَلَبَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَلْيَمْسَحْ مَسْحَةً وَاحِدَةً -

---

[* বিশুদ্র ঃ উপরোক্ত হাদীসগুলো হতে প্রতীয়মান হয় নারী, কুকুর, গাধার মুসল্লির সামনে দিয়ে যথায়াতের কারণে তার সালাত নষ্ট হয়ে যায়। এটাই অনেকের অভিমত। তবে ইমাম আবূ হানীফা মালিক শাফেয়ীসহ প্রায় সকল আসলাফের অভিমত হল, সালাত নষ্ট হয় না। তাঁরা এ সব হাদীসগুলোর ক্রটিযুক্ত অর্থ করেছেন।]

(৮১২) জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে (সালাতে সিজদার স্থান থেকে) কংকর সরানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন "একবার সরাতে পার। আর যদি তা সরানো থেকে বিরত থাক, তাহলে তা তোমার জন্য কালো চোখ বিশিষ্ট উট (কুরবানী করার) চেয়েও উত্তম হবে। (অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত বলা হয়েছে) যদি তোমাদের কারো উপর শয়তান বিজয়ী হয়, তাহলে সে একবার সরাতে পারে।

[ইবন্ আবূ শাইবা, ইবন্ খুজাইমাহ্। এ হাদীসটির সনদে শোরাই নামক এক রাবী আছেন যিনি দুর্বল। তবে ইবন আবু শাইবার হাদীসটি তাঁর মতে সহীহ সম্ভবত তা তিনি অন্য সনদে বর্ণনা করেছেন।]

(٨١٣) عَنْ مُعَيقِيبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحُ فِى الْمَسْجِدِ يَعْنِى الْحَصَى، فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً، (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الرَّجُلِ يُسَوِّىْ التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً -

(৮১৩) মু'আয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-কে কঙ্কর সরানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ তিনি বললেন ঃ তা যদি তোমার করতেই হয় তবে একবার মাত্র করতে পার। (তাঁর থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত) এক ব্যক্তি সিজদা স্থলের মাটি সমান করছিল তা দেখে রাসূল (সা) বললেন, তোমার যদি তা করতেই হয় তবে একবার মাত্র করবে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٨١٤) عَنْ سَعِيْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنْ حَصًى فِى كَفِّى لِتَبْرُدَ حَتَّى أَسْجُدَ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ (وَفِى رِوَايَةٍ) فَأَجْعَلُهَا فِى يَدِى الْأُخْرَى حَتَّى تَبْرُدَ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ-

(৮১৪) জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমি যোহরের সালাত আদায় করছিলাম। তখন প্রচণ্ড গরমের দরুন আমার হাতের তালুতে রেখে শীতল করার বাসনায় এক মুঠ কঙ্কর নিলাম তার উপর সিজদা করার জন্য। (অন্য বর্ণনায় আছে) ঐ কঙ্করগুলোকে আমার অপর হাতে রাখলাম যাতে করে প্রচণ্ড গরম থেকে ঠাণ্ডা হয়।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, বাইহাকী। হাদীসটির সনদ উত্তম

(٨١٥) عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ (زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَدَخَلَ عَلَيْهَا ابْنُ أَخٍ لَهَا فَصَلَّى فِى بَيْتِهَا رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا سَجَدَ نَفَخَ التُّرَابَ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ سَلَمَةَ ابْنَ أَخِى لَاتَنْفُخْ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِغُلَامٍ لَهُ يُقَالَ لَهُ يَسَارٌ وَنَفَخَ تَرِّبْ وَجْهَكَ لِلّٰهِ -

(৮১৫) আবূ সালিহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি একদা উম্মে সালমা (নবী করীম (সা)-এর স্ত্রী)-এর নিকট গেলাম। সেখানে তাঁর ভাইয়ের ছেলেও আসল এবং তাঁর ঘরেই দু'রাকাত সালাত আদায় করল। যখন সে সিজদায় গেল, তখন মাটিতে ফুঁক দিল। তখন উম্মে সালমা তাঁকে বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! ফুঁক দিও না। কেননা এক গোলামের উদ্দেশ্যে যার নাম ইয়াসার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি। সে সিজদা স্থলে ফুঁক দিয়েছিল আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য তোমার চেহারায় মাটি লাগাও।

[বাইহাকী, ইবন্ হাব্বান। ইমাম আহমদের এ হাদীসের সনদ উত্তম

(٨١٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَصِفُ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ قَالَ) وَجَعَلَ يَنْفُخُ فِيْ الْأَرْضِ وَيَبْكِي وَهُوَ سَاجِدٌ فِيْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَجَعَلَ يَقُوْلُ رَبِّ لِمَ تُعَذِّبُهُمْ وَأَنَافِيهِمْ رَبِّ لِمَ تُعَذِّبُنَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ –

(৮১৬) আবদুল্লাহ্ ইবন্ আমর (ইব্‌নুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা)-এর সূর্য গ্রহণের সালাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ তিনি মাটিতে ফুঁক দিচ্ছিলেন এবং দ্বিতীয় রাকা'আতের সিজদারত অবস্থায় কাদ্‌ছিলেন এবং বলছিলেন! হে আমার প্রভু! তুমি কেন তাদের শাস্তি দিচ্ছ? অথচ আমি তাদের সাথে আছি? হে আমাদের প্রভু! কেন তুমি আমাদের শাস্তি দিচ্ছ অথচ আমরা তোমার নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন ইতিমধ্যে সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। [আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও অন্যান্য।]

(٤) بَابُ مَاجَاءَ فِي الضَّحْكِ الا لْتِفَات فِي الصَّلَاةِ

(৪) অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে হাসা-হাসি করা ও এদিক-সেদিক তাকানো প্রসঙ্গে আগত হাদীসসমূহ

(٨١٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَوصَانِي خَلِيْلِي بِثَلَاثٍ وَنَهَانِي عَنْ ثَلَاثٍ، أَوْصَانِي بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتِي الْضُحَى، قَالَ وَنَهَانِي عَنْ الْتِفَات وَإِقْعَاء كَإِقْعَاءِ الْقِرْدِ، نَقْرٍ كَنَقْرِ الدِيْكَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) بِنَحْوَهُ، وَفِيْهِ وَنَهَانِي عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِيْكِ، وإقعاءٍ كاقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب

(৮১৭) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার বন্ধু (নবী (সা)) আমাকে তিনটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন এবং তিনটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। (১) ঘুমানোর পূর্বে বিতরের সালাত আদায় করতে (২) প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখতে এবং (৩) الضُّحى। চাশতের দু'রাক'আত সালাত আদায় করতে। তিনি (আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমাকে নিষেধ করা হয়েছে (১) সালাতে এদিক-সেদিক তাকাতে (২) বানরের ন্যায় বসতে (৩) (সিজদা করার সময়) মোরগের ন্যায় ঠোকরাতে।

তাঁর থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তাতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে (১) (সিজদা করার সময়) মুরগের ন্যায় ঠোকরাতে (২) (তাশাহ্হুদে) কুকুরের ন্যায় বসতে ও (৩) (সালাতে) শিয়ালের ন্যায় এদিক-সেদিক তাকাতে।

[বাইহাকী এবং তাবারানী (মুজামুল আউসাতে) ও আবূ ইয়ালী তাঁর মুস্‌নাদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী এ হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, আর হাইছুমী তাঁর সনদ হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٨١٨) عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُوْلُ الضَّاحِكَ فِيْ الصَّلَاةِ، وَالْمُلْتَفِتُ وَالْمُفَقِّعُ أَصَابِعَهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ

(৮১৮) সাহ্‌ল ইবন্ মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার থেকে, তাঁর পিতা রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন, যে ব্যক্তি সালাতের মধ্যে হাসে, আর যে এদিক সেদিক তাকায় এবং যে আঙ্গুল ফুটায় তারা সকলেই একই ধরনের (অপরাধে অপরাধী।)

[তাবারানী মুজামুল কাবীরে ও বাইহাকী তাঁর সুনানে হাদীসটি বর্ণনা করেন। এ হাদীসের স'নদে দুজন দুর্বল রাবী আছেন।]

(٨١٩) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَزَالُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ فِيْ صَلاَتِهِ مَالَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ

(৮১৯) আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ বান্দা যখন সালাতে থাকে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার দিকে রোখ করে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে এদিক ওদিক না তাকায়। সে যখন তার চেহারা এদিক ওদিক ফিরায় তখন আল্লাহ্ তা'আলাও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ। ইবন খোযাইমা ও হাকিম। তিনি হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন। অপরাপর মুহাদ্দিসদের বক্তব্য থেকেও হাদীসটি সহীহ বলে প্রতিয়মান হয়।]

(٨٢٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّفَلُّتِ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ

(৮২০) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে সালাতরত অবস্থায় এদিক সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ (তা হল) শয়তানের ছোবল, শয়তান বান্দার সালাত থেকে কিছু ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। [বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী।]

(٨٢١) عَنْ أَبِي الدَّرْدَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا يَاأَيُّهَاالنَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالاِلْتِفَاتَ فَإِنَّهُ لاَصَلاَةَ لِلْمُلْتَفِتِ، فَإِنْ غُلِبْتُمْ فِي التَّطَوُّعِ، فَلاَ تُغْلَبُنَّ فِي الْفَرَائِضِ -

(৮২১) আবূ দারদা (রা) থেকে মারফূ হাদীস হিসেবে বর্ণিত, হে মানব সকল! তোমরা (সালাতে) এদিক ওদিক তাকাইও না। কেননা এদিক সেদিক তাকানো ব্যক্তির জন্য কোন সালাত নাই। যদি শয়তান নফল সালাতে তোমাদের ওপর বিজয় লাভ করে তবুও ফরয সালাতে যেন সে তোমাদের ওপর বিজয় লাভ করতে না পারে।

[তাবারানী (মু'জামুল কবীর) তাবারানীর সনদ সহীহ্ না হলেও ইমাম আহমদের অত্র হাদীসের সনদ উত্তম।]

(٨٢٢) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَسْجِدَ، وَقَدْ شَبَّكْتُ بَيْنَ أَصَابِعِي، فَقَالَ لِي يَاكَعْبُ إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فَأَنْتَ فِيْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتَ الصَّلاَةَ -

(৮২২) কা'আব ইবন্ উজরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে আমার নিকট প্রবেশ করলেন। তখন আমি আমার আঙ্গুলগুলো মটকাও। তখন তিনি (রাসূল সা) আমাকে বললেন ঃ হে কা'আব! যখন তুমি মসজিদে থাক, তোমার আঙ্গুলগুলো মটকাইও না। কেননা তুমি যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষা করছ, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি সালাতের ভেতরেই আছ। [আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ ও ইবন্ হাব্বান।]

(٨٢٣) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَتَطَهَّرُ رَجُلٌ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ لاَيُرِيْدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ إِلاَّ كَانَ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ وَلاَيُخَالِفُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ.

(৮২৩) কা'আব ইবন্ উজরা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি স্বীয় ঘরে হতে পবিত্র হয়ে একমাত্র সালাতের উদ্দেশ্যেই বের হয়, সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে সালাতের মধ্যেই থাকে। আর তোমাদের কেউ যেন সালাতে স্বীয় হস্তদ্বয়ের আঙ্গুলগুলো না মটকায়।

[মুনযারী হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, এ হাদীসটি ইমাম আহমদ ও আবূ দাউদ উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।]

(٥) بَابٌ مَاجَاءَ فِى رَفْعِ الْبَصَرِ وَالْإِشَارَةُ بِالْيَدِ وَاتِّخَاذُ مَكَانٍ مَخْصُوْصٍ لِلصَّلَاةِ فِيْهِ -

(৫) অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে চোখ তুলে তাকানো, হাত দ্বারা ইশারা করা, সালাতের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করা প্রসঙ্গে আগত হাদীসসমূহ

(٨٢٤)عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَابَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِىْ صَلَاتِهِمْ وَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِىْ ذَالِكَ حَتَّى قَالَ لَيُنْتَهُنَّ عَنْ ذَالِكَ أَوْ لِتَخْطَفَنَّ أَبْصَارَهُمْ.

(৮২৪) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ ঐ সব লোকদের কি হল, যারা সালাতে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকায়? এ ব্যাপারে তিনি কঠোর বক্তব্য রাখলেন; এমনকি তিনি বললেন ঃ তারা যেন অবশ্যই এ থেকে বিরত থাকে, অন্যথায় অবশ্যই তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হবে। [মুসলিম ও নাসাঈ।]

(٨٢٥) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

(৮২৫) আবূ হুরায়রা (রা) ও নবী করীম (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবন মাজাহ্।]

(٨٢٦) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهِ فَلَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ اَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ

(৮২৬) উবায়দুল্লাহ্ ইবন্ আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী করীম (সা)-এর একজন সাহাবী তাঁকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন তোমাদের কেউ সালাতে থাকবে তখন সে যেন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত না করে। যাতে অতিদ্রুত তার দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে না নেওয়া হয়। [নাসাঈ]

(٨٢٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ اَنْ لَايَرْجِعَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ.

(৮২৭) জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে সালাতরত অবস্থায় (ইমামের পূর্বে) মাথা উঠায়, তার কি দৃষ্টি শক্তি ফিরে না পাওয়ার ভয় হয় না?

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও অন্যান্য।]

(٨٢٨) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ حَلْقَى فَقَالَ مَالِى أَرَاكُمْ عِزِيْنٍ، وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ رَفَعُوْا أَيْدِيَهُمْ، فَقَالَ قَدْ رَفَعُوْهَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ أُسْكُنُوْا فِى الصَّلَاةِ -

(৮২৮) তাঁর জাবির ইবন্ সামুরা (রা) থেকে আরও বর্ণিত যে, রাসূল (সা) মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁরা গোলাকারে, হালকাবদ্ধ অবস্থায় বসা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমাদের কি হলো? আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত দেখছি। আর একবার রাসূল (সা) মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন তারা (সালামের উদ্দেশ্যে) তাঁদের হাত উত্তোলন করছিল। তখন তিনি বললেন, তোমরা ঘোড়ার লেজের মত হাত উঠাচ্ছ কেন?

(٨٢٩) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فِيْ الصَّلَاةِ عَنْ ثَلَاثٍ نَقْرِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوْطِنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ الْوَاحِدَ كَإِيْطَانِ الْبَعِيْرِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَعَنْ افْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوْطِنَ الرَّجُلُ الْمُقَامَ الْوَاحِدَ فِيْ الصَّلَاةِ كَإِيْطَانِ الْبَعِيْرِ.

(৮২৯) আবদুর রহমান ইবন্ শিব্‌ল আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) সালাতে তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। (১) কাকের মত ঠোকরিয়ে সিজদা করতে (২) চতুষ্পদ জন্তুর মত বসতে এবং (৩) উটের ন্যায় এক স্থানকে সালাতের স্থান বানাতে। তাঁর (আব্দুর রহমান) থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত), তিনি বলেন ঃ

আমি রাসূল (সা)-কে সালাতে তিনটি কাজ করতে নিষেধ করতে শুনেছি।(১) কাকের ন্যায় ঠোকরিয়ে সিজদা করতে (২) চতুষ্পদ জন্তুর মত বসতে এবং (৩) সালাতে উটের ন্যায় এক জায়গায় স্থান করে নিতে।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন মাজাহ, হাকিম। তিনি বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্। তবে বুখারী, মুসলিম কেউ বর্ণনা করেনি। যাহাবী তাঁর উক্ত বক্তব্য সমর্থন করেন।]

(٦) بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ وَهُوَ حَاقِنٌ وَيَحْضُرُهُ الطَّعَامُ وَبِمُدَافَعَةِ النُّعَاسِ

(৬) অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে, খাবার উপস্থিত রেখে ও তন্দ্রা রোধ করে সালাত আদায় করা মাকরূহ্

(٨٣٠) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَجَّ فَكَانَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ فَأَقَامَ يَوْمًا الصَّلَاةَ وَقَالَ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْخَلَاءِ، وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَذْهَبْ إِلَى الْخَلَاءِ.

(৮৩০) হিশাম ইবন্ উরওয়াহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা আব্দুল্লাহ্ ইবন্ আরকাম থেকে সংবাদ দিয়েছেন যে, একদা তিনি হজ্জ করতে গিয়ে সেখানে আযান-ইকামত দিয়ে সাথীদের ইমামতি করতেন। একদিন সালাতের ইকামত হল, তখন তিনি (সাথীদেরকে) বললেন ঃ তোমাদের একজন সালাতে ইমামতি করবে। কেননা আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কারো যদি শৌচাগারে যেতে ইচ্ছা হয় আর এদিকে সালাতের ইকামত হয়ে যায়, তবে সে যেন শৌচাগারেই আগে যায়।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ্ ও অন্যান্য হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(٨٣١) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَأْتِ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَهُوَ حَاقِنٌ وَلَا يَدْخُلُ بَيْتًا إِلَّا بِإِذْنٍ وَلَا يَؤُمَّنَّ إِمَامٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ -

(৮৩১) আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেহ্ যেন পেশাব-পায়খানার বেগ রুদ্ধ রেখে সালাত আদায় না করে এবং অনুমতি ব্যতীত কোন বাড়িতে প্রবেশ না করে। আর ঐ ইমাম যেন লোকদের ইমামতি না করে, যে মুক্তাদিদের ব্যতীত শুধু নিজের জন্য দু'আ নির্দিষ্ট করে।

[ইমাম আহমদ ছাড়া অন্য কেউ উক্ত ভাষায় হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। এ হাদীসের সনদে সফর ইবন্ নাছির নামক এক রাবী আছেন। তিনি একজন দুর্বল রাবী। তবে ইবন্ হাব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٨٣٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَايُصَلِّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَاوَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ -

(৮৩২) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, খানা উপস্থিত রেখে এবং পেশাব-পায়খানা প্রতিরোধ করে সালাত আদায় করা ঠিক নয়। [মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবন্ হাব্বান ও অন্যান্য।]

(٨٣٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ ثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى أَخْبَرَتْنِى عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا وَضَعَ الْعَشَاءَ وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ، وَقَالَ وَكِيْعٌ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءِ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ.

(৮৩৩) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, যদি রাতের খানা দেয়া হয় আর ঐ দিকে সালাতের ইকামত হয়ে যায়, তাহলে রাতের খানা (সালাতের পূর্বে) খেয়ে নিবে। ওয়াকি (একজন রাবী) বলেন ঃ সালাত ও রাতের খানা যদি উপস্থিত হয়ে যায় (তাহলে রাতের খানা সালাতের পূর্বে) খেয়ে নিবে এবং ইবন্ উয়াইনা বলেন, যদি রাতের খানা দেয়া হয়। (তাহলে রাতের খানা সালাতের পূর্বে খেয়ে নিবে)

[মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٨٣٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِىْ الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّهُ إِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعَسُ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.

(৮৩৪) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের যার সালাতে তন্দ্রা পেল সে যেন ঘুমিয়ে নেয় যতক্ষণ না তার ঘুম বিদূরিত হয়ে যায়। কেননা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সে যদি সালাত আদায় করতে থাকে তাহলে হয়তো ইস্তিগফার করতে গিয়ে তন্দ্রাচ্ছলে নিজেকেই গালি দিয়ে বসবে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٨٣٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَنَمْ حَتّٰى يَعْلَمَ مَايَقُوْلُ

(৮৩৫) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কারো যদি সালাতরত অবস্থায় তন্দ্রা এসে যায়, তবে সে যেন ফিরে যায় এবং ঘুমিয়ে নেয়, যতক্ষণ না সে বুঝতে পারে কি বলছে।

(٧) بَابٌ كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ بِالاشْتِمَالِ وَالسَّدْلِ وَالْأَسْبَالِ

(৭) নং অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় পেঁচিয়ে, ঝুলিয়ে ও নীচে নামিয়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ

(٨٣٦) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ الْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَاللِّبْسَتَانِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالْاِحْتِبَاءِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ.

(৮৩৬) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) দুই ধরনের (পোশাক) পরিধান এবং দুই ধরনের বেচা-কেনা নিষেধ করেছেন। বেচা-কেনা দু'টির মধ্যে একটি হল ঃ বাইউ মুলাবাসা আর অপরটি হল ঃ

বাইউ মুনাবাযা। আর পোশাকের পরিধানের মধ্যে একটি হল ঃ কাপড় দিয়ে শরীর পেঁচিয়ে রাখা আর একটি হল ঃ লজ্জা স্থানের উপর অন্য কোন পোশাক না পরে এক আল খাল্লাদ্দার গোটা শরীর ঢেকে রাখা।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٨٣٧) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّدْلِ يَعْنِى فِىْ الصَّلاَةِ

(৮৩৭) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) সালাতে (পরিধেয়) কাপড় ঝুলিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন।

[তিরমিযী এ হাদীসটি অনেক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সবগুলো দুর্বল হলেও একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে।]

(٨٣٨) عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزْرَه إِذ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَذْهَبْ فَتَوَضَّأْ، قَالَ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ، قَالَ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ (لَهُ رَجُلٌ) مَالَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ مَالَكَ أَمَرْتَهُ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ سَكَفْتَ؟ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَيَقْبَلُ صَلاَةَ عَبْدٍ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ -

(৮৩৮) 'আতা ইবন্ ইয়াসার নবী করীম (সা)-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ এক ব্যক্তি কাপড় ঝুলানো অবস্থায় সালাত আদায় করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, তুমি যাও এবং ওযূ কর। রাবী বলেনঃ অতঃপর সে গেল এবং ওযূ করে আসল, তারপর রাসূল (সা) তাকে পুনরায় বললেন, তুমি যাও এবং ওযূ করে এস। রাবী বলেন ঃ অতঃপর সে গেল এবং ওযূ করে আসল। তখন সাহাবীদের মধ্যে একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি হয়েছে? লোকটিকে বার বার ওযূ করার নির্দেশ দিয়ে নিশ্চুপ রয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সে তার কাপড় ঝুলানো অবস্থায় সালাত আদায় করছিল। আর আল্লাহ্ তা'আলা কাপড় ঝুলানো কোন বান্দার সালাত কবুল করেন না।

[আবূ দাউদ, বাইহাকী।]

(٨٣٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَه قَالَ شَغَلَنِى أَعْلاَمُهَا اذْهَبُوْا بِهَا إِلَي اَبِى جَهْمٍ وَائْتُونِى بِانْبِجَانِيَّتِهِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) كَانَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمِيْصَةٌ فَأَعْطَاهَا أَبَاجَهْمٍ وَأَخَذَ اَنْبِجَانِيَّةً لَهُ، فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ الْخَمِيْصَةَ هِىَ خَيْرٌ مِّنْ الاَنْبِجَانِيَّةِ، قَالَتْ فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ اَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا فِىْ الصَّلاَةِ -

(৮৩৯) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী-করীম (সা) একটা নকশাদার চাদর পরে সালাত আদায় করলেন। যখন সালাত শেষ করলেন তখন বললেন, এর নকশাগুলো সালাতে আমাকে ব্যস্ত রেখেছে। সুতরাং আমার এই নকশাদার চাদরটি নিয়ে আবূ জাহ্মের কাছে নিয়ে যাও, আর আবূ জাহমের আম্মাজানি চাদরটি আমার জন্য নিয়ে আস।

১* মুলাবাযা ও মুনাবাসা সম্পর্কে বেচা-কেনা অনুচ্ছেদ আলোচনা করা হবে।]

(তাঁর থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি (আয়িশা (রা)) বলেন, নবী করীম (সা)-এর একটা নকশাদার চাদর ছিল। তিনি তা আবূ জাহ্মকে প্রদান করে তাঁর আম্মাজানি চাদরটি নিজে গ্রহণ করলেন। তখন সাহাবীগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! নকশাদার চাদর আম্মাজানি চাদর থেকে উত্তম। আয়িশা (রা) বলেন, তখন তিনি (রাসূল (সা) বললেন! সালাতের মধ্যে আমি তার নকশার দিকে তাকাচ্ছিলাম। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٨٤٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا هُمَامٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَنْ ابْنِ سِيرِيْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي مَلَاحِفِ النِّسَاءِ قَالَ قَتَادَةُ وحَدَّثَنِي إِمَّا قَالَ كَثِيْرُ وإِمَا قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ شَكَّ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ صُوْفٍ لِعَائِشَةَ عَلَيْهَا بَعْضُهُ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ.

(৮৪০) ইবন্ সীরীন থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) মহিলাদের বোরকা পরে সালাত আদায় করা অপছন্দ করতেন। কাতাদাহ (রাবীদের একজন) বলেন, আমাকে আমীর অথবা আব্দে রব্বেহি হাম্মাম এরূপ সন্দেহ্ পোষণ করেছেন। আবূ ইয়াদ থেকে আর তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) আয়িশা (রা)-এর এমন এক পশমী চাদর পড়ে সালাত আদায় করেছেন, যার কিয়দাংশ আয়িশা (রা)-এর গায়ে এবং বাকি কিয়দাংশ রাসূল (সা)-এর গায়ে ছিল।

[মুসলিম নাসাঈ, ও ইবন মাজাহ।]

(٨) بَابُ نَهْيِ الْمُصَلِّي عَنْ التَّنَخُّمِ جِهَةَ الأَمَامِ أَوِالْيَمِيْنَ أَوْعَنِ الْاِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةَ

(৮) অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লির সামনে বা ডানে শ্লেষ্মা অনু বা কফ নিক্ষেপ করা অথবা কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করা নিষেধ

(٨٤١) عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَحَكَّهَا أَوْقَالَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وجَلَّ قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَايَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِيْ صَلَاتِهِ

(৮৪১) আবদুল্লাহ্ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে কিবলার দিকে শ্লেষ্মা দেখতে পেলেন। তিনি খুঁচিয়ে তা সাফ করলেন অথবা বললেন যে, তিনি তা হাত দিয়ে সাফ করলেন, পরে রাগান্বিত হয়ে লোকদের সামনে ফিরলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার সামনে থাকেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন সালাতে স্বীয় সম্মুখে শ্লেষ্মা নিক্ষেপ না করে।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٨٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَانَّهُ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يَتْفُلَنَّ أَحَدُمِنْكُمْ عَنْ يَمِيْنِهِ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فَلَايَتْفُلْ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ -

(৮৪২) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাতরত থাকে, সে তখন তার প্রভুর সঙ্গে আলাপনে থাকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন তার ডান পাশে থু থু না ফেলে। ইবন্ জাফর (রাবীদের একজন) বলেন ঃ সে যেন তার সামনের দিকে এবং ডান দিকে থুথু না ফেলে। তবে সে তার বাম দিকে বা তার দু'পায়ের নীচে থুথু ফেলতে পারে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٨٤٣) عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِى الْقِبْلَةِ قَالَ يَقُولُ مَرَّةً فَحَتَّهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ قُمْتُ فَحَتَّيْتُهَا ثُمَّ قَالَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ فِى صَلَاتِهِ أَنْ يُتَنَخَّعَ فِى وَجْهِهِ أَوْيُبْزَقَ فِى وَجْهِهِ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَلَايَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَانْ لَمْ يَجِدْ قَالَ بِثَوْبِهِ هٰكَذَا

(৮৪৩) আবূ রাফে' আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) একদিন মসজিদে কিবলার দিকে শ্লেষ্মা দেখতে পেলেন। আবূ রাফে' বলেন, তিনি (আবূ হুরায়রা) এক বার বলেছেন, তখন রাসূল (সা) তা' মুছে ফেললেন। আবূ রাফে' বলেন, তারপর আবার তিনি (আবূ হুরায়রা) বললেন, আমি তা মুছে ফেলেছি। অতঃপর তিনি (মহানবী (সা) বললেন, তোমরা যখন সালাতে থাকবে তখন কি তোমরা তোমাদের চেহারায় শ্লেষ্মা বা থুথু নিক্ষেপ করা পছন্দ করবে? সুতরাং তোমাদের কেউ যখন সালাতে থাকবে, তখন যেন তার সামনে এবং ডান দিকে থুথু নিক্ষেপ না করে। তবে প্রয়োজনে তার বাম দিকে পায়ের নীচে ফেলতে পারে। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে তার কাপড়ে এভাবে ফেলবে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٨٤٤) عَنْ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ الْحَنَفِىِّ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا أُصَلِّى إِلَى الْبَيْتِ وَشَيْخٌ إِلَى جَانِبِى فَأَطَلْتُ الصَّلَاةَ فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى خَصْرِى، فَضَرَبَ الشَّيْخُ صَدْرِى بِيَدِهِ ضَرْبَةً لَايَأْلُوْ فَقُلْتُ فِى نَفْسِى مَارَابَهُ مِنِّى فَأَسْرَعْتُ الْاِنْصِرَافَ فَإِذَا غُلَامٌ خَلْفَهُ قَاعِدٌ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا الشَّيْخُ فَقَالَ هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَجَلَسْتُ حَتَّى انْصَرَفَ فَقُلْتُ أَبَاعَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَارَابَكَ مِنِّى قَالَ أَنْتَ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ ذَاكَ الصَّلْبُ فِى الصَّلَاةِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ

(৮৪৪) যিয়াদ ইবন্ সুবাইহি আল হানাফী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাইতুল্লাহর দিকে সালাত আদায় করতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন আমার পার্শ্বে এক বৃদ্ধ ছিল। আর আমি সালাত দীর্ঘায়িত করছিলাম। তখন আমি আমার হাত মাজায় রাখলাম। তখন ঐ বৃদ্ধটি তার হাত দ্বারা আমার বুকে জোরে আঘাত করলেন। আমি মনে মনে বললাম তিনি আমার সম্বন্ধে কি মনে করেছেন। তারপর দ্রুত নামায শেষ করলাম। অতঃপর দেখলাম একটি ছেলে তার পিছনে বসে আছে। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম এই বৃদ্ধ ব্যক্তি কে? সে বলল, উনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর। অতঃপর তিনি নামায শেষ না করা পর্যন্ত বসে থাকতেন। তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ আব্দুর রহমান! আমার উপরে আপনার কি সন্দেহ হয়েছে? তিনি বললেন, তুমি সেই? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, ঐ দাঁড়ানো তো শূলে বিদ্ধের দাঁড়ানো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওভাবে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ। এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(٨٤٥) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هَارُوْنَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نُهِىَ عَنِ الْاَخْتِصَارِ فِى الصَّلَاةِ قَالَ قُلْنَا لِهِشَامٍ مَاالْاِخْتِصَارُ؟ قَالَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَصْرِهِ وَهُوَ يُصَلِّى، قَالَ يَزِيْدُ قُلْنَا لِهِشَامٍ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ .

(৮৪৫) ইয়াযীদ ইবন্ হারুন হিশাম থেকে তিনি মুহাম্মদ থেকে আর তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "ইখতিসার" বা কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাবী বলেন, আমরা হিশামকে জিজ্ঞাসা করলাম ইখতিসার কি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ সালাতরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখা। ইয়াযীদ বললেন, আমরা হিশামকে বললাম। সে কি (এ বক্তব্য) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন? তখন তিনি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٩) بَابٌ جَوَازِ التَّسْبِيْحِ وَالتَّصْفِيْقِ وَالْإِشَارَةِ فِىْ الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ

(৯) অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে প্রয়োজনে সুবহানাল্লাহ বলা, হাত দিয়ে তালি বাজানো এবং ইশারা করা জায়েয

(٨٤٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْسَلَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّى عَلَى بَعِيْرِهِ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا، وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ وَيُوْمِى بِرَأْسِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَا فَعَلْتَ فِى الَّذِى أَرْسَلْتُكَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِى لاَ أَنِّى كُنْتُ أُصَلِّى (زَادَ فِىْ رِوَايَةٍ) وَهُوَ مُوَجَّهٌ حِيْنَئِذٍ إِلَى الْمَشْرِقِ.

(৮৪৬) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাকে এক কাজে পাঠালেন বনী আল মুস্তালিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার প্রাক্কালে। কাজ শেষে আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি তাঁর উটের উপরে সালাত পড়েছিলেন, আমি তাঁর সাথে কথা বললাম, তখন তিনি তাঁর হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। তারপর আবারও কথা বললাম। তখনও তিনি তাঁর হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। তখন আমি শুনতে পাচ্ছিলাম যে, তিনি (সূরা) পড়ছেন এবং তাঁর মাথা দ্বারা ইশারা করেছেন। যখন সালাত শেষ করলেন, তখন বললেন, যে উদ্দেশ্যে তোমাকে পাঠালাম তার কি করলে?, আমি সালাত আদায় করতে থাকায় তোমার (সালামের জবাব দিতে পারি নি। (অন্য বর্ণনায় আছে, তখন তিনি পূর্বদিকে মুখ করেছিলেন।)

[মুসলিম, নাসাঈ, বাইহাকী ও অন্যান্য।]

(٨٤٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَجَعَلَ يَهْوِىْ بِيَدِهِ قَالَ خَلَفٌ يَهْوِىْ فِى الصَّلَاةِ قُدَّامَهُ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ حِيْنَ انْصَرَفَ، فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ هُوَ كَانَ يُلْقِى عَلَىَّ شَرَرَ النَّارِ لِيَفْتِنَنِى عَنْ صَلَاتِى فَتَنَاوَلْتُهُ، فَلَوْ أَخَذْتُهُ مَا انْفَلَتَ مِنِّى حَتَّى يُنَاطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِىْ الْمَسْجِدِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ

(৮৪৭) জাবির ইবন্ সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে নিয়ে একদিন ফজরের সালাত আদায় করলেন। তখন তিনি তার হাতের দ্বারা কিছু করলেন। "খাল্ফ" বলেন, তিনি তাঁর সামন দিকে ঝুঁকে কিছু করলেন। তাঁর সালাত শেষ করলে লোকজন তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি বললেন, শয়তান আমার সালাতে বিভ্রাট সৃষ্টি করার আমার দিকে আগুনের তোড়া নিক্ষেপ করছিল। তখন আমি তাকে ধরে ফেললাম। আর যদি তাকে ধরে রাখতাম তাহলে সে আমার হাত থেকে পালাতে পারত না, তাকে মসজিদের কোন খুঁটির সাথে টাঙ্গিয়ে রাখতাম। তখন মদীনাবাসী ছেলেরা তাকে দেখতে পারত।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও বাইহাকী, ইমাম তিরমিযী হাদীসটি সহীহ্ বলেছেন।]

(٨٤٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ صُهَيْبٍ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى للّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ إِلَىَّ إِشَارَةً وَقَالَ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ اِشَارَةً بِإِصْبَعِه

(৮৪৮) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন একদা রাসূল (সা)-এর সাহাবী সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ একদা রাসূল (সা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তিনি সালাতরত ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি ইশারায় আমার সালামের উত্তর দিলেন। (আব্দুল্লাহ্ ইবন্ উমর বলেন) আমার মনে হয় তিনি (সুহায়ব) বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেছিলেন। [আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, বাইহাকী তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।]

(٨٤٩) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قُلْتُ لِبِلاَلٍ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ فِيْ الصَّلاَةِ؟ قَالَ كَانَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ -

(৮৪৯) তাঁর (আব্দুল্লাহ্ ইবন্ উমার (রা) থেকে আরও বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম সালাতরত অবস্থায় রাসূল (সা)-কে সালাম দিলে তিনি কিভাবে উত্তর দিতেন। তিনি বললেন, তিনি হাত দ্বারা ইশারা করতেন।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী; ইবন্ মাজাহ্ বাইহাকী। তিরমিযী হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٨٥٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيْرُ فِيْ الصَّلاَةِ

(৮৫০) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) সালাতে ইশারা করতেন।

[আবূ দাউদ, দারু কুতনী, ইবন্ হাব্বান, ইবন খোযাইমা। এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٨٥١) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ وَهُوَ يُصَلِّى فَسَبَّحَ لِى فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّ إِذْنَ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فِىْ الصَّلاَةِ يُسَبِّحُ وَاِنَّ إِذْنَ الْمَرْأَةِ اَنْ تُصَفِّقَ

(৮৫১) ইয়াযীদ ইবন্ কাইসান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলন ; একদা আমি সালিম ইবন্ আবীল জাহদের নিকট প্রবেশের জন্য অনুমতি চাইলাম তখন তিনি সালাতরত অবস্থায় ছিলেন। তিনি তাসবীহ পাঠ করে (সুবহানাল্লাহ বলে) আমার জবাব দিলেন। তারপর তিনি (সালাত শেষে) সালাম ফিরিয়ে বললেন, সালাতরত অবস্থায় পুরুষদের অনুমতি তাসবীহ এবং মহিলাদের অনুমতি (হাত দিয়ে) তালি বাজানো (দ্বারা হবে)।

[রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি এর সনদও মুনকাতি'। তবে অন্যান্য হাদীস তাকে শক্তিশালী করে।]

(٨٥٢) ز عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَتِى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأْذِنُ فَإِنْ كَانَ فِى صَلاَةٍ سَبَّحَ؛ وَإِنْ كَانَ فِى غَيْرِ صَلاَةٍ أَذِنَ لِى -

(৮৫২) য, আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর কাছে আসতাম, অতঃপর অনুমতি চাইতাম। তিনি সালাতরত থাকলে তাসবীহ পাঠ (দ্বারা আমাকে অনুমতি প্রদান) করতেন। আর যদি সালাতের বাইরে থাকতেন, তাহলে আমাকে অনুমতি দিতেন। [নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ, আহমদের সনদে একজন দুর্বল রাবী আছেন।]

---

১. [সালাতরত অবস্থায় ইশারা দ্বারা সালামের জবাব প্রদান করা মাকরূহ। ইসলামের প্রথম দিকে এরূপ করা হত। পরে এটা রহিত হয়ে যায়]

(٨٥٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا اَنْسَانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ -

(৮৫৩) জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, শয়তান যখন আমাকে আমার সালাতের কোন কিছু ভুলিয়ে দেয়, (অর্থাৎ আমার ইমামত অবস্থায় যদি ভুল করে বসি) তখন (তোমাদের) পুরুষেরা তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ্) পাঠ করবে, আর মহিলারা হাতে তালি বাজাবে।[১]

(٨٥٤) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ إِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ -

(৮৫৪) সাহ্ল ইবন্ সা'আদ আস্সায়েদী (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কারো সালাতের ভিতরে কিছু ঘটলে সে যেন সুবহানাল্লাহ্ বলে। (সালাতে প্রয়োজনে) মেয়েদের জন্য (হাত দিয়ে) তালি বাজানো এবং পুরুষদের জন্য সুবহানাল্লাহ্ বলা (জায়েয)। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٨٥٥) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ -

(৮৫৫) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, (সালাতে প্রয়োজনে) পুরুষদের জন্য হল সুবহানাল্লাহ্ বলা আর মেয়েদের জন্য (হাত দিয়ে) তালি বাজানো বৈধ।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١٠) بَابُ جَوَازُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

(১০) অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র ভয়ে সালাতে কাঁদা জায়েয

(٨٥٦) عَنْ مُطَرِّفٍ (بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِصَدْرِهِ أَزِيْزٌكَأَزِيْزِ الْمِرْجَلِ (زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ) مِنَ الْبُكَاءِ -

(৮৫৬) মুতাররফ ইবন্ আবূ আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (সা)-এর নিকট পৌঁছলাম, তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন, তখন তাঁর বুকের ভেতর ডেকচির মধ্যে ফুটন্ত পানির) শব্দের ন্যায় শব্দ হচ্ছিল। (অর্থাৎ তিনি কাঁদছিলেন) অন্য বর্ণনায় আছে কাঁদার কারণে এরূপ শব্দ হচ্ছিল।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন্ হাব্বান, তিরমিযী। তিনি হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(٨٥٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فِيْ حَدِيْثِ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُرُوْ أَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَبَابَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ لَايَمْلِكُ دَمْعَهُ وَأَنَّهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ بَكَى، قَالَتْ مَاقُلْتُ ذَالِكَ إِلاَّ كِرَاهِيَةَ اَنْ يَتَاثَمَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ اَنْ يَكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ قَامَ مَقَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ مُرُوْا أَبَابَكْرٍ فَلْيَصَلِّ بِالنَّاسِ اِنَّكُنَّ صَوَاحِبَ يُوْسُفَ -

১. [ইমাম আহ্মদ ব্যতীত কেহ্ হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। তার সনদ ইবন লুহাইয়া আছেন। তিনি বিতর্কিত রাবী।]

(৮৫৭) রাসূল (সা) যে অসুখে ইন্তিকাল করেন সে অসুখের হাদীস প্রসঙ্গে। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা) বললেন, তোমরা আবূ বকর (রা)-কে বল, সে যেন মানুষদের নিয়ে সালাত আদায় করে। তখন আয়িশা (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আবূ বকর একজন নরম স্বভাবের মানুষ, তিনি অশ্রু নিবারণ করতে পারবেন না। তিনি যখন কুরআন তিলাওয়াত করে তখন ক্রন্দন করেন। আয়িশা বলেন, আমি একথা কেবল এ কারণে বলি যে, রাসূল (সা)-এর স্থানে সর্বপ্রথম আবূ বকর তাঁর প্রতিনিধিত্ব করলে মানুষ তাঁকে অপছন্দ করবে সে কথা ভেবে। তার পরও তিনি (রাসূল (সা)) বললেন, আবূ বকরকে মানুষের ইমামতী করার জন্য নির্দেশ কর। আমি তখন আমার অভিমত পুনরাবৃত্তি করলাম। তখন তিনি আবারও বললেন; আবূ বকর (রা)-কে মানুষের ইমামতী করার জন্য নির্দেশ কর। আমি তখন আমার অভিমত পুনরাবৃত্তি করলাম, তখন তিনি আরও বললেন, আবূ বকর (রা)-কে মানুষের ইমামতী করার জন্য নির্দেশ কর। তোমরা ইউসুফ (আ)-এর সাথী (আযিযের স্ত্রীর মত)।

[আবূ দাউদ, ইবন্ হাব্বান, তিরমিযী। তিনি হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেন।]

(١١) بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِيْ الصَّلاَةِ وَالْمَشْيُ الْيَسِيْرِ وَلاِلْتِفَاتِ فِيْهَا لِحَاجَةٍ

(১১) অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে সাপ-বিচ্ছু হত্যা করা, সামান্য হাঁটা ও এদিক-ওদিক তাকানো জায়েয

(٨٥٨) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِيْ الصَّلاَةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ

(৮৫৮) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) দুই কালো প্রাণী সালাতে হত্যা করার আদেশ করেছেন। (আর তা হল) বিচ্ছু ও সাপ।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ্ এবং ইমাম তিরমিযী হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি ইবন্ হাব্বান ও হাকিম বর্ণনা করেছেন। শেষোক্তজন তা সহীহ বলেও মন্তব্য করেছেন।]

(٨٥٩) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالَت كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِىْ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُقَامِهِ وَوَصَفَتْ اَنَّ الْبَابَ فِى الْقِبْلَةِ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَتْ اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّى فَمَشَى فِىْ الْقِبْلَةِ إِمَّا عَنْ يَمِيْنِهِ وَإِمَّا عَنْ يَسَارِهِ حَتَّى فَتَحَ لِى ثُمَّ رَجَعَ اِلَى مُصَلاَّهُ

(৮৫৯) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) (তাঁর) গৃহে (নফল) সালাত আদায় করছিলেন। তখন তাঁর গৃহের দরজা বন্ধ ছিল। এমতাবস্থায় আমি আস্‌লাম। তখন তিনি (রাসূল (সা) সামনে এগিয়ে গিয়ে আমার জন্য দরজা খুলে দিলেন এবং স্বীয় স্থান প্রত্যাবর্তন করলেন। আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন যে, দরজাটি কিবলার দিকে ছিল।

(তাঁর থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত।) তিনি বলেন, (একবার) আমি দরজা খুলতে বললাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে (নফল) সালাত আদায় করছিলেন। তখন তিনি ডান দিক থেকে অথবা বাম দিক থেকে (কয়েক কদম) হেঁটে গিয়ে আমার জন্য দরজা খুলে দিলেন এবং পুনরায় সালাতের স্থানে ফিরে আসলেন।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, দারু কুত্‌নী, তিরমিযী, হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(٨٦٠) عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كَانَ اَبُوْبَرْزَةَ الْأَسْلَمِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالْأَهْوَازِ عَلَى حَرْفِ نَهْرٍ، وَقَدْ جَعَلَ اللِّجَامَ فِى يَدِهِ وَجَعَلَ يُصَلِّى، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تَنْكُصُ وَجَعَلَ يَتَأَخَّرُ مَعَهَا، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ أَخْزِ هٰذَا الشَّيْخَ كَيْفَ يُصَلِّى؟ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ قَدْ سَمِعْتُ مَقَالَتَكُمْ، غَزَوْتُ مَعْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتًّا اَوْسَبْعًا اَوْثَمَانِيًا فَشَهِدْتُ أَمْرَهُ وَتَيْسِيْرَهُ، فَكَانَ رُجُوْعِى مَعَ دَابَّتِى أَهْوَنَ عَلَىَّ مِنْ تَرْكِهَا فَتَنْزِعُ اِلَى مَأْلفِهَا فَيَشُقُّ عَلَىَّ وَصَلَّى اَبُوْبَرْزَةَ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ

(৮৬০) আযরাক ইবন্ কায়িস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আবূ বারযাহ্ আসলামী (রা) আহ্ওয়াজ নামক স্থানে এক নদীর কিনারে ছিলেন। তখন তিনি তাঁর (উটের) লাগাম হাতে নিয়েই সালাত আদায় করছিলেন। তখন লাগামধারী চতুষ্পদ জন্তুটি পিছনের দিকে টানছিল ফলে তিনি তার সাথে পিছনে যাচ্ছিলেন, তখন খাওয়ারেজী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি (তাঁকে দেখে) বলল ঃ আল্লাহ্! এই বৃদ্ধকে অপমানিত করুন। কিভাবে সে সালাত আদায় করছে। রাবী বলেনঃ অতঃপর তিনি সালাত শেষ করে বললেন, আমি তোমাদের কথা শুনেছি। (আরো বললেন) আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছয়বার অথবা সাতবার অথবা আটবার যুদ্ধ করেছি। আমি তাঁর কাজ কর্মে ও (নিয়ম-নীতিতে) সহজতা অবলম্বন প্রত্যক্ষ করেছি। আমার চতুষ্পদ জন্তুর সাথে আমার পিছনে ফিরে আসা তাকে ছেড়ে দেয়ার চেয়ে আমার জন্য সহজ, কেননা তাকে ছেড়ে দিলে সে তার আহারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে তখন তাকে খুঁজে পাওয়া আমার জন্য কঠিন হবে। তখন আবূ বারযা (রা) আসরের দু'রাকা'আত সালাত আদায় করছিলেন। [বুখারী, ও বাইহাকী।]

(٨٦١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى يَلْتَفِتُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً وَلاَيَلْوِى عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ –

(৮৬১) আবদুল্লাহ্ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) সালাতরত অবস্থায় ডানে এবং বামে তাকাতেন। তবে তাঁর ঘাড় তাঁর পিঠের পিছনের দিকে ফিরাতেন না।

[হাইসুমী হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন হাদীসটি গরীব।]

(٨٦٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى هِنْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ عِكْرِمَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى يَلْحَظُ فِىْ صَلاَتِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَلْوِى عُنُقَهُ –

(৮৬২) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ সাঈদ থেকে বর্ণিত, তিনি ইকরামাহ্ (রা)-এর (যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের একজন) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ঘাড় না ঘুরায়ে সালাতে এদিক-ওদিক দৃষ্টি ফেরাতেন। [হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তার সনদ মুরসাল হলেও রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٨٦٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَسْتَشْرِفُ لِشَيْءٍ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ

(৮৬৩) আনাস ইবন্ সিরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন্ মালিককে সালাতের মধ্যে কোন জিনিসের প্রতি চোখ উত্তোলন করে সে দিকে দৃষ্টিপাত করতে দেখেছি।

[ইমাম আহ্মদ ব্যতীত অন্য কেহ্ হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। তবে তার সনদ উত্তম।]

× يَحْمِدُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ

(١٢) بَابٌ فِىْ جَوَازِ حَمْلِ الصَّغِيْرِ فِى الصَّلَاةِ

(১২) অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে শিশু সন্তানকে কোলে তুলে নেয়া জায়েয

(٨٦٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ بَيْنَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ جُلُوْسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَهِىَ صَبِيَّةٌ، فَحَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَهِىَ عَلَى عَاتِقِهِ، يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيْدُهَا عَلَى عَاتِقِهِ إِذَا قَامَ، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِىَ عَلَى عَاتِقِهِ حَتّٰى قَضَى صَلَاتَهُ يَفْعَلُ ذَالِكَ بِهَا -

(৮৬৪) আমর ইবন্ সুলাইম আয্যুরাকী থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ কাতাদাহকে বল্তে শুনেছেন, যে আমরা মসজিদে বসা ছিলাম এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। আবুল 'আস ইবন্ রাবী এর কন্যা উমামাহ্ (রা)-কে কোলে নিয়ে। তার মা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুহিতা। হযরত যয়নাব (রা) আর উমামাহ্ (রা) তখন শিশু। যা হোক, তিনি তাকে তাঁর কাঁধে বহন করে নিয়ে এলেন। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে কাঁধে নিয়েই সালাত আদায় করলেন। রুকু করার সময় নামিয়ে রাখতেন। আর দাঁড়ানোর সময় আবার উঠিয়ে নিতেন। এবং তাকে কাঁধে বহন করেই সালাত আদায় করলেন, এমন করেই পুরো সালাত আদায় করলেন।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٨٦٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِىْ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ انَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاقَتَادَةَ يَقُوْلُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَأُمَامَةُ بِنْتُ زَيْنَبَ ابْنَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَهِىْ ابْنَةُ أَبِى الْعَاصِ ابْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى عَلَى رَقَبَتِهِ فَاذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ مِنْ سُجُوْدِ أَخَذَهَا فَأَعَادَهَا عَلَى رَقَبَتِهِ، فَقَالَ عَامِرٌ وَلَمْ أَسْأَلْهُ أَىُّ صَلَاةٍ هِىَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحُدِّثْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِى عَتَّابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ اَنَّهَا صَلَاةُ الصُّبْحِ، قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ جَوَّدَهُ.

(৮৬৫) আমর ইবন্ সুলাইম আয্যুরাকী থেকে বর্ণিত তিনি আবূ কাতাদাহ্কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত আদায় করছিলেন আর তখন আবূল 'আস ইবনু রুবাইয়ের মেয়ে রাসূল (সা)-এর দৌহিত্রী তাঁর কাঁধে ছিল। তিনি তাকে রুকু করার সময় নামিয়ে রাখতেন এবং সিজদা থেকে উঠার সময় (আবার) তাঁর কাঁধে উঠিয়ে নিতেন। আমির বলেন, সেটা কোন সালাত ছিল, তা আমি আবূ কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করি নাই।

ইবন্ জুরাইজ এবং যায়েদ ইবন্ আবি আত্তাব আমর ইবন্ সুলাইম থেকে বর্ণনা করেন যে, সেটা ছিল ফজরের সালাত। আর আবূ আবদুর রহমান। (অর্থাৎ ইমাম আহমদের ছেলে আবদুল্লাহ) তাঁকে (ফজরের সালাত সম্পর্কিত বর্ণনাটিকে) উত্তম বলে মন্তব্য করেছেন।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٨٦٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اِحْدٰى صَلَاتَى الْعَشِىِّ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنٍ اَوْحُسَيْنٍ، فَتَقَدَّمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرِى صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ إِنِّى رَفَعْتُ

رَأْسِيْ فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَرَجَعْتُ فِيْ سُجُوْدِيْ. فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ سَجَدْتُ بَيْنَ ظَهْرَى الصَّلَاةِ سَجْدَةً اَطَلْتَهَا حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ قَدْ حَدَثَ اَمَرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوْحَى اِلَيْكَ قَالَ كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلٰكِنْ ابْنِيْ إِرْتَحَلَنِيْ فَكَرِهْتُ اَنْ أُعْجِلَهُ حَتّٰى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ.

(৮৬৬) আবদুল্লাহ্ ইবন্ শাদ্দাদ তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা যোহর অথবা আসর-এর সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ আমাদের মাঝে হাসান অথবা হুসাইনকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে তাকে (হাসান অথবা হুসাইন) রেখে দিলেন। অতঃপর সালাতের তাকবীর দিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং সালাতের মাঝে তিনি অনেকক্ষণ ধরে সিজদা করলেন। রাবী (শাদ্দাদের পিতা) বলেন, আমি মাথা উঁচু করে দেখি বালকটি (হাসান অথবা হুসাইন) সিজদা অবস্থায় রাসূল (সা)-এর পিঠের উপর উঠে পড়ে আছে। তারপর আমি আবার সিজদায় ফিরে আসলাম। যখন রাসূলুল্লাহ্ সালাত শেষ করলেন। তখন লোকজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সালাতের মাঝে এত দীর্ঘক্ষণ ধরে সিজদা করছিলেন যে, আমরা ধারণা করছিলাম হয়ত কোন ঘটনা ঘটেছে অথবা আপনার উপর অহী অবতীর্ণ হচ্ছে।

তখন রাসূল (সা) বললেন, কোনটিই ছিল না বরং আমার পৌত্র আমাকে বাহন বানিয়ে নিয়েছিল। সে তার প্রয়োজন না মিটানো পর্যন্ত তাড়াতাড়ি করাকে আমি অপছন্দ করছিলাম।

[নাসাঈ, হাকিম। তিনি বলেন, হাদীসটি সহীহ, বুখারী মুসলিমের শর্তে উপনীত। তবে তারা তা সংকলন করেন নি। যাহাবী তার এ বক্তব্য সমর্থন করেছেন।]

(١٣) بَابُ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِى الْقَوْبِ الْمُخَطَّطِ وَفِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَفِى ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى الْمُصَلِّى وَبَعْضُهُ عَلَى الْحَائِضِ

(১৩) নং অনুচ্ছেদ ঃ নকশাকৃত কাপড়ে এক কাপড়ে এবং এক কাপড়ের কিছু মুসল্লীর গায়ে আর কিয়দাংশ ঋতুবর্তী মহিলার উপরে থাকা অবস্থায় সালাত জায়েয

(٨٦٧)عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى بُرْدَةٍ حِبَرَةٍ قَالَ اَحْسِبُهُ عَقَدَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا

(৮৬৭) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) নকশা ওয়ালা সুতি বা কাতানের চাদরে সালাত আদায় করেছিলেন। রাবী বলেন, আমার মনে হয় সেটা উভয় প্রান্তে বাঁধা। (অর্থাৎ চাদরের এক প্রান্ত ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে গিয়ে বাম কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে বক্ষের উপর বাঁধেন।)

(٨٦٨) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ اٰخِرِ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْقَوْمِ صَلَّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًابِه خَلْفَ اَبِى بَكْرٍ

(৮৬৮) আনাস ইবন মালিক থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলের যে শেষ সালাত ছিল সেটা তিনি আবূ বকরের পিছনে মানুষের সাথে একটি কাপড়ে জড়িয়ে আদায় করেছিলেন।

[আবূ ইয়ালী তাঁর মুসনাদে এবং বাযযার হাদীসটি বর্ণনা করেন। এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٨٦٩) عَنْ مُوسَى بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِى رَبِيعَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ وَهُوَ يُصَلِّى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوْعٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُصَلِّى فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ؟ قَالَ اِنِّى رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْ يُصَلِّى هٰكَذَا.

(৮৬৯) মূসা ইবন্ ইব্রাহীম ইবন্ আবূ রাবিয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (পিতা) বলেন, আমরা আনাস বিন মালিকের নিকট হাজির হলাম। (তখন) তিনি একটি কাপড় জড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। এবং তার চাদরটি (পার্শ্বে) রাখা ছিল। (তখন) তিনি বললেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। আপনি একটি কাপড়ে সালাত আদায় করলেন? তখন আনাস ইবন্ মালেক (রা) বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এরূপে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

[হাদীসটি এ ভাষায় অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে বায্যার অন্য ভাষায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, হাইছুমী বলেন, তার সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(৮৭٠) عن اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرْفَيْهِ فَلْيَجْعَلْ طَرَفَهُ عَلَى عَاتِقَيْهِ .

(৮৭০) আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, কেউ যদি এক কাপড়ে সালাত আদায় করে তা হলে সে যেন তার দুই প্রান্ত দুই বিপরীত দিকে রাখে যেন তার এক প্রান্ত তার দুই কাঁধের উপর থাকে।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি, তবে হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(৮৭১) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِى ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ مِرْطٌ لِبَعْضِ نِسَائِهِ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ، قَالَ سُفْيَانُ أُرَاهُ قَالَ : حَائِضٌ-

(৮৭১) মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূল (সা) সালাত আদায় করছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর ওপরে তাঁর কোন এক স্ত্রীর চাদর ছিল এবং ঐ স্ত্রীর ওপরও ঐ চাদরের কিছু অংশ ছিল। সুফিয়ান (এক রাবী) বলেন, আমার ধারণায় স্ত্রী ছিলেন ঋতুবতী।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি, তবে বুখারী ও মুসলিম আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।]

(৮৭২) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ سَمِعْتُ خَالَتِى مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُوْنُ حَائِضًا وَهِىَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَهُوَ يُصَلِّى عَلَى خُمْوَتِهِ، اِذَا سَجَدَ اَصَابَنِى طَرَفُ ثَوْبِهِ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَاَنَا نَائِمَةٌ اِلَى جَنْبِهِ فَاِذَا سَجَدَ اَصَابَنِى ثِيَابُهُ وَاَنَا حَائِضٌ.

(৮৭২) আবদুল্লাহ্ ইবন্ শাদ্দাদ ইবন্ আল হাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনাহ্ বিন্তে হারিস, রাসূল (সা)-এর স্ত্রীকে বলতে শুনেছি যে, তিনি ঋতুবতী (حَائِضَةٌ) অবস্থায়, থাকতেন, এমতাবস্থায় তিনি রাসূল (সা)-এর সালাতের স্থানের সামনে শুয়ে থাকতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জায়নামাযের উপর সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি সিজদা দিতেন তখন তাঁর কাপড়ের এক পার্শ্ব আমাকে স্পর্শ করত।

তাঁর (মায়মূনা) থেকে অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাত্রে উঠে সালাত আদায় করতেন। তখন আমি তাঁর পাশে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকতাম। যখন তিনি সিজদা করতেন, তখন তাঁর কাপড় আমাকে স্পর্শ করত। এমন অবস্থায় যে, তখন আমি ঋতুবতী। [মুসলিম ও অন্যান্য]

(١٤) بَابُ جَوَازُ نَوْمِ الْمَرْأَةِ أَمَامَ الْمُصَلِّي فِي الظَّلَامِ

(১৪) নং অনুচ্ছেদ ঃ অন্ধকারে মুসল্লীর সামনে মহিলাদের ঘুমানো জায়েয

(٨٧٣) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلِي فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي وإِذَا قَامَ بَسَطْتُهَا وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيحُ –

(৮৭৩) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর সম্মুখে ঘুমিয়ে, থাকতাম, তখন আমার পা তাঁর কিব্লার দিকে থাকত যখন তিনি সিজদায় যেতেন, তখন আমাকে খোঁচা দিলে তখন আমি আমার পা সংকুচিত করতাম। আবার যখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন, তখন আমি তা প্রসারিত করতাম। আর কামরাগুলো তখন বাতি শূন্য ছিল। [বুখারী, মুসলিম, ও অন্যান্য।]

(٨٧٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يُصَلِّي وَأَنَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مُضْطَجِعَةٌ –

(৮৭৪) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন সালাত আদায় করতেন। আমি তখন তাঁর ডান ও বাম দিকে (আড়াআড়িভাবে) চিত হয়ে শুয়ে থাকতাম।
[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে হাদীসটির সনদ উত্তম এবং এ অনুচ্ছেদের অপরাপর হাদীসও তা সমর্থন করে।]

(٨٧٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ صَلَاتَهِ فِي اللَّيْلِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ

(৮৭৫) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাত্রের সালাত আদায় করতেন, আর আমি তাঁর ও কিবলার মাঝে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। জানাযার (মুর্দার) মত আড়াআড়িভাবে।
[বুখারী, মুসলিম, ও অন্যান্য।]

(٨٧٦) عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ أَلَيْسَ هُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ –

(৮৭৬) 'আতা থেকে বর্ণিত, তিনি উরওয়াহ থেকে আর তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) (ঘরের মধ্যে) সালাত আদায় করছিলেন, তখন তাঁর সামনে আয়িশা আড়াআড়িভাবে শুয়ে ছিলেন এবং তিনি (উরওয়া) বলেন, তাঁরা তোমাদের মা, বোন ও খালা নয়?[১]

(٨٧٧) وَعَنْهُ أَيْضًا عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ عَلَى السَّرِيْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قُلْتُ أَبَيْنَهُمَا جَدْرُ الْمَسْجِدِ قَالَ لَا فِي الْبَيْتِ إِلَى جَدْرِهِ.

(৮৭৭) তাঁর ('আতা) থেকে আরও বর্ণিত। তিনি উরওয়াহ ইবন্ আয্যুবাইর থেকে খবর দিয়েছেন যে, আয়িশা (রা) তাঁকে জানিয়েছেন তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরের মধ্যে সালাত আদায় করতেন। তখন আমি তাঁর ও কিবলার মাঝে খাটে শুয়ে থাকতাম। 'আতা প্রশ্ন করলেন, তাঁদের উভয়ের মাঝে কি মসজিদের দেয়াল থাকত? উত্তরে বললেন, না। ঘরের মধ্যেই পড়তেন দেয়ালের দিক হয়ে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

১. [ইমাম হাইসুমী। বিঃ দ্রঃ উরওয়া মহিলাকে সামনে শুয়ে রেখে কিভাবে নামায পড়া যায়? এরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হলে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন।]

اَبْوَابُ سُجُوْدِ السَّهْوِ

সাহু সিজদা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ

(١) بَابُ مَايَصْنَعُ مَنْ شَكَّ فِىْ صَلاَتِهِ

(১) অনুচ্ছেদ ঃ যার সালাতে সন্দেহ্ হয় তার যা করণীয়

(٨٧٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ عُمَرُ يَاغُلاَمُ هَلْ سَمِعْتَ مِن رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ اَوْمِنْ اَحَدٍ مِنْ اَصْحَابِهِ اذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِى صَلاَتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ؟ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَالِكَ اِذْ اَقْبَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ فِيْمَ اَنْتُمَا فَقَالَ عُمَرُ سَأَلْتُ هٰذَا الْغُلاَمَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ اَوْ اَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ اذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى اَمْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَاِذَا لَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى اَوْثَلاَثًا فَلْيَجْعَلْهَا رَكْعَتَيْنِ، وَاِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى اَمْ أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ يَسْجُدُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ سَجْدَتَيْنِ.

(৮৭৮) আবদুল্লাহ্ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে উমর (রা) বললেনঃ হে বালক! তুমি কি রাসূল (সা) বা তাঁর কোন সাহাবীর কাছ থেকে এ প্রসঙ্গে শুনেছ, যখন কোন ব্যক্তির সালাতের মধ্যে সন্দেহ এসে যায় তখন সে কি করবে? তিনি বলেন, ইত্যবসরে আবদুর রহমান ইবন্ আউফ (রা) আমাদের মাঝে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা উভয়ে কি আলোচনা করছিলে? তখন উমর (রা) বললেন, আমি এই বালককে প্রশ্ন করেছি, তুমি কি রাসূল (সা) বা তাঁর কোন সাহাবীর কাছ থেকে শুনেছ যে, যখন কোন ব্যক্তি তার সালাতের মধ্যে সন্দেহ্ এসে যায়, তখন সে কি করবে? তখন আব্দুর রহমান বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বল্তে শুনেছি যে, তোমাদের কারো সালাতে যদি সন্দেহ্ এসে যায়, আর সে যদি বুঝতে না পারে এক রাক'আত আদায় করল না দুই রাকা'আত তবে সে এক রাকা'আত ধরে নিবে। আর যদি দুই রাকা'আত আদায় করেছে না তিন রাক'আত, তা বুঝতে না পারে, তখন দুই রাকা'আত ধরে নিবে। আর যদি তিন রাকা'আত আদায় করল না চার রাকা'আত, তা বুঝতে না পারে তাহলে তিন রাকা'আত ধরে নিবে। তারপর সালাত শেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় দুই সিজদা সাহু দিবে। [ইবন্ মাজাহ্ বাইহাকী, তিরমিযী এবং ইমাম তিরমিযী হাদীসটি হাসান ও সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।]

(٨٧٩) عَنْ مَرَّةَ بْنَ مَعْبَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى كَبْشَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ انِّى صَلَّيْتُ فَلَمْ اَدْرِ أَشَفَعْتُ أَمْ اَوْتَرْتُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاىَ وَاَنْ يَتَلَعَّبَ بِكُمُ الشَّيْطَانُ فِىْ صَلاَتِكُمْ، مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ فَلَمْ يَدْرِ اَشَفَعَ اَوْ اَوْتَرَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ فَانَّهُمَا تَمَامُ صَلاَتِهِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ صَلَّى بِنَا يَزِيْدُ بْنِ اَبِى كَبْشَةَ الْعَصْرَ فَانْصَرَفَ اِلَيْنَا بَعْدَ صَلاَتِهِ، فَقَالَ إِنِّى صَلَّيْتُ مَعَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَسَجَدَ مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَأَعْلَمَنَا أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَحَدَّثَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ اَوْنَحْوَهُ -

(৮৭৯) উসমান ইবন্ আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি সালাত আদায় করেছি, কিন্তু স্মরণ নাই যে, জোর রাকা'আত পড়েছি না বেজোড়? উত্তরে রাসূল (সা) বল্লেন, সাবধান! শয়তান যেন সালাতে তোমাদের সাথে খেলা করতে না পারে তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সালাত আদায় করে অতঃপর সে যদি দুই রাকা'আত কি এক রাকা'আত আদায় করেছে তা ভুলে যায়, তখন সে যেন অবশ্যই দুইটা সিজদা করে নেয়। কেননা, এই দুইটি সাজদাই তার সালাত পরিপূর্ণ করে থাকে।

(তাঁর থেকে অপর রেওয়াতে বর্ণিত আছে।) তিনি বলেন, একদা ইয়াযীদ ইবন্ আবী কাবশা আমাদের সঙ্গে আসরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর সালাত শেষে তিনি আমাদের দিকে ফিরলেন এবং বল্লেন একদা আমি মারওয়ান ইবনুল হাকাম-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছিলাম। তখন তিনি অনুরূপ দুইটি সিজদা করেছিলেন এবং আমাদের দিকে ফিরে (বসে) আমাদেরকে অভিহিত করলেন যে, তিনি উসমান ইবন্ আফ্ফান (রা)-এর সাথে সালাত আদায় করেছিলেন, আর তিনি নবী করীম (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এ হাদীসটির প্রথম সূত্র মুনকাতি এবং দ্বিতীয় সূত্র মুত্তাসিল। হাইছুমী বলেন, উভয় হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٨٨٠) عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ فَلَا أَدْرِىْ زَادَ اَمْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ حَدَثَ فِى الصَّلَاةِ حَتّٰى؟ قَالَ لَا وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوْا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَثَنّٰى رِجْلَيْهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ، وَاِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّلَاةَ، فَإِذَا سَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ فَثَنّٰى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَوْحَدَثَ فِىْ الصَّلَاةِ شَىْءٌ لَاَتَنْبَاتُكُمُوْهُ وَلٰكِنْ أَنَّمَا أَنَابَشَرٌ اَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَاِنْ نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِى وَاَيُّكُمْ مَاشَكَّ فِى صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ اَقْرَبَ ذَالِكَ لِلصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ -

(৮৮০) আবদুল্লাহ্ ইবন্ মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) একদিন সালাত আদায় করলেন। (রাবী বলেন) আমি জানি না তিনি তাতে বৃদ্ধি করলেন কিংবা হ্রাস করলেন। সালাম ফিরানোর পর তাঁকে বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাতের ব্যাপারে নতুন কিছু ঘটেছে কি? তিনি বললেন, না। তবে কি হয়েছে? লোকেরা বলল ঃ আপনি সালাত আদায় করেছেন এমন এমনভাবে। বর্ণনাকারী বলেনঃ অনন্তর তিনি তাঁর পদদ্বয় ফিরালেন এবং দুই সিজদা সাহু দিলেন। অতঃপর যখন সালাম ফিরালেন তখন বললেনঃ আমি তো একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল কর, আমিও ভুল করি। সালাতে যদি তোমাদের কেহ সন্দেহ করে তবে সঠিক বিষয়টি চিন্তা করবে এবং সালাম শেষে দুইটি সিজদা (সাহু) দিবে।

(তাঁর থেকে দ্বিতীয় সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে, তাতে আরও আছে তিনি (রাসূল সা) তাঁর পা ফিরালেন এবং কিবলা রোখ হলেন আর দু'টি সিজদা (সাহু) দিলেন। এরপর আমাদের দিকে চেহারা ফিরিয়ে বসলেন এবং বললেনঃ সালাতের মধ্যে যদি কিছু ঘটত তাহলে আমি তোমাদের অবহিত করতাম। তবে আমি তো একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল কর, আমিও ভুল করি। সুতরাং যখন আমি ভুলে যাই, তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও। তোমাদের মধ্যে এমন আছে যে, তার সালাতে সন্দেহ করে না? যদি এমন হয় তা হলে সে যেন সঠিকের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য চিন্তা করে এবং সে অনুযায়ী সালাত শেষ করে সালাম ফিরায়। পরে দুই সিজদা (সাহু) দেয়।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٨٨١) عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كُنْتَ فِىْ الصَّلَاةِ فَشَكَكْتَ فِى ثَلَاثٍ اَوْ اَرْبَعٍ وَاَكْثَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَاَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ تُسَلِّمَ ثُمَّ تَشَهَّدْتَ اَيْضًا ثُمَّ سَلَّمْتَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بن مَسْعُوْدٍ قَالَ اِذَا شَكَكْتَ فِىْ صَلَاتِكَ وَاَنْتَ جَالِسٌ فَلَمْ تَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّيْتَ اَمْ اَرْبَعًا فَاِنْ كَانَ اَكْبَرُ ظَنِّكَ اَنَّكَ صَلَّيْتَ ثَلَاثًا فَقُمْ فَارْكَعْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ اُسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ سَلِّمْ .

(৮৮১) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ মাসঊদ (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। (তিনি (রাসূল সা) বলেন ঃ) তুমি যদি সালাতের মধ্যে সন্দিহান হও যে, তুমি তিন রাকা'আত না চার রাকা'আত পড়েছ?) এমতাবস্থায় তোমার যদি বেশী ধারণা হয় যে, তুমি চার রাকা'আত পড়েছ? তখন তুমি তাশাহ্হুদ পড়বে এবং সালামের পূর্বে বসা অবস্থায় দুই সাজদা সাহু দিবে। অতঃপর একইভাবে তাশাহ্হুদ পড়বে এবং সালাম ফিরাবে। (তার থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) রাসূল (সা) আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) কে বলেন ঃ তুমি যখন তোমার সালাতে বসা অবস্থায় সন্দিহান হবে যে, তুমি জান না যে, তিন রাকা'আত না চার রাকা'আত পড়েছ। এমতাবস্থায় যদি তোমার অধিক ধারণা হয় যে, তিন রাকা'আত পড়েছে, তা'হলে দাঁড়িয়ে এক রুকু ও দুই সিজদা কর, অতঃপর তাশাহ্হুদ পড় তারপর সালাম ফিরাও।

আর যদি তোমার অধিক ধারণা হয় যে, তুমি চার রাকা'আত পড়েছ, তা'হলে সালাম ফিরাও। অতঃপর দুই সিজদা কর তারপর তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরাও।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ। ইবন হাজর এ হাদীসটি দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন, আর বাইহাকী বলেন, এ হাদীসটি মারফ' হওয়ার ও মতনের ব্যাপারে মতদ্বন্দআছে।]

(٨٨٢) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْتِى اَحَدُكُمُ الشَّيْطَانَ وَهُوَ فِىْ صَلَاتِهِ فَيَلْبَسُ عَلَيْهِ حَتّٰى لَايَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ –

(৮৮২) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট থেকে এ খবর পৌছান তিনি (নবী সা) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাতে থাক, তখন তার নিকট শয়তান আসে এবং তাকে সন্দেহে নিপতিত করে। এমনকি সে বুঝতে পারে না, কি পরিমাণ সালাত সে আদায় করল। তোমাদের কেউ এমতাবস্থার সম্মুখীন হলে সে যেন বসাবস্থায় দুই সিজদা (সাহু) করে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٨٨٣) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمْ فَلَايَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ وَاِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ اِنَّكَ قَدْ اَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ إِلاَّ مَا وَجَدَرِيْحَهُ بِأَنْفِهِ أَوْسَمِعَ صَوْتَهُ بِاُذُنِهِ.

(৮৮৩) আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করে। যদি তার স্মরণ না থাকে যে, কত রাক'আত সালাত সে আদায় করেছে। তাহলে সে যেন বসাবস্থায় দুইটি সিজদা (সাহু) করে নেয়। সালাতের মধ্যে যদি তোমাদের কারো কাছে শয়তান এসে (ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে) বলে ঃ তোমার তো ওযূ নষ্ট হয়ে গেছে। সে তখন বলবে, মিথ্যা কথা। কিন্তু সে যদি নাক দিয়ে তার গন্ধ পায় বা কানে তার আওয়ায শোনে তবে ভিন্ন কথা। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٨٨٤) عَنْهُ اَيْضًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ، فَلَمْ يَدْرِكَمْ صَلَّى فَلْيَبْنَ عَلَى الْيَقِيْنِ حَتّٰى إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ أَتَمَّ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنَّهُ اِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ وِتْرًا صَارَتْ شَفْعًا، وَاِنْ كَانَتْ شَفْعًا كَانَ ذَالِكَ تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ.

(৮৮৪) তাঁর (আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা)) থেকে আরও বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কারো যদি তার সালাতে সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং সে যদি বুঝতে না পারে কত রাকা'আত সালাত আদায় করেছে, তবে সে, সন্দেহ্ পরিত্যাগ করবে এবং যতটুকু সন্দেহাতীত ততটুকুকে সালাতের ভিত্তি করে নিবে। যাতে সালাত পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোন রূপ সন্দেহ না থাকে। পরে সালাম ফিরানোর পূর্বে দুই সিজদা (সাহু) করবে। সুতরাং সালাত যদি বেজোড় হয় তাহলে তা জোড় হয়ে যাবে। আর যদি তা জোড় হয় তাহলে তা শয়তানের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক হবে।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবন্ হাব্বান, হাকিম, বাইহাকী।]

(٨٨٥) خط عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا بَلٰى فَاشْهَدْ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى صَلاَةً يَشُكُّ فِى النُّقْصَانَ فَلْيُصَلِّ حَتّٰى يَشُكَّ فِى الزِيَادَةِ -

(৮৮৫) খত, আবদুর রহমান ইবন্ 'আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি হাদীস বলবো না, যা আমি রাসূল (সা)-এর কাছে শুনেছি। তারা বললেন, হ্যাঁ। (অতঃপর তিনি বললেন,) আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সালাত আদায় শেষে তার সালাতে কম হয়েছে বলে সন্দেহ পোষণ করে. সে যেন সালাত (এভাবে) আদায় করে, যাতে করে তার সালাত বেশী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়।

[ইবন্ মাজাহ। আহমদের এ হাদীসের সনদে ইসমাঈল ইবন্ মুসলিম নামক একজন দুর্বল রাবী আছেন। তবে এ অনুচ্ছেদের অন্যান্য হাদীস তাকে সমর্থন করে।]

(٨٨٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِى صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ وَفِىْ لَفْظٍ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَايُسَلِّمُ -

(৮৮৬) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে মুসল্লির সালাতে সন্দেহের উদ্রেক হয়, সে যেন বসাবস্থায় দুইটি সিজদা সাহু করে। অপর রেওয়ায়াতে আছে, সে যেন সালামের পর দুইটি সিজদা (সাহু) করে।[১]

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, বাইহাকী, ইবন্ হাব্বান, এর সনদে একজন বিতর্কিত রাবী আছেন।

(٨٨٧) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ إِغْرَارَ فِىْ صَلاَةٍ وَلاَتَسْلِيْمَ -

(৮৮৭) আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সালাতে ও সালামে কোন কিছু হ্রাস করা যাবে না।

[আবূ দাউদ, বাইহাকী, হাদীসটির সনদ উত্তম।]

টীকা ঃ ১. এসব হাদীস থেকে প্রতয়ীমান হয় সালামের আগে ও পরে দুই অবস্থায়ই সাজদা সাহু জায়েয।]

যেমন রুকু, সিজদা, দু'আ, কিরা'আত ইত্যাদি যথাযথভাবে পালন করতে হবে) এবং সালামের মধ্যেও কোন প্রকার হ্রাস করা যাবে না, (যেমন সালামের জবাব দানকারী শুধু ওয়া আলাইকা (وَعَلَيْكَ) বলা ইত্যাদি অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গরূপে সালামের প্রতি উত্তর দিতে হবে। [হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি, তবে তার সনদ উত্তম।]

(৮৮৮) حَدَّثَنَا اللّٰهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ (يَعْنِي بْنَ مَهْدِيٍّ) عَنْ سُفْيَانَ (يَعْنِي الثَّوْرِيَّ) قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ عَنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَغِرَارَ فِيْ الصَّلاَةِ، فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ لاَغِرَارَ فِيْ الصَّلاَةِ وَمَعْنَى غِرَارَ يَقُوْلُ لاَ يَخْرُجُ مِنْهَا وَهُوَ يَظُنُّ اَنَّهُ قَدْبَقِىَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ حَتّٰى يَكُوْنَ عَلَى الْيَقِيْنِ وَالْكَمَالِ-

(৮৮৮) সুফইয়ান সাওরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বল্তে শুনেছি যে, আমি আবূ আমর আশ-শায়বানীকে রাসূল (সা)-এর এই বাণী لاَ إِغْرَارَ فِي الصَّلاَةِ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন তিনি জবাবে বলেন, তা হলো প্রকৃতপক্ষে لاَ غِرَارَ فِي الصَّلاَةِ আর غِرَارٌ শব্দের অর্থ হলো, সালাতের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকা। হাদীসের তাৎপর্য হল ঃ এরূপ ধারণা নিয়ে সালাত শেষ করবে না। বরং সালাত পূর্ণ হয়েছে এরূপ বিশ্বাস ও ইয়াকীন নিয়ে সালাত শেষ করবে। [আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন্ হাব্বান, বাইহাকী। হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(٢) بَابٌ مَاجَاءَ فِيْ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ لِلْمُصَلِّى وَمَا يَدْفَعُ ذَالِكَ

(২) অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে মুসল্লীকে শয়তানের ধোঁকা দেয়া ও তার প্রতিকার সংক্রান্ত আগত হাদীসসমূহ

(٨٨٩) عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْهِ اَنْ عَمَّارًا (يَعْنِى بْنَ يَاسِرٍ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ يَا أَبَا الْيَقْظَانَ لاَ أَرَاكَ إِلاَّ خَفَّفْتَهُمَا، قَالَ هَلْ نَقَصْتُ مِنْ حُدُوْدِهَا شَيْئًا قَالَ لاَ وَلٰكِنْ خَفَّفْتَهَا قَالَ إِنِّى بَادَرْتُ بِهِمَا السَّهْوَ، إِنِى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّى وَلَعَلَّهُ اَنْ لاَيَكُوْنَ لَهُ مِنْ صَلاَتِهِ إِلاَّعُشْرُهَا أَوْتِسْعُهَا أَوْثُمْنُهَا أَوْسُبْعُهَا حَتّٰي انْتَهَى إِلَى أُخِرِ الْعَدَدِ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ ابْنِ لاَسَ الْخُزَاعِى قَالَ دَخَلَ عَمَّارُ بْنَ يَاسِرٍ اَلْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنَ أَخَفَّهُمَا وَأَتَمَّهُمَا، قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَقُمْنَا اِلَيْهِ فَجَلَسْنَا عِنْدَهُ ثُمَّ قُلْنَا لَهُ لَقَوْ خَفَفْتَ رَكْعَتَيْنَ هَاتَيْنِ جِدًا يَا اَبَا الْيَقْظَانِ فَقَالَ إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الشَّيْطَانَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ فِيْهِمَا قَالَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ -

(৮৮৯) উমর ইবন্ আবূ বকর ইবন্ আব্দুর রহমান ইব্নুল হারিস তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেন, একদা আম্মার ইবন্ ইয়াসির দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। (সালাত শেষে) আবদুর রহমান ইবনুল হারিস তাকে বলল ঃ হে আবাল ইয়াকযান! আপনি সালাত দু'রাক'আতকে সংক্ষেপ করলেন। তিনি (আম্মার) বললেন ঃ আমি কি সালাতের কোন রোকন বাদ দিয়েছি, তিনি বললেন ঃ না (আপনি কোন রোকন বাদ দেন নি) কিন্তু আপনি দু'রাক'আত সালাতকে সংক্ষিপ্ত করেছেন। আম্মার বললেন ঃ আমি এ দু'রাক'আত সালাতে ভুলের আশঙ্কা করছিলাম। (অর্থাৎ শয়তানের অছওয়াছার আশঙ্কা করছিলাম) আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, কিছু কিছু মানুষ সালাত আদায় করে অথচ সম্ভবত সে তার সালাতের এক দশমাংশ অথবা এক নবমাংশ অথবা এক অষ্টমাংশ অথবা এক সপ্তমাংশ প্রতিদান পায়। এভাবে তিনি (রাসূল সা) শেষ সংখ্যা পর্যন্ত বলে গেলেন।

(অপর এক বর্ণনা মতে) ইবন্ লাস আল খজায়ী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আম্মার বিন-ইয়াসির মসজিদে প্রবেশ করে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকা'আত সালাত সমাপ্ত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি বসলেন। আমরা তাঁর নিকট এসে বসলাম এবং বললাম, হে আবুল ইয়াকযান! আপনি এ দু'রাক'আত সালাত অত্যন্ত সংক্ষেপে আদায় করলেন। তিনি বললেন, আমি এ দু'রাক'আত সালাতে শয়তানের প্ররোচনার আশঙ্কা করছিলাম। মনে করেছিলাম সে এসে তাতে আমাকে ধোঁকা দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করলেন।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে তার সনদ উত্তম।

(٨٩٠) عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيْرِ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ اَبِى الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حَالَ الشَّيْطَانُ بَيْنِى وَبَيْنَ صَلاَتِى وَبَيْنَ قِرَاءَتِى قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ فَاِذَا اَنْتَ حَسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْهُ وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًا، قَالَ فَفَعَلَ ذَالِكَ فَأَذْهَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِّى۔

(৮৯০) আবুল আ'লা ইব্নুশ শিখ্খির থেকে বর্ণিত যে, উসমান ইবন্ আবুল 'আস (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! শয়তান আমার সালাত এবং আমার কিরা'আতের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে। (তখন) রাসূল (সা) বললেনঃ তা হচ্ছে খান্যাব নামীয় শয়তানের কারসাজি। যখন তুমি তার অনুভব করবে, তখন আল্লাহ্র নিকট তার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তোমার বাম দিকে তিন বার থুথু নিক্ষেপ করবে।[১] উসমান ইবনুল 'আস বলেন, তারপর আমি সেরূপ করলাম, ফলে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তা থেকে নিষ্কৃতি দান করেছেন।

[হাদীসটির প্রথম বর্ণনা ঃ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।
হাদীসটির দ্বিতীয় বর্ণনা ঃ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।
হাদীসটির তৃতীয় বর্ণনা ঃ নাসাঈ।
হাদীসটির চতুর্থ বর্ণনা ঃ মুসলিম। আবূ দাউদ, নাসাঈ।
হাদীসটির পঞ্চম বর্ণনা ঃ মুসলিম।
হাদীসটির ষষ্ঠ বর্ণনা ঃ আবূ দাউদ, নাসাঈ। আর সকল সনদই উত্তম।]

(٣) بَابُ مَنْ سَلَّمَ رَكْعَتَيْنَ وَفِيْهِ ذِكْرَ قِصَّةَ ذِى الْيَدَيْنِ –

(৩) অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দু' রাক'আতে সালাম ফিরায় (তার করণীয়) এবং এতে যুল্ ইয়া দাইনের ঘটনার বিবরণ আছে

(٨٩١) حدّثنا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِى ثَنَا مُحَمَّدُ أَبِى عَدِىٍّ عَنِ أَبْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ (يَعْنِى ابْنَ سِيرِيْنَ) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْدَى صَلاَتِىِ الْعَشِىِّ قَالَ ذَكَرَهَا أَبُوهُرَيْرَةَ وَنَسِيهَا مُحَمَّدٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَاَتَى خَشْبَةً مَعْرُوْضَةً فِى الْمَسْجِدِ (وَفِى رِوَايَةٍ ثُمَّ اَتَى جِذْعًا فِى الْقِبْلَةِ كَانَ يَسْنُدُ إِلَيْهِ ظَهْرِه فَاَسْنَدَ اِلَيْهِ ظهره) فَقَالَ بِيَدِه عَلَيْهَا كَانَّهُ غَضْبَانُ وَخَرَجَتِ السَّرْعَانِ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ قَالُوا قَصرتِ الصَّلاَةَ قَالَ وَفِى الْقَوْمِ اَبُوْبَكْرٍ عُمَرُ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَهَابَاهُ اَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ فِى يَدَيْهِ طُولُ يُسمَّى ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَسِيْتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاَةُ؟ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلاَةُ (وَفِى رِوَايَةٍ مَاقُصِرَتْ وَمَا نَسِيتُ، قَالَ فَاِنَّكَ لَم تُصلِّ إلاَّرَكْعَتَيْنِ ، قَالَ كَمَا يَقُوْلُ

১. অর্থাৎ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ বলে তিনবার বাম দিকে থুথু ফেলবে।]

ذُو الْيَدَيْنِ؟ قَالُوا نَعَمْ، فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِى تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ وَ أَطْوَلَ وَرَفَعَ رَاْسَهُ وَكَبَّرَوَ سَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ قَالَ فَكَانَ مُحَمَّدٌ يَسْئَلُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُوْلُ نُبِّئْتُ اَنَّ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى اَبِى ثَنَا سُفْيَانُ سَمِعَ اَيُوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَباهُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ صَلَّى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْدٰى صَلَاتَى الْعَشِىِّ إِمَّ ا الظُّهْرَ وَاَكْثَرُظَنِّى اَنَّهَا الْعَصْرُ نَذْكُرُ نَحْوَ مَاتَقَدَّمَ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلظُّهْرَ اَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنَ فَقَالَ لَهُ ذُوْ الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عُمَرٍو وَكَانَ حَلِيْفًا لِبَنِى زُهْرَةَ أَخُفِّفَتِ الصَّلَاةُ اَمْ نَسِيْتَ؟ فَقَالَ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يَقُوْلُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا صَدَقَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ فَاَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ رَابِعٍ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، قَالُوْا اَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَاسَلَّمَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ خَامِسٍ) قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّى مَعْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنَ ، فَقَامَ رَجُلٌ مَنْ بَنِى سُلَيْمٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيْتَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَقْصُرْ وَلَمْ أَنْسَهُ، قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَقٌّ مَايَقُوْلُ ذُوْالْيَدَيْنِ؟ قَالُوا نَعَمْ، قَالَ فَقَامَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنَ أُخْرَ تَيْنِ قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنِى ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ ثُمَّ سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ سَجْدَتَيْنِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ سَادِسٍ) ز قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنَ فَقَامَ ذُوْ الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَمْ نَسِيْتَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ذَالِكَ لَمْ يَكُنْ، فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَالِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ اَصَدَقَ ذُوْالْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا نَعَمْ، فَاَتَمَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَقِىَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

(৮৯১) মুহাম্মদ (ইবন্ সিরীন থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার বিকালের দুই সালাতের একটি আদায় করলেন (পরবর্তী) বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হুরায়রা তা উল্লেখ করেছিলেন, আর মুহাম্মদ ইবন্ সিরীন ভুলে গিয়েছেন। তখন তিনি দুই রাক'আত সালাত শেষে সালাম ফিরালেন। তারপর মসজিদে আড়াআড়িভাবে রক্ষিত একটা কাঠ খণ্ডের নিকট আসলেন। (অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি কিবলার দিকে অবস্থিত একটি খর্জ্জুর খুঁটির নিকটে আসলেন। তিনি প্রায় তার উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়াতেন। অতঃপর তার উপর তাঁর পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালেন, অতঃপর তার উপর হাত রাখলেন এমনভাবে যে, তিনি যেন ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত। আর তাড়াহুড়াকারীরা মসজিদের দরজা দিয়ে দ্রুত বের হয়ে গেল। আর তারা বলতে থাকল যে, সালাত

সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। রাবী বলেন, মুসল্লীদের মধ্যে আবূ বকর ও উমর (রা) ও ছিলেন। কিন্তু তাঁরা মহানবীর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল যার হাত লম্বা ছিল, একারণেই তাকে যুল ইয়াদান নামে ডাকা হত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুল করেছেন? না কি সালাতহ্রাস করা হল? তিনি বললেন, আমি ভুলি নি, সালাতওহ্রাস করা হয় নি। (অন্য বর্ণনায় مَاقُصِرَتْ وَمَانَسِيْتُ বলা হয়েছে যার অর্থ একই।) যুল ইয়াদাইন বললেন, আপনি মাত্র দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। তিনি সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, যুল ইয়াদাইন যা বলছে তা কি সত্য? সকলে বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর ফিরে এসে অবশিষ্ট সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তারপর তাকবীর দিলেন এবং পূর্বানুরূপ বা এর চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন। এরপর মাথা তুললেন এবং তাকবীর দিলেন। তারপর পূর্বানুরূপ বা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর মাথা তুললেন ও তাকবীর দিলেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবন্ সীরিন (রা)-কে প্রশ্ন করা হলো, তারপর কি সালাম ফিরালেন? তিনি বললেন, আমাকে জানানো হয়েছে যে, ইমরান ইবন্ হুসাইন বলেছেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন।

(দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে আমাদেরকে) আবদুল্লাহ্ বলেছেন, আমাকে আমার বাবা বলেছেন, তাদেরকে সুফইয়ান বলেছিলেন যে, আইয়ুব মুহাম্মদ ইবন্ সিরীন থেকে শুনেছেন, (তিনি বলেন) আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিকালের দুই সালাতের একটি আদায় করলেন। হয়ত যোহরের সালাত, তবে আমার অধিক ধারণা যে, সেটা আসরের সালাত ছিল। অতঃপর পূর্বে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেন।

(তৃতীয় সূত্রে) আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যোহর অথবা আসরের সালাত আদায় করলেন তখন দু'রাক'আতেই সালাম ফিরালেন। তখন জুশশিমালাইন ইবন্ আব্দ আমর যিনি বনী যুহ্রার সাথে মৈত্রীবদ্ধ ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। সালাত কি লাঘব করা হয়েছে? না ভুলে গিয়েছেন? তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ জুলইয়াদাইন কি বলছে? তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী! সে সত্য বলছে। অতঃপর তাঁদের নিয়ে ছুটে যাওয়া দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন।

(তাঁর থেকে চতুর্থ এক বর্ণনায় আছে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) যোহরের দুই রাক'আত সালাত আদায় করেই সালাম ফিরালেন। তাঁরা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞাসা করলেন। সালাত কি সংক্ষেপ করা হয়েছে? রাবী বলেন, তখন রাসূল (সা) দাঁড়িয়ে (বাকি) দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং সালামের পরে দু'টি সিজদা (সাহু) দিলেন।

(তাঁর থেকে পঞ্চম সূত্রে বর্ণিত আছে) তিনি বলেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যোহরের সালাত আদায় করছিলাম। তখন রাসূল (সা) দু' রাক'আতেই সালাম ফিরালেন। অতঃপর বনী সুলাইম গোত্রের এক লোক দাঁড়ালো এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে না ভুলে গিয়েছেন? তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ সংক্ষিপ্ত করা হয় নি এবং ভুলেও যায় নি। (লোকটি) বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! বস্তুত আপনি দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ জুল ইয়াদাইন যা বলছে তা কি সত্য? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, তখন রাসূল (সা) তাঁদেরকে নিয়ে পরের দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন।

ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমাকে দমদম ইবন্ জাওস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, (তারপর) রাসূল (সা) দুইটি সিজ্দা (সাহু) করলেন।

(তাঁর থেকে ষষ্ঠ সূত্রে বর্ণিত।) য, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। তখন দু'রাক'আতেই সালাম ফিরালেন। তখন যুলইয়াদাইন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, নাকি আপনি ভুলে গিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এসব কিছুই হয় নি। তখন সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! (হ্যাঁ) এরূপ হয়েছে। তখন রাসূল (সা) সকলের দিকে ফিরলেন এবং বল্লেন ঃ যুল ইয়াদাইন কি সত্য বলছে? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতের অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করলেন এবং বসাবস্থায় দু'টি সাজদা (সাহু) করলেন।

[তাবীরানী, মু'জামুল কাবীর এবং মু'জামুল আওসাতে, বাযযার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাইছুমী বলেন, আহমদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٨٩٢) عَنْ عَطَاءٍ اَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ وَنَهَضَ لِيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ، فَقَالَ مَاشَأْنُكُمْ؟ قَالَ فَصَلَّى مَابَقِى وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ فَذَكَرَ ذَالِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا أَمَاطَ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৮৯২) 'আতা (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইবন্ যুবাইর মাগরিবের সালাত আদায় করলেন এবং দু'রাক'আতেই সালাম ফিরালেন তারপর ইস্তিলামে হাজর বা পাথর স্পর্শ করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তখন লোকজন (মুসল্লীগণ) তাসবীহ পাঠ করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কি হয়েছে? (অর্থাৎ তোমাদের তাসবীহ্ পড়ার কারণ কি? তারা বললেন, আপনি দু'রাক'আতেই সালাম ফিরিয়েছেন।) রাবী বলেন ঃ তখন তিনি সালাতের বাকি অংশ আদায় করে দু'টি সিজদা (সাহু) দিলেন। রাবী বলেন ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাসের নিকট এ ঘটনা উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন যে, সে নবী করীম (সা)-এর সুন্নাত থেকে দূরে সরে যায় নাই। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন্ মাজাহ্, বাইহাকী।]

(٤) بَابُ مَايَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ وَقَدْ بَقِىَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةٌ

(৪) নং অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের এক রাক'আত বাকি থাকতে যে সালাম ফিরাল তার কি করণীয়?

(٨٩٣) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِى ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ فَقَامَ أَلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الخِرْبَاقُ، وَكَانَ فِى يَدِهِ طُوْلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيْعَهُ، فَجَاءَ فَقَالَ أَصَدَقَ هٰذَا قَالُوا نَعَمْ، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِى تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

(৮৯৩) ইমরান ইবন্ হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আসরের সালাতে তিন রাক'আতে সালাম ফিরালেন। অতঃপর দাঁড়ালেন এবং তাঁর কামরায় প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর নিকট এক ব্যক্তি গেলেন যাকে খিরবাক বলা হয় এবং যার হাত লম্বা ছিল। সে ডাক দিল হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন রাসূল (সা) তাঁর নিকট বের হয়ে আসলেন। অতঃপর তাঁর নিকট তাঁর আগমনের (উদ্দেশ্য) উল্লেখ করল, তখন তিনি (রাসূল) সকলের সামনে আসলেন এবং (তাঁদেরকে) জিজ্ঞাসা করলেন সে যা বলছে তা কি সত্য? সকলেই বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল ছেড়ে দেয়া রাক'আতটি আদায় করে সালাম ফিরালেন। তারপর দুইটি সিজদা (সাহু) করে সালাম ফিরালেন।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, হাকিম। হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(٨٩٤) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا وَانْصَرَفَ وَقَدْ بَقِىَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةٌ فَاَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَسِيْتَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً، فَرَجَعَ فَدَخَلَ اَلْمَسْجِدَ وَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَةً، فَاَخْبَرْتُ ذَالِكَ النَّاسَ، فَقَالُوا لِى اَتَعْرِفُ الرَّجُلَ؟ قُلْتُ لاَ إِلاَّ اَنْ أَرَاهُ فَمَرَّ فِى فَقُلْتُ هُوَ هٰذَا، فَقَالُوا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ –

(৮৯৪) মু'আবিয়া ইবন্ খুদাইজ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূল (সা) সালাত আদায় করেন এবং এক রাক'আত থাকতেই ফিরে আসেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে গিয়ে ধরল এবং বলল ঃ সালাতে আপনি এক রাক'আত ভুল করেছেন। অনন্তর তিনি ফিরে এলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করলেন। বিলালকে ইকামতের নির্দেশ দিলেন। বিলাল সালাতের ইকামত দিলেন। অনন্তর রাসূল (সা) লোকদের নিয়ে এক রাক'আত আদায় করলেন।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ লোকজনকে এই বিষয়টি আমি অবহিত করলাম। তারা বলল ঃ ঐ ব্যক্তিটিকে তুমি চিন কি? আমি বললাম ঃ না। আমি যদি তাকে দেখি তবে চিন্‌তে পারব। অনন্তর ঐ লোকটি আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি বললাম ঃ ইনিই তিনি, লোকেরা বলল ইনি তো তালহা ইবন্ উবায়দুল্লাহ্।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٥) بَابٌ مَنْ نَسِيَ الْجُلُوْسَ الْأَوَّلَ حَتَّي انْتَصَبَ قَائِمًا لَمْ يَرْجِعْ

(৫) নং অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি প্রথম বৈঠকের কথা ভুলে গিয়ে পূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে যায় সে তখন ফিরে আসবে না

(٨٩٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَعْرَجِ اَنَّ ابْنَ بُحَيْنَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِى الثِّنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ نَسِيَ الْجُلُوْسَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَى اَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ خَتَمَ بِالتَّسْلِيْمِ (وَفِى رِوَايَةٍ) فَلَمَّا صَلَّى الْأُخْرَيَيْنِ اِنْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ، فَكَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ سَلَّمَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ اِبْنِ بُحَيْنَةَ اَيْضًا صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً نَظُنُّ اَنَّهَا الْعَصْرُ، فَقَامَ فِى الثَّانِيَةِ لَمْ يَجْلِسْ. فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ (زَادَ فِى رِوَايَةٍ) وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَانَسِيَ مِنَ الْجُلُوْسِ -

(৮৯৫) আবদুর রহমান ইবন্ আ'রাজ থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে ইবন্ বুহাইনাহ্ জানিয়েছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ (স) যোহরের সালাতে দুই রাক'আতে বসতে ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর যখন প্রায় সালাত শেষে সালাম ফিরানো পর্যায়ে উপনীত হলেন, তখন দু'টি সিজদা (সাহু) করলেন। অতঃপর সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, যখন রাসূল (সা) শেষ দুই রাক'আতও আদায় করলেন তখন মানুষ তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিল। তখন তিনি তাকবীর বলে সিজদা করলেন তারপর আবার তাকবীর বলে সিজদা করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন।

ইবন্ বুহাইনা থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে নিয়ে কোন এক সালাত আদায় করলেন। আমার মনে হয় তা আসরের সালাত ছিল। দ্বিতীয় রাক'আতে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন সালাত শেষ করার পূর্ব সময় হল তখন দুইটি সিজদা আদায় করলেন। অন্য এক রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত বলা হয়েছে যে, বসতে ভুলে গেলেন, একথার স্থলে সকল মানুষও তাঁর সাথে সিজদা দু'টি করলেন।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী, বাইহাকী, তাহাবী।]

(٨٩٦) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ يُوْسُفَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ صَلَّى اَمَامَهُمْ فَقَامَ فِى الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَسَبَّحَ النَّاسُ فَتَمَّ عَلَى قِيَامِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ اَنْ اَتَمَّ الصَّلَاةَ، ثُمَّ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ نَسِيَ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْئًا، فَلْيَسْجُدْ مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ.

(৮৯৬) উসমানের আযাদকৃত গোলাম মুহাম্মদ ইবন্ ইউসুফ তাঁর পিতা ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেন যে, মু'আবিয়া ইবন্ আবূ সুফইয়ান (রা) একদিন তাঁদের সামনে (বা তাঁদের ইমাম হিসেবে) সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাতে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লীরা সুবহানাল্লাহ্ বললেন। কিন্তু তিনি দাঁড়ানো অবস্থায়ই থাকলেন।

অতঃপর সালাত শেষ করারপর বসা অবস্থায় দুইটি সিজদা করলেন। তারপর মিম্বারের উপর বসে বললেনঃ আমি **রাসূল** (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, মুসল্লী তার সালাতের কোন কিছু ভুলে যায়, সে যেন এ দু'টি সিজদার ন্যায় (দু'টি) সিজদা করে নেয়। [আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ্, দারু কুতনী, বাইহাকী।]

(٨٩٧) عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنَ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَن قُوْمُوْا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৮৯৭) যিয়াদ ইবন্ ইলাকা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুগীরা ইবন্ শু'বা আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। যখন দু'রাক'আত পড়লেন, তখন না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁর পিছনে যে ছিল সে সুবহানাল্লাহ বলল। তখন তিনি তাদের (মুসল্লীদের)-কে দাঁড়ানোর জন্য ইঙ্গিত করলেন। তারপর সালাত শেষ করে সালাম ফিরালেন তারপর দুইটি সিজদা (সাহু) করলেন ও পুনরায় সালাম ফিরালেন এবং বললেন, রাসূল্লাহ্ (সা)-ও এরূপ করেছিলেন। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٨٩٨) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَمَّنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَقَامَ فَقُلْنَا سُبْحَانَ اللّٰهِ، فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَعْنِي قُوْمُوْا فَقُمْنَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدُكُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَقِيْمَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلاَيَجْلِسْ –

(৮৯৮) মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) যোহর অথবা আসরের সালাতে আমাদের ইমামতি করলেন। অতঃপর (দু'রাক'আতে না বসে) দাঁড়িয়ে যাওয়াতে আমরা বললাম "সুবহানাল্লাহ"। তখন তিনিও সুবহানাল্লাহ বললেন এবং তাঁর হাতের ইঙ্গিতে আমাদেরকে দাঁড়াতে বললেন, আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। যখন তিনি সালাত পূর্ণ করলেন। তখন দু'টি সিজদা করলেন। অতঃপর তিনি (রাসূল সা) বললেন, পুরোপুরি দাঁড়ানোর পূর্বে যখন তোমাদের কারো স্মরণ হবে, তখন সে যেন বসে যায়। আর যখন পুরোপুরি দাঁড়িয়ে যায় তখন যেন না বসে।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ্, তাবারানী, বাইহাকী, ও আবদুর রায্যাক]

(٦) بَابٌ مَايَفْعَلُ مَنْ صَلَّى الرُّبَاعِيَّةَ خَمْسًا

(৬) অনুচ্ছেদ ঃ যে চার রাক'আতের সালাত পাঁচ রাক'আত আদায় করল, তার কি করণীয়?

(٨٩٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ زِيْدَ فِي الصَّلاَةِ؟ قِيْلَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا ثُمَّ انْفَتَلَ فَجَعَلَ بَعْضُ الْقَوْمِ يُوَشْوِشُ اِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّيْتُ خَمْسًا فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ هُمَا قَبْلَ السَّلاَمِ وَقَالَ مَرَّةً اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ فِي السَّهْوِ

بَعْدَ السَّلَامِ (وَمِنْ طَرِيْقٍ رَابِعٍ) عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ اَوِ الْعَصْرَ خَمْسًا ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ اَنَّهُ زَادَ اَوْ نَقَصَ (وَمِنْ طَرِيْقٍ خَامِسٍ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهَافِىْ الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلَامِ.

(৮৯৯) আব্‌দুল্লাহ ইবন্ মাস্‌উদ থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা) যোহরের সালাত পাঁচ রাক'আত আদায় করলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, সালাত কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তাঁকে বলা হলো, আপনি পাঁচ রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। তখন তিনি দু'টি সিজদা করলেন।

তাঁর থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম (সা) তাঁদের নিয়ে পাঁচ রাক'আত সালাত আদায় করলেন তারপর সালাত শেষ করলেন। অতঃপর কিছু লোক পরস্পরের মধ্যে কানাঘুষা করতে লাগলেন এবং তাঁরা রাসূল (সা)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো সালাত পাঁচ রাক'আত আদায় করেছেন। তখন তিনি ফিরে আসলে অতঃপর তাদেরকে নিয়ে দুইটি সিজদা করলেন এবং সালাম ফিরালেন তারপর বললেন ঃ আমি একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল কর আমিও ভুল করি।

তৃতীয় এক সূত্রে আলকামা থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজদা দু'টি করলেন। আর একবার বলেন ঃ নবী করীম (সা) সালাম ফিরানোর পরে দুই সিজদা সাহু করেছেন।

চতুর্থ এক সূত্রে আল আসওয়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি আব্‌দুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) যোহর অথবা আসর -এর সালাত পাঁচ রাক'আত আদায় করেন। অতঃপর সিজদা সাহুর দু'টি সিজদা করেন। তারপর রাসূল (সা) বললেন, সিজদা দুইটি তার জন্য, যে তোমাদের মধ্যে ধারণা করে যে, সে সালাতে কম বা বেশী করেছে।

পঞ্চম এক সূত্রে আলকামা আব্‌দুল্লাহ্ থেকে রেওয়ায়াত করেন যে, রাসূল (সা) একদা সালাতে ভুল করেন, অতঃপর কথাবার্তা বলার পর তাদের নিয়ে দুইটি সিজদা করেন।

[তিরমিযী, বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি মুহাদ্দিসগণ এ জাতীয় হাদীস বর্ণনা করেছেন।]

(٧) بَابٌ مَاجَاءَ فِى السُّجُوْدِ بَعْدَ السَّلَامِ لِكُلِّ سَهْوٍ

(৭) অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিটি ভুলের জন্য সালামের পরে সিজদা করা প্রসঙ্গে আগত হাদীসসমূহ

(٩٠٠) عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ

(৯০০) রাসূল (সা) -এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) রাসূলুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (রাসূল সা) বলেছেন ঃ সালাতে প্রতটি ভুলের জন্য সালামের পরে দু'টি সিজদা করা (প্রয়োজন)।

[আবূ দাউদ, ইবন মাজাহ্, তাবারানী, বাইহাকী, ও আবদুর রাজ্জাক, বাইহাকী বলেন এ হাদীসের সনদ দুর্বল।]

(٩٠١) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ -

(৯০১) আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং তাতে ভুল করে ফেললেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন। তখন দুইটি সিজদা (সাহু) দিলেন, অতঃপর আবার সালাম ফিরালেন।

[তিরমিযী বুখারী মুসলিম ইত্যাদি মুহাদ্দিসগণ এ জাতীয় হাদীস বর্ণনা করেছেন।]

(٩٠٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِى صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَايُسَلِّمُ

(৯০২) আব্‌দুল্লাহ্ ইবন্ জা'ফর থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সালাতে যদি কারো সন্দেহের উদ্রেক হয়, তবে সে যেন সালামের পর দু'টি সিজদা করে।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, বাইহাকী, ইবন হাব্বান। এর সনদে কিছু দুর্বলতা রয়েছে।]

(أَبْوَابُ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ)

কুরআন তিলাওয়াত এবং শুক্‌রিয়া জ্ঞাপনের সাজদার অধ্যায়সমূহ

(١) بَابٌ مَاجَاءَ فِى فَضْلِهِ وَعَدَدِ مَوَاضِعِهِ

(১) নং অনুচ্ছেদ ঃ তিলাওয়াতে সিজদার ফযীলত ও স্থানসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে।

(٩٠٣) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ ابْنُ اٰدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُوْلُ يَاوَيْلَهُ أُمِرَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَاُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَعَصَيْتُ فَلِىَ النَّارُ -

(৯০৩) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন আদম সন্তান সিজদার আয়াত পাঠ করে আর (সাথে সাথে) সিজদা করে। তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে এবং হায়রে আমার কপাল! বলতে বলতে চলে যায়। (আদম সন্তান) সিজদার আদেশ প্রাপ্ত হয়ে সিজদা করল ফলে তার জন্য নির্ধারিত হল জান্নাত। আর আমাকে সিজদা করতে আদেশ করা হলে আমি তা আদায় করতে অস্বীকার করলাম। ফলে আমার জন্য ধার্য হল জাহান্নামের আগুন। [মুসলিম, ইবন্ মাজাহ্, বাইহাকী।]

(٩٠٤) عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَجَدْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهُنَّ سَجْدَةُ النَّجْمِ.

(৯০৪) আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর সাথে এগারটি সিজদা করলাম। তার মধ্যে একটি হল সূরা নাজমের সিজদা।

[আবূ দাউদ -এ হাদীসটি ইবন্ মাজাহ ও তিরমিযী বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে কিছু সূত্র দুর্বল, আর কিছু গ্রহণযোগ্য।]

(٢) بَابُ مَايُقَالُ فِى سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ

(২) অনুচ্ছেদ ঃ তিলাওয়াতে সিজদায় যা বলতে হয়

(٩٠٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

(৯০৫) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) পবিত্র কুরআনের (তিলাওয়াতে) সিজদায় বলতেন, আমার মুখমণ্ডল তাঁরই সিজদা করে যিনি তাঁর আপন পরিক্রমা ও শক্তিতে তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তির ব্যবস্থা করেছেন।

[আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারু কুতনী, বায়হাকী, হাকিম ও তিরমিযী। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। ইবন্ সিক্কিনও সহীহ বলেছেন।]

(٣) بَابٌ قِرَاءَةُ السَّجْدَةِ فِى الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ وَالسِّرِّيَّةِ

(৩) অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চস্বরে ও চুপিস্বরের নামাযে সিজদার আয়াত পড়া প্রসঙ্গে

(٩٠٦) عَنْ أَبِى رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ أَوْ قَالَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ إِنْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيْهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ (مَا هٰذِهِ السَّجْدَةُ) فَقَالَ سَجَدْتُ فِيْهَا خَلْفَ أَبِى الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُهَا حَتَّى أَلْقَاهُ

(৯০৬) আবূ রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাথে আতামাহ্‌র নামায অথবা বলেছেন, ইশার নামায পড়েছি। তিনি নামায সূরা ইন্‌শিকাক পাঠ করলেন এবং তাতে তিলাওয়াতে সিজদা করলেন। তখন আমি বললাম, হে আবূ হুরায়রা (এটি কিসের সিজ্‌দা) তিনি বললেন, আমি আবুল কাসিম (সা)-এর পিছনে উক্ত সূরা পাঠে সিজদা করেছি, সুতরাং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত আমি নিয়মিত ঐ রকম সিজদা করতে থাকব।

[বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা মালিক, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও বায়হাকী।]

(٩٠٧) عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِى الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيْلَ السَّجْدَةَ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِى مِجْلَزٍ

(৯০৭) সুলায়মান আত্-তায়মী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ মিজলায থেকে, তিনি ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) যোহরের নামাযের প্রথম রাক্'আতে (তিলাওয়াতে) সিজদা করলেন। তখন তাঁর সঙ্গী সাহাবীগণ দেখলেন যে, তিনি সিজদার আয়াত পাঠ করেছেন। রাবী বলেন, আমি (এ বর্ণনা) আবূ মিজলায থেকে শুনি নি।

[আবূ দাউদ ও হাকিম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে এবং তাহাবীও বর্ণনা করেছেন, হাকিম বলেন, এ হাদীসটি বুখারী মুসলিমের শর্তে উপনীত। কিন্তু তাঁরা বর্ণনা করেন নি। যাহাবী তাঁর এ অভিমত সমর্থন করেছেন।]

(٤) بَابٌ اِذَا سَجَدَ الْقَارِئُ يَسْجُدُ الْمُسْتَمِعُ

(৪) অনুচ্ছেদ ঃ পাঠক যখন সিজদা করবে তখন শ্রোতাকেও সিজদা করতে হবে

(٩٠٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّوْرَةَ فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فِى غَيْرِ صَلَاةٍ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ

(৯০৮) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল আমাদের নিকট (কুরআনের) সূরা পাঠ করতেন এবং নামায ছাড়াও তিনি যখন সিজদার আয়াত পাঠ করতেন তখন তিনি সিজদা করতেন, আমরাও তাঁর সাথে সিজদা করতাম। এমনকি আমাদের কেউ কেউ তাঁর ললাট রাখার স্থানটুকুও পেতো না।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও তাবরানী তাঁর মু'জামুল কবীর গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।]

(٩٠٩) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ يَسْجُدُ الْقُرْآنَ سَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ

(৯০৯) তাঁর (আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল (সা) আমাদেরকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিতেন। তিনি যখন পবিত্র কুরআনের সিজদার আয়াত অতিক্রম করতেন তখনই সিজদা করতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সিজদা করতাম।

[আবূ দাউদ ও বায়হাকী। হাফিয ইবন হাজর বলেন, এ হাদীসের মূল বুখারী মুসলিমেই বর্ণিত আছে।]

(٥) بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ سَجْدَاتِ التِّلاَوَةِ فِي سُوَرِ الْمُفَصَّلِ

(৫) অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলে বড় সূরার ক্ষেত্রে তিলাওয়াতে সিজদার প্রয়োজন নেই তার দলীল

(٩١٠) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ

(৯১০) যায়দ ইবন্ ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি মহানবী (সা)-এর নিকট সূরা নাজম পাঠ করেছি তখন তিনি সিজদা করেন নি।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, বায়হাকী ও দারু-কুতনী।]

(٦) بَابُ حُجَّةِ الْقَائِلِيْنَ بِمَشْرُوْعِيَّةِ سُجُوْدِ التِّلاَوَةِ فِي سُوَرِ الْمُفَصَّلِ

(৬) অনুচ্ছেদ ঃ বড় সূরাসমূহে তিলাওয়াতে সিজদা শরীয়ত সম্মত এ মতের প্রবক্তাদের দলীল

(٩١١) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ الْمُسْلِمُوْنَ أَلاَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ فَسَجَدَ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَرَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا

(৯১১) ইবন্ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) সূরা নাজমে (তিলাওয়াতে) সিজদা করেছেন এবং কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য মুসলমানগণও সিজদা করেছেন। উক্ত ব্যক্তি এক খণ্ড মাটি তার কপাল পর্যন্ত উঁচু করে তার উপর সিজদা করেন। (রাবী) আব্দুল্লাহ বলেন, এরপর আমি তাকে কাফির অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি।

[বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও বায়হাকী।]

(٩١٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ إِلاَّ رَجُلَيْنِ أَرَادَا الشُّهْرَةَ

(৯১২) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) সূরা নাজম পাঠ করার পর সিজদা করলেন এবং দুই জন ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য মানুষও তাঁর সাথে সিজদা করেছেন। উক্ত ব্যক্তিদ্বয় এর দ্বারা প্রসিদ্ধি অর্জন করতে চেয়েছেন।

[হাদীসটি ইবন্ আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন। হায়ছুমী বলেছেন যে, তাবারানী তাঁর মু'জামুল কবীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং রাবী সিকাহ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٩١٣) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ سُوْرَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَأَبَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ يَوْمَئِذٍ الْمُطَّلِبُ وَكَانَ بَعْدُ لاَ يَسْمَعُ أَحَدًا قَرَأَهَا إِلاَّسَجَدَ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ) فَقَالَ الْمُطَّلِبُ فَلاَ أَدَعُ السُّجُوْدَ فِيْهَا أَبَدًا.

(৯১৩) জা'ফর ইবন্ মুত্তালিব ইবন্ আবূ ওদা'আহ আস্-সাহমী থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) মক্কায় সূরা নাজম পাঠ করলেন, তারপর সিজদা করলেন এবং তাঁর কাছে যারা ছিল তারাও সিজদা করলেন। (রাবী বলেন) আমি আমার মাথা উঁচু করলাম এবং সিজদা করা থেকে বিরত থাকলাম। মুত্তালিব তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি। এরপর থেকে তিনি কাউকে উক্ত সূরা পাঠ করতে শুনলে (উক্ত রাবী হতে দ্বিতীয় সূত্রে অনুরূপ বর্ণনার একটি বর্ণনা পাওয়া যায়- সেখানে আরও আছে) মুত্তালিব বলেন, এরপর আমি আর কখনও উক্ত সূরা পাঠের পর সিজ্দা পরিহার করব না।

[নাসায়ী ও বায়হাকী। হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(٩١٤) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

(৯১৪) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এবং اِقْرَأْ بِاسْمِ সূরাদ্বয় পাঠ করার পর রাসূল (সা)-এর সাথে (তিলাওয়াতে) সিজদা করেছিলাম।

[মুসলিম, ইমাম শাফেয়ী, তিরমিযী, দারু কুতনী ও হাকিম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।]

(٧) بَابُ مَاجَاءَ فِى سَجْدَتَىْ سُوْرَةِ الْحَجِّ وَسَجْدَةَ سُوْرَةِ ص

(৭) অনুচ্ছেদ ঃ সূরা হাজ্জ ও সূরা সোয়াদ-এর তিলাওয়াতে সিজদা সম্পর্কে যা এসেছে

(٩١٥) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُوْلُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَفُضِّلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِّ عَلَى سَائِرِ الْقُرْآنِ بِسَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَايَقْرَأْهُمَا

(৯১৫) 'উক্বাহ ইবন্ 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! দু'টি (তিলায়াতে) সিজদার মাধ্যমে সূরা হাজ্জকে কি সমস্ত কুরআনের উপর মর্যাদা দান করা হয়েছে? রাসূল (সা) বললেন, 'হ্যাঁ।' সুতরাং যে, এ দু'টি সিজদা করবে না সে যেন ঐ দু'টি আয়াত পাঠ না করে।

[আবূ দাউদ, বায়হাকী, তিরমিযী, দারু কুতনী ও হাকিম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।]

(٩١٦) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِىْ ص .

(৯১৬) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে সূরা সোয়াদ পাঠে (তিলাওয়াতে) সিজদা করতে দেখেছি।

[ইমাম শাফেয়ী ও নাসায়ী।]

(٩١٧) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ فِىْ السُّجُوْدِ فِى ص لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيْهَا

(৯১৭) তাঁর (ইবন্ আব্বাস (রা)) থেকে আরও বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা সোয়াদের (তিলাওয়াতে) সিজদা বাধ্যতামূলক তিলাওয়াতে সিজদাসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে আমি রাসূল (সা)-কে এই সূরা পাঠে সিজদা করতে দেখেছি।

[বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও বায়হাকী।]

[বিঃ দ্রঃ অর্থাৎ দাউদের অনুকরণ তিনি করেছেন, অতএব তোমাকে তাঁর অনুকরণ করতে হবে।]

(٩١٨) ز - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَجَدَ فِىْ ص

(৯১৮) য, সায়িব ইবন্ ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত যে, উসমান ইবন্ আফ্‌ফান (রা) সূরা সোয়াদ পাঠে (তিলাওয়াত) সিজদা করতেন।

[বায়হাকী। হাইছুমী বলেন, আবদুল্লাহ ইবন্ আহমদ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٩١٩) عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ السَّجْدَةِ الَّتِى فِى ص فَقَالَ نَعَمْ، سَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ أَتَقْرَأُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ) وَفِىْ أُخِرِهَا (فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ) قَالَ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى عَلَيْهِ اللّٰهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِدَاوُدَ

(৯১৯) আল্-'আওয়াম ইবন্ হাওশাব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি সূরা সোয়াদের তিলাওয়াতে সিজদা সম্পর্কে মুজাহিদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। এরপর উক্ত সূরার তিলাওয়াতে সিজদা সম্পর্কে আমি ইবন্ আব্বস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিনি উত্তরে বলেন, তুমি কি পবিত্র কুরআনের এ আয়াত (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ) পাঠ কর যার শেষে আছে (فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ) তিনি বলেন, তোমাদের নবী (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে দাউদ (আ)-এর অনুকরণ করতে।

[বুখারী ও বায়হাকী।]

(فَصْلُ مِنْهُ فِى رُؤْيَا أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ)

পরিচ্ছেদ ঃ তিলাওয়াতে সিজদা সম্পর্কিত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর স্বপ্নের বর্ণনা

(٩٢٠) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَأَى رُؤْيَا أَنَّهُ يَكْتُبُ ص فَلَمَّا بَلَغَ إِلَى سَجْدَتِهَا قَالَ رَأَى الدَّوَاةَ وَالْقَلَمَ وَكُلَّ شَىْءٍ بِحَضْرَتِهِ انْقَلَبَ سَاجِدًا قَالَ فَقَصَّهَا عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ يَسْجُدُ بِهَا بَعْدُ

(৯২০) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি সূরা সোয়াদ লিখতে লিখতে যখন সিজদার আয়াতে পৌঁছলেন তখন তিনি দেখলেন যে, দোয়াত, কলম ও নিকটস্থ সকলবস্তু সিজদায় লুটিয়ে পড়েছে। তিনি বলেন ঃ এ ঘটনা মহানবী (সা)-এর নিকট বর্ণনা করার পর থেকে তিনি (নিয়মিত) সর্বদা উক্ত স্থানে সিজদা করতেন।

[বায়হাকী, হাইছুমী। তিনি হাদীসটি রেওয়ায়াত করার পর বলেন, এটা আহমদ বর্ণনা করেছেন, আহমদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٨) بَابُ مَاجَاءَ فِىْ سَجْدَةِ الشُّكْرِ

(৮) অনুচ্ছেদ ঃ কৃতজ্ঞতার সিজদা সম্পর্কে যা এসেছে

(٩٢١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَفِى رِوَايَةٍ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ) فَاتَّبَعْتُهُ حَتّٰى دَخَلَ نَخْلاً فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ حَتّٰى خِفْتُ أَوْ خَشِيْتُ أَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ قَدْ تَوَفَّاهُ أَوْ قَبَضَهُ قَالَ فَجِئْتُ أَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَالَكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ قَالَ

فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِى أَلاَ أُبَشِّرُكَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لَكَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ

(وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ صَدَقَتِهِ فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَخَرَّ سَاجِدًا فَأَطَالَ السُّجُوْدَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَبَضَ نَفْسَهُ فِيْهَا فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ فَرَفَعَ رَاسَهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ سَجَدْتَ سَجْدَةً خَشِيْتُ أَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَبَضَ نَفْسَكَ فِيْهَا فَقَالَ إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِىْ فَبَشَّرَنِى فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى اَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدْتُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ شُكْرًا.

(৯২১) মুহাম্মদ ইবন্ যুবায়ের বিন মুত'ঈম হতে বর্ণিত, তিনি আব্দুর রহমান ইবন্ 'আউফ (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বেরিয়ে পড়লেন (অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, (তিনি বলেন,) আমি মসজিদে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখলাম, মহানবী (সা) মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম, অবশেষে তিনি খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন এবং সিজদাবনত হলেন। তিনি সিজদা এতো বেশী দীর্ঘ সময় ধরে করলেন যে, আমি ভয় পেয়ে গেলাম কিংবা আশংকাবোধ করলাম যে, মহান আল্লাহ তাঁর মৃত্যু ঘটালেন, না কি তাঁকে উঠিয়ে নিলেন। রাবী বলেন ঃ এমতাবস্থায় আমি তাঁকে দেখার জন্য (তাঁর নিকটে) আসলাম। তখন তিনি (মহানবী সা) তাঁর মাথা উঠালেন এবং বললেন, আব্দুর রহমান! তোমার কি হলো? তিনি বলেন ঃ আমি তার নিকট ঘটনা খুলে বললাম। তখন নবী (সা) বললেন ঃ জিব্রাঈল (আ) আমাকে বললেন ঃ আপনাকে আমি একটি সুসংবাদ দিব কি? মহান আল্লাহ আপনার জন্য ঘোষণা করছেন যে, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ পেশ করে আমিও তার প্রতি রহমত পেশ করে থাকি। আর আপনার প্রতি যে সালাম পেশ করে আমি তাকে সব কিছু থেকে নিরাপদ রাখি।

অন্য এক বর্ণনায় ঃ আব্দুল ওয়াহিদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ আব্দুর রহমান ইবন্ আওফ থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুর রহমান ইবন্ আওফ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা (তাঁর বাড়ি থেকে) বেরিয়ে গেলেন অতঃপর উঁচু প্রাচীর বিশিষ্ট খেজুর বাগানে, তারপর কেবলার দিকে সেজদাবনত হলেন। তিনি সিজদা এত দীর্ঘ করলেন যে, আমি ভাবলাম হয়তো মহান আল্লাহ এ সিজদার মধ্যেই তাঁর প্রাণ গ্রহণ করেছেন। তারপর আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম এবং বসে পড়লাম। তখন তিনি তাঁর মাথা উঠালেন এবং বললেন, কে এ ব্যক্তি? আমি উত্তরে বললাম ঃ আব্দুর রহমান। তিনি বললেন ঃ তোমার কি দরকার? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন একটি সিজদা দিয়েছেন যে, আমি ভয় পেয়ে গেছি, এ সিজদার মধ্যে মহান আল্লাহ আপনার প্রাণ হরণ করে নিয়েছেন কি না! নবী (সা) উত্তরে বললেন, জিব্রাঈল (আ) আমার নিকট এসেছিলেন, তিনি আমাকে সুসংবাদ জানিয়ে বললেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পড়ে আমি তার প্রতি রহমত বর্ষণ করি। আর যে ব্যক্তি তোমার প্রতি সালাম পেশ করে আমি তার প্রতি শান্তি বর্ষণ করি। তাই আমি কৃতজ্ঞতায় মহান আল্লাহর জন্য সিজদায় লুটিয়ে পড়েছি।

[বাযযার ও হাকিম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে। তিনি বলেন, হাদীসটি সহীহ্ বুখারী মুসলিমের শর্তে উপনীত। তবে তাঁরা তা সংকলন করেন নি। আমার জানা মতে, সিজদা শোকর প্রসেঙ্গ, এর চেয়ে বেশী সহীহ্ হাদীস আর নেই যাহাবী তাঁর এ অভিমত সমর্থন করেছেন।]

(٩٢٢) عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْه أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ بَشِيْرٌ يُبَشِّرُهُ يَظْفَرِ بِنُودٍ لَهُ عَلَى عَدُوِّهِمْ وَرَاسُهُ فِى حِجْرِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَامَ فَخَرَّ سَاجِداً ثُمَّ أَنْشَأَ يُسَائِلُ الْبَشِيرَ فَأَخْبَرَهُ فِيْمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَلِيَ أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذَا أَطَاعَتِ النِّسَاءَ هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذَا أَطَاعَتِ النِّسَاءَ هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذَا أَطَاعَتِ النِّسَاءَ ثَلَاثًا

(قُلْتُ) وَسَجَدَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ وَجَدَ ذَا الثُّدَيَّةِ فِى الْخَوَارِجِ وَسَجَدَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بُشِّرَ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْهِ -

(৯২২) আবূ বাক্‌রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি দেখলেন যে, মহানবী (সা)-এর নিকট এক সুসংবাদ দাতা তাঁকে শত্রুদের উপর তাঁর সৈন্যবাহিনীর বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন, এ সময় তাঁর মস্তক আয়িশা (রা)-এর কোলের উপর ছিল। তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। তারপর সুসংবাদদাতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তিনি অন্যান্য সংবাদের পাশাপাশি সংবাদ দিলেন যে, তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব এক নারীর উপর ন্যস্ত করেছেন। তখন নবী (সা) বললেন ঃ তখনই পুরুষেরা পরাজিত হবে, যখন পুরুষেরা নারীদের আনুগত্য করতে শুরু করবে। পুরুষেরা যখনই নারীর আনুগত্য করতে শুরু করবে তখনই তারা ধ্বংস হবে (বা পরাজিত হবে) কথাটি তিনবার বললেন।

(আমি বললাম) আলী (রা) খারিজীদের মাঝে যুল সাদিয়্যাহকে পেয়ে সিজদা করেছিলেন এবং কা'ব বিন মালিক নবী (সা)-এর সময়কালে সিজদা করেছিলেন, যখন তাঁকে আল্লাহর নিকট তাঁর তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ্ ও তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।]

أَبْوَابُ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ
নফল নামাযের অনুচ্ছেদসমূহ

(١) بَابُ مَاجَاءَ فِى فَضْلِهَا وَاَنَّهَا تَجْبِرُ نَقْصَ الْفَرِيْضَةِ

(১) অনুচ্ছেদ ঃ নফল নামাযের ফযীলত এবং তার দ্বারা ফরয নামাযের ক্ষতিপূরণ হওয়া সম্পর্কিত যেসব বর্ণনা এসেছে

(٩٢٣) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَامِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى (وَفِى رِوَايَةٍ فِي مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الوُضُوْءَ، ثُمَّ صَلَّى) لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ (وَفِى رِوَايَةٍ فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَفِى أُخْرٰى فِى لَيْلَةٍ وَنَهَارِهِ) ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً (وَفِى رِوَايَةٍ سَجْدَةً) تَطَوُّعًا غَيْرَ يْرَ فَرِيْضَةً إِلاَّ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ أَوْ بَنَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ فَقَالَتْ أُمُّ كَبِيْرِ بَةَ فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيْهِنَّ بَعْدُ وَقَالَ عَمْرٌمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيْهِنَّ بَعْدُ وَقَالَ النُّعْمَانُ مِثْلَ ذَالِكَ

(৯২৩) নু'মান ইবন্ সালিম আমর ইবন্ 'আস থেকে এবং তিনি আনবাসা ইবন্ আবূ সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর বোন মহানবী (সা)-এর স্ত্রী হাবীবাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মহানবী (সা)-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন কোন মুসলিম বান্দা (অন্য বর্ণনায় আছে যখন কোন মুসলিম বান্দা যথাযথভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে ওযূ করে অতঃপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামায আদায় করে) প্রতিদিন অন্য বর্ণনায় আছে, দিনে এবং রাতে, অন্য আরেক বর্ণনায় আছে তার রাত্রি ও দিবসে) বার রাকা'আত নামায (অন্য বর্ণনা মতে সিজদা) আদায় করেন ফরয নামায ব্যতীত অতিরিক্ত নফল হিসেবে, তবে তার জন্য বেহেশ্তে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। কিংবা মহান আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তার জন্য বেহেশতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন। নবী পত্নী উম্মে হাবীবাহ বলেন ঃ এরপর হতে আমি আর উক্ত নামায পড়া ছাড়ি নি। আমর (রা) বললেন ঃ আমিও তারপর হতে উক্ত নামায পড়া বাদ দেই নি। নু'মান (রা) ও অনুরূপ কথা বললেন। [মুসলিম, বায়হাকী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ্।]

(٩٢٤) عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوْسٰى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اِثْنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيْضَةِ بُنِى لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ؟؟؟؟

(৯২৪) আবূ বুরদাহ ইবন্ আবূ মূসা থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফরয নামায ব্যতীত প্রতি দিন ও রাতে বার রাক'আত নফল নামায পড়ে, তার জন্য বেহেশতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়।

[হায়ছুমী। তিনি বলেন, হাদীসটি আহমদ বায়যার ও তাবারানী আল কবির ও আল আউসাত উভয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।]

(٩٢٥) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَبِى وَلَمْ يَرْفَعْهُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى فِى يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا إِلاَبُنِى لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ.

(৯২৫) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ বলেন, আমার পিতা বলেন ঃ তিনি (আবূ হুরায়রা) উক্ত হাদীসটি মারফু হিসেবে বর্ণনা করেন নি। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় প্রতিদিন বার রাক'আত (নফল) নামায আদায় করবে তার জন্য বেহেশ্তে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে।

[নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ। ইমাম আহমদের সনদটি উত্তম।]

(٩٢٦) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَنْتَقِصُ أَحَدُكُمْ مِنْ صَلاَتِهِ شَيْئًا إِلا أَتَمَّهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ سُبْحَتِهِ

(৯২৬) আব্দুর রহমান ইবন্ মু'আবিয়া ইবন্ খুদায়েজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কিন্দাহ গোত্রের এক লোককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর সাহাবীদের মধ্য হতে এক আনসার ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন তোমাদের যে কেউ নামাযে কিছু কমতি করলে মহান আল্লাহ তার নফল নামায দিয়ে তা পূর্ণ করবেন।

[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এর সনদে ইবন্ লুহাইয়াসহ আরও একজন দুর্বল রাবী আছেন, তবে অন্যান্য হাদীস একে সমর্থন করে।]

(٢) بَابٌ فَضْلُ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ فِى الْبَيْتِ

(২) অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে নফল নামায পড়ার ফযীলত

(٩٢٧) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ حِيْنَئِذٍ فَلْيُصَلِّ فِى بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَجْعَلْ فِى بَيْتِهِ نَصِيْبًا مِنْ صَلاَتِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِى بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا.

(৯২৭) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে নামায আদায় করার পর বাড়ি ফিরে, তার উচিত তখনই বাড়িতে দু'রাক'আত নামায আদায় করে নেয়া। বাড়ির জন্যও নামাযের কিছু অংশ রাখা উচিত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তার এ বাড়ির নামাযকেই উত্তম নামায হিসেবে পরিগণিত করতে পারেন।

[ইবন্ মাজাহ ও অন্যান্য। ইরাকী ও হাফেয বুসীরি এ হাদীসের সনদ সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(٩٢٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِى مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيْبًا مِنْ صَلاَتِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ فِى بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا.

(৯২৮) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে নামায আদায় করে তখন তার উচিত তার নামাযের কিছু অংশ ঘরের জন্য রেখে দেয়া। কেননা মহান আল্লাহ তার ঘরের নামাযকে উত্তম হিসেবে পরিগণিত করতে পারেন। [মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٩٢٩) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِى بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرْئِ فِى بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ

(৯২৯) যায়দ ইবন্ সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের ঘরেও নামায পড়। কেননা ফরয নামায ব্যতীত বান্দার উত্তম নামায হচ্ছে তার ঘরে আদায়কৃত নামায।

[এটা একটা দীর্ঘ হাদীসের সংক্ষিপ্ত রূপ। হাদীসটি তারাবীহ্ নামাযের ৫ম অনুচ্ছেদে আসবে।]

(٩٣٠) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا فِي بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْا قُبُوْرًا.

(৯৩০) যায়িদ ইবন্ খালিদ আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা তোমাদের ঘরে (কিছু কিছু) নামায আদায় করবে এবং তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানাবে না।

[তাবারানী, বায্যার। ইরাকী হাদীসটির সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।]

(٩٣١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اجْعَلُوْا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَجْعَلُوْهَا عَلَيْكُمْ قُبُوْرًا

(৯৩১) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (স) প্রায়ই বলতেন, তোমরা তোমাদের কিছু কিছু সালাত তোমাদের ঘরে আদায় করবে। তোমাদের ঘরগুলোকে তোমাদের জন্য কবর বানাবে না।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি, এর সনদে বিতর্কিত রাবী ইবন লুহাইয়্যা আছেন।]

(٩٣٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً

(৯৩২) আব্দুল্লাহ ইবন্ সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা)-কে ঘরে আদায় করা নামায ও মসজিদে আদায় করা নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলেন ঃ মসজিদে আদায়কৃত নামায এবং ঘরে আদায়কৃত নামাযের প্রসঙ্গে তুমি দেখবে আমার ঘর মসজিদ থেকে কত নিকটে এতদসত্ত্বেও মসজিদে নামায আদায় করার চেয়ে ঘরে নামায আদায় করা আমার নিকট অধিক প্রিয় তবে ফরয নামায ব্যতীত।

[আবূ দাউদ, ইবন মাজাহ ও তিরমিযী। সনদ উত্তম।]

(٩٣٣) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا نُوْرٌ فَمَنْ شَاءَ نَوَّرَ بَيْتَهُ -

(৯৩৩) উমর ইবন্ খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পুরুষের তার বাড়িতে আদায় করা নফল নামায আলোকবর্তিকা স্বরূপ। সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার ঘরকে আলোকিত করুক।

[আবূ ইয়ালা ও তাবারানী। সনদ সহীহ্।]

(٩٣٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُ مِنْ صَلَاتِكُمْ فِيْ بُيُوتِكُمْ وَلَاتَتَخِذُوْهَا قُبُوْرًا (وَفِي لَفْظٍ) صَلُّوْا فِي بُيُوْتِكُمْ وَلَاتَتَّخِذُوْاهَاقُبُوْرًا

(৯৩৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা তোমাদের কিছু কিছু নামায ঘরে আদায় করবে এবং তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরে পরিণত করো না। (অন্য কথায়) তোমরা তোমাদের ঘরেও নামায পড়, না পড়ে তাকে কবরে পরিণত করো না।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও অন্যান্য।]

بَابُ جَامِعُ تَطَوُّعِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ وَرَوَاتِبُ الْفَرَائِضِ

(৩) অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিনের সমুদয় নফল ও ফরযের সুন্নাতসমূহ

(٩٣٥) عَنْ أَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ سَأَلْنَا عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِه وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لاَ تُطِيْقُوْنَهُ قَالَ قُلْنَا أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ أَمْهَلَ حَتّٰى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ هٰهُنَا يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتّٰى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ هٰهُنَا يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ تِلْكَ سِتَّ عَشَرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعُ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا

(وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ حَبِيْبُ بْنُ أَبِى ثَابِتٍ لِأَبِى إِسْحَاقَ حِيْنَ حَدَّثَهُ بْنِ أَيْنَا إِسْحَاقٍ يَسْوَى حَدِيْثَكَ هٰذَا مَلْءُ مَسْجِدِكَ ذَهَبًا (وَفِي لَفْظٍ) قَالَ حَبِيْبُ بْنِ أَبِىْ ثَابِتٍ يَا أَبَا إِسْحَاقَ مَا أُحِبُّ أَنْ لِى بِحَدِيْثِكَ هٰذَا مَلْءِ مَسْجِدِكَ هٰذَا ذَهَبًا.

(৯৩৫) আবূ ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি আসিম ইবন্ যামরাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা আলী (রা)-কে নবী (সা)-এর দিনের বেলার নফল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা তা আদায় করার ক্ষমতা রাখ না। রাবী (ইস্হাক) বলেন, আমরা বললাম ঃ আপনি আমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবগত করান না, আমরা আমাদের সাধ্যমত তা হতে গ্রহণ করব। তিনি (আলী (রা) বলেন ঃ নবী (সা) ফজরের নামায আদায় করার পর অপেক্ষা করতেন, তারপর সূর্য যখন পূর্বদিকে উঠত আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত পরিমাণ সময় হত তখন দাঁড়াতেন এবং দু'রাক'আত নামায আদায় করতেন। তারপর আবার কিছু সময় অপেক্ষা করতেন, সূর্য যখন এ পর্যন্ত অর্থাৎ পূর্ব দিকে যোহর নামাযের সময় পর্যন্ত হত এখানে মাগরিবের পর্যন্ত সময় পরিমাণ বুঝানো হয়েছে। তখন তিনি দাঁড়াতেন এবং চার রাক'আত নামায আদায় করতেন।

এরপর সূর্য যখন ঢলে পড়ত তখন যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত এবং যোহরের পরে দু' রাকা'আত এবং আসরের পূর্বে চার রাকা'আত নামায আদায় করতেন। প্রতি দুই রাক'আতের মাঝে নৈকট্যবান ফেরেশ্‌তা, নবীকুল এবং তাঁদের অনুসারী মু'মিন ও মুসলমানদের প্রতি শান্তি কামনার মাধ্যমে পৃথক করতেন। রাবী বলেন ঃ আলী (রা) বললেন, এই ছিল নবী (সা)-এর দিনের বেলার ষোল রাক'আত নফল। খুব কম ব্যক্তিই এর উপর অবিচল থাকতে পারে।

(দ্বিতীয় সূত্র বর্ণিত আছে) আমাদের নিকট আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ওয়াকী তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ ইসহাক যখন হাবীব ইবন্

সাবিতের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তাঁকে বললেন, হে আবূ ইসহাক! তোমার এ হাদীস তোমার এ মসজিদকে সোনা দিয়ে পূর্ণ করার সমান। (অন্য শব্দে) হাবীব ইবন্ আবূ সাবিত বললেন, হে আবূ ইসহাক! তোমার এ হাদীসটি আমার জন্য তোমার মসজিদ সমপরিমাণ স্বর্ণ হওয়ার চেয়ে আমার নিকট প্রিয়।

[নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ ও তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান।]

(٩٣٦) ز وعَنْهُ أَيْضًا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ التَّطَوُّعِ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ وَبِالنَّهَارِ ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

(৯৩৬) য, তাঁর (আবূ ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী (সা) রাত্রিকালে) আট রাকা'আত নফল নামায আদায় করতেন। আর দিনের বেলায় বার রাকা'আত।

[আবূ ইয়ালা তাঁর মুসনাদে উল্লেখ করেন। হাইছুমী বলেন, এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٩٣٧) ز عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى كُلِّ إِثْرِ صَلَاةٍ (وَفِى رِوَايَةٍ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ) مَكْتُوْبَةٍ رَكْعَتَيْنِ الاَّ الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ

(৯৩৭) য, আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ফজর ও আসর ব্যতীত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর (অন্য বর্ণনায় আছে প্রত্যেক নামাযের পিছনেই) দু' রাকা'আত (নফল) নামায আদায় করতেন।

[বায়হাকী, তাহাবী -এর সনদ উত্তম।]

(٩٣٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِى بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِى بَيْتِهِ، قَالَ وَحَدَّثَتْنِى حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يصلِّى رَكْعَتَيْنِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَيُنَادِى الْمُنَادِى بِالصَّلَاةِ قَالَ أَيُّوْبُ (أَحَدَ الرُّوَاةِ) أَرَاهُ قَالَ خَفِيْفَتَيْنِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِى بَيْتِهِ

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمْعَةِ سَجْدَتَيْنِ فَأَمَّا الْجُمْعَةُ وَالْمَغْرِبُ فِى بَيْتِهِ، قَالَ وَأَخْبَرَتْنِى أُخْتِى حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى سَجْدَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، قَالَ وَكَانَتْ سَاعَةٌ لاَ أَدْخُلُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا

(৯৩৮) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-এর সাথে যোহরের পূর্বে দু'রাকা'আত এবং পরে দু'রাকা'আত (নফল) নামায পড়েছি। এ ছাড়া তাঁর ঘরে মাগরিবের পরে দু'রাকা'আত এবং ইশার পরে দু' রাকা'আতও তাঁর ঘরেই আদায় করেছি। তিনি বলেন, হাফসা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, যে, তিনি (রাসূল সা) ফজর উদয় মুহূর্তে দু'রাকা'আত নামায আদায় করতেন। তারপর মুয়াযযীন ফজরের নামাযের আযান দিত, আয়্যুব (বর্ণনাকারীদের একজন) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, সংক্ষেপে আদায় করতেন এবং জুমু'আর পর নিজ গৃহে দু'রাকা'আত নামায আদায় করতেন।

তাঁর (ইবন্ উমর (রা) থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সাথে যোহরের পূর্বে দু' রাকা'আত ও পরে দু'রাকা'আত, মাগরিবের পর দু' রাকা'আত ও ইশার পর দু'রাকা'আত এবং জুমু'আর পর দু' রাকা'আত নামায পড়েছি। এর মধ্যে জুমু'আ ও মাগরিবের (পরের সুন্নাত) তাঁর গৃহে। তিনি আরও বলেন, আমার

বোন হাফসা আমাকে জানিয়েছে যে, তিনি (নবী সা) ফজর যখন উদয় হত তখন সংক্ষিপ্ত (কিরা'আতে) দু'সিজদা (নামায) আদায় করে নিতেন। তিনি (ইবন্ উমর) বলেন, এটা এমন বিশেষ মুহূর্তে ছিল, যখন আমি নবী (সা)-এর নিকট প্রবেশ করতে পারতাম না। [বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও বায়হাকী।]

(٩٣٩) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِى لاَيَدَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ

(৯৩৯) মুগীরা ইবন্ সালমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন্ উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যোহরের পূর্বে দু' রাকা'আত ও পরে দু' রাকা'আত, মাগরিবের পর দু' রাকা'আত, ইশার পর দু' রাকা'আত এবং সকালের পূর্বের দু' রাকা'আত (সুন্নাত নামায) আদায় করা ছাড়তেন না।

[এ হাদীসটি উল্লেখিত ভাষায় অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে এর সনদ উত্তম।]

(٩٤٠) عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ التَّطَوُّعِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِى بَيْتِى ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَتِى فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ الْفَرْضَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِى فَيُصَلِّى رَكعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّى لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً جَالِسًا فَإذَا قَرأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ صَلاَةَ الْفَجْرِ-

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَثِنْتَيْنِ بَعْدَهَا وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَثِنْتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَثِنْتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يُصَلِّى مِنَ اللَيْلِ تِسْعًا قُلْتُ أَقَائِمًا أَوْ قَاعِدًا؟ قَالَتْ يُصَلِّى لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا كَانَ قَائِمًا وَكَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا كَانَ قَاعِدًا يَصْنَعُ إِذَا كَانَ قَاعِدٍ؟ قَالَتْ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ -

(৯৪০) আব্দুল্লাহ ইবন্ শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নফল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছেন ঃ নবী (সা) যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত আমার ঘরে আদায় করতেন। তারপর (মসজিদের দিকে) বেরিয়ে পড়তেন এবং মানুষের সাথে (ফরয) নামায আদায় করতেন। তারপর আবার আমার ঘরে ফিরে আসতেন এবং দু' রাকা'আত নামায আদায় করতেন আর তিনি রাতে নয় রাকা'আত নামায আদায় করতেন, যার মধ্যে বিতরও অন্তর্ভূক্ত। কোন রাত দীর্ঘক্ষণ বসে বসে আর কোন রাত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। তিনি যখন দাঁড়িয়ে কিরআত পড়তেন তখন তিনি রুকু সিজদাও করতেন দাঁড়িয়েই আর যখন বসাবস্থায় কিরাআত পড়তেন তখন রুকু সিজদা করতেন বসা অবস্থায়। ফজর যখন উদয় হত তখন তিনি দু' রাকা'আত সুন্নাত নামায আদায় করতেন তারপর (মসজিদের উদ্দেশ্যে) বেরিয়ে পড়তেন। অতঃপর মানুষের সাথে (জামা'আতে) ফজরের নামায আদায় করতেন।

তাঁর (উক্ত রাবী থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন, (নবী সা) যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত ও পরে দু' রাকা'আত, আসরের পূর্বে দু' রাকা'আত, মাগরিবের পরে দু' রাকা'আত এবং ইশার পর দু' রাকা'আত সুন্নাত নামায আদায় করতেন। তারপর রাতের নয় রাকা'আত নামায আদায় করতেন। আমি বললাম, দাঁড়ানো অবস্থায় না কি বসা অবস্থায়? তিনি বলেন ঃ তিনি কোন রাতে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে এবং কোন রাতে দীর্ঘ সময় ধরে বসে নামায আদায় করতেন। আমি বললাম, তিনি যখন দাঁড়িয়ে আদায় করতেন তখন কিভাবে এবং যখন বসে আদায় করতেন তখন কিভাবে আদায় করতেন? তিনি বলেন, তিনি যখন দাঁড়িয়ে কিরা'আত পাঠ করতেন তখন তিনি দাঁড়ানো থেকেই রুকু' করতেন। আবার যখন বসে কিরা'আত পাঠ করতেন তখন বসাবস্থায় থেকেই রুকু করতেন এবং ফজরের নামাযের পূর্বে দু' রাকা'আত নামায পড়তেন।

[মুসলিম, বাইহাকী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী।]

(٩٤١) عَنْ قَابُوْسَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَرْسَلَ إِبِي امْرَأَةً إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا أَى الصَّلَاةِ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلَّم أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا يُطِيْلُ فِيْهِنَّ الْقِيَامَ يُحْسِنَ فِيْهِنَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ يَدَعُ صَحِيْحًا وَلَا مَرِيْضًا وَلَا غَائِبًا وَلَا شَاهِدًا، فَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(৯৪১) কাবূস থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা এক মহিলাকে আয়িশা (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন এ কথা জিজ্ঞেস করতে যে, কোন্ নামায নিয়মিত আদায় করা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় ছিল? তিনি বলেন ঃ তিনি (নবী সা) যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত নামায পড়তেন তাতে তিনি দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করতেন এবং উত্তমভাবে রুকু, সিজদা আদায় করতেন। আর যে নামাযটি তিনি সুস্থ কিংবা অসুস্থ এবং একামত কিংবা সফরের কোন অবস্থাতেই পরিহার করতেন না তা হল ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত নামায।

[বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও বায়হাকী।]

(٤) بَابٌ رَاتِبَةُ الظُّهْرِ وَمَا جَاءَ فِيْ فَضْلِهَا

(৪) অনুচ্ছেদ ঃ যোহরের নফল বা সুন্নাত এবং তার ফযীলত সম্পর্কে যা এসেছে

(٩٤٢) عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَ بِعَنْبَسَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ الْمَوْتُ إِشْتَدَّ جَزَعُهُ فَقِيْلَ لَهُ مَاهٰذَا الْجَزَعُ؟ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيْبَةَ يَعْنِى أُخْتَهُ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ اللّٰهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ

(৯৪২) হাস্সান ইবন্ আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনবাসাহ ইবন্ আবূ সুফিয়ানের যখন মৃত্যুক্ষণ নেমে আসে তখন তার মৃত্যু তীব্রতর হয়। তাঁকে বলা হলো এ ভীতি বা শঙ্কার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ আমি উম্মে হাবীবাহ (রা) অর্থাৎ তাঁর বোনকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত এবং তার পরে চার রাকা'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করে আল্লাহ তা'আলা তার মাংস দোযখের আগুনের জন্য হারাম করে দেন। সে কথা শুনার পর থেকে আমি উক্ত নামায পরিত্যাগ করি নি।

[আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ ও অন্যান্য। এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তিরমিযী হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٩٤٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَرْبَعًا وَيَقُوْلُ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ فَأُحِبُّ أَنْ أُقَدِّمَ فِيْهَا عَمَلاً صَالِحًا

(৯৪৩) আব্দুল্লাহ ইবন্ সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সূর্য ঢলে পড়ার পর যোহরের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) চার রাকা'আত নামায আদায় করতেন এবং বলতেন এ সময় আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়, সুতরাং এ সময় কোন ভাল কাজ পেশ করতে আমি পছন্দ করি। [তিরমিযী।]

(٩٤٤) عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَدْمَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهٰذِهِ الرَّكَعَاتُ الَّتِى أَرَاكَ قَدْ أَدْمَنْتَهَا، قَالَ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلاَ تُرْتَجُ حَتّٰى يُصَلَّى الظُّهْرُ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِى فِيْهَا خَيْرٌ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَقْرَأُ فِيْهِنَّ كُلِّهِنَّ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ قُلْتُ فَفِيْهَا سَلاَمٌ فَاصِلٌ؟ قَالَ لاَ

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، فَقِيْلَ لَهُ إِنَّكَ تُدِيْمُ هٰذِهِ الصَّلاَةَ، فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَرْتَفِعَ لِى فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.

(৯৪৪) আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে পড়ার সময় চার রাক'আত (সুন্নাত নামায) আদায় করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি (আনসারী) বলেন, আমি তাঁকে (নবী সা) বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা কোন্ নামায যা (আদায়ে) আমি আপনাকে অভ্যস্ত দেখছি। তিনি বললেন, সূর্য ঢলে পড়ার সময় আসমানের দরজা খোলা হয় এমনকি যোহরের নামায আদায় করা পর্যন্ত তা আর বন্ধ করা হয় না। সুতরাং আমি চাই যে, এ সময় আমার কোন কল্যাণ কর্ম উপরে উঠুক।

(আবূ আয়্যূব) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! সেগুলোর প্রত্যেক রাক'আতেই কি আপনি কিরা'আত পাঠ করেন? তিনি (উত্তরে) বললেন হ্যাঁ। তিনি বলেন ঃ আমি বললামঃ তাহলে তাতে কি পৃথককারী সালাম দেন? তিনি বললেন, না।

(দ্বিতীয় সূত্রে তাঁর থেকে আরও বর্ণিত) তিনি যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত নামায (নিয়মিত) আদায় করতেন। তাঁকে বলা হলো আপনি কি এই নামায নিয়মিতভাবে আদায় করেন? তিনি (উত্তরে) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তা নিয়মিত করতে দেখেছি। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি (উত্তরে) বললেনঃ নিশ্চয় তা এমন এক সময় যখন আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়। সুতরাং আমি চাই যে, ঐ মুহূর্তে আমার কোন ভাল কাজ উর্ধ্বে উঠুক। [আবূ দাউদ, ইব্ন মাজাহ, তিরমিযী এবং তাবারানী তাঁর মু'জামুল কাবীর ও মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।]

(٩٤٥) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَلَمْ أَرَهُ تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

(৯৪৫) বারা ইবন্ 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ১৮টি সফর করেছি কিন্তু কখনও তাঁকে যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত সুন্নাত নামায পরিত্যাগ করতে দেখি নি।

[আবূ দাউদ, বায়হাকী, তিরমিযী। তিনি বলেন, এর সনদ হাসান ও গরীব।]

(٩٤٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لاَيَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى حَالٍ

(৯৪৬) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের পূর্বে দু' রাকা'আত এবং যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত নামায কোন অবস্থাতেই ছাড়তেন না। [বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও বায়হাকী ।]

(٥) بَابُ رَاتِبَةِ الْعَصْرِ وَمَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا

(৫) অনুচ্ছেদ ঃ আসরের সুন্নাত ও তার ফযীলত সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে

(٩٤٧) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ إِمْرأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا

(৯৪৭) ইবন্ উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আসরের (নামাযের) পূর্বে চার রাকা'আত (সুন্নাত) আদায় করে আল্লাহ তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী, তিনি হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন। আর ৯৩৫ নং হাদীস।]

(عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيْمِ وَعَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ

(৯৪৮) আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় নবী (সা) আসরের পূর্বে চার রাকা'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন এবং প্রতি দু'রাক'আতের মধ্যে নৈকট্যবান ফেরেশ্তামণ্ডলী, নবীকুল এবং তাঁদের অনুসারী মু'মিন ও মুসলমানদের প্রতি সালাম দিয়ে পৃথক করতেন।

(٦) بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

(৬) অনুচ্ছেদ ঃ আসরের পরে দু' রাকা'আত (সুন্নাত) সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে

(٩٤٩) عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

(৯৪৯) আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (স)-কে আসরের পর দু' রাকা'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করতে দেখেছেন।

[তাবারানী তাঁর মু'জামুল কাবীর ও মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাইছুমী বলেন, তার রাবীগণ আবূ ইদ্রিস ছাড়া সকলেই নির্ভরযোগ্য। ইবন্ মুঈন তার হাদীসও গ্রহণ করা যায় বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٩٥٠) عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي الصِّدِّيْقَةُ بِنْتُ الصِّدِّيقِ حَبِيْبَةُ حَبِيْبِ اللّٰهِ الْمُبَرَّأَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَمْ أُكَذِّبْهَا

(৯৫০) মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আবূ বকর) সিদ্দিকের কন্যা সিদ্দীকা, আল্লাহর বন্ধুর হাবীবা বা প্রিয়, সত্য অবলম্বনকারী (আয়িশা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আসরের পর দু' রাকা'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন। আমি তাঁর এ বর্ণনা অসত্য মনে করি নি।

[বায়হাকী। এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٩٥١) عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِىْ قَالَ قَالَتْ لِى عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِى مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجْدَتَيْنِ (وَفِى رِوَايَةٍ رَكْعَتَيْنِ) بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِى قَطُّ

(৯৫১) হিশাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার পিতা আমাকে জানিয়েছেন, তিনি বলেন, আয়িশা (রা) আমাকে বলেছেন, হে ভাগিনা (বোনের পুত্র) রাসূলুল্লাহ (সা) আমার ঘরে আসরের পর দু'টি সিজদা (অন্য বর্ণনায় দু' রাকা'আত) নামায আদায় করা কখনও পরিত্যাগ করেন নি। [বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, বায়হাকী ও অন্যান্য।]

(٩٥٢) عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيْدَ وَمَسْرُوْقًا يَقُوْلاَنِ نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عِنْدِىْ فِى يَوْمٍ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

(৯৫২) আবূ ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আসওয়াদ ইবন্ ইয়াযীদ ও মা'রূফ উভয়কে বলতে শুনেছি, তাঁরা উভয়ে বলেন ঃ আমরা আয়িশা (রা)-এর (কথার) প্রতি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট থাকা অবস্থায় এমন কোন দিন ছিল না যাতে তিনি আসরের পরে দু' রাকা'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করেন নি। [বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও বায়হাকী।]

(٩٥٣) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ صَلِّ، إِنَّمَا نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَوْمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ عَنِ الصَّلاَةِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ

(৯৫৩) মিকদাম ইবন্ শুরাইহ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে আসরের পরের সুন্নাত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি (উত্তরে) বলেন, নামায আদায় কর। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়ামানবাসী তোমার গোত্রকে যখন সূর্য উদিত হয় সে সময় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। [তাহাবী। এর সনদ উত্তম।]

(٩٥٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلاَتَانِ لَمْ يَتْرُكْهُمَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً، رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

(৯৫৪) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসরের পর দু' রাকা'আত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাকা'আত এ দু'টি নামায নবী (সা) প্রকাশ্য কিংবা গোপনে কোন অবস্থাতেই ছাড়তেন না। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(فَصْلٌ مِنْهُ فِىْ ذِكْرِ سَبَبِهِمَا وَمَنْ قَالَ إِنَّهُمَا قَضَاءٌ عَنْ رَاتِبَةِ الظُّهْرِ وَاخْتِلاَفُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْهِمَا)

পরিচ্ছেদ ঃ আসরের দু' রাকা'আত সুন্নাত নামাযের কারণ এবং যারা বলে যে, এ দু' রাকা'আত নামায যোহরের সুন্নাতের কাযা নামায এবং এতদ প্রসঙ্গে উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মতপার্থক্য

(٩٥٥) عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَجْمَعَ أَبِى عَلَى الْعُمْرَةِ فَلَمَّا حَضَرَ خُرُوْجُهُ قَالَ أَىْ بُنَىَّ لَوْ دَخَلْنَا عَلَى الْأَمِيْرِ فَوَدَّعْنَاهُ، قُلْتُ مَاشِئْتَ، قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ

وَعِنْدَهُ نَفَرٌ فِيهِمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، فَذَكَرُوا الرَّكْعَتَيْنِ الَّتِى يُصَلِّيهِمَا اُبْنَ الزُّبَيْرِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ مِمَّنْ أَخَذْتَهُمَا يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ؟ قَالَ أَخْبَرَنِى بِهِمَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى عَائِشَةَ مَارَكْعَتَانِ يَذْكُرُهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ عَنْكِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ كَانَ يُصَلِّمِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَارْسَلَتْ اِلَيْهِ أَخْبَرَتْنِى أُمُّ سَلَمَةَ، فَأَرسَلَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ مَارَكْعَتَانِ زَعَمَتْ عَائِشَةُ أَنَّكِ أَخْبَرتِيهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِعَائِشَةَ، لَقَدْ وَضَعَتْ أَمْرِى عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهِ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَقَدْ أُتِىَ بِمَالٍ فَقَعَدَ يَقْسِمُهُ حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ بِالْعَصْرِ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىَّ وَكَانَ يَوْمِى فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فَقُلْنَا مَاهَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ أُمِرْتَ بِهِمَا؟ قَالَ لاَ، وَلٰكِنَّهُمَا رَكْعَتَانِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَغَلَنِى قَسْمُ هٰذَا الْمَالِ حَتَّى جَاءَنِى الْمُؤَذِّنُ بِالْعَصْرِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ اللّٰهُ أَكْبَرُ، اَلَيْسَ قَدْ صَلاَّهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً؟ وَاللّٰهِ لاَ أَدَعُهُمَا أَبَدًا، وَقَالَتْ، أُمُّ سَلَمَةَ مَارَأَيْتُهُ صَلاَّهُمَا قَبْلَهَا وَلاَبَعْدَهَا

(৯৫৫) আবূ বকর ইবন্ আবদুর রহমান ইবন্ হারিছ ইবন্ হিশাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা উমরা পালনের জন্য সংকল্পবদ্ধ হলেন, যখন তাঁর বেরিয়ে পড়ার সময় হলো তখন তিনি বললেন, বৎস! আমরা যদি আমীরের নিকট প্রবেশ করি অতঃপর তাকে বিদায়ী শুভেচ্ছা জানাই (তবে কেমন হয়)? আমি বললামঃ আপনার যা ইচ্ছা। তিনি বলেনঃ তারপর আমরা মারওয়ানের দরবারে প্রবেশ করলাম। এ সময় তাঁর নিকট একদল লোক ছিলেন যাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবন্ যুবাইরও ছিলেন। তারা আব্দুল্লাহ ইবন্ যুবাইর যে, (নিয়মিত) আসরের পর দু' রাকা'আত নামায আদায় করেন সে সম্পর্কে আলোচনা করতে ছিলেন। মারওয়ান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন হে ইবন্ যুবাইর আপনি ঐ (দু' রাকা'আত) নামায কার নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি আয়িশা (রা) থেকে (আমাকে বর্ণনা করিয়েছেন)। তখন মারওয়ান ইবন্ যুবায়ের যে দু' রাকা'আত নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন তা (জানার জন্য) আয়িশা (রা)-এর নিকট লোক প্রেরণ করেন, বলেন, আবূ হুরায়রা আপনার উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আসরের পর দু' রাকা'আত নামায আদায় করতেন। আয়িশা (রা) তাঁর (মারওয়ানের) নিকট লোক পাঠিয়ে জানান যে, আমাকে উম্মে সালামাহ জানিয়েছেন। তারপর তিনি উম্মে সালামার নিকটও লোক প্রেরণ করেন। জানতে চান, আসরের পরের দু' রাকা'আত নামায সম্পর্কে যা আয়িশা (রা)-এর মতে আপনিই তাঁকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আসরের পর দু' রাকা'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ আয়িশা (রা)-কে ক্ষমা করুন। তিনি আমার বক্তব্যের ভিন্ন অর্থ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যোহরের নামায আদায় করেন তারপর তাঁর নিকট কিছু মাল আনা হলে তিনি তা বণ্টন করতে বসেন, এমনকি মুয়াযযীন আসরের আযান দিল তখন তিনি আসরের নামায আদায় করলেন। তারপর আমার নিকট আসলেন ঐ দিনটি ছিল তাঁর আমার ঘরে থাকার দিন। অতঃপর তিনি সংক্ষিপ্ত কিরা'আত দু' রাকা'আত নামায আদায় করলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ আবার কোন দু' রাকা'আত? এর জন্য কি আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, না। তবে এ দু' রাকা'আত নামায আমি যোহরের পর আদায় করতাম কিন্তু এই সম্পদটুকুর বণ্টন আমাকে ব্যস্ত করে তোলে, অবশেষে মুয়াযযীন আসরের আযান দিতে আসে আমি এ দু'রাকা'ত নামায ছেড়ে দিতে অপছন্দ করলাম তাই এখন পড়ে নিলাম। একথা শুনে ইবন্ যুবায়ের আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন। এটা নয় কি যে, তিনি এ

নামায শুধুমাত্র একবার আদায় করেছেন? আল্লাহর কসম! আমি এ নামায কখনো ছেড়ে দিব না (নিয়মিত আদায় করব) উম্মে সালামাহ বললেন ঃ আমি তাঁকে (রাসূল (সা)-কে) ইতিপূর্বে কিংবা এরপর আর কখনো এ নামায পড়তে দেখি নি।

[এ হাদীসটি এ ভাষায় অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে মূল ঘটনা বুখারী মুসলিমে আছে।]

(٩٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِى ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْىَ قَالَ زَعَمَ لِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا يَسْأَلُهَا هَلْ صَلَّى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ شَيْئًا؟ قَالَتْ أَمَّا عِنْدِى فَلاَ وَلَكِنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْنِى أَنَّهُ فَعَلَ ذٰلِكَ فَأَرْسَلْ إِلَيْهَا فَإِسْئَلْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ نَعَمْ، دَخَلَ عَلَىَّ بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ، قُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ أُنْزِلَ عَلَيْكَ فِىْ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ؟ قَالَ لاَ وَلَكِنْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَشُغِلْتُ فَاسْتَدْرَكْتُهَا بَعْدَ الْعَصْرِ.

(৯৫৬) আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, ইবন্ নুমায়র তাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, তালহা ইবন্ ইয়াহইয়া বলেন ঃ উবায়দুল্লাহ ইবন্ আব্দুল্লাহ ইবন্ উতবাহ বলেন ঃ মু'আবিয়া (রা) আয়িশা (রা)-এর নিকট এ কথা জিজ্ঞেস করার জন্য (লোক) পাঠালেন যে, নবী (সা) আসরের পর অন্য কোন নামায আদায় করতেন কি না। তিনি (উত্তরে) বললেন ঃ আমার নিকট থাকাকালীন পড়েন নি, তবে উম্মু সালামাহ আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি ঐ নামায আদায় করতেন। অতঃপর, তিনি তাঁর নিকট (লোক) পাঠান এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তারপর (মু'আবিয়া) উম্মু সালামাহর নিকট লোক পাঠান। তিনি (উত্তরে) বলেন ঃ হ্যাঁ। তিনি আসরের পর আমার নিকট গৃহে প্রবেশ করেন তারপর দু' রাকা'আত নামায আদায় করেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী (সা)! এ দু' রাকা'আত নামায আদায় করার জন্য আপনার প্রতি কি কোন ওহী অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন, না। তবে আমি যোহরের নামায আদায়ের পর ব্যস্ত হয়ে পড়ি তাই ঐ নামায আসরের পর আদায় করে নিলাম।

[তাহাবী। এর সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।]

(٩٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِىْ ثَنَا عُبَيْدَةُ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيْدُ بْنُ أَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَلٰى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ لَقَدْ ذَكَرْتُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّ أُنَاسًا يُصَلُّونَهَا، وَلَمْ نَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّهُمَا وَلاَ أَمَرَبِهِمَا، قَالَ فَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ ذَاكَ مَا يَقْضِى النَّاسَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ فَجَاءَ إِبْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مَارَكْعَتَانِ تَقْضِى بِهِمَا النَّاسَ؟ فَقَالَ إِبْنُ الزُّبَيْرِ حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَجُلَيْنِ، إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ، وَيَقُوْلُ مَارَكْعَتَانِ زَعَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّكِ أَمَرْتِيهِ بِهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ؟ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ ذَاكَ مَا أَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرْنَاهَا مَاقَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَتْ يَرْحَمُهَا اللّٰهُ، أَوَلَمْ أُخْبِرْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى أٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهٰى عَنْهُمَا

(৯৫৭) আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, আমার বাবা আমাকে বলেছেন, উবায়দাহ (রা) তাঁদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ ইয়াযীদ ইবন্ আবূ যিয়াদ আব্দুল্লাহ ইবন্ হারিছ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি (ইয়াযীদ ইবন্ আবূ যিয়াদ) তাঁকে (আব্দুল্লাহ ইবন্ হারিছ) আসরের পরের দু' রাকা'আত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি (উত্তরে) বলেন ঃ আমি এবং আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট প্রবেশ করেছিলাম। মু'আবিয়া (রা.) বললেন ঃ হে ইবন্ আব্বাস! আমি আসরের পর দু' রাকা'আত নামাযের উল্লেখ করেছি আমার নিকট খবর পৌছেছে যে, কিছু লোক নাকি ঐ নামায (নিয়মিত) আদায় করছে। অথচ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঐ নামায নিয়মিত আদায় করতে কিংবা আদায়ের নির্দেশ দিতে দেখি নি। রাবী বলেন ঃ তখন ইবন্ আব্বাস (রা) বললেন, ওটা হল ইবন যুবায়ের-এর ফয়সালা, যা তিনি মানুষকে দিয়েছেন। রাবী বলেন; তারপর ইবন্ যুবায়ের আসলেন। তিনি (মু'আবিয়া) বললেন, এ দু' রাকা'আত আবার কিসের নামায যা আপনি মানুষকে আদায় করতে বলেছেন? ইবন্ যুবায়ের বলেন, আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আমার নিকট (এ হাদীস) বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেনঃ তারপর আয়িশা (রা)-এর নিকট দু' ব্যক্তিকে পাঠালেন এ বলে যে, আমীর উল মু'মিনীন আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, ইবন্ যুবায়ের আসরের পর যে দু' রাকা'আত নামাযের কথা বলেছেন আপনি না কি তাঁকে এ বিষয়ে আদেশ করেছেন? রাবী বলেন, আয়িশা (রা) বলেন, ওটা তো ঐ নামায যা সম্পর্কে উম্মু সালামাহ তাঁকে অবহিত করেছেন, রাবী বলেন, তারপর আমরা উম্মু সালামাহ্র নিকট প্রবেশ করলাম এবং আয়িশা (রা) যা বলেছেন তা তাঁকে অবহিত করা হলো। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, আমি কি তাঁকে এ খবর দেই নাই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এ দু' রাকা'আত নামায আদায় করতে নিষেধও করেছেন।

[তাহাবী। এর সনদে একজন দুর্বল রাবী আছেন।]

(৯৫৮) عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِىَ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، جَاءَهُ نَاسٌ بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَغَلُوْهُ فِى شَىْءٍ فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئًا حَتّٰى صَلَّى الْعَصْرَ، قَالَتْ فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ دَخَلَ بَيْتِى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

(৯৫৮) আবূ সালামাহ (রা) ইবন্ আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মে সালামাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মাত্র একবার ব্যতীত আসরের পর আর কখনও নামায আদায় করতে দেখি নি। যোহরের পর কিছু লোক তাঁর নিকট আসল এবং তাকে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যস্ত করে ফেলল। সুতরাং যোহরের পর তিনি আর অন্য কোন নামায আদায় করতে পারেন নি। এমনকি (আসরের সময়ে) আসরের নামায আদায় করেছেন। উম্মু সালামাহ বলেন, তারপর যখন তিনি আসরের নামায আদয় করলেন। এরপর তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং দু' রাকা'আত নামায আদায় করে নিলেন। [নাসায়ী ও বায়হাকী। এর সনদ উত্তম।]

(৯৫৯) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَشُغِلَ عَنْهُمَا حَتّٰى صَلَّى الْعَصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ رَكَعَهُمَا فِى بَيْتِى، فَمَا تَرَكَهُمَا حَتّٰى مَاتَ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ قَيْسٍ فَسَأَلْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ عَنْهُ، قَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ ثُمَّ تَرَكْنَاهُ

(৯৫৯) আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ কায়েস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আসরের পরের দু' রাকা'আত (সুন্নাত) নামায সম্পর্কে আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি (উত্তরে) বলেন ঃ নবী (সা) যোহরের পর দু' রাকা'আত

নামায আদায় করতেন। একদা অন্য কাজ তাঁকে ব্যস্ত করায় আসরের সময় হয়ে গেলে তারপর তিনি যখন (আসরের নামায আদায়ের পর) মুক্ত হলেন তখন তিনি আমার ঘরে ঐ দু রাকা'আত নামায আদায় করে নিলেন। অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত তা পরিত্যাগ করেন নি। আব্দুল্লাহ ইবন্ কায়েস বলেন ঃ আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, আমরাও তা নিয়মিত আদায় করতাম, তারপর তা ছেড়ে দিয়েছি।

[নাসায়ী ; এর সনদ উত্তম।]

(٩٦٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَتْ فَجَاءَتْهُ عِنْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَشُغِلَ فِى قِسْمَتِهِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ صَلاَّهَا

(৯৬০) আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী পত্নী আয়িশা (রা)-কে আসরের পরে দু' রাকা'আত (সুন্নাত) নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) এক ব্যক্তিকে সদকা আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ তাঁরা যোহরের সময় সদকা নিয়ে ফিরে আসল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) যোহরের নামায আদায় করলেন এবং তা বণ্টনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, তারপর যখন (আসরের সময় হলো) আসরের নামায পড়ে নিলেন এবং তারপর উক্ত দু' রাকা'আত আদায় করলেন।

[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এর সনদ উত্তম।]

(٩٦١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ الْعَصْرَ فَالْتَفَتَ فَإِذَا أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَدَخَلَ وَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا مَعَهُ فَأَوْسَعَ لَهُ مُعَاوِيَةُ عَلَى السَّرِيرِ فَجَلَسَ مَعَهُ، قَالَ مَاهٰذِهِ الصَّلاَةُ الَّتِى رَأَيْتُ النَّاسَ يُصَلُّونَهَا وَلَمْ أَرَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا وَلاَ أَمَرَبِهَا؟ قَالَ ذَاكَ مَايُفْتِيهِمْ أَبْنُ الزُّبَيْرِ، فَدَخَلَ أَبْنُ الزُّبَيْرِ فَسَلَّمَ فَجَلَسَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ مَاهٰذِهِ الصَّلاَةُ الَّتِى تَأْمُرُ النَّاسَ يُصَلُّونَهَا؟ لَمْ نَرَرَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّهَا وَلاَ أَمَرَبِهَا، قَالَ حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّهَا عِنْدَهَا فِى بَيْتِهَا، قَالَ فَأَمَرَنِى مُعَاوِيَةُ وَرَجُلاً أُخَرَ أَنْ نَأْتِىَ عَائِشَةَ فَنَسْأَلُهَا عَنْ ذَالِكَ، قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَالِكَ فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا أَخْبَرَ أَبْنُ الزُّبَيْرِ عَنْهَا، فَقَالَ لَمْ يَحْفَظْ أَبْنُ الزُّبَيْرِ، إِنَّمَا حَدَّثْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِى فَسَأَلْتُهُ قُلْتُ إِنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيْهِمَا، قَالَ إِنَّهُ كَانَ أَتَانِى شَىْءٌ فَشُغِلْتُ فِى قِسْمَتِهِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَأَتَانِى بِلاَلٌ فَنَادَانِى بِالصَّلاَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَ النَّاسَ فَصَلَّيْتُهُمَا، قَالَ فَرَجَعْتُ فَأَخْبَرْتُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَلَيْسَ قَدْ صَلاَّهُمَا؟ فَلاَتَدَعُهُمَا، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ لاَ تَزَالُ مُخَالِفًا أَبَدًا (وَفِى رِوَايَةٍ إِنَّكَ لَمُخَالِفٌ، لاَتَزَالُ تُحِبُّ الْخِلاَفَ مَابَقِيْتَ)

(৯৬১) আব্দুল্লাহ ইবন্ হারিছ ইবন্ নওফল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা) সাধারণ মানুষের সাথে আসরের নামায আদায় করলেন। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলেন যে, লোকজন আসরের পরে (সুন্নাত) নামায

পড়ছে। তারপর তিনি বাড়িতে প্রবেশ করলেন। তাঁর নিকট ইবন্ আব্বাসও প্রবেশ করেন আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। মু'আবিয়া (রা) তাঁর জন্য খাটে জায়গা করে দিলেন। তিনি তাঁর সাথে বসলেন। তিনি বললেন, এটা আবার কোন্ নামায যা লোকজনদেরকে আদায় করতে দেখছি। নবী (সা)-কে তো তা আদায় করতে দেখি নি কিংবা তাঁর নির্দেশও দেন নি? তিনি বললেন ঃ ওটা হল ঐ নামায ইবন্ যুবায়ের যার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এমতাবস্থায় ইবন্ যুবায়ের প্রবেশ করলেন এবং সালাম করার পর বসে পড়লেন। তখন মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, হে ইবন্ যুবায়ের! তুমি লোকদেরকে কোন নামাযের আদেশ করেছ যা তারা আদায় করছে? আমরা তো রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঐ নামায আদায় করতে দেখি নি কিংবা তিনি উহার নির্দেশও করেন নি। তিনি বললেন ঃ উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নিকট এবং তাঁর ঘরে এ নামায আদায় করেছেন। তিনি বলেন ঃ তারপর মু'আবিয়া (রা) আমাকে এবং অন্য আরেক ব্যক্তিকে আয়িশা (রা)-কে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জেনে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি বলেন ঃ আমি তাঁর নিকট প্রবেশ করলাম এবং সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। ইবন্ যুবায়ের তাঁর থেকে যা বর্ণনা করেছেন আমি তাঁকে সে বিষয়ে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, ইবন যুবায়ের বিষয়টি যথাযথভাবে রপ্ত করতে পারে নি। আমি তাঁর নিকট বর্ণনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট থাকাবস্থায় ঐ দু'রাকা'আত নামায আদায় করেছেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, বললাম, আপনি দু' রাকা'আত নামায আদায় করলেন যা ইতিপূর্বে কখনও আদায় করেন নি। তিনি বললেন, আরে ওটা তো আমার নিকট কিছু সাদকার জিনিস আনা হয়েছিল তখন যোহরের পর দু' রাকা'আত (সুন্নাত) আদায় না করে তা বণ্টনে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এমতাবস্থায় আমার নিকট বেলাল (রা) চলে আসে এবং আমাকে (আসর) নামাযের জন্য আহবান করে তখন আমি লোকজনদের আটকে রাখাকে অপছন্দ করি (তাই আসর নামায আদায় করার পর) ঐ দু' রাকা'আত আদায় করে নেই। তিনি বলেন ঃ তারপর আমি ফিরে এলাম এবং মু'আবিয়া (রা)-কে এ সংবাদ জানালাম।

তিনি বলেন ঃ তখন ইবন্ যুবায়ের বললেন ঃ তিনি (রাসূল সা) কি ঐ দু' রাকা'আত নামায পড়েন নি? সুতরাং আমরা তা ছাড়ব না। মু'আবিয়া (রা.) তাঁকে বললেন ঃ তুমি সর্বদা বিপরীত করতে। (অন্য বর্ণনায় আছে নিশ্চয় তুমি বিপরীত কর্মকারী, সব কিছুতে সর্বদা বিপরীত কাজ করতে ভালবাস)।

[ইবন্ আবী শায়বা ও তাহাবী। বিভিন্ন শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার সনদ উত্তম।]

فَصْلٌ فِيمَنْ قَالَ إِنَّهَا رَاتِبَةُ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলেন যে, তা আসরের সুন্নাত (তাদের দলীল)

(٩٦٢) عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وسلَّم أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدُ

(৯৬২) নবী পত্নী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) আসরের পূর্বের দু' রাকা'আত নামায ছুটে যায় তাই তিনি তা পরে পড়ে নেন।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। আল্-হায়ছুমী বলেন, এর সনদে একজন রাবী আছে, যাকে কেউ দুর্বল ও কেউ নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٩٦٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَيْمُونَةَ (زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ رَجُلاً آخَرَ، فَقَالَتْ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُجَهِّزُ بَعْثًا وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ظَهْرٌ، فَجَاءَ ظَهْرٌ مِنَ الصَّدَقَةِ

(١٠٠٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَصُوْمُ نِصْفَ الدَّهْرِ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللّٰهِ صَلَاةُ دَوُدَ كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْقُدُ أٰخِرَه يَقُوْمُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِه

(১০০৩) আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় রোযা হলো দাউদ (আ)-এর রোযা। তিনি অর্ধ যুগ রোযা রাখতেন। আর আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় নামায হলো দাউদ (আ)-এর নামায। তিনি রাত্রির কিয়দংশ ঘুমাতেন। তারপর জেগে উঠতেন তারপর আবার তার শেষাংশে ঘুমাতেন। তিনি অর্ধরাতের পর রাত্রির এক তৃতীয়াংশ জেগে থাকতেন।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী ও ইবন্ মাজাহ।]

(١٠٠٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَايَدَعُهُ، فَإِنْ مَرِضَ قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَقُوْلُ بِحَسْبِي أَنْ أُقِيْمَ مَاكُتِبَ لِي وَأَنَّى لَهُ ذَالِكَ-

(১০০৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী পত্নী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের উচিত রাত্রি জাগরণ করা। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) তা কখনও ছাড়তেন না। তিনি যদি রোগাক্রান্ত হতেন তখনও তিনি বসে বসে কিরাআত পাঠ করতেন। আমি জানি যে, তোমাদের কেউ কেউ বলবে যে, আমার জন্য যা নির্ধারিত আমি ততটুকুই জাগব এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। (আসলে) তার একথা বলার সুযোগ কোথায়?

[এটা একটা দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। হাদীসটি আয়িশা (রা)-এর মানাকিবে আবার আসবে।]

(١٠٠٥) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَتَفَطَّرَ رِجْلَاهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَتَصْنَعُ هٰذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَاتَأَخَّرَ؟ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا

(১০০৫) উরওয়াহ ইবনুয্ যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নামায আদায় করতেন তখন দীর্ঘ দাঁড়ানোর কারণে তার পদযুগল ফেটে যেত। তা দেখে আয়িশা (রা) বলতেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পূর্ববর্তী পরবর্তী গুনাহসমূহ মার্জনা করা হয়েছে অথচ আপনি এ রকম করতেছেন। তিনি বলেন ঃ হে আয়িশা! তাই বলে কি আমি কৃতজ্ঞ বান্দাও হতে পারব না।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١٠٠٦) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ (وَفِي رِوَايَةٍ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ) فَقِيْلَ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا

(১০০৬) মুগীরাহ ইবন্ শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী (সা) এতো বেশী নামায পড়তেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ নবী (সা) (নামাযে) দীর্ঘ সময় দাঁড়াতেন। ফলে তাঁর পদযুগল ফুলে উঠত। তখন তাঁকে বলা হয়েছিল যে, মহান আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী যাবতীয় পাপরাশি কি ক্ষমা করে দেন নি? তিনি বলেছিলেন ঃ তাই বলে কি আমি একজন কৃতজ্ঞতা পরায়ণ বান্দাও হতে পারব না।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٩٦٦) عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(৯৬৬) নবী (সা)-এর আযাদকৃত দাস উবায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কি ফরয নামাযের পর অন্য কোন নামাযের নির্দেশ দিতেন? তিনি (উত্তরে) বলেন। হ্যাঁ, মাগরিব ও ইশার নামাযের মাঝে সুন্নাত নামায আদায়ের নির্দেশ দিতেন? তিনি (উত্তরে) বলেন। হ্যাঁ, মাগরিব ও ইশার নামাযের মাঝে (সুন্নাত নামায আদায়ের নির্দেশ দিতেন)।

[আল-হায়ছুমী ও তাবারানী।]

(٨) بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

(৮) অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের পূর্বে দু' রাকা'আত (নফল) সম্পর্কে যা এসেছে

(٩٦٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ إِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ فَأَذَّنَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ قَامَ مَنْ شَاءَ فَصَلَّى حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ وَمَنْ شَاءَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَعَدَ، وَذَالِكَ بِعَيْنَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ

(৯৬৭) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মুয়ায্যিন যখন মদিনার মসজিদে দাঁড়িয়ে মাগরিবের আযান দিতেন তখন যার ইচ্ছা সে দাঁড়াতো এবং নামায পড়তে শুরু করত এমনকি মাগরিবের জামাত দাঁড়িয়ে যেত। আর যে ইচ্ছা করত সে দু' রাকা'আত আদায় করে বসে পড়ত। আর এ সব কিছু নবী (সা)-এর চোখের সামনে ঘটতো।

[হাদীসটি এ ভাষায় অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে তার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٩٦٨) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنِ إِذَا قَامَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَالِكَ، يَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا قَرِيْبٌ

(৯৬৮) তাঁর (আনাস ইবন্ মালিক (রা)) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মুয়ায্যিন যখন আযান দিতেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ প্রতিযোগিতামূলকভাবে খুঁটির দিকে এগিয়ে যেতেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা) (হুজরা থেকে) মাগরিবের নামাযের জন্য বেরিয়ে পড়তেন অথচ তারা তখনও অনুরূপ করতে থাকেন অর্থাৎ মাগরিবের পূর্বের দু'রাকা'আত আদায় করতে থাকতেন। অথচ আযান ও ইকামতের মাঝে সময় ছিল অত্যন্ত সন্নিকট।

[বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী।]

(٩٦٩) عَنْ أَبِى الْخَيْرِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَاتَمِيْمٍ الْجَيْشَانِىَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَالِكٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ حِيْنَ يَسْمَعُ أَذَانَ الْمَغْرِبِ، قَالَ فَأَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أُعَجِّبُكَ مِنْ أَبِى تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِىِّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَغْمِصَهُ قَالَ عُقْبَةُ أَمَا إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ مَايَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشُّغْلُ

(৯৬৯) আবুল খায়ের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ তামীম আর জায়শানী আব্দুল্লাহ্ ইবন্ মালিক (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি যখন মাগরিবের আযান শুনতে পান তখন দু' রাকা'আত সুন্নাত আদায় করে নেন। তিনি বলেন, তারপর আমি উকবাহ ইবন্ আমির আল জুহানী-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে বললাম ঃ আমি কি আপনাকে আবূ তামীম-এর কিছু বিষয় বলে বিস্মিত করব না? আল জায়শানী মাগরিবের নামাযের পূর্বে দু' রাকা'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করেন, তাই তাকে দোষী করতে চেয়েছিলাম। উকবাহ্ বললেন ঃ (এতে অসুবিধা হয়) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়কালে আমরাও তা আদায় করতাম। তখন আমি তাঁকে বললাম, এখন তবে কিসে আপনাকে নিবৃত করল? তিনি বললেন, কর্মব্যস্ততা। [বুখারী।]

(৯৭০) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ. كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً

(৯৭০) আব্দুল্লাহ আল মুজান্নি থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা মাগরিবের আগে দু' রাকা'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করবে। তারপর আবারও বললেন, তোমরা মাগরিবের আগে দু' রাকা'আত নামায আদায় করবে। তৃতীয়বারে বললেন, যার ইচ্ছা হয় সে আদায় কর যাতে লোকেরা তাকে সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করতে না পারে। [বুখারী, আবূ দাউদ ও বায়হাকী।]

(৯৭১) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِمَنْ شَاءَ -

(৯৭১) আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, প্রতি দু' আযানের (আযান ও ইকামাতের) মাঝে নামায রয়েছে। একথা তিনি তিনবার বলেন। (তারপর বলেন) যার ইচ্ছা হয় তার জন্য। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ।]

(৯) بَابٌ مَا جَاءَ فِيْ رَاتِبَةِ الْعِشَاءِ

(৯) ইশার সুন্নাত সম্পর্কে যা এসেছে

(৯৭২) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ بِسَجْدَةٍ ثُمَّ نَامَ حَتَّى يُصَلِّيَ بَعْدُ صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ

(৯৭২) আব্দুল্লাহ ইবন্ যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ইশার (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন তখন চার রাকা'আত (সুন্নাত) আদায় করতেন। আর বিতর আদায় করতেন এক রাক'আতের মাধ্যমে। তারপর ঘুমিয়ে পড়তেন, পরে অবশ্য তাঁর রাতের নামায আদায় করতেন।

[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এর সনদ উত্তম।]

(৯৭৩) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ بَيْتِهِ

(৯৭৩) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (নবী সা)-এর সাথে তাঁর ঘরে ইশার পর দু' রাকা'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করেছেন। [এটা একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। হাদীসটির সনদ সহীহ্। বুখারী মুসলিমেই বর্ণিত আছে।]

(٩٧٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ

(৯৭৪) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তিনি (নবী (সা) তাদের (সাহাবীদের) সাথে ইশার নামায আদায় করতেন। তারপর আমার গৃহে প্রবেশ করতেন এবং দু' রাকা'আত নামায আদায় করতেন। রাত্রিকালে তিনি নয় রাকা'আত নামায আদায় করতেন, বিতর নামাযও তার অন্তর্ভুক্ত হত।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও বায়হাকী।]

(٩٧٥) عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمْ تَكُنْ صَلاَةٌ أُخْرَى أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى حَدِيْثٍ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَمَا صَلاَّهَا قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلاَّ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا أَوْسِتًّا وَمَا رَأَيْتُهُ يَتَّقِي عَلَى الْأَرْضِ بِشَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ أَنِّي إِذْكُرُ أَنَّ يَوْمَ مَطَرٍ الْقَيْنَا تَحْتَهُ بَتًّا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى خَرْقٍ فِيْهِ يُنْبِعُ مِنْهُ الْمَاءُ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ بَتًّا يَعْنِي النِّطْعَ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ -

(৯৭৫) শুরাইহ ইবন্ হানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আয়িশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) যখন কোন বিষয়ে কথা বলতেন তখন ইশার নামাযের চেয়ে বেশী বিলম্ব করে অপর কোন নামায কখনও আদায় করতেন না। আর যখনই তা আদায় করে আমার নিকট প্রবেশ করতেন তখনই তিনি ইশার পরবর্তী চার রাকা'আত কিংবা ছয় রাকা'আত নামায আদায় করতেন। আর আমি তাঁকে কখনও মাটির ওপর কিছু বিছাতে দেখি নি, তবে আমার স্মরণ আছে যে, বৃষ্টির দিনে তার নিচে চামড়ার ফরাস বিছিয়ে দিয়েছিলাম। আমি যেন এখনও তার নীচ থেকে পানির ফোয়ারা বের হতে দেখছি।

(দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত আছে) আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেন যে, উসমান ইবন্ উমর (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে মালিক বর্ণনা করেছেন, তিনি হাদীসটি তার অনুরূপ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, চামড়া ফরাস হাদীসের বাতল অর্থ তার ওপর নামায পড়তেন। আমি তাঁকে দেখেছি (একথা বলে) তিনি হাদীসটির অর্থ উল্লেখ করেন। [আবূ দাউদ ও নাসায়ী। হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَفَضْلِهَا وَتَأْكِيْدِهِمَا

(১০) অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দু'রাকা'আত (সুন্নাত) তার উপকারিতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে যা এসেছে

(٩٧٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَالَ هُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا

(৯৭৬) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী (সা) থেকে ফজরের পূর্বের দু' রাকা'আত সুন্নাত সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় থেকে ঐ দু' রাকা'আত নামায আমার নিকট অধিক প্রিয়।

[মুসলিম, তিরমিযী ও অন্যান্য।]

(٩٧٧) وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَلاَ إِلَى غَنِيْمَةٍ يَطْلُبُهَا

(৯৭৭) তাঁর (আয়িশা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রত্যূষের নামাযের পূর্বে দু' রাকা'আত নামায আদায়ে যতটা দ্রুততা অবলম্বন করতে দেখেছি অন্য কোন নামায কিংবা কোন গনীমতের মাল অন্বেষণেও ততটা (আগ্রহী) দেখি নি।

[মুসলিম ও ইবন্ খুযায়মাহ।]

(৯৭৮) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَدَعُو رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ

(৯৭৮) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা ফজরের আগের দু' রাকা'আত (সুন্নাত) নামায ছেড়ে দিও না, যদিও তোমাদের পিছনে ঘোড়া (অশ্বারোহী) ধাওয়া করে।

[আবূ দাউদ, বায়হাকী ও তাহাবী।]

(৯৭৯) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ

(৯৭৯) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের পূর্বের দু' রাকা'আত সুন্নাত নামাযের চেয়ে অন্য কোন নফল ইবাদতের ব্যাপারে তত বেশী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন না।

[বুখারী, মুসলিম ও ইবন্ খুযায়মাহ।]

(৯৮০) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مَاكَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ؟ قَالَتْ كَانَ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ -

(৯৮০) মিকদাম ইবন্ শুরায়হ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি আয়িশা (রা)-কে বলেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) (ফজরের জামা'আতে) বের হওয়ার পূর্বে কি করতেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ তিনি দু'রাকা'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করে নিতেন, তারপর বেরিয়ে পড়তেন।

[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি, তার সনদ উত্তম।]

(৯৮১) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ قَالَ كَانَ أَبِى وَجَدِّى وَعَمِّى مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، قَالَ سَلَمَةُ أَوْصَانِى أَبِى بِصَلَاةِ السَّحَرِ، قُلْتُ يَاأَبَتِ إِنِّى لا أُطِيْقُهَا، قَالَ فَانْظُرِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا تَدَعَنَّهُمَا، وَلَا تَشْخَصْ فِى الْفِتْنَةِ

(৯৮১) সালামাহ্ ইবন্ নুবায়ত্ব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা, পিতামহ ও চাচা নবী (সা)-এর সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে জানিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সা)-কে আরাফাতের দিন সন্ধ্যা বেলা একটি লাল উটের পিঠে চড়ে বক্তব্য দিতে দেখেছি। (সালামাহ) বলেন, আমার পিতা আমাকে গভীর রাতের নামায সম্পর্কে উপদেশ দিলেন। তখন আমি বললাম, হে পিতা, আমি তো তা আদায় করতে সক্ষম নই। তিনি বললেন, তা হলে তুমি ফজরের পূর্বে দু' রাকা'আত নামাযের প্রতি যত্নশীল হবে এবং কখনও তা পরিত্যাগ করবে না। আর কোন বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিজেকে সপেঁ দিবে না।

[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এর সনদ গ্রহণ করা যেতে পারে।]

(١١) بَابُ تَخْفِيفِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَا يَقْرَأُ فِيهِمَا

(১১) অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের পূর্বে (সুন্নাত) নামাযে কিরাআত সংক্ষিপ্তকরণ এবং তাতে যা পড়তে হয় সে প্রসঙ্গে

(٩٨٢) عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُمْ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ فِي بَيْتِي يُخَفِّفُهُمَا جِداً، قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُخَفِّفُهُمَا كَذَالِكَ

(৯৮২) নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী (সা)-এর পত্নী উমর (রা)-এর কন্যা হাফসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমার ঘরে প্রত্যুষের পূর্বে ফজরের দু' রাকা'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন, তা তিনি খুব সংক্ষিপ্ত করতেন। নাফে' (রা) বলেন ঃ আব্দুল্লাহ (রা)-ও উক্ত নামায অনুরূপ সংক্ষিপ্ত করতেন।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٩٨٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا سَكَتَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(৯৮৩) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিন বলেন ঃ মুয়ায্যিন যখন ফজর নামাযের (আযানের পর) নিরব হতেন তখন তিনি সংক্ষিপ্ত (কিরাআতে) দু' রাকা'আত নামায আদায় করতেন। তিনি অর্থাৎ নবী (সা)।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٩٨٤) وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى إِنِّي لَأَشُكُّ أَقَرَأَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لَا

(৯৮৪) আর (আয়িশা (রা)) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সকালের (ফজরের) পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) দু' রাক'আত নামায আদায় করতেন এবং তাতে তিনি এতো সংক্ষিপ্ত (কিরাআত পাঠ) করতেন যে, আমার মনে সংশয় দেখা দিতো যে, তিনি তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন না কি পাঠ করেন নি।

[বুখারী, মুসলিম, ইমাম মালিক, নাসায়ী ও বায়হাকী।]

(٩٨٥) وَعَنْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ قِيَامُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ

(৯৮৫) তাঁর (আয়িশা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ফজরের পূর্বে দু' রাকা'আত (সুন্নাত) নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাঁড়ানোর পরিমাণ ছিল সূরা ফাতিহা পাঠ করার সমপরিমাণ।

[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এর সনদ উত্তম।]

(٩٨٦) عَنْ ابْنِ سِيرِيْنَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ (وَفِي رِوَايَةٍ) وَكَانَ يُسِرُّ بِهِمَا

(৯৮৬) ইবন্ সিরীন থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের দু' রাকা'আত (সুন্নাত) নামাযে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ এবং قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ পড়তেন। (অন্য বর্ণনায় আছে) তিনি ঐ দু'টি চুপীস্বরে পাঠ করতেন।

[আত-তাহাবী। এ জাতীয় হাদীস মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ইবনে মাজাহও বর্ণনা করেছেন, আবূ হুরায়রা (রা) থেকে।]

(٩٨٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ نِعْمَ السُّوْرَتَانِ هُمَا يُقْرَأُ بِهِمَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ -

(৯৮৭) আব্দুল্লাহ ইবন্ শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন, ফজরের দু' রাকা'আত (সুন্নাত) নামাযে পাঠ করার জন্য ঐ সূরা দু'টি কত না চমৎকার! সূরা দু'টি হলো ঃ قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

[ইবন্ মাজাহ। এর সনদ উত্তম।]

(٩٨٨) عَنِ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

(৯৮৮) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী (স)-কে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে, তিনি ফজরের পূর্বে দু' রাক'আত (সুন্নাত) নামাযে قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ এবং قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ সূরাদ্বয় পাঠ করতেন।

[ইবন্ মাজাহ, নাসায়ী ও তিরমিযী। তিনি হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেন।]

(١٢) بَابُ تَعْجِيْلِهِمَا أَوَّلَ الْوَقْتِ وَالضَّجْعَةُ بَعْدَهُمَا -

(১২) অনুচ্ছেদ ঃ (উক্ত দু' রাক'আত সময়ের প্রথম দিকে তাড়াতাড়ি আদায় করা ও তা আদায়ের পর শুয়ে পড়া প্রসঙ্গে

(٩٨٩) عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ كَأَنَّ الأَذَانَ فِي أُذُنَيْهِ

(৯৮৯) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের পূর্বের দু' রাকা'আত সুন্নাত নামায আযানের ধ্বনি যেন তার কানে আসা পর্যন্ত আদায় করতেন।

[ইবন্ মাজাহ, তাহাবী, এর সনদ উত্তম।]

(٩٩٠) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

(৯৯০) আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের পূর্বে দু' রাকা'আত সুন্নাত নামায (কখনও কখনও) ইকামতের সময় আদায় করতেন।

[ইবন্ মাজাহ। এ হাদীসের সনদে একজন দুর্বল রাবী আছেন।]

(٩٩١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ

(৯৯১) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের আযান ও ইকামতের মাঝামাঝি সময়ে দু' রাকা'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন।

[মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٩٩٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ

(৯৯২) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন ফজরের পূর্বের দু' রাকা'আত (সুন্নাত) আদায় করে তবে সে যেন ডান কাতে (কিছুক্ষণ) শয়ন করে।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ ও তিরমিযী। তিনি হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٩٩٣) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى رُبَّمَا اضْطَجَعَ

(৯৯৩) উরওয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ফজরের দু' রাকা'আত (সুন্নাত) আদায় করতেন তখন তিনি তাঁর ডান কাতের উপর শয়ন করতেন। (তাঁর আয়িশা (রা) থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) রাসূলুল্লাহ (সা) যখন (ফজরের সুন্নাত) নামায পড়তেন তখন কখনও কখনও শয়ন করতেন।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী ও ইবন্ মাজাহ।]

(٩٩٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو (بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ

(৯৯৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ আমর (ইবন্ আল-আস) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ফজরের পূর্বে দু'রাকা'আত নামায আদায় করতেন তখন তিনি তাঁর শরীরের ডান অংশের উপর শয়ন করতেন।

[তাবারানীর মু'জামুল কাবীর গ্রন্থে। এ হাদীসের দু'জন রাবী দুর্বল। তবে অন্যান্য হাদীস সমর্থন করে।]

(١٣) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفَصْلِ بَيْنَ صَلَاةِ الْفُرْضِ وَرَاتِبَتِهِ

(১৩) অনুচ্ছেদ ঃ ফরয নামায ও তার সুন্নাতের মাঝে বিরতি দান মুস্তাহাব

(٩٩٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَرَآهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ

(৯৯৫) আব্দুল্লাহ ইবন্ রাবাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) (একদিন) আসরের নামায আদায় করলেন, তারপর এক ব্যক্তি নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হলো, উমর (রা) তাঁকে দেখে বললেন, বসো! কেননা আহলে কিতাবরা তাদের নামাযে বিরতি না করার কারণে ধ্বংস হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ইবনুল খাত্তাব অতি উত্তম কথাই বলেছেন।

[হাকিম, তাবারানী ও আবূ দাউদ। আহমদের হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

أَبْوَابُ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالْوَتْر

রাতের নামায ও বিতর নামায সম্পর্কিত অধ্যায়সমূহ

(١) بَابُ مَاجَاءَ فِي فَصْلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْحَثُّ عَلَيْهَا وَأَفْضَلُ أَوْقَاتِهَا

(১) অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রকালীন নামাযের বৈশিষ্ট্য, তার প্রতি উৎসাহ দান এবং তা পড়ার উত্তম সময় সম্পর্কিত বর্ণনা

(٩٩٦) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَىُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ الصَّلَاةُ فِى جَوْفِ اللَّيلِ، قِيْلَ أَىُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ شَهْرُ اللّٰهِ الَّذِىْ تَدْعُوْنَهُ الْمُحَرَّمَ

(৯৯৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ফরয নামাযের পর কোন্ নামায সবচেয়ে বেশী উত্তম? তিনি (উত্তরে) বলেন ঃ মধ্য রাতের অন্ধকারে যে নামায (আদায় করা হয়)। তাঁকে বলা হলো রমযানের রোযার পর কোন্ রোযা উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ্র সেই মাস যাকে তোমরা মুহাররম বলে ডাক (অর্থাৎ মুহাররম মাসের রোযা)। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী ও ইবন্ মাজাহ।]

(٩٩٧) عَنِ الْأَغَرِّ أَبِى مُسْلِمٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى سَعِيْدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ يُمْهِلُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ يَهْبِطُ فَيَقُوْلُ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرَلَهُ

(৯৯৭) আল-আগাররা আবূ মুসলিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আবূ হুরায়রা (রা) ও আবূ সাঈদ (রা)-এর (কথার) পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর (এ কথার) পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা রাত্রির এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেন। তারপর অবতীর্ণ হয়ে বলেন ঃ কোন আহবানকারী কি আছে যার আহবানে সাড়া দেয়া হবে, কিংবা কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী কি আছে, যাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী ও ইবন্ মাজাহ।]

(٩٩٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ إِمْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِى وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللّٰهُ إِمْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِى وَجْهِهِ بِالْمَاءِ -

(৯৯৮) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে জাগে এবং নামায আদায় করে এবং সে তার স্ত্রীকে জাগিয়ে তোলে। অতঃপর সেও নামায আদায় করে। আর যদি সে অস্বীকৃতি জানায় তবে সে তার মুখে পানির ছিটা দেয়। আল্লাহ এমন নারীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন যে রাত্রিকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে ও নামায আদায় করে এবং সে তার স্বামীকেও

ঘুম থেকে জাগায় আর সেও নামায আদায় করে। আর যদি সে অস্বীকৃতি জানায় তবে তার মুখে পানি দিয়ে ছিটা দেয়।

[আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ। ইবন্ হাব্বান, বায়হাকী, হাকিম। তিনি বলেন, হাদীসটি সহীহ, মুসলিমের শর্তে উপনীত।]

(৯৯৯) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْبِئْنِي عَنْ أَمْرٍ إِذَا أَخَذْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ أَفْشِ السَّلَامَ وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ وَصِلِ الْأَرْحَامَ وَصَلِّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ثُمَّ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

(৯৯৯) তাঁর (আবূ হুরায়রা (রা)) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে এমন কোন বিষয় সম্পর্কে খবর দিন, যা করলে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি (উত্তরে) বললেন ঃ তুমি সালামের প্রচলন কর, (অভুক্তকে) খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখ আর লোকেরা যখন ঘুমে নিমগ্ন (এমন গভীর) রাতে নামায আদায় কর, তারপর তুমি নির্বিঘ্নে বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর।

[তিরমিযী, ইবন্ হাব্বান ও হাকিম। তিনিও ইবন্ আবূ দুনিয়া হাদীসটি সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।]

(১০০০) عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَيُّ قِيَامِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي يَشُكُّ عَوْفٌ فَقَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْغَابِرِ أَوْنِصْفُ اللَّيْلِ، وَقَلِيْلٌ فَاعِلُهُ

(১০০০) আবূ মুসলিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আবূ যর (রা)-কে বললাম, রাত্রের কোন্ সময়ে দাঁড়ানো (নামায পড়া) উত্তম? আবূ যর (রা) বললেন ঃ তুমি আমাকে যেভাবে জিজ্ঞেস করলে আমিও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অনুরূপভাবে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আওফ (রা) (এক রাবী) সংশয় প্রকাশ করে বলেন, তিনি বলেন, গভীর রাত্রি কিংবা অর্ধ রাত্রির (নামায) এবং তা পালনকারী খুবই কম। [এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এর সনদ উত্তম।]

(১০০১) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَجَوْفُ اللَّيْلِ الْأٰخِرِ أَجْوَبُهُ دَعْوَةً قُلْتُ أَوْجَبُهُ؟ قَالَ لَا بَلْ أَجْوَبُهُ، يَعْنِي بِذَالِكَ الْإِجَابَةَ

(১০০১) আমর ইবন্ আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাত্রিকালীন নামায দুই, দুই (রাকা'আত) এবং রাত্রির শেষভাগ আহ্বানে সাড়া দেয়ার (উপযুক্ত) সময়। আমি বললাম, (রাত্রির শেষ ভাগ) বেশী অপরিহার্য সময় কি? তিনি বললেন ঃ না, বরং দু'আ কবুল হবার জন্য বেশী উপযুক্ত।

[তাবারানীর মু'জামুল কাবীর গ্রন্থে ইবনে খোযাইমা ও তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।]

(১০০২) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللّٰهُ إِلَيْهِمْ اَلرَّجُلُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوْا لِلصَّلَاةِ وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوْا لِلْقِتَالِ

(১০০২) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ তিন প্রকৃতির লোক দেখে আল্লাহ তা'আলা হাসেন। (১) এমন ব্যক্তি, যে নামাযের উদ্দেশ্যে গভীর রাতে জেগে উঠে (২) এমন সম্প্রদায় যারা নামাযের উদ্দেশ্যে কাতারবন্দী হয় এবং (৩) এমন গোত্র যখন তারা (ন্যায়সঙ্গত) যুদ্ধের জন্য কাতার বন্দী হয়।

[আবূ ইয়ালী তাঁর মুসনাদে উল্লেখ করেছেন। সুয়ূতী জামে উস্ সাগীরে বর্ণনা করে সহীহ্ হবার প্রতীক ব্যবহার করেছেন।]

(١٠٠٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَصُوْمُ نِصْفَ الدَّهْرِ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللّٰهِ صَلَاةُ دَوُدَ كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ يَقُوْمُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ

(১০০৩) আব্দুল্লাহ ইবন্ আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় রোযা হলো দাউদ (আ)-এর রোযা। তিনি অর্ধ যুগ রোযা রাখতেন। আর আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় নামায হলো দাউদ (আ)-এর নামায। তিনি রাত্রির কিয়দংশ ঘুমাতেন। তারপর জেগে উঠতেন তারপর আবার তার শেষাংশে ঘুমাতেন। তিনি অর্ধরাতের পর রাত্রির এক তৃতীয়াংশ জেগে থাকতেন।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী ও ইবন্ মাজাহ।]

(١٠٠٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَايَدَعُهُ، فَإِنْ مَرِضَ قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَقُوْلُ بِحَسْبِى أَنْ أُقِيْمَ مَاكُتِبَ لِى وَأَنَّى لَهُ ذَالِكَ-

(১০০৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী পত্নী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের উচিত রাত্রি জাগরণ করা। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) তা কখনও ছাড়তেন না। তিনি যদি রোগাক্রান্ত হতেন তখনও তিনি বসে বসে কিরাআত পাঠ করতেন। আমি জানি যে, তোমাদের কেউ কেউ বলবে যে, আমার জন্য যা নির্ধারিত আমি ততটুকুই জাগব এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। (আসলে) তার একথা বলার সুযোগ কোথায়?

[এটা একটা দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। হাদীসটি আয়িশা (রা)-এর মানাকিবে আবার আসবে।]

(١٠٠٥) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَتَفَطَّرَ رِجْلَاهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَتَصْنَعُ هٰذَا وَقَدْ غُفِرَلَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَاتَأَخَّرَ؟ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا

(১০০৫) উরওয়াহ ইবনুয্ যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নামায আদায় করতেন তখন দীর্ঘ দাঁড়ানোর কারণে তার পদযুগল ফেটে যেত। তা দেখে আয়িশা (রা) বলতেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পূর্ববর্তী পরবর্তী গুনাহসমূহ মার্জনা করা হয়েছে অথচ আপনি এ রকম করতেছেন। তিনি বলেন ঃ হে আয়িশা! তাই বলে কি আমি কৃতজ্ঞ বান্দাও হতে পারব না।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١٠٠٦) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ (وَفِى رِوَايَةٍ قَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ) فَقِيْلَ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا

(১০০৬) মুগীরাহ ইবন্ শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী (সা) এতো বেশী নামায পড়তেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ নবী (সা) (নামাযে) দীর্ঘ সময় দাঁড়াতেন। ফলে তাঁর পদযুগল ফুলে উঠত। তখন তাঁকে বলা হয়েছিল যে, মহান আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী যাবতীয় পাপরাশি কি ক্ষমা করে দেন নি? তিনি বলেছিলেন ঃ তাই বলে কি আমি একজন কৃতজ্ঞতা পরায়ণ বান্দাও হতে পারব না।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١٠٠٧) عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فُلاَنًا نَامَ الْبَارِحَةَ وَلَمْ يُصَلِّ شَيْئًا حَتّٰى أَصْبَحَ فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِى أُذُنِهِ قَالَ يُونُسُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّ بَوْلَهُ وَاللّٰهِ ثَقِيْلٌ

(১০০৭) ইউনুস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি হাসান থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর নিকট এসে বলল ঃ অমুক ব্যক্তি গতকাল কোন নামায আদায় না করেই ঘুমিয়ে পড়ে, এমনকি (পরদিন) ভোর হয়ে যায়। তিনি (নবী সা) বললেন ঃ শয়তান তার কানে পেশাব করে দিয়েছে। ইউনুস বলেন ঃ হাসান (রা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! শয়তানের পেশাব অত্যন্ত ভারী। [বুখারী ও মুসলিম।]

(١٠٠٨) عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مِنَ اللَّيْلِ (وَفِى رِوَايَةٍ وَذَالِكَ مِنَ السَّحَرِ) فَأَيْقَظَنَا لِلصَّلاَةِ، قَالَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ قَالَ فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسًّا، قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْنَا فَأَيْقَظَنَا وَقَالَ قُوْمَا فَصَلِّيَا، قَالَ فَجَلَسْتُ وَأَنَا أَعْرُكُ عَيْنِى وَأَقُوْلُ إِنَّا وَاللّٰهِ مَانُصَلِّى إِلا مَاكُتِبَ لَنَا. إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللّٰهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا قَالَ فَوَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ وَيَضْرِبُ عَلَى فَخِذِهِ، مَانُصَلِّى إِلاَّ مَاكُتِبَ لَنَا. مَانُصَلِّى إِلاَّ مَاكُتِبَ لَنَا، وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً

(১০০৮) আলী ইবন্ হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে, (তাঁর পিতা) তাঁর দাদা আলী ইবন্ আবূ তালেব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) আমার ও ফাতিমার নিকট প্রবেশ করলেন (অন্য বর্ণনায় আছে তা ছিল গভীর রজনীতে) তারপর তিনি আমাদেরকে নামাযের জন্য জাগালেন। তিনি (আলী রা) বলেন ঃ তারপর তিনি বাড়ী চলে গেলেন এবং (অভ্যাসানুযায়ী) দীর্ঘক্ষণ রাতের নামায আদায় করলেন। তিনি বলেন ঃ তারপর তিনি যখন আমাদের কোন সাড়া শব্দ শুনতে পেলেন না ঃ তিনি বলেন ঃ তখন তিনি আবার আমাদের নিকট ফিরে আসলেন ও আমাদেরকে জাগালেন এবং বললেন, তোমরা জেগে উঠে নামায আদায় কর। তিনি (আলী রা) বলেন ঃ তারপর আমি উঠে বসলাম এবং চোখ মুছতে মুছতে বললাম ঃ আল্লাহর কসম! আমাদের উপর নির্ধারিত নামায ছাড়া আমরা আর কোন নামায পড়ব না। কেননা আমাদের প্রাণ তো আল্লাহর হাতেই। সুতরাং তিনি যখন আমাদেরকে জাগাবেন তখন আমরা জাগ্রত হবো। তিনি (আলী রা) বলেন ঃ এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উরুতে আঘাত দিয়ে একথা বলতে বলতে ফিরে গেলেন যে, (কি মজার কথা) আমরা আমাদের উপর নির্ধারিত নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়ব না, আমরা আমাদের উপর নির্ধারিত নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়ব না। মানুষ মূলতই বড় তর্কবাজ। [বুখারী, মুসলিম ও বায়হাকী।]

(١٠٠٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (بْنِ الْعَاصِ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ لاَتَكُوْنَنَّ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

(১০০৯) আব্দুল্লাহ ইবন্ আমর (ইব্‌নুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হে আব্দুল্লাহ! তুমি যেন অমুক ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যেয়ো না। সে রাত্রি জেগে থেকে নামায পড়ত তারপর রাত্রি জাগা ছেড়ে দিয়েছে। [বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও তাবারানী তাঁর মু'জামুল কাবীর গ্রন্থে।]

(١٠١٠) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ عُقِدَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثُ عُقَدٍ بِجَرِيْرٍ فَإِنْ قَامَ فَذَكَرَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ أُطْلِقَتْ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ مَضَى فَتَوَضَّأَ أُطْلِقَتِ الثَّانِيَةُ، فَإِنْ مَضَى فَصَلَّى أُطْلِقَتِ الثَّالِثَةُ، فَإِنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَقُمْ شَيْئًا مِنَ اللَّيْلِ وَلَمْ يُصَلِّ أُصْبِحَ وَهُوَ عَلَيْهِ، يَعْنِى الْجَرِيْرَ (وَفِى لَفْظٍ) وَإِنْ هُوَ بَاتَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى يُصْبِحَ أَصْبَحَ وَعَلَيْهِ الْعُقَدُ جَمِيْعًا -

(১০১০) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুমায় তখন তার মাথার উপর তিনটি গিঁট দেয়া হয়। সে যদি (রাত্রিতে) জেগে উঠে এবং মহান আল্লাহ তা'আলার যিকির করে তবে (তার) একটি গিঁট খুলে দেয়া হয়। আর যদি সে ওযূ করে তবে দ্বিতীয় গিঁট থেকে খুলে দেয়া হয়। আর যদি সে নামায আদায় করে তবে তার তৃতীয় বাঁধনও খুলে দেয়া হয়। আর যদি সে রাতের নূন্যতম অংশ না জাগে এবং নামায আদায় না করে তবে ভোর হলেও তা তার (মাথার) উপরই থাকবে অর্থাৎ রশির বাঁধন। (অন্য শব্দে আছে) যদি সে রাত্রি যাপন করে ও আল্লাহ যিকির না করে, ওযূ না করে এবং নফল নামাযও না পড়ে এম-তাবস্থায় ভোর হয়ে যায় তবে তার (মাথার) উপর সমুদয় বাঁধন বহাল থাকে।

[বুখারী, মুসলিম, ইমাম মালিক, আবূ দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী, ইবন্ মাজাহ ও অন্যান্য।]

(١٠١١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى إِلَّا وَعَلَى رَأْسِهِ جَرِيْرٌ مَعْقُوْدٌ ثَلَاثَ عُقَدٍ حِيْنَ يَرْقُدُ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالَى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا -

(১০১১) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, কোন নারী, পুরুষ যখন সে ঘুমায় তখন তার মাথায় তিন তিনটি রশির বাঁধন শক্ত করে বাঁধা হয়। তারপর যখন সে ঘুম থেকে (রাত্রি বেলা) জেগে উঠে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে তখন তার একটি বাঁধন খুলে যায়। তারপর যখন সে জেগে উঠে (নামাযের) ওযূ করে তখন আরেক বাঁধন খুলে যায়। তারপর যখন সে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন তার সব বাঁধন মুক্ত হয়ে যায়। [ইবন্ খুযায়মা ও ইবন্ হাব্বান। এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(٢) بَابُ مَاجَاءَ فِى أَذْكَارِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِرَاءَتِهِ وَدَعَوَاتِهِ فِىْ صَلَاةِ اللَّيْلِ

(২) অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিকালীন (নফল) নামায নবী (সা)-এর যিকির, কিরাআত ও দু'আ সম্পর্কে যা এসেছে

(١٠١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبَسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا دَخَلَ فِى الصَّلَاةِ قَالَ اَللّٰهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، قَالَ ثُمَّ قَرَأَ الْبَقَرَةَ ثُمَّ رَكَعَ وَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوْعِهِ، وَكَانَ يَقُوْلُ لِرَبِّىَ الْحَمْدُ لِرَبِّىَ الْحَمْدُ ثُمَّ

سَجَدَ فَكَانَ سُجُوْدُه نَحْوًا مِنْ قِيَامِه، وكَان يَقُوْل سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ مَابَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنَ السُّجُوْد، وكَانَ يَقُوْل رَبِّ اغْفِرْلِى رَبِّ اغْفِرْلِى، قَالَ حَتَّى قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ أَوِ الْأَنْعَامَ شُعْبَةُ الَّذِى يَشُكُّ فِى الْمَائِدَةِ وَالْأَنْعَامِ

(وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِأُصَلِّى بِصَلَاتِه فَافْتَتَحَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً لَيْسَتْ بِالْخَفِيَّةِ وَلَا بِالرَّفِيْعَةِ قِرَاءَةً حَسَنَةً يُرَتِّلُ فِيْهَا يُسْمِعُنَا. قَالَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِه، (فَذَكَرَ الْحَدِيْث بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ وَفِيْه) قَالَ عَبْدُ الْمَلِك بْنِ عُمَيْرٍ هُوَ تَطَوُّعُ اللَّيْلِ

(وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) قَالَ قُمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَرَأَ السَّبْعَ الطُّوَلَ فِى سَبْعِ رَكْعَاتٍ وكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰه ذِى الْمَلَكُوْتِ وَلْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ، وكَانَ رُكُوْعُه مِثْلَ قِيَامِه، وَسُجُوْدُهُ مِثْلَ رُكُوعِه، فَانْصَرَفَ وَقَدْ كَادَتْ تَنْكَسِرُ رِجْلَاىَ

(১০১২) আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমাকে আমার পিতা বলেছেন, আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবন্ জা'ফর বর্ণনা করেন যে, তাঁদেরকে শু'বাহ আমর ইবন্ মুররা থেকে তিনি আবূ হামযা নামক এক আনসারী থেকে তিনি আব্স গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে, তিনি হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সাথে রাত্রিকালীন নামায আদায় করেন। যখন তিনি নামাযে প্রবেশ করলেন, তখন বললেন ঃ اَللّٰهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ তিনি বলেন ঃ তারপর তিনি সূরা বাকারাহ পাঠ করেন। তারপর তিনি রুকু করেন। তার রুকুর পরিমাণও ছিল দাঁড়ানোর (সময়ের) অনুরূপ। তিনি রুকুতে সুবহানা রাব্বি আল'আযীম" তারপর তিনি তাঁর মাথা উঠালেন, (এখানেও) তাঁর দাঁড়ানো ছিল রুকুর ন্যায় (দীর্ঘ)। তখন তিনি বলেন। লিরাব্বিল আল হামদ, লিরাব্বি আল হামদ তারপর তিনি সিজদা করেন এবং তাঁর সিজদার পরিমাণ ছিল দাঁড়ানোর নায় দীর্ঘ (সিজদাতে) তিনি বলেন সুবহ-ানা রাব্বি আল আলা (২) তারপর তিনি তার মাথা উঠান তাঁর দু' সিজদার মাঝে সময় ছিল সিজদা সমপরিমাণ এবং তখন তিনি رَبِّ اغْفِرْلِىْ رَبِّ اغْفِرْلِى বলেন। তারপর তিনি সূরা বাকারাহ, আল-ইমরান, নিসা, মায়িদাহ, কিংবা আন'আম পাঠ করেন। (রাবী) শু'বা মায়িদা না আন'আম এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

(দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন ঃ কোন এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তাঁর নামাযের মত নামায পড়ার জন্য তাঁর নিকট আসি। তিনি (নামাযের শুরুতে) সূরা ফাতিহা পাঠ করেন যা অতি গোপনে কিংবা অতি উচ্চস্বরে ছিল না। তিনি তাতে এমন সাবলীল কিরাআত পাঠ করছিলেন যা আমাদের শুনানো হচ্ছিল। তিনি বলেন ঃ তারপর তিনি দাঁড়ানোর ন্যায় (দীর্ঘ) রুকু করলেন। (তারপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেন।) আব্দুল মালিক ইবন্ উমায়ের বলেন ঃ এটা ছিল তাঁর রাত্রকালীন নফল নামায।

(তৃতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন ঃ আমি কোন এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামাযে দাঁড়ালাম (দেখলাম) তিনি সাত রাকাআতে সাতটি দীর্ঘ সূরা পাঠ করলেন। আর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠালেন তখন বললেন, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ তারপর বলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه ذِى الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ আর তাঁর রুকুর পরিমাণ ছিল দাঁড়ানোর অনুরূপ (দীর্ঘ)। আর সিজদার সময়কালও ছিল রুকুর ন্যায় দীর্ঘ। তারপর তিনি যখন (নামায) শেষ করলেন তখন আমার পা ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হলো।

[আবূ দাউদ ও নাসায়ী। নাসায়ীর সনদ উত্তম। হাদীসটি অন্য ভাষায় মুসলিমও হুযাইফা থেকে বর্ণনা করেছেন।]

(١٠١٣) عَنْ رَبِيْعَةَ الْجَرْشِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَبِمَ كَانَ يَسْتَفْتِحُ؟ قَالَتْ كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَيُهَلِّلُ عَشْرًا، وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي عَشْرًا، وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الضِّيْقِ يَوْمَ الْحِسَابِ عَشْرًا

(১০১৩) রবীয়াহ আল জারশী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রাত্রিকালীন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তিনি কি বলতেন এবং কিসের মাধ্যমে শুরু করতেন? তিনি উত্তরে বলেন, তিনি দশবার 'আল্লাহু আকবার' দশবার 'সুবহানাল্লাহ' দশবার 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং দশবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়তেন। তারপর আরও দশবার اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي বলতেন, এবং সবশেষে দশবার اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الضِّيْقِ يَوْمَ الْحِسَابِ বলতেন।

[নাসায়ী ও অন্যান্য। এর সনদ উত্তম।]

(١٠١٤) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ كَبَّرَ وَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اهْدِنِى لِمَا اخْتَلَفْتُ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ، قَالَ يَحْيَ قَالَ أَبُوْسَلَمَةَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزَةٍ وَنَفْثَةٌ وَنَفْخِهِ، قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أٰلِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ قَالُوْلَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هَمْزُهُ وَنَفْخُهُ وَزِفْثُهُ؟ قَالَ أَمَّا هَمْزُهُ فَهٰذِهِ الْمَوْتَةُ الَّتِى تَأْخُذُ بَنِى آدَمَ، وَأَمَّا نَفْخُهُ فَالْكِبْرُ. وَأَمَّا نَفْثُهُ فَالشِّعْرُ

(১০১৪) ইয়াহ্ইয়া ইবন আবূ কাছীর থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ সালামাহ ইবন্ আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রাত্রিবেলা (নামাযে) দাঁড়াতেন তখন তিনি কিসের মাধ্যমে নামায শুরু করতেন? তিনি (উত্তরে) বলেন, তিনি যখন দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং বলতেন ঃ (اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ أَهْدِنِى لِمَا اخْتَلَفْتُ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ হে আল্লাহ, জিব্রাইল, মিকাঈল, ইস্রাফীলের প্রভু, আসমান যমীনের স্রষ্টা, গাইবের অধিপতি ও উপস্থিত-গারব জান্তা, তুমি তোমার বান্দারা যে বিষয়ে পরস্পর মতদ্বন্দ্ব করে সে ব্যাপারে ফায়সালা দাও। তোমার অনুমতিক্রমে সত্যের যে বিষয়ে আমরা শতদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছি সে বিষয়ে তুমি আমাকে হিদায়াত কর। কারণ যাকে ইচ্ছা তুমি সিরাতুল মুস্তাকীম হিদায়ত কর।) ইয়াহইয়া বলেন ঃ আবূ সালামাহ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রাত্রিকালে (নামাযে) দাঁড়াতেন তখন তিনি বলতেন (اَللّٰهُمَّ

إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট বিতাড়িত ও অভিশপ্ত শয়তান থেকে এবং তার খোঁচা, অনিষ্টকারী ফুঁক ও প্রবঞ্চনা থেকে পানাহ চাই।) তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলতেন ঃ তোমরা অভিশপ্ত শয়তানের গুঁতো, প্রবঞ্চনা ও ফুৎকার থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! তার (শয়তানের) গুঁতো, প্রবঞ্চনা ও ফুঁক আবার কি? তিনি (উত্তরে) বললেন, তার গুঁতো হলো এই যে, বনী আদম খোঁচড় খায়, আর তার প্রবঞ্চনা হলো অহমিকা, আর তার ফুঁক হলো কবিতা।

[প্রথমাংশ মুসলিম। দ্বিতীয়াংশ আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী।]

(١٠١٥) عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِى مَاقَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ

(১০১৫) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন গভীর রজনীতে নামাযে দাঁড়াতেন তখন তিনি বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ .....لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ হে আল্লাহ! তোমার জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তুমি আসমান যমীনের জ্যোতি (আলোকিতকারী)। তোমার জন্য যাবতীয় প্রশংসা! তুমিই আসমান যমীনের প্রতিষ্ঠাতা। তোমার জন্য যাবতীয় প্রশংসা। (কেননা) তুমি আসমান যমীন ও উহার মধ্যস্থ যাবতীয় কিছুর পালনকর্তা। তুমি সত্য, তোমার বাণী সত্য, তোমার সাথে সাক্ষাৎ হবে এটাও সত্য, বেহেশত সত্য, দোযখ সত্য, কিয়ামত সত্য (এ কারণে) হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তোমার প্রতি ভরসা করেছি, তোমার নিকট ফিরে যাবো, তোমার জন্যই বাদানুবাদ করছি এবং তোমার কাছেই বিচার-ফয়সালা চাচ্ছি। সুতরাং তুমি আমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী, গোপন, প্রকাশ সমুদয় পাপরাশিকে ক্ষমা করে দাও। তুমি তো মহান সত্তা, তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী, ইবন্ মাজাহ ও অন্যান্য।]

(١٠١٦) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَمَقَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَجَعَلَ يَقُوْلُ فِى صَلَاتِهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِى فِى دَارِى وَبَارِكْ لِى فِيْمَا رَزَقْتَنِى

(১০১৬) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের মধ্য হতে জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা)-কে নামাযরত অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করেন, তিনি তাঁর নামাযের মধ্যে বলতে শুরু করেন اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِى وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ হে আল্লাহ, তুমি আমার পাপরাশিকে ক্ষমা করে দাও, আমার গৃহকে আমার জন্য বিস্তৃত করে দাও এবং তুমি আমাকে যে রিযিক দান করেছ তাতে বরকত দান কর।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এ হাদীসর সনদে কয়েকজন বিতর্কিত রাবী থাকলেও তাবরানীর অন্য একটি হাদীস তাকে সমর্থন করে।]

(١٠١٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ نَوْمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنَابَةِ اَيَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ؟ فَقَالَتْ كُلُّ ذَالِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ، قَالَ قُلْتُ لَهَا كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ أَيَجْهَرُ أَيَمْ يُسِرُّ؟ قَالَتْ كُلُّ ذَالِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، وَرُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا اَسَرَّ.

(১০১৭) আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাপাকী অবস্থার নিদ্রা কেমন ছিল, তিনি কি ঘুমানোর পূর্বে গোসল করতেন? তিনি বলেন ঃ ঐ সবের সব কিছুই তিনি করতেন। কখনও তিনি গোসল করতেন তারপর ঘুমাতেন। আবার কখনও ওযূ করতেন তারপর ঘুমাতেন। তিনি বলেন ঃ আমি তাঁকে বললাম, রাত্রিকালীন (নামাযে) রাসূলুল্লাহ (সা) কিভাবে কিরাআত পাঠ করতেন, প্রকাশ্যে না কি গোপনে? তিনি (উত্তরে) বললেন ঃ তিনি এ সবের প্রত্যেকটাই করতেন। কখনও প্রকাশ্যে আবার কখনও গোপনে পাঠ করতেন।

[আবূ দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী, ইবন্ মাজাহ। তিরমিযী হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন। হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٠١٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّابَدَّنَ وَثَقُلَ يَقْرَأُ مَاشَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا غَبَرَ مِنَ السُّوْرَةِ ثَلَاثُوْنَ أَوْ أَرْبَعُوْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ

(১০১৮) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বয়স বেড়ে যাওয়ায় শরীর ভারী হয়ে যায়, তখন তিনি মহান আল্লাহর ইচ্ছায় বসে কিরাআত পাঠ করতেন। তারপর যখন (ঐ) সূরার ত্রিশ কিংবা চল্লিশ আয়াত পড়া হয়ে যেত তখন তিনি দাঁড়াতেন। তারপর উক্ত সূরা পাঠ (শেষ) করতেন, অতঃপর সিজদা করতেন।

[বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ।]

(١٠١٩) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْاٰنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَايَقُوْلُ فَلْيَضْطَجِعْ

(১০১৯) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের কেউ যখন রাত্রিকালে (নামাযে) দাঁড়ায় তখন যদি আল কুরআন ঘুমের কারণে তার মুখে জড়িয়ে যায় এমতাবস্থায় সে যা পড়ছে তা যদি বুঝতে না পারে তবে তার উচিত শুয়ে পড়া।

[মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, বায়হাকী ও ইবন্ মাজাহ।]

(٣) بَابُ مَارُوِىَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِى صِفَةِ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ -

(৩) অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাত্রিকালীন (নফল) নামাযের বিবরণ সম্পর্কে ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে

(١٠٢٠) عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِىَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِى طُوْلِهَا، فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى إِذَا إِنْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ أَوْبَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْهَيَاتِ خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ الَّذِى صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِى وَاخَذَ أُذُنِى الْيُمْنَى فَفَتَلَهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ

(১০২০) ইবন্ আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম কুরাইব (রা) থেকে বর্ণিত, ইবন্ আব্বাস (রা) তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি নবী (সা) পত্নী মায়মূনা (রা)-এর কাছে রাত্রি যাপন করেছেন। তিনি (মায়মূনা) তার খালা ছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমি বালিশে আড়াআড়িভাবে শুয়ে পড়লাম আর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর পরিবার তাতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর যখন অর্ধ রাত্রি কিংবা তার কিছু পূর্বে অথবা কিছু পার হল রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুম থেকে উঠলেন এবং হাত দিয়ে তাঁর মুখমন্ডল থেকে ঘুমের আমেজ মুছে ফেললেন। তারপর তিনি সূরা আল ইমরানের শেষের দশটি আয়াত পাঠ করলেন। তারপর ঝুলিয়ে রাখা একটা মশক হতে পানি নিয়ে ওযূ করলেন এবং তা উত্তমভাবে করলেন, তারপর নামাযে দাঁড়ালেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমিও দাঁড়ালাম এবং তিনি যে রকম করছিলেন আমিও অনুরূপ করতে লাগলাম। তারপর আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমার মাথার উপর তাঁর হাত রাখলেন এবং আমার ডান কান ধরে মলে দিলেন। তারপর তিনি দু' রাকা'আত নামায পড়লেন। অতঃপর দু' রাকা'আত, অতঃপর দু' রাকা'আত, অতঃপর দু' রাকা'আত, অতঃপর দু' রাকাআত, অতঃপর দু' রাকা'আত নামায পড়লেন। তারপর বিতর নামায আদায় করলেন। অতঃপর শুয়ে পড়লেন। তারপর মুয়ায্যিন যখন (ফজরের আযান) দিতে তাঁর নিকট আসলেন তখন তিনি উঠলেন এবং সংক্ষিপ্ত কিরাআতে দু' রাকা'আত আদায় করে নিলেন। তারপর মসজিদের দিকে বেরিয়ে পড়লেন এবং ফজরের (ফরয) নামায আদায় করলেন। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١٠٢١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَبَعًا ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، قَالَ نَامَ الْغُلَيْمُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، قَالَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِيْنِ ثُمَّ صَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ أَوْ خَطِيْطَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

(১০২১) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আমার খালা নবী (সা) পত্নী মায়মূনার নিকট রাত্রিযাপন করেছি। (দেখেছি) রাসূলুল্লাহ (সা) ইশার নামায আদায় করলেন তারপর (ঘরে এসে) চার রাকা'আত নামায আদায় করলেন। তিনি বললেন ঃ ছেলেটি কি ঘুমাচ্ছে কিংবা এ ধরনের কোন কথা বললেন। তিনি (ইবন্ আব্বাস। বলেন ঃ তারপর আমি গেলাম এবং তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে নিলেন। তারপর তিনি পাঁচ রাকা'আত অতঃপর দু' রাকা'আত নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি তাঁর ঘুমের শব্দ শুনতে পেলাম। অতঃপর তিনি (ওযূ না করেই) নামাযের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

[বুখারী, নাসায়ী ও বায়হাকী।]

(١٠٢٢) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَتَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوأً بَيْنَ الوُضُوءِ يْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِى فَأَدَارَ نِى عَنْ يَمِيْنِهِ فَتَتَامَّتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَاتَاه بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَكَانَ يَقُوْلُ فِى دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِى قَلْبِى نُورًا وَفِى بَصَرِى نُورًا، وَفِى سَمْعِى نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِى نُوْرًا، وَعَنْ يَسَارِىْ نُوْرًا، وَمِنْ فَوْقِى نُورًا، وَمِنْ تَحْتِى نُورًا، وَمِنْ أَمَامِى نُورًا، وَمِنْ خَلْفِى نُوْرًا، وَأَعْظِمْ لِى نُوْرًا، قَالَ كُرَيْبُ وَسَبْعٌ فِى التَّابُوْتِ، قَالَ فَلَقِيْتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِى بِهِنَّ فَذَكَرَ عَصَبِى وَلَحْمِى وَدَمِىْ وَشَعْرِىْ وَبَشَرِى قَالَ وَذَكَر خَصْلَتَيْنِ

(১০২২) তাঁর (ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আমার খালা মায়মূনার নিকট রাত্রিযাপন করেছি। রাত্রিকালে (দেখলাম) রাসূলুল্লাহ (সা) (ঘুম থেকে) উঠলেন এবং তাঁর হাজত সেরে আসলেন, তারপর তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ধৌত করলেন, তারপর উঠে দাঁড়ালেন তারপর মশ্‌কের কাছে আসলেন এবং তার রশি খুললেন। অতঃপর তিনি দুই ওযূর মাঝখানে (মধ্যমানের) ওযূ করলেন, তাতে বেশী কিছু না করে তবে পূর্ণ করে নিলেন। তারপর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন। আমিও উঠে দাঁড়ালাম বিলম্ব করে, যাতে তিনি বুঝতে না পারেন যে, আমি তাঁকে পর্যবেক্ষণ করছি। এমতাবস্থায় আমি ওযূ করলাম, তারপর তিনি যখন নামাযে দাঁড়ালেন তখন আমি তাঁর বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমার কান ধরে তাঁর ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাত্রিকালীন তের রাকা'আত নামায সমাপ্ত হলো, তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন। এমনকি তিনি (ঘুমের ভিতরে উচ্চস্বরে) নিঃশ্বাস ফেললেন। আর তিনি যখন ঘুমাতেন তখন (জোরে) নিঃশ্বাস ফেলতেন। তারপর বিলাল (রা) আসলেন এবং তাঁকে নামাযের জন্য ডাক দিলেন। তারপর তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং নামায আদায় করলেন অথচ ওযূ করলেন না। তিনি তাঁর দু'আর ভিতর বলতে লাগলেন اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ ..... وَأَعْظِمِ لِىْ نُوْرًا হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে আলোকিত কর এবং শ্রবণ শক্তিকে আলোকিত কর, আমার ডান পার্শ্বকে আলোকিত কর, আমার বাম পার্শ্বকে আলোকিত কর। আমার উপরকে আলোকিত কর, আমার নীচে আলোকিত কর। আমার সম্মুখভাগকে আলোকিত কর, আমার পশ্চাৎভাগকে আলোকিত কর। উজ্জ্বল জ্যোতিকে তুমি আমার জন্য সমুন্নত কর)। কুরায়েব বলেন, আরও সাতটি বাক্য (যা ভুলে গেছি)। তিনি বলেন ঃ এরপর আব্বাস (রা)-এর ছেলের সাথে আমার সাক্ষাত হলে তিনি আমাকে ঐ সব বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা দেন। তিনি উল্লেখ করেন, আমার শিরা, আমার গোশত, আমার রক্ত, আমার চুল এবং আমার চামড়া (আলোকিত করুন) এবং তিনি আরও দু'টি বিষয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী, ইবন্ মাজাহ্।]

(١٠٢٣) عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُمَا قَالَ أَتَيْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ فَبِتُّ عِنْدَهَا فَوَجَدْتُ لَيْلَتَهَا تِلْكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى نَاحِيَةٍ مِنْهَا، فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ فَإِذَا عَلَيْهِ لَيْلٌ فَسَبَّحَ وَكَبَّرَ حَتَّى نَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ ثُلُثَاهُ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَى قِرْبَةٍ عَلَى شَجْبٍ فِيْهَا مَاءٌ فَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ، قَالَ يَزِيْدُ حَسِبْتُهُ قَالَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ أَتَى مُصَلاَّهُ فَقُمْتُ وَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَأَنَا أُرِيْدُ اَنْ أُصَلِّي بِصَلاَتِهِ، فَأَمْهَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا عَرَفَ أَنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُصَلِّي بِصَلاَتِهِ لَفَتَ يَمِيْنَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ دَنَا قَامَ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْتَرَ بِالسَّابِعَةِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ الْفَجْرُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ وَضَعَ جَنْبَهُ فَنَامَ حَتَّى سَمِعْتُ فَخِيْخَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَمَامَسَّ مَاءً، فَقُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَا أَحْسَنَ هٰذَا فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ قُلْتُ ذَاكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَهْ إِنَّهَا لَيْسَتْ لَكَ وَلاَ لأَصْحَابِكَ، إِنَّهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، إِنَّهُ كَانَ يُحْفَظُ

(১০২৩) ইকরামা ইবন্ খালিদ আল-মাখযুমী থেকে বর্ণিত, তিনি সাঈদ ইবন্ যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন। তিনি ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমি আমার খালা মায়মূনা বিন্তে হারিছ (রা)-এর নিকট এসেছিলাম এবং তাঁর নিকট রাত্রি যাপন করেছিলাম। আমি তাঁকে এমন রাত্রিতে পেলাম, যে রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ঘরে থাকার কথা, রাসূল (সা) ইশার নামায আদায় করলেন তারপর তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং দাবাগাত করা চামড়ার তৈরী বালিশে মাথা রাখলেন (শুয়ে পড়লেন) যা ছিল তন্তু দিয়ে ভরানো। আমিও আসলাম এবং তার এক পাশে মাথা রেখে (শুয়ে) পড়লাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং দেখলেন যে, রাত্রির অনেক বাকি আছে, তারপর সুবহানাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর আবার তিনি ঘুম থেকে জাগলেন ততক্ষণে রাত্রি অর্ধাংশ কিংবা তিনি বলেন, এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর বৈষয়িক প্রয়োজন মেটালেন। তারপর তিনি লটকানো এক মশ্কের নিকট আসলেন যাতে পানি ছিল। তিনি তিন বার (গড়গড়া) কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন ও তিনবার হাত কুনই পর্যন্ত ধৌত করলেন এবং তিনি তাঁর মাথা ও কানদ্বয় মাস্হ করলেন। তারপর তিনি তাঁর পা দু'টি ধৌত করলেন। ইয়াযীদ বলেন ঃ আমার মনে হয় তিনি তিন বার তিন বার কথাটি বলেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর নামাযের জায়গায় আসলেন। আমিও উঠলাম এবং তিনি যা যা করেছিলেন আমিও তা-ই করলাম। তারপর আমি এসে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। আমার ইচ্ছা যে, আমিও তাঁর সাথে নামায আদায় করব। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে সুযোগ দিলেন তবে তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আমি তাঁর সাথে নামায আদায় করতে

চাই তখন তিনি তাঁর ডান হাত বাড়ালেন এবং আমার কান ধরে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন, তারপর রাসূল (সা) যখন মনে করলেন যে, রাত্রি বাকি আছে তখন তিনি দু' রাকা'আত দু' রাকা'আত করে নামায আদায় করে চললেন। তারপর যখন ধারণা করলেন যে, ফজরের সময় ঘনিয়ে আসছে তখন তিনি আরও ছয় রাকা'আত নামায আদায় করলেন, এবং সপ্তম রাকা'আত দিয়ে বিতর আদায় করলেন। তারপর যখন ফজরের (আলো) আলোকিত হলো তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং দু' রাকা'আত নামায আদায় করে নিলেন। এরপর তিনি (বিছানায়) পাশ রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি আমি তাঁর ঘুমের মধ্যকার নাক ডাকার শব্দ শুনছিলাম। তারপর বিলাল (রা) আসলেন এবং (ফজর) নামাযের জন্য তাঁকে ডাকলেন, তখন তিনি (ঘর থেকে) বের হয়ে নামায আদায় করলেন অথচ তিনি পানি স্পর্শও করলেন না। আমি সাঈদ ইবন্ যুবায়র (রা)-কে বললাম, এটা বেশ তো চমৎকার। সাঈদ ইবন্ যুবায়র (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি যখন এ কথা ইবন্ আব্বাস (রা)-কে বললাম, তখন তিনি আমাকে (ধমক দিয়ে) বললেন, রাখ! ওটা তোমার কিংবা তোমার বন্ধুদের জন্য নয়। ওটা একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য। কেননা (ঘুমের মাঝেও) তাঁর ওযূ সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١٠٢٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَدَّثَ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَتَّى بَلَغَ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَجَعَ ثُمَّ رَجَعَ أَيْضًا فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْآيَةَ ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى

(১০২৪) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি কোন এক রাতে নবী (সা)-এর নিকট রাত্রি যাপন করেন। (তিনি দেখলেন) নবী (সা) রাত্রিকালে (ঘুম থেকে) উঠলেন, তারপর বাইরে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর সূরা আল-ইমরানের এ আয়াতটি পাঠ করলেন– إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ আয়াতটি পাঠ করতে করতে যখন سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ পর্যন্ত পৌঁছলেন) তখন তিনি ঘরে ফিরে আসলেন, তারপর মিসওয়াক ও ওযূ করলেন, তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং নামায আদায় করলেন, অতঃপর শুয়ে পড়লেন। এরপর আবার তিনি অনুরূপভাবে আকাশের দিকে তাকালেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন। তারপর ফিরে এসে মিসওয়াক করলেন ও ওযূ করলেন। তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং নামায আদায় করলেন। [মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী।]

(١٠٢٥) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ مَعَهُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى ثَلاَثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً حَزَرْتُ قَدْرَ قِيَامِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ

(১০২৫) তাঁর (ইবন্ আব্বাস) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি মায়মূনা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করতেছিলাম। (দেখলাম) নবী (সা) জেগে উঠে রাতের নামায পড়তে লাগলেন। আমিও তাঁর সাথে তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর তিনি তের রাকা'আত নামায আদায় করলেন। আমি অনুমান করলাম যে, তাঁর প্রত্যেক রাকা'আতে দাঁড়ানোর সময়ের পরিমাণ "يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ" বা সূরা মুয্যাম্মিল পাঠ করার সমপরিমাণ। [বায়হাকী। এর সনদ উত্তম।]

(٤) بَابُ مَا رُوِىَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فِىْ صِفَةِ صَلَاةِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ

(অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাত্রিকালীন নামাযের বিবরণ সম্পর্কে উম্মুল-মু'মিনীন আয়িশা (রা) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে

(١٠٢٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ

(১০২৬) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রিকালে যখন নামায পড়ার জন্য জেগে উঠতেন তখন তিনি হালকা দু'রাকা'আত নামায দিয়ে (রাতের নামায) শুরু করতেন।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١٠٢٧) وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مَابَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْأَخِرَةَ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِىْ كُلِّ اثْنَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُفِى سُبْحَتِهِ بِقَدْرِ مَايَقْرَأُ أَحَدُكُمْ بِخَمْسِيْنَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُوَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ أَذَانِهِ قَالَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيَخْرُجُ مَعَهُ -

(১০২৭) তাঁর (আয়িশা (রা)) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী (সা) ইশার নামায থেকে ফজর নামাযের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত এগার রাকা'আত নামায আদায় করতেন। প্রতি দু'রাকা'আতে সালাম ফিরাতেন এবং এক রাকা'আতের মাধ্যমে বিতর আদায় করতেন। তিনি সিজদা থেকে মাথা উঁচু করার আগে তোমাদের কারো পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করার সমপরিমাণ সময় সিজদাবস্থায় থাকতেন। তারপর মুয়ায্যিন যখন তার প্রথম আযান থেকে নিরব হতেন, তখন তিনি দাঁড়াতেন এবং হালকাভাবে দু'রাকা'আত নামায আদায় করে নিতেন। অতঃপর তিনি ডান কাতে শুয়ে পড়তেন। এমনকি যখন (দ্বিতীয় আযান দেয়ার জন্য) মুয়ায্যিন তাঁর কাছে আসতেন তখন তার সাথে (ফজরের নামাযের জন্য) বেরিয়ে পড়তেন।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী, ইবন্ মাজাহ।]

(١٠٢٨) عَنِ الْحَسنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّه دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَسَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسلَّمَ قَالَتْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِالتَّاسِعَةِ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ وَذَكَرَتِ الْوُضُوَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْمُ إِلَى صَلَاتِهِ فَيَأْمُرُ بِطُهْرِهِ وَسِوَاكِهِ فَلَمَّا بَدَّنَ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ بِالسَّابِعَةِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَالَتْ فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَالِكَ حَتَّى قُبِضَ قُلْتُ إِنِّى أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ التَّبَتُّلِ فَمَا تَرَيْنَ فِيهِ، قَالَتْ فَلَاتَفْعَلْ، أَمَا سَمِعْتَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) فَلَا تَبَتَّلْ، قَالَ فَخَرَجَ وَقَدْفَقُهُ فَقَدِمَ الْبَصْرَةَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيْرًا حَتَّى خَرَجَ إِلَى أَرْضِ مَكْرَانَ فَقُتِلَ هُنَاكَ عَلَى أَفْضَلِ عَمَلِهِ

(১০২৮) হাসান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি সা'দ ইবন্ হিশাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা)-এর নিকট প্রবেশ করেন। অতঃপর তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর (রাত্রিকালীন নফল) নামায সম্পর্কে

জিজ্ঞেস করেন। তিনি (উত্তরে) বলেছেন ঃ তিনি (নবী সা) রাতে আট রাকা'আত নামায আদায় করতেন এবং নবম রাকা'আত -এর মাধ্যমে বিতর আদায় করতেন। তারপর বসা অবস্থায় তিনি আরো দু' রাকা'আত নামায আদায় করতেন। তিনি ওযূর কথাও উল্লেখ করেন। তিনি যখন নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করতেন তখন তাঁর পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি ও মিসওয়াক দিতে আদেশ করতেন। তারপর যখন বয়সের কারণে শরীর ভারী হয়ে গেল তখন তিনি ছয় রাকা'আত নামায আদায় করতেন এবং সপ্তম রাকা'আতের মাধ্যমে বিতর আদায় করতেন। এরপর তিনি বসা অবস্থায় আরও দু' রাকা'আত নামায আদায় করে নিতেন। তিনি (আয়িশা) বলেন, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এভাবেই রাতের নামায পড়তেন। আমি বললাম, আমি আপনাকে বিবাহ পরিহার করে ইবাদতে মশগুল থাকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাই, এ প্রসঙ্গে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, না। তুমি তা করবে না। তুমি কি মহান আল্লাহকে বলতে শোন নি? আল্লাহ বলেন, (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) (তোমার পূর্বেও কিছু রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের জন্য স্ত্রী ও বংশধরের ব্যবস্থা করেছি।) সুতরাং বিবাহ করা থেকে বিরত থেকো না। তিনি বলেন, তারপর তিনি বেরিয়ে পড়েন এবং অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর তিনি বসরায় গমন করেন এবং সেখানে তিনি কিছু সময় অবস্থান করেন। পরিশেষে মিকরানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন এবং সেখানে উত্তম আমল নিয়েই নিহত হন। [আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী। হাদীসটির সনদ উত্তম এবং সহীহ্।]

(١٠٢٩) عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيْدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِى آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ قَالَتْ وَثَبَ وَلَا وَاللّٰهِ مَا قَالَتْ قَامَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَلَا وَاللّٰهِ مَا قَالَتِ اغْتَسَلَ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا تُرِيْدُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوْءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ

(১০২৯) আবূ ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আসওয়াদ ইবন্ ইয়াযিদের নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর (নফল) নামায সম্পর্কে আয়িশা (রা) তাঁকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, তিনি (নবী সা) রাতের প্রথম প্রহরে ঘুমাতেন এবং তার শেষ প্রহরে জেগে থাকতেন। তারপর যদি তাঁর পরিবারের সাথে কোন প্রয়োজন থাকতো তবে তা সেরে নিতেন। অতঃপর পানি স্পর্শ করা (গোসল) ব্যতীতই ঘুমিয়ে পড়তেন। তারপর যখন প্রথম আযানের সময় ঘনিয়ে আসতো–আয়িশা (রা) বলেন যে, তখন তিনি লাফ দিয়ে উঠে পড়তেন। আল্লাহর কসম! তিনি বলেন নি যে, তিনি (স্বাভাবিকভাবে) জেগে উঠতেন। তারপর তিনি তাঁর (শরীরের) উপর (খুব দ্রুত) পানি ঢেলে দিতেন। আল্লাহর কসম! তিনি বলেন নি যে, তিনি স্বাভাবিক গোসল করতেন। আমি জানি যে, তিনি এর দ্বারা কি বুঝাতে চাচ্ছেন। আর তিনি যদি নাপাকী অবস্থায় না থাকতেন তবে তিনি নামাযের জন্য পুরুষের ন্যায় ওযূ করে নিতেন। তারপর দু' রাকা'আত নামায আদায় করতেন।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী।]

(١٠٣٠) عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى –

(১০৩০) মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আয়িশা (রা)-কে নবী (সা)-এর রাত্রিকালীন (নফল) নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন, যখন তিনি যখন মোরগের ডাক শুনতেন তখন উঠে নামায পড়তেন। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও অন্যান্য।]

(١٠٣١) عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ثُمَّ يُصَلِّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا اُسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ وَضُوْءُهُ مُغَطًّى وَسِوَاكُهُ أَسْتَاكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَقَالَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيْهِنَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ، فَلاَ يَقْعُدُ فِى شَىْءٍ مِثْلَهُنَّ إِلاَّ فِى الثَّامِنَةِ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ فِيْهَا فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ وَلاَ يُسَلِّمُ، فَيُصَلِّى رَكْعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتّٰى يُوقِظَنَا، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَهُوَ جَالِسٌ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَيُصَلِّى جَالِسًا رَكْعَتَيْنِ، فَهٰذِهِ إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ وَثَقُلَ جَعَلَ التِّسْعَ سَبْعًا لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ كَمَا يَقْعُدُ فِى الْأُوْلٰى وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ قَاعِدًا، فَكَانَتْ هٰذِهِ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ كَانَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ قَائِمًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ كَأَنَّهُ يُوقِظُنَا بَلْ يُوقِظُنَا ثُمَّ يَدْعُو بِدُعَاءٍ يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

(১০৩১) যুরারাহ ইবন্ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে নবী (সা)-এর রাত্রকালীন (নফল) নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন যে, তিনি ইশার নামায আদায় করার পর পরই আরও দু'রাকা'আত নামায আদায় করতেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়তেন। এরপর তিনি যখন জেগে উঠতেন তখন তাঁর নিকট ওযূ পানি ঢাকা থাকতো, তাঁর মিসওয়াকও থাকতো। তিনি মিসওয়াক করতেন অতঃপর ওযূ করতেন। তারপর আট রাকা'আত নামায আদায় করে নিতেন যাতে তিনি সূরা ফাতিহাসহ পবিত্র কুরআন থেকে আল্লাহর ইচ্ছায় যে কোন অংশ পাঠ করতেন। এতে তিনি অষ্টম রাকা'আত ছাড়া অন্য কোন রাকা'আতে বৈঠক করতেন না। অষ্টম রাকা'আতে বৈঠক করতেন এবং তাশাহ্হুদ পাঠ করতেন। তারপর তিনি সালাম না ফিরিয়েই দাঁড়িয়ে যেতেন। তারপর তিনি আরও এক রাকা'আত নামায আদায় করে নিতেন। এতে তিনি বসে যেতেন তারপর তাশাহ্হুদ পড়তেন এবং দু'আ করতেন। তারপর তিনি "اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ" বলে এক সালাম ফিরাতেন। এতে তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর এতো জোরে করতেন যে, আমাদেরকে জাগিয়ে তুলতেন। অতঃপর তিনি বসা অবস্থায় তাকবীর দিয়ে নামায আরম্ভ করতেন উঁচু বসাবস্থাতেই রুকু ও সিজদা আদায় করতেন। এভাবে তিনি বসা অবস্থায় দু' রাকা'আত নামায আদায় করে নিতেন। এই হলো এগার রাকা'আত নামায। এরপর যখন তাঁর মাংস বৃদ্ধি পেল এবং শরীর স্থুল (ভারী) হয়ে গেল তখন তিনি এ নয় রাকা'আতকে সাতে পরিণত করলেন। এতেও তিনি কোন বৈঠক করতেন না প্রথমবারের ন্যায় এক বৈঠক ছাড়া। তারপর দু' রাকা'আত নামায বসে বসে আদায় করে নিতেন। মহান আল্লাহ উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত এই ছিলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর (রাত্রিকালীন) নামায।

(উক্ত রাবী হতে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) সা'দ ইবন্ হিশাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি উম্মুল-মু'মিনীন আয়িশা (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাত্রিকালীন নামায কেমন ছিল? তিনি (উত্তরে) বললেন, তিনি ইশার নামায আদায় করতেন, অতঃপর উপরোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেন। তারপর দাঁড়িয়ে দু' রাকা'আত নামায আদায় করতেন। এতে তিনি এতো জোরে শব্দ করে তাকবীর বলতেন যে, মনে হতো আমাদেরকে জাগিয়ে দিবেন। বরং আমাদেরকে জাগিয়েই দিত। তারপর তিনি এতো জোরে দু'আ করতেন যে, আমাদেরকে শুনানো হতো। এরপর তিনি উচ্চস্বরে সালাম ফিরাতেন। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী ও অন্যান্য।]

(١٠٣٢) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيْعُ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ يَسْتَطِيْعُ، كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً

(وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ مَارَأَيْتُهُ كَانَ يُفَضِّلُ لَيْلَةً عَلَى لَيْلَةٍ

(১০৩২) ইব্রাহীম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আলকামাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায কেমন ছিল? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যেমন পারতেন তোমাদের কেউ কি তা পারবে? তাঁর আমল তো ছিল অবিরাম (নিয়মিত)।

(দ্বিতীয় সূত্রে আছে) ইব্রাহীম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন, আমি তাঁকে এক রাতের ওপর অপর রাতকে গুরুত্ব দিতে দেখি নি (অর্থাৎ প্রতি রাতে একইভাবে একাধারে ইবাদত করতেন)

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, বায়হাকী ও অন্যান্য।]

(١٠٣٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِضْطَجَعَ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَانَةً تَحَدَّثَ مَعِى وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً نَامَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ

(১০৩৩) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) রাত্রিকালে (নিয়মিত) নামায আদায় করতেন। তারপর তিনি যখন তাঁর নামায থেকে অবসর হতেন তখন ঘুমিয়ে পড়তেন। তখন আমি যদি জেগে থাকতাম তাহলে তিনি আমার সাথে গল্প করতেন আর আমি যদি ঘুমিয়ে থাকতাম তাহলে তিনিও ঘুমিয়ে পড়তেন। এমনকি তাঁর নিকট মুয়াযযিন আসা পর্যন্ত (তিনি ঘুমাতেন)।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও বায়হাকী।]

(١٠٣٤) عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مِخْرَاقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ نَاسًا يَقْرَأُ أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ فِى لَيْلَةٍ مَرَّتَيْنِ أَوْثَلَاثًا، فَقَالَتْ أُولَئِكَ قَرَءُوا وَلَمْ يَقْرَءُوا، كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْمُ اللَّيْلَةَ التَّمَامَ فَيَقْرَأُ سُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ وَسُوْرَةَ النِّسَاءِ، ثُمَّ لَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيْهَا اسْتِبْشَارٌ إِلاَّ دَعَا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَغِبَ وَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيْهَا تَخْوِيْفٌ إِلاَّ دَعَا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَعَاذَ

(১০৩৪) মুসলিম ইবন্ মিখরাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে বললাম, হে উম্মুল-মু'মিনীন! জনগণের মধ্যে কেউ কেউ রাত্রিবেলা দু'বার, তিনবার করে কুরআন পাঠ করে। আয়িশা (রা) বললেন ঃ তারা (কুরআন) পাঠ করুক আর না করুক রাসূলুল্লাহ (সা) সারারাত জেগে সূরা বাকারাহ, সূরা আল-ইমরান ও সূরা নিসা পাঠ করতেন। সুসংবাদমূলক কোন আয়াত পাঠ করার সময়, তিনি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এমন কোন আয়াতই মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করা ব্যতীত অতিক্রম করতেন না। আবার তিনি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ও পানাহ চাওয়া ব্যতীত অতিক্রম করতেন না।

[বায়হাকী, এ হাদীসের সনদে একজন বিতর্কিত রাবী আছেন।]

(٥) بَابُ مَا رُوِىَ عَنْ غَيْرِهِمَا فِى صِفَةِ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ

(৫) অনুচ্ছেদ ঃ উক্ত দু'জন ব্যতীত (অন্যান্য রাবীদের থেকে) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাত্রিকালীন নামাযের বিবরণ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

(١٠٣٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى اَبِى ثَنَا رَوْحٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَبْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَبَئَّسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ وَتَقُوْلُ اَللُّهُمَّ اَللُّهُمَّ لِمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَهِىَ خِدَاجٌ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ صَلاَتُهُ خُِدَاجٌ؟ قَالَ نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهُ مَا الْإِقْنَاعُ؟ فَبَسَطَ يَدَيْهِ كَأَنَّهُ يَدْعُو

وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنِ الْمُطَّلِبِ اَبْنِ رَبِيْعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فَلْيَتَشَهَّدْ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُلْحِفْ فِى الْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ إِذَا دَعَا فَلْيَتَسَاكَنْ وَلْيَتَبَئَّسْ وَلْيَتَضَعَّفْ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَالِك فَذَاكَ اَلْخِدَاجُ

(وَعَنْهُ مِن طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى وَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ مَاتَقَدَّمَ

(১০৩৫) আব্দুল্লাহ (র) বলেন, আমাকে আমার পিতা বলেছেন যে, আমাদেরকে রওহ বলেছেন আর তাঁকে শু'বা বলেছেন, তিনি আব্‌দু রব্বিহি ইবন্ সাঈদ থেকে তিনি আবূ আনাস থেকে, আবূ আনাস আব্‌দুল্লাহ ইবন নাফে' ইবন্ আল-'আময়া থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন্ হারিছ থেকে এবং তিনি মুত্তালিব থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেছেন, (রাতের) নামায দু' দু' রাকা'আত করে। প্রতি দু'রাকা'আতে তাশাহ্‌হুদ পড়বে, কান্নাকাটি করবে, নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করবে এবং তোমার দু'হাত তুলে প্রার্থনা করবে। বলবে, اَللُّهُمَّ اَللُّهُمَّ (হে আল্লাহ! হে আল্লাহ।) যে ব্যক্তি ঐ রূপ করবে না (তার ইবাদত হবে) অপূর্ণাঙ্গ। শু'বা বলেন, আমি (আমার ঊর্ধ্বতন রাবীকে) বললাম, তাঁর নামায কি তাহলে অপূর্ণাঙ্গই হবে? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তখন আমি তাঁকে বললাম, তাহলে اِقْنَاعُ ইক্‌না' বলতে কি বুঝানো হচ্ছে? তখন তিনি তার হস্তযুগল এমনভাবে প্রসারিত করলেন যেন তিনি প্রার্থনা করছেন।

(দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) মুত্তালিব ইবন্ রাবীয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, রাত্রিকালীন নামায দুই-দুই রাকা'আত করে (পড়তে হয়)। তোমাদের কেউ যখন নামায পড়বে তখন যেন সে প্রতি দু'রাকা'আত পরপর তাশাহ্‌হুদ পাঠ করে। অতঃপর তার প্রার্থনার মধ্যে অনুনয়-বিনয় করে আর যখন দু'আ করবে তখন ধীরস্থিরভাবে করবে এবং নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতার কথা অকপটে স্বীকার করবে। যে ব্যক্তি ঐরূপ করবে না, তবে ঐটাই হবে (তার নামাযের) অপূর্ণাঙ্গতা বা অপূর্ণাঙ্গতার ন্যায়।

(তাঁর থেকে তৃতীয় সূত্রে) নবী (সা) থেকে বর্ণিত যে, (রাতের) নামায দুই দুই রাকা'আত করে। প্রতি দু'রাকা'আত পরপর তাশাহ্‌হুদ পড়বে এবং সালাম ফিরাবে। হাদীসের বাকি অংশ পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

[আবূ দাউদ, বায়হাকী, ইবন্ মাজাহ, তিরমিযী ও দারু-কুতনী।]

(١٠٣٦) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ فَلْيَبْدَأْ (وَفِى رِوَايَةٍ فَلْيَفْتَحْ صَلاَتَهُ) بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

(১০৩৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রাত্রিকালে নামায আদায় করতে আরম্ভ করে তখন তার উচিৎ হালকা দু' রাকা'আত নামায দিয়ে আরম্ভ করা।

[মুসলিম, আবূ দাউদ ও বায়হাকী।]

(١٠٣٧) عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِي قِصَّةِ رُجُوْعِهِمْ مِنْ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ ثُمَّ أَخَذْتُ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَأَنَخْتُهَا فَقَامَ فَصَلَّى الْعَتَمَةَ وَجَابِرٌ فِيمَا ذَكَرَ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَجْدَةً

(১০৩৭) শুরাহ্‌বীল ইবন্ সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুদায়বিয়ার যুদ্ধ হতে তাদের ফিরে আসার ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাঁর (নবী (সা)-এর) উটের লাগাম ধরে ফেললাম এবং তা উল্লেখ্য যে, বসিয়ে ফেললাম। তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং 'আতামাহ' বা ইশার নামায আদায় করে নিলেন। এ সময় জাবির (রা) তাঁর পাশেই ছিলেন। অতঃপর তিনি ইশার পর তের সিজদা (রাকা'আত) আদায় করলেন।

[এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। হাদীসটি সীরাতুন্নবী অধ্যায়ে পূর্ণাঙ্গভাবে আসবে।]

(١٠٣٨) ز عَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَمَقْتُ صَلَاتَهُ لَيْلَةً، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ نَامَ، فَلَمَّا كَانَ نِصْفُ اللَّيْلِ اسْتَيْقَظَ فَتَلَا الْآيَاتِ الْعَشْرَ، آخِرَ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ تَسَوَّكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَلَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُوْدُهُ أَطْوَلُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَتَلَا الْآيَاتِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُوْدُهُ أَطْوَلُ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ ذَالِكَ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ حَتَّى صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

(১০৩৮) য, সাফওয়ান ইবন্ মু'আত্তাল আস-সালামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ কোন এক ভ্রমণে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম, এক রাত্রে আমি তাঁর নামায পড়া পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে, তিনি ইশার নামায আদায় করলেন, অতঃপর ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর রাত্রি যখন অর্ধেক হলো তখন তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং সূরা আল-ইমরানের শেষের দশটি আয়াত পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি মিসওয়াক করার পর ওযূ করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে দু' রাকা'আত নামায আদায় করলেন। আমি জানি না (অনুমান করতে পারি নি) যে, তাঁর দাঁড়ানো বেশী লম্বা ছিল, না কি রুকু, না কি সিজদা বেশী দীর্ঘ ছিল। এরপর তিনি (নামায থেকে) অবসর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর আবার তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং উক্ত দশটি আয়াত পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি মিসওয়াক করার পর ওযূ করলেন এবং দাঁড়িয়ে দু' রাকা'আত নামায আদায় করলেন। আমি জানি না (অনুমান করতে পারি নি) যে, তাঁর দাঁড়ানো বেশী লম্বা ছিল, না কি রুকু, না কি সিজদা বেশী দীর্ঘ ছিল। এরপর তিনি (নামায থেকে) অবসর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এভাবে তৃতীয় বারও তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং ঐ একই কর্ম করলেন। এভাবে এগার রাকা'আত নামায পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রথম বারের ন্যায় করতে থাকলেন।

[এ হাদীসটি ইমাম আহমদের পুত্র আব্দুল্লাহ কর্তৃক মুসনাদে সংযোজিত একটি হাদীস। হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে পূর্বোক্ত ইবন্ আব্বাসের হাদীস একে সমর্থন করে।]

(١٠٣٩) عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْاِنْصَارِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَاكُ مِنَ اللَّيْلِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَإِذَا قَامَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَأْمُرُ بِشَيْءٍ وَيُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ

(১০৩৯) আবূ আইয়্যূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রিকালে দুই থেকে তিনবার মিসওয়াক করতেন এবং যখন তিনি রাতে (নফল) নামাযে দাঁড়াতেন তখন চার রাকা'আত নামায আদায় করতেন এর মাঝে তিনি কথাও বলতেন না, কোন বিষয়ের আদেশও করতেন না। (তবে) প্রতি দু' রাকা'আত পর পর সালাম ফিরাতেন।

[তাবারানী। এর সনদে "ওয়াসিল ইবন্ সায়েব" নামক এক দুর্বল রাবী আছেন।]

(١٠٤٠) عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَقِرَاءَتِهِ فَقَالَتْ مَالَكُمْ وَلِصَلَاتِهِ وَلِقِرَاءَتِهِ كَانَ يُصَلِّى قَدْرَ مَايَنَامُ وَيَنَامُ قَدْرَ مَا يُصَلِّى وَإِذَا هِىَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا

(১০৪০) ইয়ালা ইবন্ মামলাক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামাহ-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাত্রিকালীন নামায ও তাঁর কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তাঁর (নবী সা-এর) নামায ও কিরাআত সম্পর্কে তোমাদের কি হলো? তিনি যে পরিমাণ ঘুমাতেন সে পরিমাণ নামায আদায় করতেন। আবার যে পরিমাণ নামায আদায় করতেন সে পরিমাণ ঘুমাতেন। আর তিনি তাঁর কিরাআতের যে বিবরণ দিলেন তা ছিল প্রতি অক্ষর অক্ষর ব্যাখ্যা সম্বলিত।

[আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ্ গরীব।]

(١٠٤١) ز عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سُئِلَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوْبَةِ

(১০৪১) য, আসিম ইবন্ দামরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরয নামায ছাড়াই রাত্রিকালে ষোল রাকা'আত নামায আদায় করতেন।

(উক্ত রাবী থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরয নামায ছাড়াই রাত্রিকালে ষোল রাকা'আত নামায আদায় করতেন।

[এ হাদীসটিও আব্দুল্লাহর অতিরিক্ত সংযোজিত। হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তার সনদ উত্তম।]

(١٠٤٢) ز وَعَنْهُ أَيْضًا عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ التَّطَوُّعِ ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ وَبِالنَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً

(১০৪২) য, উক্ত (আসিম ইবন্ দামরাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী (সা) রাত্রিকালে আট রাকা'আত এবং দিনে বার রাকা'আত নফল নামায আদায় করতেন।

[আবূ ইয়ালী ও হায়ছুমী। হাইছুমী বলেন, এ হাদীসের রাবীদের মধ্যে আমিন ইব্ন দামরাহ্ ছাড়া বাকি সকলেই সহীহ্ হাদীসেরই রাবী, তিনিও নির্ভরযোগ্য।]

(١٠٤٣) عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلا رَأَيْنَاهُ وَمَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ قَائِمًا إِلاَّ رَأَيْنَاهُ وَكَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَقُولَ لاَيُفْطِرُ مِنْهُ شَيْئًا وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَيَصُومُ مِنْهُ شَيْئًا

(১০৪৩) হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আনাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেন ঃ রাত্রিকালে আমরা যখনই তাঁকে নামাযরত অবস্থায় দেখতে চাইতাম তখনই তাঁকে নামাযরত অবস্থায় দেখতাম। আবার যখনই তাঁকে ঘুমন্তাবস্থায় দেখতে চাইতাম, তখনই তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতাম। আর তিনি মাসের অধিকাংশ সময় এমন ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি কেন ইফতার করছেন না। আবার অনেক সময় এমনভাবে ইফতার করতেন (রোযা ছেড়ে দিতেন) যে, আমরা বলাবলি করতাম, হয়তো তিনি আর কখনও রোযাই রাখবেন না।

[বুখারী, নাসায়ী ও অন্যান্য।]

(١٠٤٤) عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ الاَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ عِنْدَ بَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيْهِ وَضُوْءَهُ (وَفِى رِوَايَةٍ كُنْتُ أَنَامُ فِى حِجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ) فَأَسْمَعُهُ بَعْدَ هَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَأَسْمَعُهُ بَعْدَ هَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (وَفِىْ رِوَايَةٍ) يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ الْهَوِيَّ.

(১০৪৪) রবী'আহ ইবন্ কা'ব আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর (হুজরার) দরজার নিকট রাত্রি যাপন করতাম, তাঁকে ওযূর পানি দিতাম। (অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আমি নবী (সা)-এর হুজরায় ঘুমাতাম) রাত্রির দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আমি তাঁকে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতে শুনতাম। রাত্রির আরও কিছু অংশ অতিবাহিত হলে তিনি বলতেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (অন্য এক বর্ণনায় আছে) আরও গভীর রাতে তিনি দীর্ঘক্ষণ বলতেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এর সনদ উত্তম।]

أَبْوَابُ الوِتْرِ

বিতর (সম্পর্কিত) অধ্যায়সমূহ

(١) بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضْلِ الْوِتْرِ وَتَأْكِيدِهِ وَحُكْمِهِ

(১) অনুচ্ছেদ ঃ বিতর নামাযের ফযীলত, তার গুরুত্ব ও হুকুম সম্পর্কিত বর্ণনা

(١٠٤٥) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

(১০৪৫) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হে কুরআনের অধিকারীরা! তোমরা বিতর (বেজোড়) নামায আদায় কর। কেননা মহান আল্লাহ নিজে বেজোড় এবং তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন।

[আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী। তিনি হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেন। আর হাকিম তা সহীহ্ বলে দাবী করেন।]

(١٠٤٦) عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَايَصْنَعُ شَيْئًا إِلَّا وِتْرًا

(১০৪৬) নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বেজোড় ছাড়া কোন কিছু করতেন না।

[হায়ছুমী। তিনি বলেন, হাদীসটি আহমদ ও বায্যার বর্ণনা করেছেন। এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٠٤٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(১০৪৭) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনিও নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[মুহাম্মদ ইবন্ নসর। এর সনদ উত্তম।]

(١٠٤٨) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

(১০৪৮) তাঁর (আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিতর আদায় করে না সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।

[ইব্ন আবী শায়বা। এ হাদীসের সনদে একজন বিতর্কিত রাবী আছেন।]

(١٠٤٩) عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَهَا ثَلَاثًا

(১০৪৯) বুরায়দাহ্ আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, বিতর সত্য। সুতরাং যে ব্যক্তি বিতর আদায় করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।

[আবূ দাউদ ও হাকিম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে। তিনি বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্।]

(١٠٥٠) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ الْقُرَشِيَّ ثُمَّ الْجُمَحِيَّ أَخْبَرَهُ وَكَانَ بِالشَّامِ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ مُعَاوِيَةَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُخْدَجِيَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ

الْأَنْصَارِ كَانَ بِالشَّامِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، فَذَكَرَ الْمُخْدِجِيُّ أَنَّهُ رَاحَ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُوْلُ اَلْوِتْرُ وَاجِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ (خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ

(১০৫০) মুহাম্মদ ইবন্ ইয়াহ্ইয়া ইবন্ হাব্বান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন্ মুহায়রিয আল্-কুরায়শী আল-জুমাহী তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি সিরিয়ায় ছিলেন এবং মু'আবিয়া (রা)-কে পেয়েছেন। তিনি (জুমাহী) তাঁকে জানিয়েছেন যে, বনী কিনানা গোত্রের আল-মুখদাযী নামক এক ব্যক্তি তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, আনসারদের কোন এক ব্যক্তি সিরিয়ায় অবস্থান করতেন যাকে أَبَا مُحَمَّدٌ উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছিল। তিনি জানিয়েছেন যে, বিতর (নামায) ওয়াজিব। আল-মুখদাযী উল্লেখ করেন যে, তৎক্ষণাত তিনি উবাদাহ ইবন্ সামিত (রা)-এর নিকট যান এবং তাঁর নিকট উল্লেখ করেন যে, আবূ মুহাম্মদ বলেছেন, বিতর (নামায) ওয়াজিব। তখন উবাদাহ ইবন্ সামিত বললেন, আবূ মুহাম্মদ মিথ্যা বলেছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, পাঁচ ওয়াক্ত নামায মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর অত্যাবশ্যক করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তা পূর্ণভাবে আদায় করবে তার কোন অংশ বিনষ্ট না করে এবং উহা বাস্তবায়নে কোন কমতি না করে তবে মহান আল্লাহর নিকট হতে তার জন্য প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে আদায় করবে না তার জন্য আল্লাহর নিকট হতে কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন কিংবা চাইলে ক্ষমা করে দিবেন।

[ইমাম মালিক, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ। ইবন্ হাব্বান, হাকিম, ইবন্ আবদুল বার হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(١٠٥١) عَنْ نَافِعٍ سَأَلَ رَجُلٌ اِبْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ أَوَاجِبٌ هُوَ؟ فَقَالَ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُوْنَ

(وَمِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ) قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ أَرَأَيْتَ الْوِتْرَ أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ مَاسُنَّةٌ؟ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ لَا أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ مَهْ أَتَعْقِلُ؟ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُوْنَ

(১০৫১) নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি ইবন্ উমর (রা)-কে বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে, তা কি ওয়াজিব? তিনি উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানগণ বিতর (নামায) আদায় করতেন।

(দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) এক ব্যক্তি ইবন্ উমর (রা)-কে বললেনঃ বিতর সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? উহা কি সুন্নাত? তিনি বললেন ঃ সুন্নাত বলতে কি বুঝাচ্ছো; রাসূলুল্লাহ (সা) বিতর আদায় করতেন এবং মুসলমানগণও বিতর (নিয়মিত) আদায় করতেন। লোকটি বলল ঃ না। (আমি জানতে চাচ্ছি) উহা সুন্নাত কি না? তিনি বললেন, রাখ! তুমি কি বুঝ না, রাসূলুল্লাহ (সা) নিয়মিত বিতর আদায় করতেন এবং মুসলমানগণও (নিয়মিত) বিতর আদায় করতেন।

[ইমাম মালিক।]

(١٠٥٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ قَاضِي إِفْرِيْقِيَةَ أَنَّ مُعَاذًا ابْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدِمَ الشَّامَ وَأَهْلُ الشَّامِ لَايُوتِرُوْنَ، فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ مَالِي أَرَى أَهْلَ الشَّامِ لَايُوتِرُوْنَ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَوَاجِبٌ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ زَادَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةً وَهِيَ الْوِتْرُ، وَوَقْتُهَا مَابَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ

(১০৫২) আব্দুর রহমান ইবন্ রাফে' আল্-তানখীয়্যা আফ্রিকার বিচারক থেকে বর্ণিত, মুয়ায ইবন্ জাবাল (রা) সিরিয়ায় গমন করেন, তখন সিরিয়াবাসীরা বিতর (নামায) আদায় করতো না। তিনি (সিরিয়ার গভর্ণর) মু'আবিয়াকে বললেন ঃ কি ব্যাপার আমি সিরিয়াবাসীদেরকে দেখছি তারা বিতর আদায় করছে না। মুয়াবিয়া (রা) বললেন ঃ ওটা আদায় করা তাদের জন্য কি ওয়াজিব? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আমার প্রতিপালক আমার ওপর (এক) নামায বৃদ্ধি করেছেন, আর তা হলো 'বিতর'। তার (আদায়ের) সময় হলো ইশা থেকে ফজর উদয়ের মাঝামাঝি সময়ে।

[হায়ছুমী। তিনি বলেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন। তার সনদে একজন দুর্বল ও অভিযুক্ত রাবী আছেন।]

(١٠٥٣) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَلْوَتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(১০৫৩) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ বিতর (নামায) অন্যান্য (ফরয) নামাযের ন্যায় অত্যাবশ্যক নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (সা) তা নিয়মিত আদায় করেছেন বিধায় সুন্নাত।

[নাসায়ী ও তিরমিযী। তিনি হাদীসটি হাসান বলে আর হাকিম সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(٢) بَابُ مَاجَاءَ فِيْ وَقْتِهِ

(২) অনুচ্ছেদ ঃ বিতর-এর সময় সম্পর্কে যা এসেছে

(١٠٥٤) عَنْ أَبِي تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ إِنَّ أَبَا بَصْرَةَ حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوِتْرُ فَصَلُّوهَا فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ أَبُوْتَمِيْمٍ فَأَخَذَ بِيَدِي أَبُو ذَرٍّ فَسَارَ فِي الْمَسْجِدِ أَبُوْ بَصْرَةَ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ وَزَادَ) فَانْطَلَقْنَا إِلَى أَبِي بَصْرَةَ فَوَجَدْنَاهُ عِنْدَ الْبَابِ الَّذِي يَلِي دَارَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ أَبُوْ ذَرٍّ يَا أَبَا بَصْرَةَ أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلَاةً، صَلُّوْهَا فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، الْوِتْرُ، الْوِتْرُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ آنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ نَعَمْ

(১০৫৪) আবূ তামীম আল্-জায়শানী (রা) থেকে বর্ণিত, আমর ইব্নুল 'আস জুমু'য়ার দিন মানুষের উদ্দেশ্যে খোত্বা দেন। তিনি বলেন, আবূ বসরা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ তোমাদের উপর (একটা) নামায বৃদ্ধি করেছেন, তা হলো 'বিতর'। সুতরাং তোমরা ইশার পর থেকে ফজর পর্যন্ত সময়ের মাঝে তা আদায় করে নিবে। আবূ তামীম বলেন, এ কথা শুনার পর আবূ যর আমার হাত ধরে নিয়ে আবূ বাসরা যে মসজিদে ছিলেন সেদিকে ছুটলেন। তিনি বললেন, আমর যা বলল তা কি আপনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন? আবূ বসরা বললেন, (হ্যাঁ) আমি (খোদ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি।

(দ্বিতীয় সূত্রেও হাদীসটি অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, তাতে আরও অতিরিক্ত বলা হয়েছে) তারপর আমরা আবূ বাসরার নিকট ছুটে গেলাম এবং তাঁকে আমর ইবনুল 'আস-এর ঘরের দরজার সন্নিকটেই পেয়ে গেলাম। আবূ যর (রা) বললেন, হে আবূ বাসরা। তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছ যে, মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য (একটা) নামায বৃদ্ধি করেছেন, যা তোমরা ইশার পর থেকে ফজর পর্যন্ত সময়ের মাঝে আদায় করে নিবে। বিতর বিতরই। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তুমি কি তাঁকে বলতে শুনেছ। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি আবারও বললেন, তুমি কি তাঁকে বলতে শুনেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

[তাবারানী তাঁর মু'জামুল কাবীর গ্রন্থে ও হাইছুমী। এ হাদীসের প্রথম সনদটি সহীহ্। আর দ্বিতীয় সনদে ইবন্ লুহাইয়্যা আছেন।]

(١٠٥٥) عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ضِفْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَتَنَاوَلَ أَمْرَأَتَهُ فَضَرَبَهَا وَقَالَ يَا أَشْعَثُ إِحْفَظْ عَنِّى ثَلَاثًا حَفِظْتُهُنَّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَسْأَلِ الرَّجُلَ فِيْمَ ضَرَبَ إِمْرَأَتَهُ وَلَاتَنَمْ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ وَنَسِيْتُ الثَّالِثَةَ

(১০৫৫) আশ'আছ ইবন্ কায়স (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি অতিথি হিসেবে উমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হই। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে প্রহার করলেন, তারপর বললেন, হে আশ'আছ, তুমি আমার নিকট থেকে তিনটি জিনিস সংরক্ষণ কর, যেগুলো আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে সংরক্ষণ করেছি। (প্রথম) কোন ব্যক্তিকে তার স্ত্রীকে প্রহার করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। (দ্বিতীয়ত) বিতর না পড়ে ঘুমাবে না।

[আবূ দাউদ তায়ালিসী তার মুসনাদে। এর সনদে দাউদ আওদী নামক এক দুর্বল রাবী আছেন।]

(١٠٥٦) عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ فِى أَوَّلِ اللَّيْلِ وَفِى وَسَطِهِ وَفِى اٰخِرِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ لَهُ الْوِتْرُ فِى اٰخِرِهِ

(১০৫৬) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের প্রথমভাগে, মধ্যভাগে এবং শেষভাগে বিতর (নামায) আদায় করতেন। তারপর তিনি বিতরকে তাঁর জন্য রাতের শেষভাগে আদায় করা নির্ধারিত করে নেন।

[ইবন্ মাজাহ। ইরাকী বলেন, এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(١٠٥٧) ز وَعَنْهُ أَيْضًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ زَوَائِدِ عَبْدِ اللّٰهِ عَلَى مُسْنَدِ أَبِيْهِ مِثْلُهُ

(১০৫৭) য, উক্ত রাবী আলী (রা) থেকে আব্দুল্লাহ কর্তৃক তাঁর পিতার মুসনাদে অতিরিক্ত সংযোজিত হাদীসগুলোর মধ্যেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এর সনদ উত্তম।]

(١٠٥٨) عَنْ عَلَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُوْتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ (وَفِى رِوَايَةٍ وَيُصَلِّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ) عِنْدَ الْإِقَامَةِ

(১০৫৮) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ তিনি (নবী সা) আযানের সময় বিতর আদায় করতেন এবং ইকামাতের নিকটতম সময়ে (অন্য বর্ণনায় আছে, ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত) নামায আদায় করে নিতেন।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। সনদ উত্তম।]

(١٠٥٩) عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْوِتْرُ بِلَيْلٍ

(১০৫৯) আবূ সাঈদ আল্-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন যে, বিতরের সময় রাত্রে।

[মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, বায়হাকী, ইব্ন মাজাহ।]

(١٠٦٠) خط عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ مَتَّى تُوتِرُ؟ قَالَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، قَالَ فَأَنْتَ يَاعُمَرُ، قَالَ آخِرَ اللَّيْلِ، قَالَ أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَابَكْرٍ فَأَخَذْتَ بِالثِّقَةِ وَأَمَّا أَنْتَ يَاعُمَرُ فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ.

(১০৬০) খত. জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন, তুমি কখন বিতর নামায আদায় কর? তিনি বললেন ঃ ইশার পর রাত্রির প্রথম প্রহরে। তিনি বললেন ঃ হে উমর! তুমি কখন আদায় কর? তিনি বললেন ঃ রাত্রির শেষভাগে। তিনি বললেন, হে আবূ বকর! তুমি এটাকে (আত্মপ্রত্যয়ের সাথে) আঁকড়ে ধরেছ, আর তুমি হে উমর! তা (তোমার) সামর্থের ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করেছ[১]।

[আবূ দাউদ, বায়হাকী ও হাকিম।]

(١٠٦١) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ إِبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ أٰخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذٰلِكَ، فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَتْ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ

(১০৬১) নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত, ইবন্ উমর (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি রাত্রিবেলা নামায আদায় করে সে যেন তার শেষ নামায হিসেবে বিতর আদায় করে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন, যখন ফজর হয় তখন রাত্রিকালীন সকল নামায ও বিতরের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, তোমরা ফজরের পূর্ব পর্যন্ত বিতর আদায় করতে পার।

[তিরমিযী ও হাকিম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে। তিনি হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেন। আর যাহাবী তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেন।]

(١٠٦٢) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِتْرِ فَقَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ

(১০৬২) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বিতর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত তোমরা বিতর আদায় করতে পার।

[মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ ও হাকিম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে।]

(١٠٦٣) عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ

(১০৬৩) আবূ মাসঊদ উকবাহ্ ইবন্ আমর আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের প্রথমভাগে, মধ্যভাগে এবং শেষভাগে বিতর (নামায) আদায় করতেন।

[তাবারানী তাঁর মু'জামুল কাবীর গ্রন্থে। ইরাকী বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ্।]

(١٠٦٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ

(১০৬৪) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) গোটা রাতেই বিতর আদায় করতেন। অবশেষে তাঁর বিতর (নামায) শেষ রাতে পড়া সাব্যস্ত হয়। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী, ইবন্ মাজাহ।]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদের ছেলে আব্দুল্লাহ তাঁর বাবার কাছে শুনেন নি, তবে তিনি তা তাঁর বাবার হাতের লেখায় পেয়েছেন। পরে এ গ্রন্থে সংযোজন করেছেন।]

(١٠٦٥) وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا أَوْتَرَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ بَعْدَ أَنْ يَنَامَ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَرُبَّمَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ

(১০৬৫) তাঁর (আয়িশা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কখনও কখনও ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বেই বিতর (নামায) আদায় করে নিতেন। আবার কখনও কখনও ঘুমিয়ে পড়ার পর বিতর আদায় করতেন। অনুরূপভাবে কখনও কখনও তিনি ঘুমানোর পূর্বেই (নাপাকীর) গোসল সেরে নিতেন। আবার কখনও কখনও নাপাকীর গোসলের পূর্বেই ঘুমিয়ে পড়তেন। [আবূ দাউদ ও ইবন মাজাহ। নাসায়ী, হাকিম, ও বায়হাকী, এর সনদ উত্তম।]

(١٠٦٦) عَنْ نَهِيْكٍ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَخْطُبُ النَّاسَ أَنْ لاَوِتْرَ لِمَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، فَانْطَلَقَ رِجَالٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَأَخْبَرُوْهَا، فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ فَيُوْتِرُ

(১০৬৬) আবূ নাহীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ দারদা (রা) মানুষের মাঝে খোতবা দেন যে, যে ব্যক্তি ভোর রাতে উপনীত হয়েছে তার বিতর আদায়ের সুযোগ নেই। (এ কথা শোনার পর) মু'মিনদের মধ্য হতে কিছু ব্যক্তি আয়িশা (রা)-এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ভোর রাতে উপনীত হতেন তারপরও বিতর আদায় করতেন। [বায়হাকী।]

فَصْلٌ مِنْهُ فِى اَنَّ وَقْتَهُ الْمُسْتَحَبُّ آخِرُ اللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ ঃ বিতরের মুস্তাহাব সময় রাত্রির শেষভাগে

(١٠٦٧) عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَنَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَمَنْ كَانَ مِنَّا فِى رَكْعَةٍ شَفَعَ إِلَيْهَا أُخْرَى حَتَّى اجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ أَوْتَرَ فِى وَسَطِهِ، ثُمَّ اَثْبَتَ الْوِتْرَفِى هٰذِهِ السَّاعَةِ، قَالَ وَذَالِكَ عِنْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ

(১০৬৭) আবদু খায়র থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মসজিদে ছিলাম, এমতাবস্থায় আলী ইবন্ আবূ তালিব (রা) আমাদের নিকট আগমন করলেন। তিনি বললেন ঃ বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞেসকারী ব্যক্তিটি কোথায়? (রাবী বলেন,) আমাদের মধ্যে যারা প্রথম রাকা'আতে ছিলেন তারা আর এক রাকা'আত তার সাথে যোগ দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনার জন্য একত্রিত হয়ে গেলাম। তখন তিনি (আলী রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথমদিকে রাতের প্রথম প্রহরে বিতর আদায় করে নিতেন। তারপর তিনি রাতের মধ্যভাগে বিতর আদায় করতেন, পরিশেষে তিনি এ সময়কে বিতর আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করে নেন। তিনি বলেন, ঐ সময় বলতে ফজরের উদয় মুহূর্তকে বুঝানো হয়েছে।

[ইব্ন মাজাহ। ইরাকী বলেন, এর সনদ উত্তম, উপরোক্ত আয়িশার হাদীসটি এ বক্তব্য সমর্থন করে।]

(١٠٦٨) عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَأَلُوْهُ عَنِ الْوِتْرِ، قَالَ فَقَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوْتِرَ هٰذِهِ السَّاعَةَ، ثَوِّبْ يَا ابْنَ التَّيَّاحِ أَوْ إِذِّنْ أَوْ اَقِمْ (وَفِى لَفْظٍ) قَالَ خَرَجَ عَلِيٌّ حِيْنَ ثَوَّبَ الْمُثَوِّبُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ

(১০৬৮) বনু আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন ঃ আলী ইবন্ আবূ তালিব (রা) আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন। তখন (উপস্থিত লোকজন) তাঁকে বিতর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। রাবী বলেন, তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে এ সময় বিতর আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। হে ইবন্ আল্ তৈয়াহ। হাইয়্যা আলাস সালাত বল বা আযান দাও কিংবা একামত দাও। (অন্য শব্দে আছে) তিনি বলেন, মুয়ায্যিন যখন حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলেন আলী (রা) তখন ফজর নামাযের জন্য বেরিয়ে পড়েন, অতঃপর উল্লিখিত হাদীসটি উল্লেখ করেন।

[সুয়ূতী, হাকিম, তাবারানী, ইবন জারীর ও তাহাবী। সুয়ূতী হাদীসটির সনদ উত্তম বলে মন্তব্য করেছেন।]

(١٠٢٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّيْلَ مَثْنَى مَثْنَى ثُمَّ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ثُمَّ يَقُوْمُ كَأَنَّ اَلْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ فِى أُذُنَيْهِ

(১০৬৯) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রিকালে দুই দুই রাকা'আত করে নামায আদায় করতেন। তারপর রাতের শেষভাগে বিতর আদায় করতেন। অতঃপর সকাল হবার পূর্বে তিনি দু' রাকা'আত নামায পড়তেন, আর এমনভাবে উঠে পড়তেন যেন আযান ও ইকামাত তাঁর কানে বাজতেছে।

[মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١٠٧٠) عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ

(১০৭০) নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেছেন বিতরের মাধ্যমে তোমরা প্রভাতের উন্মোচন ঘটাও। [মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও হাকিম।]

(١٠٧١) عَنْ إِبْنِ عُمَرَ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَيهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ، وَصَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ

(১০৭১) ইবন্ উমর (রা) থেকে আরও বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মাগরিবের নামায দিনের নামাযের বিতর। সুতরাং তোমরা রাতের নামাযেও বিতর কর। রাতের নামায দুই দুই রাকা'আত করে আদায় করতে হয়। আর বিতর হলো রাতের শেষভাগে আদায় করা এক (বেজোড়) রাকা'আত নামায।

[নাসায়ী, বায়হাকী ও ইবন্ আবূ শায়বা। তার সনদ উত্তম।]

(١٠٧٢) وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

(১০৭২) তাঁর (ইবন্ উমর (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদের রাতের নামাযের পরিসমাপ্তি করো বিতর নামাযের মাধ্যমে।

[বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ।]

(١٠٧٣) عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنْ لَايَسْتَيْقِظَ اٰخِرَه فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ اٰخِرَهُ فَلْيُوتِرْ اٰخِرَهُ فَإِنَّ صَلَاةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ وَهِيَ أَفْضَلُ

(১০৭৩) জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মনে করবে যে, সে শেষ রাতে জাগতে পারবে না সে যেন রাতের প্রথমভাগে বিতর আদায় করে নেয়। আর যে ব্যক্তি মনে করবে যে, সে শেষ রাতে জাগতে পারবে তবে সে যেন শেষরাতেই বিতর আদায় করে। কেননা, শেষ রাতের নামায ফেরেশতাদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। আর তা উত্তমও।

[মুসলিম, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ।]

(١٠٧٤) عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَىُّ سَاعَةٍ تُوتِرِيْنَ؟ قَالَتْ مَا أُوْتِرُ حَتَّى يُؤَذِّنُوا وَمَا يُؤَذِّنُوْنَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، قَالَتْ وَكَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ، بِلَالٌ وَعَمْرُو وَبْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ عَمْرٌو فَكُلُوْا وَاشْرَبُوا فَإِنَّهُ رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَارْفَعُوْا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ كَذَا قَالَ حَتَّى يُصْبِحَ

(১০৭৪) আসওয়াদ ইবন্ ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা)-কে বললাম, আপনারা কোন সময় বিতর নামায আদায় করেন? তিনি বললেন, আমি আযান না দেয়া পর্যন্ত বিতর নামায আদায় করি না। আর আযানও ফজর উদয়ের পূর্বক্ষণে ছাড়া দেয়া হয় না। তিনি আরও বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'জন মুয়াযযিন ছিলেন। বিলাল ও আমর ইবন্ উম্ম মাকতুম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন আমর (রা) আযান দেয় তখনও তোমরা পানাহার করতে পারো। কেননা তিনি একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি। আর বিলাল (রা) যখন আযান দেন তখন তোমরা তোমাদের (পানাহাররত) হাতকে উপরে তোল। কেননা বিলাল (রা) এরূপ আযান দেয় না। তিনি বলেন যে, (তাঁর আযান দিতে) প্রায় ভোর হয়ে যেত। [এ হাদীসটি এ ভাষায় অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে এর সনদ উত্তম।]

(٣) بَابُ الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ وَبِثَلَاثٍ وَخَمْسٍ وَتِسْعٍ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ وَمَا يَتَقَدَّمُهَا مِنَ الشَّفْعِ وَفِيْهِ فُصُوْلٌ، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِى الْوِتْرِ بِوَاحِدَةٍ

(৩) অনুচ্ছেদ ঃ এক সালামে এক, তিন, পাঁচ, সাত ও নয় রাকা'আতে বিতর আদায় করা প্রসঙ্গে এবং তার পূর্বে জোড় রাকা'আতের নামায প্রসঙ্গে। এতে কয়েকটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ এক রাকা'আতে বিতর আদায় প্রসঙ্গে

(١٠٧٥) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ (رَضِىَ اللهُ عَنْهُ) أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ لَا يَزِيْدُ عَلَيْهَا، فَقِيْلَ لَهُ أَتُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ لَاتَزِيْدُ عَلَيْهَا يَا أَبَا إِسْحَاقَ؟ فَقَالَ نَعَمْ، إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الَّذِى لَا يَنَامُ حَتَّى يُوْتِرَ حَازِمٌ

(১০৭৫) মুহাম্মদ ইবন্ আব্দুর রহমান ইবন্ আব্দুল্লাহ ইবন্ আল্-হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি সা'দ ইবন্ আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইশার নামায আদায় করতেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদে। তারপর তিনি এক রাকা'আত বিতর আদায় করতেন, তার বেশী পড়তেন না। রাবী বলেন, তখন তাঁকে বলা হলো, হে আবূ ইসহাক! তুমি কি শুধু এক রাকা'আত বিতর আদায় কর তার বেশী আদায় করো না? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বিতর আদায় না করা পর্যন্ত ঘুমায় না সেই বিচক্ষণ।

[হাইছুমী। তিনি বলেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন। তার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٠٧٦) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّىَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ يُصَلِّى أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِىَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَاقَدْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ صَلَاةُ اللَّيْلِ (وَفِى رِوَايَةٍ وَالنَّهَارِ) مَثْنَى مَثْنَى تُسَلِّمُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً تُوْتِرُ لَكَ مَاقَبْلَهَا

(১০৭৬) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে কিভাবে রাতের নামায আদায় করার নির্দেশ দেন। তিনি বললেন, তোমাদের যে কেউ দুই রাকা'আত দুই রাকা'আত করে আদায় করবে। আর যদি কেউ ভোর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তবে সে এক রাকা'আত নামায আদায় করে নিবে। রাত্রিবেলা সে যে নামায আদায় করেছে তাতেই তার বিতর আদায় হয়ে যাবে।

(তাঁর থেকে দ্বিতীয় সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে) তাতে আরও আছে রাত্রিকালীন (অপর বর্ণনায় এবং দিনের) নামায দুই দুই রাকা'আত। প্রতি দুই রাকা'আত পরপর সালাম ফিরাবে। আর যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করবে তখন এক রাকা'আত নামায পড়ে নিবে। তাহলে পূর্বে আদায়কৃত নামাযই তোমার জন্য বিতর হিসেবে পরিগণিত হবে।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী ও ইবন্ মাজাহ্।]

(١٠٧٧) عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ، وَسَأَلْتُ إِبْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ

(১০৭৭) আবূ মিজলায (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ইবন্ আব্বাস (রা)-কে বিতর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি। (বিতর) শেষ রাতে এক রাকা'আত। (রাবী বলেন) আমি ইবন্ উমর (রা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, শেষ রাতের এক রাকা'আতই (বিতর)।

[মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١٠٧٨) عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ أَوْتِرْ بِخَمْسٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيْمَاءً

(১০৭৮) আবূ আইয়্যুব আল্-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, পাঁচ রাকা'আত বিতর আদায় কর। যদি না পার তবে তিন রাকা'আত। যদি না পার তবে অন্তত পক্ষে এক রাকা'আত বিতর আদায় কর। যদি তাও না পার তবে ইশারা-ইঙ্গিতে (তা) আদায় করে নাও।

[হায়ছুমী। তিনি বলেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন, তার রাবীগণ সহীহ্ হাদীসের রাবী।]

(١٠٧٩) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَأَرْمُقَنَّ اللَّيْلَةَ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْفُسْطَاطَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى

رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَالِكَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ-

(১০৭৯) যায়দ ইবন্ খালিদ আল্-জুহানিয়্যা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি আজ রাত্রিবেলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায (পড়া) খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করব। অতঃপর আমি তাঁর বাড়ির চৌকাঠের নিম্নাংশকে বা তাঁবুর খুঁটিকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়লাম। দেখলাম যে, তিনি প্রথমে হালকা দু'রাকা'আত নামায পড়লেন তারপর দু' রাকা'আত দীর্ঘ সূরা পাঠে আদায় করলেন। এর পরের দু'রাকা'আত এতদুভয়ের মাঝামাঝি করে আদায় করলেন। তারপর আরও দু'রাকা'আত এতদুভয়ের মাঝামাঝি করে আদায় করলেন। তারপর আরও দু' রাকা'আত এতদুভয়ের মাঝামাঝি করে আদায় করলেন। তারপর তিনি বিতর আদায় করলেন। সুতরাং সবমিলে তা তের রাকা'আত হল।

[বুখারী, মুসলিম, ইমাম মালিক, আবূ দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী ও ইবন মাজাহ্।]

اَلْفَصْلُ الثَّانِى فِى الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ তিন রাকা'আতে বিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

(١٠٨٠) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَفِى رِوَايَةٍ وَيُصَلِّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ) فَلَمَّا كَبِرَ صَارَ إِلَى تِسعٍ سِتٍّ وَثَلَاثٍ -

(১০৮০) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রিকালে আট রাকা'আত নামায আদায় করতেন এবং তিন রাকা'আতে বিতর আদায় করতেন। তারপর আরও দু' রাকা'আত নামায (অপর এক বর্ণনায় আছে ফজরের দু'রাকা'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন) তারপর যখন বয়স বেড়ে গেল তখন তিনি পর্যায়ক্রমে নয়, ছয় ও তিন রাকা'আতে (বিতর) আদায় করতে থাকেন।

[মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী।]

(١٠٨١) عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ

(১০৮১) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিন রাক'আত বিতর আদায় করতেন।

[তিরমিযী। এর সনদ উত্তম।]

(١٠٨٢) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ بِسَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

(১০৮২) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তিনটি (সূরার) পাঠের মাধ্যমে বিতর নামায আদায় করতেন (প্রথম রাকা'আতে) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (দ্বিতীয় রাকা'আতে قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ এবং (তৃতীয় রাকা'আতে) قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ্।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ فِى الْوِتْرِ بِخَمْسٍ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পাঁচ রাকা'আত বিতর আদায় প্রসঙ্গে

(١٠٨٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ بِخَمْسٍ وَلَا يَجْلِسُ إِلاَّ فِى الْخَامِسَةِ فَيُسَلِّمُ

(وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيْهِ بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ للَّيْلِ، سِتٌّ مِنْهَا مَثْنَى مَثْنَى وَيُوْتِرُ بِخَمْسٍ لَايَقْعُدُ فِيْهِنَّ

(১০৮৩) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রিকালে তের রাকা'আত নামায আদায় করতেন। পাঁচ রাকা'আত বিতর আদায় করতেন, যার পঞ্চম রাকা'আতে ব্যতীত তিনি বৈঠক করতেন না। তারপর তিনি সালাম ফিরাতেন।

(উক্ত আয়িশা (রা) থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের পর সোবহে সাদিকের পূর্বের দু' রাকা'আতসহ রাত্রিকালে তের রাকা'আত নামায আদায় করতেন। তন্মধ্যে এগার রাকা'আত রাত্রিকালের যার ছয় রাকা'আত দুই দুই রাকা'আত করে এবং বাকী পাঁচ রাকা'আত বিতর আদায় করতেন। তাতে তিনি কোন বৈঠক করতেন না। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইব্‌ন মাজাহ, তিরমিযী ও অন্যান্য।]

(١٠٨٤) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ لَايَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَابِكَلَامٍ

(১০৮৪) উম্মু সালামাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সাত রাকা'আত ও পাঁচ রাকা'আত বিতর নামায আদায় করতেন। যার মাঝে সালাম কিংবা কথা বলে তিনি বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতেন না।

[নাসায়ী, ইব্‌ন মাজাহ, সনদ উত্তম।]

اَلْفَصْلُ الرَّابِعُ فِى الْوِتْرِ بِسَبْعٍ وَتِسْعٍ وَاحْدٰى عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ সাত, নয়, এগার ও তের রাকা'আতে বিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

(١٠٨٥) عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِتِسْعٍ حَتّٰى إِذَا بَدُنَ وَكَثُرَ لَحْمُهُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَرَأَ بِإِذَا زُلْزِلَتِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ.

(১০৮৫) আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নয় রাকা'আত বিতর আদায় করতেন। তারপর শরীর যখন স্থুল ও অধিক মাংসল হয়ে যায় তখন তিনি সাত রাকা'আত বিতর আদায় করতেন এবং আরও দু রাকা'আত নামায বসে আদায় করে নিতেন। যাতে তিনি (প্রথম রাকা'আতে) اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ ও (দ্বিতীয় রাকা'আতে) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ পাঠ করতেন।

[হাইছুমী। তিনি বলেন, হাদীসটি আহমদ ও তাবারানী বর্ণনা করেছেন। আর আহমদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٠٨٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَامَّا ضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَرَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

(১০৮৬) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নয় রাকা'আত বিতর নামায আদায় করতেন এবং বসে আরও দু' রাকা'আত নামায আদায় করতেন। তারপর তিনি যখন দুর্বল হয়ে পড়লেন তখন সাত রাকা'আত বিতর আদায় করতেন। বসা অবস্থায় আরও দু'রাকা'আত নামায আদায় করতেন। [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١٠٨٧) وَعَنْهَا أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَيَقْعُدُ فِيهِنَّ إِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَذْكُرُوْهُ وَيَدْعُوْ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّى التَّاسِعَةَ فَيَقْعُدُ يَحْمَدُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَذْكُرُوْهُ وَيَدْعُوْ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ

(১০৮৭) তাঁর (আয়িশা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একাধারে নয় রাকা'আত নামায আদায় করতেন। অষ্টম রাকা'আত ব্যতীত এর মাঝে তিনি কোন বৈঠক করতেন না। বৈঠকে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করতেন, তাঁর যিকর করতেন এবং প্রার্থনা জানাতেন, এরপর তিনি নড়ে উঠতেন তবে সালাম ফিরাতেন না। তারপর তিনি নবম রাকা'আত নামায আদায় করতেন। অতঃপর বৈঠক করতেন এবং আল্লাহর প্রশংসা, তার যিকির এবং প্রার্থনা জানাতেন। তারপর তিনি (এতো জোরে) সালাম ফিরাতেন যে, আমরা শুনতে পেতাম। এরপর তিনি বসে দু' রাকা'আত নামায আদায় করতেন। [বুখারী, মুসলিম, বাইহাকী, চার সুনান ইত্যাদি।]

(١٠٨٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ؟ قَالَتْ بِأَرْبَعٍ وَثَلاَثٍ وَسِتٍ وَثَلاَثٍ وَثَمَانٍ وَثَلاَثٍ، وَعَشْرَةٍ وَثَلاَثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَلاَ أَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَكَانَ لاَيَدَعُ رَكْعَتَيْنِ

(১০৮৮) আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কত রাকা'আত বিতর নামায আদায় করতেন? তিনি বলেন, চার রাকা'ত ও তিন রাকা'আত, ছয় রাকা'আত ও তিন রাকা'আত, আট রাকা'আত ও তিন রাকা'আত এবং দশ রাকা'আত ও তিন রাকা'আতের মাধ্যমে বিতর আদায় করতেন। তিনি তের রাকা'আতের বেশী এবং সাত রাকা'আতের কম বিতর আদায় করতেন না। আর তিনি শেষের দু' রাকা'আত নামায ছাড়তেন না। [আবূ দাউদ, বাইহাকী, সনদ উত্তম।]

(١٠٨٩) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ

(১০৮৯) উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বিতরের পর দুই রাকা'আত নামায বসে আদায় করতেন। [তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ্ ও দারু কুতনী। তিনি হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(اَلْفَصْلُ الْخَامِسُ فِى الْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ وَبِتَسْلِيْمَةٍ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ সালামের মাধ্যমে জোড় ও বেজোড় সংখ্যক নামাযের মধ্যে পার্থক্যকরণ প্রসঙ্গে

(١٠٩٠) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْوِتْرِ وَالشَّفْعِ بِتَسْلِيمَةٍ يُسْمِعُنَاهَا

(১০৯০) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) জোড় ও বেজোড় (বিতর) নামাযের মাঝে পার্থক্য করতেন, সালাম ফিরানোর মাধ্যমে। যা আমাদেরকে শুনাতেন। [ইব্ন হাব্বান, ইবন্ সাফান ও তাবারানী।]

(١٠٩١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى الْحُجْرَةِ وَأَنَا فِى الْبَيْتِ فَيَفْصِلُ عَنِ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ بِتَسْلِيْمٍ يُسْمِعُنَاهُ

(১০৯১) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হুজরায় নামায আদায় করতেন আমি তখন ঘরেই থাকতাম। তখন তিনি জোড় ও বেজোড় (বিতর) সংখ্যক নামাযের মধ্যে পার্থক্য করতেন (উচ্চস্বরে) সালাম ফিরানোর মাধ্যমে। যা আমাদেরকে শুনাতেন।

[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তার সনদও মুনকাতে'। তবে এ জাতীয় অন্যান্য হাদীস তার সমর্থন করে।]

(٤) بَابُ مَايُقْرَأُ بِهِ فِى الْوِتْرِ

(৪) অনুচ্ছেদ ঃ বিতর নামাযে যা পড়তে হয়।

(١٠٩٢) عَنْ عَلِىٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ، وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وَفِى الثَّالِثَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَتَبَّتْ يَدَا أَبِى لَهَبٍ، وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَد.

(১০৯২) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নয়টি বড় বড় সূরার মাধ্যমে বিতর নামায আদায় করতেন। তিনি প্রথম রাকা'আতে, اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ দ্বিতীয় রাকা'আতে, اَلْعَصْرُ وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ এবং তৃতীয় রাকা'আতে قُلْ يَا إِيُّهَا اَلْكَافِرُوْنَ وَتَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ، وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পাঠ করতেন।

[তিরমিযী। এ হাদীসের সনদে একজন দুর্বল রাবী আছেন।]

(١٠٩٣) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الْوِتْرِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِى الثَّالِثَةِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، وَكَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ يُطَوِّلُهَا ثَلَاثًا

(১০৯৩) সাঈদ ইবন্ আবদুর রহমান ইবন্ আব্‌যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী (সা) বিতর নামায আদায় করতেন سَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى، وَقُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ সূরাত্রয় দিয়ে। আর তিনি যখন বিতর নামায শেষ করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْس পাঠ করতেন। তৃতীয় বারে তিনি তাঁর স্বর উঁচু করতেন।

(উক্ত রাবী থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বিতর নামাযে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَىْ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পাঠ করতেন। আর

যখন তিনি সালাম ফিরাতেন, তখন তিনি سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ উচ্চারণ করতেন। তিনবারই তিনি তা লম্বা করে উচ্চারণ করতেন।

[নাসায়ী। ইরাকী হাদীসটির সনদ সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন। হাদীসটি চার সুনানেও বর্ণিত হয়েছে। উবাই ইবন্ কা'ব থেকে সুবহ-ানা ...... ব্যতীত।]

(١٠٩٤) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُوْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى بِسَبِّحِ إِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ -

(১০৯৪) আবদুল আযীয ইবন্ জুরায়জ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন জিনিসের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) বিতর নামায আদায় করতেন? তিনি বলেছেন ঃ প্রথম রাকা'আতে سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى দ্বিতীয় রাকা'আতে قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ এবং তৃতীয় রাকা'আতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ এবং আঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করার মাধ্যমে তিনি বিতর নামায আদায় করতেন।

[আবূ দাউদ, ইবন মাজাহ, বায়হাকী, তিরমিযী, ইব্ন হাব্বান, দারু কুতনী ও হাকিম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিরমিযী ও হাকিম হাদীসটি পর্যায়ক্রমে হাসান ও সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(١٠٩٥) ز عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

(১০৯৫) উবাই ইবন্ কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) سَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الاَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ সূরা তিনটির মাধ্যমে বিতর নামায আদায় করতেন।

[আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ ও নাসায়ী। এর সনদ গ্রহণযোগ্য।]

(١٠٩٦) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ

(১০৯৬) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনিও নবী (সা) থেকে অনুরূপ (হাদীস) বর্ণনা করেছেন।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ ও তিরমিযী।]

(٥) بَابُ لَاوِتْرَ اَلَّابِخَمْسٍ أَوْسَبْعٍ وَلَاوِتْرُ بْنِ فِيْ لَيْلَةٍ

(৫) অধ্যায় ঃ পাঁচ কিংবা সাত রাকা'আত ব্যতীত বিতর হয় না এবং একই রাতে দু'বার বিতর আদায় করা যায় না

(١٠٩٧) عَنِ الْحَكَمِ قَالَ قُلْتُ لِمِقْسَمٍ أُوْتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوْتَنِي قَالَ لَا وِتْرَ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْسَبْعٍ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِيَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ وَمُجَاهِدٍ فَقَالَا لِي سَلْهُ عَمَّنْ؟ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

(১০৯৭) হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মিকসাম (রা)-কে বললাম, আমি তিন রাকা'আত বিতর আদায় করি। তারপর আমি তড়িঘড়ি করে (ফজরের) নামাযের জন্য বেরিয়ে পড়ি তা ছুটে যাওয়ার আশংকায়। তিনি বললেন, পাঁচ কিংবা সাত রাকা'আত ব্যতীত বিতর নামায হয় না। তিনি বলেন, বিষয়টি আমি ইয়াহ্ইয়া ইবন্

আল-জায্যার ও মুজাহিদ (রা)-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তাঁরা আমাকে বললেন, তাঁকে জিজ্ঞেস কর যে, কার কাছ থেকে এ কথা শুনেছে। তখন আমি তাঁকে বললাম। সে উত্তর দিল যে, (নির্ভযোগ্য সূত্র থেকে) আয়িশা ও মায়মূনা (রা) থেকে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

[নাসায়ী, মুহাম্মদ ইবন্ নসর। এর সনদ উত্তম।]

(١٠٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِى ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍ السُّحَيْمِىُّ ثَنَا جَدِّى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ قَالَ وَحَدَّثَنِى سِرَاجُ بْنُ عُقْبَةَ أَنَّ قَيْسَ بْنَ طَلْقٍ حَدَّثَهُمَا أَنَّ أَبَاهُ طَلْقَ بْنَ عَلِىٍّ أَتَانَا فِى رَمَضَانَ وَكَانَ عِنْدَنَا حَتَّى أَمْسَى فَصَلَّى بِنَا الْقِيَامَ فِى رَمَضَانَ وَاوْتَرَبِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِ رَيْمَانَ فَصَلَّى بِهِمْ حَتَّى بَقِىَ الْوِتْرُ فَقَدَّمَ رَجُلاً فَأَوْتَرَ بِهِمْ وَقَالَ سَمِعْتُ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَوِتْرَانِ فِى لَيْلَةٍ.

(১০৯৮) আব্দুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি আফ্ফান থেকে, আফ্ফান মুলাযিম ইবন্ আমর আল্-সুহায়মী থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার দাদা আব্দুল্লাহ ইবন্ বদর বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার নিকট সিরাজ ইবন্ উকবাহ বর্ণনা করেন যে, কায়স ইবন্ তালক তাদের দু'জনের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা তালক ইবন্ আলী কোন এক রমযানে আমাদের নিকট আসলেন এবং আমাদের নিকটই ছিলেন, এমতাবস্থায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। তখন তিনি আমাদেরকে নিয়ে রমযান মাসের তারাবীহ্ এবং বিতর এর নামায আদায় করে নিলেন। তারপর তিনি মসজিদে রমযানে উপনীত হলেন এবং সেখানেও তাদের নিয়ে নামায আদায় করলেন তবে বিতর বাকি রাখলেন। তারপর এক ব্যক্তি অগ্রসর হলো এবং তাদেরকে নিয়ে বিতর আদায় করলেন। এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, একই রাতে দু'বার বিতর পড়া যায় না।

[আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবন্ হাব্বান। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব। আর ইবন্ হাব্বান সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(٦) بَابُ خَتْمِ صَلاَةِ اللَّيْلِ بِالْوِتْرِ وَمَا جَاءَ فِى نَقْضِهِ

(৬) অনুচ্ছেদ ঃ বিতরের মাধ্যমে রাতের নামায সমাপ্তিকরণ এবং তা ভঙ্গ করা সম্পর্কে যা এসেছে

(١٠٩٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ قَالَ اَمَّا اَنَا فَلَوْ أَوْتَرْتُ قَبْلَ اَنْ أَنَامَ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ اُصَلِّىَ بِاللَّيْلِ شَفَعْتُ بِوَاحِدَةٍ مَامَضَى مِنْ وِتْرِى ثُمَّ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا قَضَيْتُ صَلاَتِى اَوْتَرْتُ بِوَاحِدَةٍ، إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلاَةِ اللَّيْلِ الْوِتْرُ

(১০৯৯) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁকে যখন বিতর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো তিনি বলতেন ঃ আমি ঘুমিয়ে যাওয়ার আগে যদি বিতর আদায় করে ফেলতাম, তারপর আবার যদি রাত্রিকালে নামায আদায় করার ইচ্ছা করতাম, তবে আমার পূর্বে আদায়কৃত বিতরের সাথে এক রাকা'আত জুড়ে দিতাম। তারপর দুই দুই রাকা'আত করে নামায আদায় করতাম। অতঃপর আমি যখন আমার নামায শেষ করতাম তখন আবার এক রাকা'আত বিতর আদায় করতাম। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রকালীন নামাযে বিতরকে শেষ নামায করতে বলেছেন।

[এ ভাষায় হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে এর রাবীগণ সহীহ হাদীসেরই রাবী। হাদীসটি একটু ভিন্ন ভাষায় বুখারী, মুসলিমেও আছে।]

(١١٠٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ لِي قُومِي فَأَوْتِرِي

(১১০০) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) রাত্রিবেলা নামায আদায় করতেন। তারপর তিনি যখন নামায শেষ করতেন তখন আমাকে বলতেন, উঠ এবং বিতর আদায় করে নাও।

[মুসলিম ও অন্যান্য।]

(٧) بَابٌ جَوَازُ صَلاَةِ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَمَنْ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَصَلاَةُ عَلَى الْأَرْضِ

(৭) অনুচ্ছেদ ঃ বাহনের ওপর বিতর নামায আদায় করা সিদ্ধ এবং যে ব্যক্তি বাহন থেকে নেমে অতঃপর মাটিতে নামায আদায় করেছে সে প্রসঙ্গে

(١١٠١) عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا وَيَذْكُرُ ذَالِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(১১০১) নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বাহনের উপরই নামায আদায় করতেন এবং তার উপরই বিতরও আদায় করতেন এবং তা নবী (সা) থেকে উল্লেখ করতেন।

[বুখারী, মুসলিম, ইমাম মালিক, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ ও বায়হাকী।]

(١١٠٢) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيْرِ

(১১০২) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ উটের উপরই বিতর (নামায) আদায় করেছেন।

[মুসলিম, বায়হাকী ও অন্যান্য।]

(١١٠٣) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ لِي أُبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُمَا أَمَالَكَ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ؟ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُتِرُ عَلَى بَعِيْرِهِ.

(১১০৩) সাঈদ ইবন্ ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন্ উমর (রা) আমাকে বললেন, তোমার জন্য কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে (অনুকরণীয়) আদর্শ নাই? রাসূলুল্লাহ (সা) উটের উপর বিতর আদায় করতেন (যা একটি অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে)।

[বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, বায়হাকী ও অন্যান্য।]

(١١٠٤) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ أُبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ

(১১০৪) সাঈদ ইবন্ যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ইবন্ উমর (রা) ইচ্ছা করেই বাহনের উপর নামায আদায় করতেন। তারপর তিনি যখন বিতর নামায আদায় করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি (বাহন থেকে) অবতরণ করতেন এবং মাটিতেই বিতর আদায় করতেন। [তাহাবী। এর সনদ উত্তম।]

أَبْوَابُ صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ

তারাবীহ্‌র সালাত সম্পর্কিত অধ্যায়সমূহ

(١) بَابٌ مَاجَاءَ فِيْ فَضْلِهَا وَانَّهَا سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ـ

(১) অনুচ্ছেদ ঃ তারাবীহ্‌র সালাতের ফযীলত, তা সুন্নাত হওয়া এবং ওয়াজিব না হওয়া প্রসঙ্গে।

(١١٠٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِقِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَأْمُرَ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ وَكَانَ يَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

(১১০৫) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, ইবন্ ইবন্ তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) রমযান মাসে কিয়াম তথা তারাবীহ্‌র সালাতের নির্দেশ দিয়েছেন, তবে তা 'আযীমাত (ওয়াজিব) অর্থে নয়। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসে ঈমান ও ইহ্‌তেসাবের সাথে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করে, তার পূর্বের সকল পাপরাশি মার্জনা করে দেয়া হয়।

[কোন কোন বর্ণনায় "مَاتَاَخَّرَ" তথা পরবর্তী জীবনের পাপরাশিও ক্ষমা করা হয় বলে বলা হয়েছে ইবন্ ইবন্।]

[বুখারী, মুসলিম, চার সুনান গ্রন্থ ইত্যাদি।]

(١١٠٦) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ ـ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ اِحْتِسَابًا خَرَجَ مِنَ الذُّنُوْبِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ـ

(১১০৬) আব্দুর রহমান ইবন্ আউফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আল্লাহ্ তা'আলা রমযানের সিয়াম সাধনা ফরয করেছেন আর আমি তাতে (জামায়াতে) তারাবীহ্‌র সালাত আদায় সুন্নাত করে দিয়েছি। সুতরাং যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় রমযানে সিয়াম সাধনা করবে এবং (জামা'আতে) তারাবীহর সালাত আদায় করবে সে এমনভাবে পাপমুক্ত হবে যেমন সে তার মা তাকে প্রসবকালে পাপমুক্ত প্রসব করে ছিল।

[নাসাঈ ও ইবন্ মাজাহ্। এ হাদীসের সনদে একজন দুর্বল রাবী আছেন।]

(٢) بَابٌ مَاجَاءَ فِيْ سَبَبِهَا وَجَوَازِ فِعْلِهَا جَمَاعَةً فِيْ الْمَسْجِدِ.

(২) তারাবীহ্‌র সালাতের কারণ এবং মসজিদে তার জামায়াতে আদায় করা বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে

(١١٠٧) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِيْ رَمَضَانَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ ـ قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ إِلَى جَنْبِي، ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ حَتَّى كُنَّا رَهْطًا ـ فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا خَلْفَهُ تَجَوَّزَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا عِنْدَنَا قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَطِنْتَ بِنَا اللَّيْلَةَ؟ قَالَ

نَعَمْ فَذَاكَ الَّذِى حَمَلَنِىْ عَلَى الَّذِىْ صَنَعْتُ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ يُوَاصِلُ وَ ذَاكَ فِى أُخِرِ الشَّهْرِ قَالَ فَأَخَذَ رِجَالٌ يُوَاصِلُوْنَ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ رِجَالٌ يُوَاصِلُوْنَ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِى أَمَا وَاللّٰهِ لَوْمُدَّ لِىَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُوْنَ تَعَمُّقَهُمْ -

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَخَفَّفَ بِهِمْ ثُمَّ دَخَلَ فَأَطَالَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قُلْنَا يَا نَبِىَّ اللّٰهِ جَلَسْنَا اللَّيْلَةَ فَخَرَجْتَ إِلَيْنَا فَخَفَّفْتَ ثُمَّ دَخَلْتَ فَأَطَلْتَ قَالَ مِنْ أَجْلِكُمْ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّيْتَ وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَمُدَّ فِىْ صَلاَتِكَ، قَالَ قَدْ عَلِمْتُ بِمَكَانِكُمْ وَعَمْدًا فَعَلْتُ ذَلِكَ -

(১১০৭) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) রমযান মাসে (তারাবীহ্র) সালাত আদায় করছিলেন। আমি এসে তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। তিনি বলেন, এরপর আরো এক ব্যক্তি এসে আমার পাশে দাঁড়াল। অতঃপর আরো এক ব্যক্তি আসল। এভাবে আসতে আসতে আমরা বেশ কয়েকজন হয়ে গেলাম। এরপর রাসূল (সা) যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা তার পিছনে রয়েছি তখন তিনি সালাতকে সংক্ষিপ্ত করলেন। এরপর দাঁড়িয়ে নিজ গৃহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন সেখানে তিনি দীর্ঘক্ষণ সালাত আদায় করলেন যা আমাদের সাথে করেন নি। অতঃপর যখন প্রত্যুষ হল তখন আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা) আপনি গত রাত্রে আমাদের উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন কি? রাসূল (সা) জবাবে বললেন, হ্যাঁ। আমি সে কারণেই এরূপ করেছি।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি বিরতিহীনভাবে সিয়ামব্রত পালন শুরু করলেন, এটা ছিল রমযান মাসের শেষের দিকে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তাঁর সাহাবীদের অনেকেই বিরতিহীনভাবে সিয়ামব্রত পালন শুরু করলেন, বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূল, বললেন, লোকদের কি হলো যে, তারা বিরতিহীন সিয়ামব্রত পালন শুরু করে দিল। অথচ তোমরা আমার মত নও। আল্লাহ্র কসম, যদি আমার জন্য রমযান আরো দীর্ঘ করা হত তবুও আমি এমন বিরতিহীন সিয়ামব্রত পালন করতাম যে, (দীনের ব্যাপারে) বাড়াবাড়িকারীগণ তাদের বাড়াবাড়ি ছেড়ে দিত।

(উক্ত আনাস ইবন্ মালিক (রা) হতে ২য় সূত্রে বর্ণিত আছে) রমযান মাসে নবী করীম (সা) তাঁদের কাছে বের হলেন, তারপর সাহাবীদের নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে সালাত আদায় করলেন, অতঃপর গৃহে প্রবেশ করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রইলেন, তারপর গৃহ থেকে বের হলেন এবং তাদের নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি আবারো গৃহে প্রবেশ করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রইলেন, অতঃপর প্রত্যুষ হলে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র নবী! গত রাত্রে আমরা বসা ছিলাম তখন আপনি আমাদের মাঝে এলেন, সংক্ষিপ্তাকারে সালাত আদায় করলেন, অতঃপর ভিতরে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রইলেন, রাসূল (সা) বললেন, এটা তোমাদের জন্যই করেছি।

(উক্ত আনাস ইবন্ মালিক হতে ৩য় সূত্রেও অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে । যাতে আরো উল্লেখিত আছে, তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আপনি সালাত আদায় করলেন অথচ আমরা চাচ্ছিলাম যে, আপনি সালাতকে আরো দীর্ঘ করবেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলাম এবং জেনে শুনেই এমনটি করেছি।

[বুখারী, মুসলিম ইত্যাদিতে বর্ণিত।]

(١١٠٨) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِىْ الْمَسْجِدِ فَثَابَ رِجَالٌ فَصَلُّوْا مَعَهُ بِصَلاَتِهِ فَلَمَّا

أَصْبَحَ النَّاسُ تَحَدَّثُوْا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ فَصَلَّى فِيْ الْمَسْجِدِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَاجْتَمَعَ اللَّيْلَةَ الْمُقْبِلَةَ أَكْثَرُمِنْهُم، قَالَتْ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَصَلُّوْا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ ثُمَّ اَصْبَحَ فَتَحَدَّثُوْا بِذٰلِكَ، فَاجْتَمَعَ اللَّيْلَةَ الثَّالِثَةَ نَاسٌ كَثِيْرٌ حَتَّى كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فَصَلُّوا مَعَهُ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَتَّى كَادَ الْمَسْجِدُ يَعْجِزُ عَنْ أَهْلِهِ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَخْرُجْ قَالَتْ حَتَّى سَمِعْتُ نَاسًا مِّنهُمْ يَقُوْلُوْنَ اَلصَّلَاةَ اَلصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فِيْ النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ اَمَّابَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَانُكُمُ اللَّيْلَةَ وَلٰكِنِّى خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا (زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ) وَذٰلِكَ فِيْ رَمَضَانَ ـ

(১১০৮) উওয়া ইবন্ যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়িশা (রা) বলেছেন, একদা এক মধ্যরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহ থেকে বের হলেন, তারপর মসজিদে সালাত আদায় করলেন। তখন কতিপয় সাহাবী মসজিদে এলেন এবং তার সাথে সালাত আদায় করলেন, পরদিন প্রত্যুষে মানুষরা বলাবলি করতে লাগল যে, নবী (সা)-মসজিদে গিয়েছিলেন এবং মধ্য রাতে সালাত আদায় করেছেন। পরের রাতে আরো বেশী মানুষ জমায়েত হলো- বর্ণনাকারী (আয়িশা (রা)) বলেন, নবী (সা) গৃহ থেকে বের হলেন মধ্যরাতে গোসল করলেন, অতঃপর সালাত আদায় করলেন মানুষেরাও তাঁর সাথে সালাত আদায় করল। এর পরদিন সকালে তারা এ নিয়ে বলাবলি করতে লাগল। এমনিভাবে তৃতীয় রাতেও অনেক মানুষ জমায়েত হল এবং মসজিদে সালাতীদের সংখ্যা বেড়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর নবী (সা) মধ্যরাতে বের হলেন এবং সালাত আদায় করলেন তাঁরাও তাঁর সাথে সালাত আদায় করল। এমনিভাবে চতুর্থ রাত যখন হল তখন এত মানুষ মসজিদে সমবেত হলো যে, মসজিদে লোক সংকুলান কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ল। এ দিনে নবী (সা) বসে থাকলেন এবং বের হলেন না। তিনি বলেন, এমনকি আমি শুনতে পেলাম যে, কিছু মানুষ সালাত! সালাত!! বলে ডাকছে। তথাপিও নবী (সা) তাদের উদ্দেশ্যে বের হলেন না, যখন তিনি ফজরের সালাত আদায় শেষে সালাম দিলেন তখন মানুষদের মাঝে দাঁড়িয়ে গেলেন, শাহাদাতবাণী উচ্চারণ করলেন এবং বললেন, গতরাতে তোমাদের অবস্থা (সালাতের প্রতি তোমাদের আগ্রহ) আমার অজানা ছিল না, কিন্তু আমি আশঙ্কা করেছি যে, তা তোমাদের ওপর ফরয হয়ে গেলে, যা আদায়ে তোমরা অক্ষম হয়ে পড়বে। (কোন কোন বর্ণনায় এও এসেছে যে) এটা ছিল রামাযান মাসের ঘটনা।

[বুখারী, মুসলিম হাকেম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও বায়হাকীতে বর্ণিত।]

(١١٠٩) عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ أَوْزَاعًا يَكُوْنُ مَعَ الرَّجُلِ شَيْئٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَيَكُوْنُ مَعَهُ النَّفَرُ الْخَمْسَةَ اَوْ اَلسِّتَّةَ اَو أَقَلُّ مِّنْ ذَالِكَ اَوْ أَكْثَرُ فَيُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ قَالَتْ فَأَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِّنْ ذَالِكَ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيْرًا عَلٰى بَابِ حُجْرَتِى فَفَعَلْتُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلٰى وَسَلَّمَ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ اَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ قَالَتْ فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ فِيْ الْمَسْجِدِ

فَصَلَّى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلاً طَوِيْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ وَتَرَكَ الْحَصِيْرَ عَلٰى حَالِهِ فَلَمَّا اَصْبَحَ النَّاسُ تَحَدَّثُوا بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ كَانَ مَعَهُ فِى الْمَسْجِدِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَالَتْ وَاَمْسَى الْمَسْجِدُ رَاجًّا بِالنَّاسِ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ وَ ثَبَتَ النَّاسُ قَالَتْ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ النَّاسِ يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِعَ النَّاسُ بِصَلَاتِكَ الْبَارِحَةَ بِمَنْ كَانَ فِىْ الْمَسْجِدِ فَحَشَدُوْا لِذٰلِكَ لِتُصَلِّى بِهِمْ قَالَتْ فَقَالَ أُطْوِعَنَّا حَصِيْرَكِ يَاعَائِشَةُ قَالَتْ فَفَعَلْتُ وَبَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ غَافِلٍ وَثَبَتَ النَّاسُ مَكَانَهُمْ حَتّٰى خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الصُّبْحِ فَقَالَتْ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ أَمَا وَاللّٰهِ مَابِتُّ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَيْلَتِىْ هٰذِهِ غَافِلاً وَمَا خَفِىَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ ـ لٰكِنِّى تَخَوَّفْتُ أَنْ يُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَاكْلَفُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَاتُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوا قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ اِنَّ أَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ ـ

(১১০৯) আবূ সালামা ইবন আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা)-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মানুষেরা রমযান মাসের রাত্রিতে মসজিদে নববীতে বিচ্ছিন্ন জামাতে সালাত আদায় করতো। কারো কিছু কুরআন মুখস্ত থাকলে তখন তার সাথে পাঁচ জনের কিংবা ছয় জনের অথবা তার কিছু কম বা বেশী লোক এখানে সালাত আদায় করতো। আয়িশা (রা) বলেন, এমনি এক রাত্রিতে রাসূল (সা) আমাকে আমার গৃহের ফটকের সামনে একটি চাটাই বিছিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন, আমি তাই করলাম, নবী (সা) এ সালাত আদায়ের পর উক্ত চাটাইয়ের দিকে গেলেন। তখন যারা মসজিদে ছিলেন তারা তাঁর কাছে সমবেত হলেন, নবী (সা) দীর্ঘ রাত পর্যন্ত তাঁদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি সালাত থেকে চাটাইটি ঐ অবস্থায় রেখে গৃহে প্রবেশ করলেন। পরদিন সকাল হলে গত রাত্রে মসজিদবাসীদের নিয়ে রাসূল (সা)-এর সালাত বিষয়ে লোকজন বলাবলি করতে থাকল। বর্ণনাকারী বলেন, সন্ধ্যা হলে মসজিদে জনগণের সরব পদাচারণা শুরু হল। রাসূল (সা) তাদের নিয়ে এশার সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন, কিন্তু মানুষেরা মসজিদে রয়ে গেল। তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাকে বললেন, হে আয়িশা! মানুষদের কি হয়েছে বলতো? তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ! মানুষেরা গতরাতে যারা মসজিদে ছিল তাদের নিয়ে আপনার সালাত আদায়ের কথা শুনেছে, তাই তারা জমা হয়েছে, যেন আপনি তাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বললেন, হে আয়িশা তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আজ নবী (সা) বের হবেন না। তিনি বলেন, আমি তা-ই করলাম, এবং নবী (সা) সতর্কাবস্থায় রাত্রি যাপন করলেন। আর মানুষরাও তাদের স্ব স্ব অবস্থানে থাকল। এমনকি নবী (সা) ফজরের সালাতোদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি বলেন, তারপর রাসূল (সা) বললেন, হে মানুষেরা! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ্র কসম! আমি অসতর্কাবস্থায় গত রাত্রি যাপন করি নি এবং গতরাতে তোমাদের অবস্থাও আমার অজানা ছিল না। বরং আমি এ আশঙ্কা করেছি যে, তা তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্কন্ধে এমন আসন তুলে নাও যা আদায় করতে পারবে। কেননা আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত বিরক্তিবোধ করেন না যতক্ষণ না তোমরা বিরক্তিবোধ কর। বর্ণনাকারী বলেন, আয়িশা (রা) বলতেন, আল্লাহর নিকট প্রিয়তম আমল হচ্ছে যা সর্বদা করা হয় যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়।

[এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইব্ন নসর আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আর মুসলিম ও আহমদ হাদীসটি যাইদ ইবনে সাবিত (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন।]

(١١١٠) خط عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ يَرُدُّ إِلَى أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ ط قَالَ لَمَّا كَانَ الْعَشْرُ الْاَوَاخِرُ اعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ إِثْنَيْنِ وَعِشْرِيْنَ قَالَ إِنَّا قَائِمُوْنَ اللَّيْلَةَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُوْمَ فَلْيَقُمْ، وَهِيَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ فَصَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةً بَعْدَ الْعَتَمَةِ حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَلَمْ يَقُمْ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ قَامَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ أَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ فَقَالَ اِنَّا قَائِمُوْنَ اللَّيْلَةَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ يَعْنِي لَيْلَةَ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَقُمْ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ سِتٍّ وَّعِشْرِيْنَ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَلَمْ يَقُمْ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ سِتٍّ وَّعِشْرِيْنَ قَامَ فَقَالَ إِنَّا قَائِمُوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ يَعْنِي لَيْلَةَ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَقُوْمَ فَلْيَقُمْ، قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ فَتَجَلَّدْنَا لِلْقِيَامِ فَصَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلٰى قُبَّتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ لَهُ اِنْ كُنَّا لَقَدْ طَمِعْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْ تَقُوْمَ بِنَا حَتّٰى تُصْبِحَ. فَقَالَ يَا اَبَاذَرٍّ إِنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ مَعَ إِمَامِكَ وَانْصَرَفْتَ اِذَا انْصَرَفَ كُتِبَ لَكَ قُنُوتُ لَيْلَتِكَ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَجَدْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ.

(১১১০) শুরাইহ্‌ ইবন্‌ উবাইদ, হাদরামী থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা সূত্রকে আবূ যার (রা) পর্যন্ত প্রত্যার্পণ করেছেন। তিনি বলেন যখন রমযানের শেষ দশক সমাগত হল তখন রাসূল (সা) মসজিদে (নববীতে) ই'তিকাফ করলেন। রমযানের বাইশ তারিখে আসরের সালাত সমাপনান্তে রাসূল (সা) বললেন, ইনশাআল্লাহ আজ রাতে আমরা (তারাবীহর) সালাত আদায় করব। অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা ইবাদাতে মাশগুল থাকতে চায় তারা থাকতে পারে। এটি ছিল রমযানের তেইশ তারিখের (পূর্ব) রাত্রি, অতঃপর তিনি (সা) এশার সালাতের পর জামায়াতবদ্ধভাবে (নফল) সালাত আদায় করলেন, এমনিভাবে রাত্রির ত্রি প্রহরের এক প্রহর কেটে গেল। এরপর তিনি সালাত থেকে বিরত হলেন। এরপর চব্বিশ তারিখ এল সেদিন তিনি কিছুই বললেন না এবং সালাতও আদায় করলেন না। অতঃপর পঁচিশ তারিখের রাত যখন এল তিনি চব্বিশই রমযান আসরের সালাতান্তে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, ইনশাআল্লাহ আজ রাতে অর্থাৎ পঁচিশ তারিখের রাতে আমরা নফল সালাত আদায় করব, অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা চায় তারা সালাতে শামিল হতে পারে। অতঃপর তিনি মানুষদের নিয়ে সালাত আদায় করতে থাকলেন, এভাবেই রাত্রের তিন প্রহরের এক প্রহর কেটে গেল। এরপর তিনি সালাত থেকে বিরত হলেন, এরপর ছাব্বিশ তারিখের রাত হল তিনি কিছুই বললেন না এবং কোন সালাতও আদায় করলেন না। অতঃপর ছাব্বিশ রমযানের আসরের সালাত শেষে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, ইনশাআল্লাহ্‌ আজ রাতেও অর্থাৎ সাতাশ তারিখেও আমরা সালাত আদায় করব। অতএব তোমাদের মধ্যে যারা তা করতে চায় তারা তা করতে পারে। আবূ যার বলেন. আমরা সালাত আদায় করে রাতযাপনের উদ্দেশ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলাম এবং নবী (সা) আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন এমনি করে রাত্রের তিন প্রহরের দুই প্রহর কেটে গেল। অতঃপর তিনি মসজিদে নববীতে তৈরীকৃত তাঁর ই'তিকাফকালীন অবস্থানস্থলে ফিরে গেলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমরা প্রত্যাশা করছিলাম যে, আপনি আমাদের নিয়ে সুবহে সাদিক পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবেন। তিনি জবাবে বললেন, হে আবূ যার! যখন তুমি তোমার ইমামের সাথে সালাত আদায় কর অতঃপর তিনি সালাত শেষ করলে তুমিও তখন সালাত শেষ

কর, তখন পুরা রাত্রিতে ইবাদতের সাওয়াব তোমার আমলনামায় লিখা হয়। আবূ আব্দুর রাহমান বলেন, আমি হাদীসটি আমার পিতার কিতাবে তাঁর স্বহস্তে লিখিত পেয়েছি।

[নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ, হাকেম, তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবন্ নাছর ও ত্বাহাবী ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন।]

(١١١١) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ اَبِى ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِّنَ الشَّهْرِ حَتّٰى بَقِىَ سَبْعٌ - فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ نَحْوٌ مِّنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا اللَّيْلَةَ الرَّابِعَةَ وَقَالَ بِنَا اللَّيْلَةَ الَّتِى تَلِيْهَا حَتّٰى ذَهَبَ نَحْوٌ مِّنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، قَالَ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْنَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هٰذِهِ - قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا السَّادِسَةَ وَقَالَ بِنَا السَّابِعَةَ، وَقَالَ بَعَثَ اِلَى أَهْلِهِ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى خَشِيْنَا أَنْ يَفُوْتَنَا الْفَلَاحُ قَالَ قُلْتُ مَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ السُّحُوْرُ -

(১১১১) জুবাইর ইবন্ নুফাইর আল খাদ্‌রামী থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রমযান মাসে রাসূল (সা)-এর সাথে রোযা রাখতাম, তিনি আমাদের নিয়ে গোটা মাস কোন সালাত আদায় করলেন না। অতঃপর রমযানের সাত দিন বাকি থাকলে তিনি (সা) আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। প্রায় রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অতঃপর চব্বিশ তারিখে আর এমনটি করলেন না। তৎপরবর্তী রাত্রে প্রায় অর্ধরাত্র পর্যন্ত সালাত আদায় করে কাটিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কতই না সুন্দর হত যদি গোটা রাতটাই এভাবে নফল ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। রাসূল (সা) বললেন, যখন কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে নফল সালাত আদায়ে ব্যস্ত থেকে অবশেষে ফিরে তখন পুরারাত্রি দাঁড়িয়ে ইবাদত করার সাওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়, অতঃপর ছাব্বিশ তারিখে তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন নি। আবার সাতাশ তারিখে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি গোত্রে গোত্রে প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিলেন। জনগণ একত্রিত হল, তখন তিনি আমাদের নিয়ে এত দীর্ঘক্ষণ সালাত আদায় করলেন। যে আমরা আশংকা করতে থাকলাম যে, কল্যাণ হারিয়ে ফেলব, আমি বললাম, কল্যাণ কি? তিনি বলেন, সাহ্‌রী।

[মুস্তাদরাকে হাকেম, বায়হাকী ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত। হাফেয ও তিরমিযী হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(١١١٢) عَنْ نُعَيْمِ بْنِ زِيَادٍ اَبِى طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ عَلٰى مِنْبَرِ حِمْصَ قُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ بِنَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنْ لَانُدْرِكَ الْفَلَاحَ، قَالَ وَكُنَّا نَدْعُوْ السُّحُوْرَ الْفَلَاحَ - فَامَّا نَحْنُ فَنَقُوْلُ لَيْلَةَ السَّابِعَةِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ وَأَنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ السَّابِعَةَ فَمَنْ اَصْوَبُ؟ نَحْنُ اَوْ اَنْتُمْ؟

(১১১২) নু'আইম ইবন্ যিয়াদ আবূ তাল্‌হা আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নু'মান ইবন্ বশির (রা)-কে হিমছ-এর মিম্বারে বলতে শুনেছেন যে, আমরা রমযান মাসের তেইশ তারিখ রাসূল ((সা)-এর সাথে রাত্রির প্রায় প্রথম এক তৃতীয়াংশ সালাত আদায় করেছিলাম। অতঃপর পঁচিশে তারিখের রাত্রে প্রায় অর্ধরাত্রি সালাত আদায় করলাম। অতঃপর সাতাশ তারিখের রাত্রিতে এত বেশী সালাত আদায় করলাম যে, কল্যাণ হারিয়ে ফেলবার আশঙ্কা

করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সাহরীকে কল্যাণ বলতাম। আমরা সাতাশের রাত্রিকে সপ্তম রাত্রি বলি আর তোমরা তেইশের রাত্রিকে সপ্তম রাত্রি বলে থাক। আসলে কোনটি বেশি সঠিক? তোমরা না আমরা?

[নাসায়ী। ইত্যাদি।]

[কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে কদরের রাত্রি সপ্তম তারিখে হয়। এ কারণে কেউ কেউ রমযানের সাতাশ তারিখের রাত্রিকে সপ্তম রাত্রি আর কেউ কেউ পিছনের দিক থেকে গণনা করে তেইশ তারিখের রাত্রিকে সপ্তম রাত্রি মনে করেন, এর মধ্যে কোনটি সঠিক? আল্লাহ্ই ভাল জানেন]

(٣) بَابٌ حُجَّةُ مَنْ قَالَ اِنَّ فِعْلَهَا فِى الْبَيْتِ أَفْضَلُ ـ

(৩) অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলে যে তারাবীহ্র সালাত বাড়ীতে আদায় করা উত্তম তাদের দলিল

(١١١٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِى الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ فَصَلَّى فِيهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَالِى حَتّٰى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوْا صَوْتَهُ فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ مَازَالَ بِكُمُ الَّذِىْ رَأَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ حَتّٰى خَشِيْتُ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّو اَيُّهَا النَّاسُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ ـ

(১১১৩) যায়িদ ইবন্ ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) মসজিদে (নববীতে) চাটাইয়ের একটি কামরা বানালেন। অতঃপর কয়েক রাত্রি সেখানে সালাত আদায় করলেন, পরিশেষে কিছু লোক তাঁর কাছে একত্রিত হল অতঃপর তারা রাসূলের (সা) আওয়াজ হারিয়ে ফেলত। তখন তারা ধারণা করল যে, তিনি ঘুমিয়ে গেছেন। তখন তাদের কেউ কেউ গলা হাকারি দিতে লাগলেন, যেন তিনি তাঁদের কাছে বাইরে বেরিয়ে আসেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অনবহিত নই, কিন্তু আমি তা তোমাদের উপর ফরয হবার আশঙ্কা করি। যদি তা তোমাদের উপর ফরয করা হয় তবে তোমরা তা আদায় করতে পারবে না। অতএব, হে মানুষেরা তোমরা তোমাদের গৃহেই তারাবীহ্র সালাত আদায় কর। কেননা কোন মানুষের ফরয সালাত ব্যতীত উত্তম সালাত হচ্ছে তার গৃহের সালাত। [বুখারী ও মুসলিম।]

(٤) بَابٌ حُجَّةُ مَنْ قَالَ إِنَّهَا ثَمَانَ رَكَعَاتٍ غَيْرَ الْوِتْرِ ـ

(৪) অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলে যে তারাবীহ্র সালাত বিতর ব্যতীত আট রাকাত তাদের দলিল প্রসঙ্গে

(١١١٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَمِلْتُ اللَّيْلَةَ عَمَلاً، قَالَ مَا هُوَ؟ قَالَ نِسْوَةٌ مَعِىْ فِى الدَّارِ قُلْنَ لِى إِنَّكَ تَقْرَءُ وَلاَ نَقْرَأُ، فَصَلِّ بِنَا، فَصَلَّيْتُ ثَمَانِيًا وَالْوِتْرَ، قَالَ فَسَكَتَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَأَيْنَا أَنَّ سُكُوْتَهُ رِضًا بِمَا كَانَ ـ

(১১১৪) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি উবাই উবনু কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা) আমি অদ্য রাত্রি কিছু আমল করেছি রাসূল (সা) বললেন, কি সেটা? তিনি বললেন, বাড়ীতে কয়েকজন স্ত্রীলোক আমাকে বলল, আপনি কুরআন পড়তে প্যারেন আমরা পড়তে পারি না। অতএব, আপনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। অতঃপর আমি আট রাকাত

তারাবীহ্‌র সালাত ও বিতর সালাত আদায় করলাম। রাবী বলেন, তখন নবী (সা) চুপ থাকলেন, রাবী বলেন, আমরা তাঁর চুপ থাকাকে সন্তুষ্টি মনে করলাম।

[মসনাদে আহমাদ, তিবরানী কর্তৃক অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, হাদীসটির সনদ হাসান।]

(١١١٥) عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَافِيْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلَاثًا، قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ؟ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ اَوْ اِنِّى تَنَامُ عَيْنَاىَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِى -

(১১১৫) আবূ সালামা ইবন্ আবদুর রহমান ইবন্ আউ'ফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূল (সা)-এর রমযান মাসের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূল (সা) রমযান মাস অথবা অন্য মাসে এগার রাকা'আতের বেশী সালাত আদায় করতেন না, তিনি প্রথমত চার রাকা'আত সালাত আদায় করতেন এ সালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি আবারো চার রাকা'আত সালাত আদায় করতেন, উক্ত সালাতের সৌন্দর্যতা ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জানতে চেও না। অতঃপর তিন রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। আয়িশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি কি বিতরের পূর্বে ঘুমাবেন ? তিনি বললেন হে আয়েশা, আমি কিংবা আমার চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

(١١١٦) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اُمَّهُ أَخْبِرِيْ نِيْ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى قَالَتْ كَانَتْ صَلَاتُهُ فِيْ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً فِيْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ قُلْتُ فَأَخْبِرِيْنِيْ عَنْ صِيَامِهِ، قَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ أَفْطَرَ وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِيْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُهُ الاَّ قَلِيْلًا -

(১১১৬) তাঁর (আবূ সালামা ইবন্ আব্দুর রাহমান ইবন্ আউফ) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, মা আপনি আমাকে রাসূল (সা)-এর সালাত সম্পর্কে বলুন, তিনি বললেন রমযান মাস ও অন্যান্য মাসে তিনি তের রাকাত সালাত আদায় করতেন, এর মধ্যে ফজরের দুই রাকাত সালাতও ছিল। আমি বললাম, আমাকে রাসূল (সা)-এর সিয়াম সম্পর্কে খবর দিন, তিনি বললেন, তিনি সিয়াম রাখতেন এমনকি আমরা বলতাম তিনি সিয়াম রাখছেন। আর তিনি সিয়াম ভাঙ্গতেন এমনকি আমরা বলতাম, তিনি সিয়াম ভেঙ্গেছেন। আমি শা'বান মাসের চাইতে অন্য কোন মাসে তাঁকে এত বেশী সিয়াম রাখতে দেখি নি। শা'বানে তিনি খুব অল্প কিছু দিন ব্যতীত বাকি দিনগুলো সিয়াম পালন করতেন।

[বুখারী ও মুসলিম।]

اَبْوَابُ صَلاَةِ الضُّحَى

দ্বিপ্রহরের সালাত সম্পর্কিত অধ্যায়সমূহ

(٥) بَابٌ مَاوَرَدَ فِى فَضْلِهَا وَحُكْمِهَا

(৫) অনুচ্ছেদ ঃ দ্বিপ্রহরের সালাতের ফযীলত ও হুকুম প্রসঙ্গে

(١١١٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَغَنَمُوْا وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُرْبِ مَغْزَاهُمْ وَكَثْرَةِ غَنِيْمَتِهِمْ وَسُرْعَةِ رَجْعَتِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى اَقْرَبَ مِنْهُ مَغْزًى وَاَكْثَرَ غَنِيْمَةً وَاَوْشَكَ رَجْعَةً مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الضُّحَى فَهُوَ اَقْرَبُ مَغْزًى وَاَكْثَرُ غَنِيْمَةً وَاَوْشَكُ رَجْعَةً

(১১১৭) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) একদা এক সারিয়া প্রেরণ করলেন। উক্ত বাহিনী গনীমত লাভ করল এবং দ্রুত ফিরে এল। তখন জনগণ দ্রুত যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা সম্পর্কে এবং অধিক পরিমাণ গনীমত লাভ সম্পর্কে বলাবলি করতে লাগল। তখন রাসূল (সা) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে আরো বেশী লাভজনক বিষয় আরও অধিক গনীমত লাভ ও দ্রুত ফিরে আসা সম্পর্কে খবর দিব না? সেটি হল যে ওযূ করে অতঃপর দ্বিপ্রহরে সালাতের জন্য মসজিদ অভিমুখী হয়। এটিই হচ্ছে বেশী লাভজনক অত্যধিক গনীমত লাভ ও দ্রুত ফিরে আসার মতই।

[সারিয়া হল বিশেষ সৈন্য বাহিনী যাদেরকে শত্রু দমনের জন্য প্রেরণ করা হয়।]

[এ হাদীসের সনদে "ইবন্ লুহাইয়্যা" আছেন যার ব্যাপারে কথা আছে। তবে তাবারানী হাদীসটি অপর এক উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।]

(١١١٨) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلٰى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ -

(১১১৮) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে দ্বিপ্রহরের দু'রাকাত সালাত সংরক্ষণ করবে তার গুনাহ্‌রাশি মাফ করে দেওয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ঢেউ এর মত বিশাল আকারের হোক না কেন।

[গুনাহ্‌রাশি বলতে এখানে সগীরা গুনাহ্ বুঝানো হয়েছে। কারণ কাবিরা গুনাহ মাফের জন্য তওবা করা পূর্বশর্ত।]

[ইবন্ মাজাহ ও তিরমিযীর সনদে একজন দুর্বল রাবী আছেন।]

(١١١٩) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ أَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ بِثَلاَثٍ، صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَلاَ أَنَامُ إِلاَّ عَلٰى وِتْرٍ -

(১১১৯) তাঁর (আবূ হুরাইরা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বন্ধু আমাকে তিনটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক মাসে তিনদিন সিয়ামব্রত পালন করা, দ্বিপ্রহরের পূর্বে সালাত আদায় করা এবং বিতরের সালাত আদায় না করে ঘুম না যাওয়া। [বুখারী, মুসলিম ও চার সুনানে বর্ণিত।]

(١١٢٠) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ فَجَلَسَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ فَقَالَ مَنْ قَامَ اِذَا

اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ غُفِرَلَهُ خَطَايَاهُ فَكَانَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ -

(১১২০) উক্‌বা ইবন্ আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে বের হলেন, একদা রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদের সাথে কথা বলতে বসলেন। এবং তিনি এরশাদ করলেন, যখন সূর্য একটু বেড়ে যাবে এমন সময় কেউ উঠে সুন্দর করে ওযূ সম্পাদন করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত সালাত আদায় করবে তার সমস্ত পাপরাশি মার্জনা করা হবে। তার অবস্থা এমন হবে যেন সদ্য তার মা তাকে প্রসব করল।

[হাদীসটি হাইছুমী ও আবূ ইয়ালা স্ব স্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদে একজন রাবী আছেন যার পরিচয় জানা যায় না।]

(١١٢١) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَا ابْنَ اٰدَمَ لَاتَعْجِزَنَّ مِنَ الْاَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ نَهَارِكَ اَكْفِكَ اٰخِرَهُ -

(১১২১) আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে আদম সন্তান! তোমরা দিনের প্রথম ভাগে চার রাকাত সালাত কখনও ছেড়ে দিও না। আমি তাকে তোমার দিনের শেষ ভাগের জন্যও যথেষ্ট করে দিব।

(١١٢٢) عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ (الْغَطْفَانِىِّ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ صَلِّ لِى يَا ابْنَ اٰدَمَ اَرْبَعًا فِىْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهُ -

(১১২২) নুয়াইম ইবন্ হাম্মার আলগাতফানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছেন, তোমাদের রব বলেছেন! হে আদম সন্তান, তোমরা আমার উদ্দেশ্যে দিনের প্রথম ভাগে চার রাকাত সালাত আদায় কর, আমি তোমার দিনের শেষ ভাগের জন্যও যথেষ্ট করে দিব।

[হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারেমীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١١٢٣) عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِى اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ لِشَىْءٍ اَوْصَانِىْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَاَنْ لَا أَنَامُ إِلاَّ عَلٰى وِتْرٍ وَسُبْحَةَ الضُّحَى فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ -

(১১২৩) আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বন্ধু আবুল কাসিম (মুহাম্মদ সা) আমাকে তিনটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, যে তিনটি কাজ যেন অন্য কোন কিছুর জন্য ছেড়ে না দিই। তিনি আমাকে প্রত্যেক মাসে তিনটি সিয়াম পালন করতে আদেশ করেছেন। বিতরের সালাত আদায় না করে ঘুম যেতে নিষেধ করেছেন এবং সফর ও একামত উভয় অবস্থায় যেন দ্বিপ্রহরের পূর্বে সালাত আদায় করি।

[মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী।]

(١١٢٤) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامَى مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَسْبِيْحَةِ صَدَقَةٌ وَتَكْبِيْرَةِ صَدَقَةٌ وَتَحْمِيْدَةِ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِمَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ وَنَهْى عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، يُجْزَى أَحَدَكُمْ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهُ رَكْعَتَانِ يَرْكَلُهُمَا مِنَ الضُّحَى -

(১১২৪) আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি গ্রন্থির উপর সাদাকা রয়েছে। প্রতিটি তাসবীহ সাদাকা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা সাদাকা, আল্লাহু আকবার বলা সাদাকা, আল

হামদু লিল্লাহ্ বলা সাদাকা, সৎকাজের আদেশ করা সাদাকা, অসৎ কাজে প্রতিরোধ করা সাদাকা, আর দ্বিপ্রহরের পূর্বে দু'রাকাত সালাত এ সকল সাদাকার সম্পূরক।

(١١٢٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ عَلَىَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ، وَأُمِرْتُ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا ـ

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِرَكْعَتِي الضُّحَى وَبِالْوِتْرِ وَلَمْ يُكْتَبْ ـ

(১১২৫) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (নবী সা) বলেন, আমার উপরে কুরবানী করা ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে আর তা তোমাদের জন্য ওয়াজিব করা হয়নি। অনুরূপভাবে আমাকে দ্বিপ্রহরের পূর্বে দু'রাকাত সালাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আর তোমাদেরকে তার নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

(উক্ত আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমাকে দ্বিপ্রহরের পূর্বে দু'রাকাত এবং বিতরের সালাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তা তোমাদের জন্য ওয়াজিব করা হয় নি। [তিবরানী, আবূ ইয়ালা' বাজ্জারও মুস্তাদরাকে হাকেমে বর্ণিত। ইবনে হাজর বলেন, হাদীসের সবগুলো সনদই দুর্বল।]

(٢) بَابٌ مَاجَاءَ فِيْ وَقْتِهَا وَجَوَازِ فِعْلِهَا جَمَاعَةً ـ

(২) অনুচ্ছেদ ঃ দ্বিপ্রহর পূর্বের সালাতের ওয়াক্ত ও তা জামায়াতে আদায় করা জায়েয হওয়া প্রসঙ্গে

(١١٢٦) ز عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضُّحَى حِيْنَ كَانَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْمُشْرِقِ مِنْ مَكَانِهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ ـ

(১১২৬) আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) দ্বিপ্রহর পূর্বের সালাত আদায় করেছেন সূর্য উঠবার এতটুকু পরে যতটুকু সময় আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে (অর্থাৎ সূর্যোদয়ের প্রায় ২ ঘন্টা পর)
[নাসায়ী, ইবন্ মাজা হ্ও তিরমিজীতে বর্ণিত।]

(١١٢٧) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ الضُّحَى فَقَالَ صَلَاةُ الْأَوَّابِيْنَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ مِنَ الضُّحَى (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَىْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ أَوْ دَخَلَ مَسْجِدَ قُبَاءٍ بَعْدَ مَا أَشْرَقَتِ الشَّمْسَ فَإِذَا هُمْ يُصَلُّوْنَ فَقَالَ إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِيْنَ كَانُوْا يُصَلُّوْنَهَا إِذَا رَامِضَتِ الْفِصَالُ ـ

(১১২৭) যায়িদ ইবন্ আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা) কুবাবাসীর উদ্দেশ্যে বের হলেন, তখন তারা দ্বিপ্রহরের পূর্ব সালাত আদায় করছিল। তিনি বললেন, আওয়াবীনের সালাত।
[এখানে আওয়াবীনের সালাত বলতে দ্বোহার নামাযের কথা বুঝানো হয়েছে।]

দ্বিপ্রহরের পূর্বে যখন সুর্যের তেজ ও প্রখরতা বৃদ্ধি পায় তখন আদায় করতে হয়। (উক্ত যায়িদ ইবন্ আরকাম (রা) থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন, একদা নবী (সা) কুবা মসজিদে এলেন অথবা কুবা মসজিদে প্রবেশ করলেন সূর্য খানিকটা উপরে উঠে যাবার পরে। তখন তারা সালাত আদায় করছিল তখন তিনি বলেন, আওয়াবীনের সালাত যখন সূর্যের প্রখরতা বৃদ্ধি পেত তখন আদায় করতো।
[মুসলিম, তিরমিযী, তিবরানী ও মুছান্নাফে ইবনে আবূ শায়বায় বর্ণিত হয়েছে।]

(١١٢٨) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ رَآنِى اَبُوْ بَشِيْرٍ الأَنْصَارِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُصَلِّى صَلاَةَ الضُّحَى حِيْنَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَعَابَ عَلَى ذَالِكَ وَنَهَانِى ـ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَتُصَلُّوْنَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ ـ

(১১২৮) সাঈদ ইবন্ নাফি (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর সাহাবী আবূ বশীর আল আনসারী আমাকে দেখলেন যে, আমি সূর্যোদয়কালে সালাতুদ্দোহা আদায় করছিলাম। তিনি এ ব্যাপারে আমার নিন্দা করলেন এবং আমাকে নিষেধ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন রাসূল (সা) বলেছেন সূর্য খানিকটা উদিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় করিও না। কেননা, তা শয়তানের শিং-এর মধ্যে উদিত হয়।

[হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এর সনদ উত্তম। মুসলিম ও আহমদে হাদীসটি অন্য সাহাবী থেকেও বর্ণিত হয়েছে।]

(١١٢٩) عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى بَيْتِهِ سُبْحَةَ الضُّحَى فَقَامُوْا وَرَائَهُ فَصَلُّوا بِصَلاَتِهِ

(১১২৯) ইতবান ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাঁর ঘরেই সালাতুদ্দোহা আদায় করছিলেন, (তা দেখে) সাহাবীরা তাঁরা পিছনে দাঁড়িয়ে এবং তাঁর সালাতের সাথে সালাত আদায় করলেন।

(٣) بَابُ اخْتِلاَفُ الصَّحَابَةِ فِيْهَا وَفِيْهِ فُصُوْلٌ ـ

(৩) অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুদ্দোহার ব্যাপারে সাহাবীদের মতবিরোধ এবং এতদসম্পর্কে কয়েকটি পরিচ্ছেদ।

اَلْفَصْلُ الاَوَّلُ فِيْمَا رُوِىَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِىْ ذَالِكَ ـ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ এ ব্যাপারে সাহাবীদের একটি দল থেকে যা বর্ণিত হয়েছে।

(١١٣٠) عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى مِنَ الضُّحَى

(১১৩০) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) দ্বোহার সময় সালাত আদায় করতেন।

[মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত, এবং তার সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত। হাকেম ও নাসায়ী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, এর সনদগুলো উত্তম।]

(١١٣١) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحَى حَتَّى نَقُوْلَ لاَيَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُوْلُ لاَيُصَلِّيْهَا ـ

(১১৩১) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) দ্বোহার সালাত আদায় করতেন এমনকি আমরা বলতাম যে, তিনি এই সালাত ছাড়বেন না। আবার (কখনো) তিনি এই সালাত ছেড়ে দিতেন, এমনকি আমরা বলতাম তিনি এই সালাত আর আদায় করবেন না।

[তিরমিযী, তিনি এর সনদ হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।]

(١١٣٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى قَطُّ الاَّ مَرَّةً ـ

(১১৩২) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-কে (জীবনে) একবার ব্যতীত আর কখনো দ্বোহার সালাত আদায় করতে দেখি নাই।

[আহমাদ ও বাযযার। এর সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

(١١٣٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ قَالَ رَأَى أَبُو بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ نَاسًا يُصَلُّوْنَ الضُّحَى ـ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيُصَلُّوْنَ صَلاَةً مَا صَلاَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَلاَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ ـ

(১১৩৩) আব্দুর রহমান ইবনু আবূ বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আবূ বাক্‌রাহ (রা) কিছু মানুষকে সালাতুদ্দোহা আদায় করতে দেখলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তারা এমন সালাত আদায় করছে যা রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ কখনও আদায় করেনি।

[হাদীসটির সনদ উত্তম। মুসনাদে আহমাদ ছাড়া হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি।]

(١١٣٤) عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجَلِىِّ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَتُصَلِّى الضُّحَى؟ قَالَ لاَ قُلْتُ صَلاَّهَا عُمَرُ؟ قَالَ لاَ قُلْتُ صَلاَّهَا اَبُوْبَكْرٍ؟ قَالَ لاَ قُلْتُ أَصَلاَّهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ لاَ إِخَالُهُ ـ

(১১৩৪) মুয়াররাক আল ইজলী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি সালাতুদ্দোহা আদায় করেন? তিনি বললেন, না। আমি জিজ্ঞেস করলাম উমর (রা) কি এ সালাত পড়তেন? তিনি বললেন, না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আবূ বকর কি এ সালাত পড়তেন ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, রাসূল (সা) কি এ সালাত পড়তেন? তিনি বললেন, সম্ভবত না। [বুখারী]

(١١٣٥) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنِ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا نَحْنُ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَجَالَسْنَاهُ قَالَ فَإِذَا رِجَالٌ يُصَلُّو الضُّحَى فَقُلْنَا يَا أَبَاعَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا هٰذِهِ الصَّلاَةُ؟ قَالَ بِدْعَةٌ ـ

(১১৩৫) মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উরওয়া ইবনু জুবাইর মসজিদে প্রবেশ করলাম। এমতাবস্থায় আমরা আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমরকে পেলাম তখন আমরা তার সাথে বসলাম। এমতাবস্থায় কিছু মানুষ সালাতুদ্দোহা আদায় করছিল। আমরা বললাম, হে আবূ আব্দুর রহ্‌মান, এটা কিসের সালাত ? তিনি জবাব দিলেন, এটা বিদ'আত।

[এটা একটা দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। হাদীসটি বুখারী ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।]

(١١٣٦) عَنْ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرَنِى أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِىٍّ فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ (وَزَادَ فِى رِوَايَةٍ يُخَفِّفُ فِيهِنَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ) مَا رَأَتْهُ صَلَّى صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الحَارِثِ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوفَلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِىٍّ بِنْتَ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اَتَى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَمَرَ بِثَوْبٍ فَسَتَرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِىْ رَكَعَاتٍ لاَ أَدْرِى أَقِيَامُهُ فِيْهَا أَطْوَلُ أَوْ رُكُوْعُهُ أَوْ سُجُوْدُهُ كُلُّ ذَالِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ قَالَتْ فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ ـ

(১১৩৬) আবূ লায়লা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে উম্মে হানী ছাড়া এমন সংবাদ কেউ দেয় নি যে, সে নবী (সা)-কে সালাতুদ্দোহা আদায় করতে দেখেছেন। তিনি (উম্মু হানী) বলেন, নবী (সা) মক্কা বিজয়ের দিন তার গৃহে

প্রবেশ করলেন, অতঃপর গোসল করলেন এবং আট রাকাত সালাত আদায় করলেন (এক বর্ণনায় আছে, উক্ত সালাতে তিনি রুকু সিজদা খুব সংক্ষিপ্ত করেছেন) কখনও তাঁকে এর চেয়ে বেশী সংক্ষিপ্ত করে কোন সালাত আদায় করতে দেখিনি। তবে তিনি রুকু সিজদাগুলো ঠিক মত আদায় করেছেন। (দ্বিতীয় এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে) উবাইদুল্লাহ ইবন্ আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ ইবন্ নওফেল তাকে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মু হানী বিনতে আবূ তালিব তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূল (সা) মক্কা বিজয়ের দিন সূর্য কিছুটা উপরে উঠবার পর এলেন, অতঃপর একটি কাপড় আনতে বললেন এবং তা দিয়ে পর্দা দিলেন এরপরে গোসল করলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে আট রাকাত সালাত আদায় করলেন। রাবী বলেন, আমি জানি না যে, তার দাঁড়িয়ে থাকা, রুকু করা, সিজদা করা, এর মধ্যে কোনটি বেশী দীর্ঘ ছিল। বরং সবগুলোই প্রায় সমান ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, এ ঘটনার আগে পরে তাঁকে আমি সালাতুদ্দোহা আদায় করতে দেখি নি।

[বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ, তাবারানী প্রভৃতি ।]

اَلْفَصْلُ الثَّانِى فِيْمَا رُوِىَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ ذَالِكَ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : এ প্রসঙ্গে ইবন্ মালিক (রা) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে

(١١٣٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ ضَخْمٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُصَلِّىَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أَسْتَطِيْعُ أَنْ أُصَلِّىَ مَعَكَ فَلَوْ أَتَيْتَ مَنْزِلِىْ فَصَلَّيْتَ فَاقْتَدِىَ بِكَ فَصَنَعَ الرَّجُلُ طَعَامًا، ثُمَّ دَعَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَضَحَ طَرَفَ حَصِيْرٍ لَهُمْ فَصَلَّى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اٰلِ الْجَارُوْدِ لِأَنَسٍ وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحَى؟ قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلاَّهَا إِلاَّ يَوْمَئِذٍ۔

(১১৩৭) আনাস ইবন্ সিরীন থেকে বর্ণিত তিনি আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন। এক মোটা ব্যক্তি ছিল সে রাসূল (সা)-এর সাথে জামাতে সালাত আদায় করতে সক্ষম ছিল না। সে নবী (সা)-কে বলল, আমি আপনার সাথে সালাত আদায় করতে পারি না। তাই যদি আপনি আমার বাড়িতে আসতেন এবং সালাত আদায় করতেন তবে আমি আপনার অনুসরণ করতাম। এরপর উক্ত ব্যক্তি তার বাড়িতে খাবারের আয়োজন করল। অতঃপর নবী (সা)-কে দাওয়াত করল। এরপর তাদের চাটাইয়ের এক পাশে একটু পানির ছিটা দিল। (তা পিছিয়ে দিল) তখন নবী (সা) দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন। এবারে জারুদ সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, নবী (সা) কি সালাতুদ্দোহা আদায় করতেন ? তিনি বললেন, আমি সেদিন ব্যতীত তাঁকে এ সালাত আদায় করতে আর কখনও দেখিনি।

[বুখারী, আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ্ প্রভৃতি]

(١١٣٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ إِنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحَى إِلاَّ أَنْ يَخْرُجَ فِى سَفَرٍ أَوْ يَقْدُمَ مِنْ سَفَرٍ۔

(১১৩৮) আব্দুল্লাহ ইবন্ রাওয়াহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন্ মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি রাসূল (সা)-কে সফরের প্রাক্কালে অথবা সফর থেকে ফেরার পরমুহূর্ত ব্যতীত অন্য কোন সময় সালাতুদ্দাহা আদায় করতে দেখি নি।

[হাইছুমী হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, এটা আহমাদ ও আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন।]

(١١٣٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ سَأَلْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا فَأَعْطَانِى ثِنْتَيْنِ مَنَعَنِىْ وَاحِدَةً، سَأَلْتُهُ أَنْ لَايَبْتَلِى أُمَّتِى بِالسِّنِيْنَ فَفَعَلَ، وَسَأَلْتُ أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ فَفَعَلَ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَايَلْبِسَهُمْ شِيَعًا فَابَى عَلَىَّ ـ

(১১৩৯) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে সফররত অবস্থায় সালাতুদ্দোহা আট রাকাআ'ত আদায় করতে দেখেছি। অতঃপর যখন তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন বলতেন, আমি রহমত ও ক্ষমা এবং আযাব থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় সালাতুদ্দোহা আদায় করেছি। আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তিনটি জিনিস প্রার্থনা করেছি, তন্মধ্যে দু'টি আমাকে দেয়া হয়েছে আর একটি থেকে বারণ করা হয়েছে। আমি প্রার্থনা করেছি, যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা পরীক্ষা না করা হয়– এটি কবুল করা হয়েছে। আমি প্রার্থনা করেছি, যেন আমার উম্মতের উপরে তাদের শত্রুরা বিজয়ী হতে না পারে– এটিও কবুল করা হয়েছে। আমি প্রার্থনা করেছি, যেন তারা মতবিরোধে লিপ্ত না হয়। এটি আমার পক্ষ থেকে কবুল করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

[নাসায়ী, মুসতাদরাকে হাকেম ও ইবন্ খুযাইমা।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيْمَا رُوِىَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا ـ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে

(١١٤٠) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا سَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّى لَا سَبِّحُهَا وَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مَا خَفَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْفَرَائِضِ ـ

(১১৪০) উরওয়া থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, রাসূল (সা) কখনও সালাতুদ্দোহা আদায় করেন নি কিন্তু আমি তা আদায় করেছি। তিনি আরো বলেন, রাসূল (সা) কিছু কিছু পছন্দনীয় আমল ছেড়ে দিতেন এ আশঙ্কায় যে, মানুষেরা উক্ত আমল করতে শুরু করলে পরবর্তীতে তা তাদের উপর ফরয হয়ে যাবে। রাসূল (সা) চাইতেন যে, মানুষের ওপর ফরয কর্মগুলো হাল্কা বা সহজ হোক।

[বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা মালিক, আবূ দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী প্রভৃতি।]

(١١٤١) وعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ مَاسَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّحَى فِىْ سَفَرٍ وَلَاحَضَرٍ ـ

(১১৪১) উক্ত আয়িশা (রা) থেকে আরও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) সফর কিংবা একামত কোন আবস্থাতেই সালাতুদ্দোহা আদায় করেন নি।

[হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায়নি, তবে বুখারীও মুসলিমে এ ধরনের হাদীস আছে।]

(١١٤٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدُمَ مِنْ سَفَرٍ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ـ

(১১৪২) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ শাকীক হতে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে সফর থেকে আসা ছাড়া কখনও সালাতুদ্দোহা আদায় করতে দেখি নি। তিনি সফর থেকে এলে দু'রাকাত সালাতুদ্দোহা আদায় করতেন।

(١١٤٣) عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَيْتِى الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ـ

(১১৪৩) মায়াজা থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমার গৃহে চার রাকাত সালাতুদ্দোহা আদায় করেছিলেন।

[হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ ছাড়া এ ভাষায় অন্যাত্র পাওয়া যায়নি, তবে পরের হাদীস এর সমর্থন করে।]

(١١٤٤) وَعَنْهَا اَيْضًا قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحَى؟ قَالَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ يَزِيْدُ مَا شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ

(১১৪৪) উক্ত মায়াজা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূল (সা) কত রাকাত সালাতুদ্দোহা আদায় করতেন? তিনি বললেন, চার রাকাত এবং আল্লাহ্ চাইলে আরো বেশী আদায় করতেন।

[মুসলিম, নাসায়ী ও তিরমিযী।]

بَابُ الصَّلَاةِ عَقِبَ الطُّهُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্রতা অর্জন পরবর্তী সালাত প্রসঙ্গে

(١١٤٥) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِىْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِىْ الْإِسْلَامِ عِنْدَكَ مَنْفَعَةً، فَإِنِّى سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِىْ الْجَنَّةِ فَقَالَ بِلَالٌ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً فِى الْإِسْلَامِ اَرْجَى عِنْدِى مَنْفَعَةً اِلاَّ أَنِّى لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا تَامًّا فِىْ سَاعَةٍ مِّنْ لَيْلٍ أَوْنَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَالِكَ الطُّهُوْرِ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لِى أَنْ أُصَلِّىَ ـ

(১১৪৫) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, হে বেলাল! তোমার সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে আমাকে বল, যা ইসলামে তুমি করেছ এবং তোমার জন্য বেশী ফলদায়ক মনে করেছ। কেননা, আমি গত রাতে জান্নাতের সামনে তোমার পাদুকার শব্দ পেয়েছি। তখন বেলাল (রা) বললেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর আমার মতে বেশী ফলদায়ক সর্বোত্তম কোন আমল করি নি, তবে হ্যাঁ, দিবা রাত্রির যখনই পূর্ণ ওযূ করেছি তখনই এ ওযূ দ্বারা আল্লাহ যা মুকাদ্দর করেছেন সে সালাতসমূহ আদায় করতাম।

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١١٤٦) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ يَقُوْلُ أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِلَالاً فَقَالَ يَا بِلَالُ بِمَا سَبَقْتَنِىْ إِلَى الْجَنَّةِ؟ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلاَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِى انِّى دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ (فَذَكَرَ حَدِيْثًا يَخْتَصُّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) وَقَالَ لِبِلَالٍ بِمَ سَبَقْتَنِى إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ أَحْدَثْتُ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا ـ

(১১৪৬) উবাইদুল্লাহ ইবন্ -------বুরাইদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ বুরাইদাকে বলতে শুনেছি, একদিন সকালে রাসূল (সা) বেলালকে ডাকলেন। অতঃপর বললেন, হে বেলাল! বেহেশতে কোন্ আমল তোমাকে

আমা হতে অগ্রগামী করেছে? আমি যতবারই বেহেশতে প্রবেশ করেছি ততবারই আমার সামনে তোমার পাদুকার শব্দ শুনতে পেয়েছি, আমি গত রাত্রে প্রবেশ করেছিলাম তখনও তোমার পাদুকার খস্‌খস্‌ শব্দ শুনতে পেলাম।

অতঃপর উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসের বাকি অংশ উল্লেখ করেন।) এবং তিনি বেলালকে বললেন কোন্‌ আমল জান্নাতে তোমাকে আমা হতে অগ্রগামী করেছে। তিনি বললেন, আমার যখন হদস হয়েছে তখনই আমি অযূ করি এবং দু'রাকাত সালাত আদায় করি, তখন রাসূল (সা) বললেন, তাহলে এ আমলের কারণেই (এমনটি হয়েছে)। [তিরমিযী ও ইবন্‌ খুজাইমা ; এর সনদ উত্তম।]

بَابٌ مَا جَاءَ فِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ.

অনুচ্ছেদ ঃ তাহিয়্যাতুল মসজিদ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীস

(١١٤٧) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَخَلَ أَعْرَابِيٌّ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَجَلَسَ الأَعْرَابِيُّ فِيْ آخِرِ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَأَمَرَهُ فَأَتَى الرَّحَبَةَ الَّتِي عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

(১১৪৭) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক জুমার দিনে আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে ছিলাম। তখন রাসূল (সা) মিম্বারে আরোহিত ছিলেন। এমতাবস্থায় এক বেদুইন আগমন করল এবং জনতার শেষে উপবেশন করল। তখন নবী (সা) তাকে বললেন-তুমি কি দু'রাকাত সালাত আদায় করেছ? তিনি বললেন, না! রাবী বলেন, অতঃপর নবী (সা) তাকে তা পড়তে বললেন, এরপর তিনি মিম্বারের নিকটবর্তী খালি স্থানে এলেন এবং দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন।

[ইবন্‌ মাজাহ্‌, নাসায়ী ও তিরমিযী, তিনি হাদীসটি সহীহ্‌ বলে মন্তব্য করেন। বুখারী, মুসলিম-এর হাদীসটি আহমদ জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন।]

(١١٤٨) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ فَجَلَسْتُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ قَالَ قُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ قَالَ وَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَيَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

(১১৪৮) আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করলাম তখন রাসূল (সা) জনগণ বেষ্টিত অবস্থায় বসা ছিলেন। তখন আমিও বসলাম। এমতাবস্থায় রাসূল (সা) বললেন, মসজিদে ঢুকে বসবার পূর্বে দু'রাকাত সালাত আদায় করতে কিসে তোমাকে বারণ করল? রাবী বলেন, আমি বললাম, আমি আপনাকে বসা দেখলাম ও মানুষের ও বসা (তাই আমিও বসে পড়লাম)। রাসূল (সা) বললেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে সে যেন দু'রাকাত সালাত আদায় না করে না বসে।

তার (আবূ কাতাদা) থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত)

তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন বসবার আগেই দু'রাকাত সালাত আদায় করে নেয়। [বুখারী, মুসলিম ও চার সুনানে বর্ণিত।]

بَابُ صَلَاةُ الْإِسْتِخَارَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিখারার সালাত প্রসঙ্গে

(١١٤٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اَللّٰهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرًا لِيْ فِيْ دِيْنِي وَمَعَاشِي قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ وَمَعِيْشَتِي وَعَاقِبَةِ اَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيْهِ اَللّٰهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ ـ

(১১৪৯) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) আমাদেরকে ইস্তিখারার সালাত শিখাতেন যেমন তিনি কুরআন থেকে সূরা শিখান। তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করবে সে যেন দু'রাকাত নফল সালাত আদায় করে। অতঃপর এই দু'আ পড়ে ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اَللّٰهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرًا لِيْ فِيْ دِيْنِي وَمَعَاشِي قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ وَمَعِيْشَتِي وَعَاقِبَةِ اَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيْهِ اَللّٰهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ ـ

(দু'আটির অনুবাদ) ঃ হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকটে তোমার ইল্ম অনুযায়ী কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরত অনুযায়ী ভাগ্য কামনা করছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহের প্রত্যাশা করছি। কেননা, নিশ্চয়ই ভাগ্যের নিয়ামক তুমি, আমি নই, তুমিই জান আমি জানি না, আর তুমিই অদৃশ্য সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত। হে আল্লাহ্ ! তুমি যদি জান এ কাজটি আমার দীন ও জীবন যাপনের জন্য কল্যাণপ্রদ তবে তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দাও এবং আমার জন্য সহজ করে দাও। অন্তর তাতেই আমার জন্য বরকত দাও। হে আল্লাহ্ তুমি যদি জান যে, এটা আমার দীন, জীবন যাপনের ও পরকালের জন্য অকল্যাণকর তবে তা থেকে আমাকে সরিয়ে দাও এবং তাকেও আমা হতে সরিয়ে নাও, আর আমার জন্য কল্যাণ নিরূপণ করে দাও তা যেথায় হোক, অনন্তর তাতেই আমাকে সন্তুষ্টচিত্ত কর।

[বুখারী ও চার সুনানে বর্ণিত।]

فَصْلٌ مِنْهُ فِي الْاِسْتِخَارَةِ لِمَنْ يُرِيْدُ الزَّوَاجِ

পরিচ্ছেদ ঃ বিবাহ ইচ্ছুক ব্যক্তির ইস্তিখারা প্রসঙ্গে

(١١٥٠) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أُكْتُمِ الْخِطْبَةَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ وَصَلِّ مَا

كَتَبَ اللّٰهُ لَكَ ثُمَّ احْمَدْ رَبَّكَ وَمَجِّدْهُ ثُمَّ قُلْ اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ لاَ أَعْلَمُ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، فَإِنْ رَأَيْتَ لِى فِىْ فُلاَنَةٍ تُسَمِّيْهَا بِاسْمِهَا خَيْرًا فِىْ دِيْنِى وَدُنْيَاىَ وَاٰخِرَتِى وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا لِىْ مِنْهَا فِى دِيْنِى وَدُنْيَاىَ وَاٰخِرَتِى فَاقْضِ لِى بِهَا أَوْقَالَ فَاقْدِرْهَا لِى ـ

(১১৫০) আবূ আইয়ূব আল্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) তাঁকে বলেছেন, তুমি বিবাহের প্রস্তাবের ব্যাপারটি গোপন রাখ। বরং প্রথমে সুন্দরভাবে ওযূ কর অতঃপর আল্লাহ্ তোমার জন্য যে সালাত নির্ধারণ করেছেন তা আদায় কর এরপর তোমার রবের প্রশংসা জ্ঞাপন কর এবং তাঁর মহানত্ব বর্ণনা কর এরপর এই দু'আটি পাঠ কর ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ لاَ أَعْلَمُ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، فَإِنْ رَأَيْتَ لِى فِىْ فُلاَنَةٍ تُسَمِّيْهَا بِاسْمِهَا خَيْرًا فِىْ دِيْنِى وَدُنيَاىَ وَاٰخِرَتِى وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا لِىْ مِنْهَا فِى دِيْنِى وَدُنْيَاىَ وَاخِرَتِى فَاقْضِ لِى بِهَا أَوْقَالَ فَاقْدِرْهَا لِى ـ

হে আল্লাহ্! তুমিই ভাগ্য নির্ণয় কর, আমি করি না, তুমিই জান আমি জানি না তুমি অদৃশ্য সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। তুমি যদি অমুক মহিলাতে (মেয়ের নাম বলতে হবে আমার জন্য কল্যাণ রাখ আমার দীন, পার্থিব ও পরকালীন বিষয়ে, তবে তাকে আমার জন্য নির্ধারণ করে দাও, আর যদি উক্ত মহিলা ব্যতীত অন্য কাউকে আমার দীনি, পার্থিব ও পরকালীন বিষয়ে কল্যাণকর মনে কর তবে তাকে আমার জন্য ফায়সালা করে দাও। অথবা বললেন, তাকে আমার ভাগ্যে মুকাদ্দার করে দাও।

[তাবারানী ও ইবন্ হাব্বান্ হাদীসের সনদে ইবন্ লুহাইয়া আছে যার ব্যাপারে কথা আছে। হাদীসটি হাকেসও মুস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এর রাবীগণ শেষ দিকে বিশ্বস্ত। যাহাবী তাঁর এ অভিমত সমর্থন করেন।]

أَبْوَابُ صَلاَةِ السَّفَرِ وَاٰدَابِهِ وَأَذْكَارِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

সফরের সালাতের বৈশিষ্ট্য ও তার যিকির ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী সম্পৃক্ত অনুচ্ছেদসমূহ

(١) بَابٌ فَضْلُ السَّفَرِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ وَشَيْئٌ مِنْ اٰدَابِهِ ـ

(১) অনুচ্ছেদ ঃ সফরের ফযীলত সফরের প্রতি উৎসাহ দান এবং তার কতিপয় নিয়ম-নীতি প্রসঙ্গে

(١١٥١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوْا تَصِحُّوا وَاغْزُوا تَسْتَغْنُوا ـ

(১১৫১) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা সফর কর সুস্থ থাকবে, জিহাদ কর গনীমতের মাল লাভ করবে।

[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এর সনদে ইবন্ লুহাইয়া আছে। এতদ সত্ত্বও মুনাবী সহীহ্ বলে আর সুয়ূতী হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।]

(١١٥٢) وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ يَعْنِى مِنْ بَيْتِهِ اِلاَّ بِبَابِهِ رَايَتَانِ رَايَةٌ بِيَدِ مَلَكٍ وَرَايَةٌ بِيَدِ شَيْطَانٍ فَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اتَّبَعَهُ الْمَلَكُ بِرَايَتِهِ فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الْمَلَكِ حَتَّى يَرجِعَ إِلَى بَيْتِهِ وَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُسْخِطُ اللّٰهَ اتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ بِرَايَتِهِ فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطَانِ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَى بَيْتِهِ ـ

(১১৫২) তাঁর আবূ হুরাইরা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যখনই কোন ব্যক্তি গৃহ থেকে বের হয় তখন তার ফটকে দু'টি পতাকা থাকে। যার একটি বহন করে ফেরেশতা অন্যটি বহন করে শয়তান । যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমূলক কাজে বের হয় তখন ফেরেশতা তার পতাকা নিয়ে তার অনুসরণ করে এবং সে সর্বদা ফেরেশতার পতাকার নিচেই থাকে যতক্ষণ না সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। আর যদি সে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিমূলক কাজে বের হয় তখন শয়তান তার পতাকা নিয়ে তার অনুসরণ করে চলে শয়তান অবিরত তার পতাকা নিয়ে তার অনুসরণ করে চলে যতক্ষণ না সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

[বায়হাকী ও তাবারানীর আওসাত গ্রন্থে বর্ণিত, হাদীসের সনদ উত্তম।]

(١١٥٣) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ۔

(১১৫৩) তাঁর (আবূ হুরাইরা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে কাফেলার সাথে কুকুর ও ঘন্টা থাকে সেখানে ফেরেশতারা থাকে না।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবন্ হাব্বান।]

(١١٥٤) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَافَرْتُمْ فِىْ الْخِصْبِ فَأَعْطُوْا الْإِبِلَ حَظَّهَا وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ، وَإِذَا أَرَدْتُمْ التَّعْرِيْسَ فَتَنَكَّبُوا الطَّرِيْقَ. (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ) وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوْا الطُّرُقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ۔

(১১৫৪) সুহাইল থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে তার পিতা আবূ হুরাইরা (রা) বলেছেন, যখন তোমরা সুজলা-সুফলা ভূমিতে সফর করবে তখন উটকে তার প্রাপ্য দিবে আর যখন শুষ্ক মরু অঞ্চলে সফর করবে তখন দ্রুত পথ চলবে। আর যখন রাত্রিবেলা যাত্রা বিরতি দিয়ে বিশ্রামের নিয়্যত করবে তখন রাস্তায় যাত্রা বিরতি দিবে না।

(উক্ত সুহাইল থেকে দ্বিতীয় সূত্রেও অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেখানে রয়েছে) যখন তোমরা রাত্রিবেলায় বিশ্রামের জন্য বিরতি দিবে তখন পথ এড়িয়ে বিশ্রাম নিবে, কেননা তা রাত্রিতে প্রাণীদের পথ এবং কীটপতঙ্গের আবাসস্থল।

[মুসলিম, মুয়াত্তা মালিক, আবূ দাউদ ও তিরমিযী।]

(١١٥٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سِرْتُمْ فِىْ الْخِصْبِ فَأَمْكِنُوْا الرِّكَابَ أَسْنَانَهَا وَلاَ تَجَاوَزُوا الْمَنَازِلَ، وَإِذَا سِرْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَاسْتَجِدُّوا وَعَلَيْكُمْ بِالدَّلَجِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ وَإِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغِيْلاَنُ فَنَادُوا بِالْأَذَانِ، وَإِيَّاكُمْ وَالصَّلاَةَ عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيْقِ وَالنُّزُوْلَ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ وَقَضَاءَ الْحَاجَاتِ فَإِنَّهَا الْمَلاَعِنُ۔

(১১৫৫) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন তোমরা সুজলা-সুফলা ভূমিতে সফর করবে তখন উটকে চারবার সুযোগ দিবে এবং যাত্রী ছাউনীগুলি (যাত্রা বিরতিতে) অতিক্রম করবে না, আর যখন মরু ও শুষ্ক অঞ্চলে সফর করবে তখন যাত্রা-বিরতি কমিয়ে দিবে আর তোমাদের রাত্রিবেলা সফর করবে, কেননা রাতের পৃথিবীই নিরব থাকে। আর যখন কোন জীন কিংবা শয়তান তোমাদেরকে পথ

ভুলিয়ে দেয় তখন তোমরা আযান দিও। (অর্থাৎ আল্লাহ্র স্মরণের মাধ্যমে তাদের অনিষ্টতা বিদূরিত কর।) আর রাস্তার মধ্যখানে এবং সড়ক দ্বীপে সালাত আদায় ও বিশ্রাম করা থেকে সাবধান থেকো। কেননা, তা সাপ পোকা মাকড় ও হিংস্রপ্রাণীর আবাসস্থল এবং পেশাব পায়খানা করা থেকে বিরত থেকো কেননা তথায় অভিসম্পাত করা হয়।

[হাইছুমী বলেন, হাদীসটি আবূ দাউদে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। আবূ ইয়ালা তা বর্ণনা করে বলেন, এর সনদের বারীগণ সহীহ্ শর্তে উত্তীর্ণ।]

(١١٥٦) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلٰى يَمِيْنِهِ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَيْهِ وَ وَضَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ

(১১৫৬) আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন সফরে রাত্রি বেলায় কোথাও যাত্রাবিরতি দিতেন তখন তিনি ডান পাশ ফিরে শুইতেন। আর যখন সুব্হে সাদিকের পূর্ব যাত্রা বিরতি দিতেন তখন তাঁর দুই বাহু খাড়া রেখে তাঁর দুই হাতের তালুর মাঝখানে মাথা রেখে ঘুমাতেন।

[হাদীসটি ইবন্ হাব্বান ও হাকেম তার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন। এর সনদসমূহ সহীহ্।]

(١١٥٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلْ اِلٰى أَهْلِهِ ـ

(১১৫৭) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সফর আযাবের একটি টুকরা। কেননা সফর সফরকারীর পানাহার ও নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়। যখন তোমাদের কারো সফরের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় তখন সে যেন দ্রুত গৃহে ফিরে আসে।

[বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা মালিক, ইবন্ মাজাহ্ প্রভৃতি।]

(٢) بَابٌ أَفْضَلُ الْاَيَّامِ لِلسَّفَرِ وَتَدْيِعُ الْمُسَافِرِ وَإِيْصَائَهُ وَالدُّعَاءُ لَهُ

(২) অনুচ্ছেদ ঃ সফরের জন্য সর্বোত্তম দিবস, মুসাফিরকে বিদায়ী সম্ভাষণ জানানো, তাকে উপদেশ দেয়া এবং তার জন্য দু'আ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গে

(١١٥٨) عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَافِرض لَمْ يُسَافِرْ اِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا إِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ ـ

(১১৫৮) ইবন্ কা'ব ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি তার পিতা ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সফরের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি বৃহঃকার ছাড়া সফরে বের হতেন না।

(উক্ত ইবন্ কাব থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) কা'ব ইবন্ মালিক বলেন, রাসূল (সা) সফরের ইচ্ছা করলে বৃহস্পতিবার ব্যতীত খুব কমই সফরে কেহ হতেন।

[বুখারী ও আবূ দাউদ।]

(١١٥٩) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ سَفَرًا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِْ، قَالَ أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ أَزْوِلَهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ ـ

(১১৫৯) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সফরের ইচ্ছা পোষণকারী এক ব্যক্তি রাসূলের (সা) কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমাকে উপদেশ দিন। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বললেন, তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি আল্লাহ্ ভীতি অবলম্বন করবে এবং প্রত্যেক উঁচু স্থানে উঠবার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবে। অতঃপর যখন লোকটি চলে গেল নবী (সা) বললেন, হে আল্লাহ্! যমীনকে তার জন্য সংক্ষিপ্ত করে দাও এবং সফরকে সহজ করে দাও।

[হাদীসটি তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান।]

(١١٦٠) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ اَبِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِذَا أَتَى الرَّجُلُ وَهُوَ يُرِيْدُ السَّفَرَ قَالَ لَهُ اُدْنُ أُوَدِّعُكَ اللّٰهَ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَدِّعُنَا فَيَقُوْلُ اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ قَزَعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَأَرْسَلَنِى فِى حَاجَةٍ لَهُ تَعَالَ حَتّٰى أُوَدِّعُكَ كَمَا وَدَّعَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَنِى فِىْ حَاجَةٍ لَهُ فَأَخَذَ بِيَدِى فَقَالَ اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ ـ

(১১৬০) সালিম ইবন্ আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বাবা আব্দুল্লাহ উবনু উমর (রা)-এর কাছে যখন সফরের ইচ্ছা পোষণকারী কোন লোক আসত তখন তিনি তাকে বলতেন, কাছে এস। আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র কাছে বিদায় দিব (সোপার্দ করব) যেমন রাসূল (সা) আমাদেরকে বিদায় জানাতেন। অতঃপর তিনি বলতেন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট সোপার্দ করছি তোমার দ্বীন আমানত ও সর্বশেষ আমলে।

(দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) কাজাআ' থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবন্ উমর আমাকে তাঁর কোন কাজে পাঠাচ্ছিলেন, সে সময় তিনি বলেন, এসো আমি তোমাকে বিদায় জানাব যেমন রাসূল (সা) আমাকে বিদায় জানিয়ে দিলেন। আর তিনি মহানবী (সা) তার প্রয়োজনে আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন তখন আমার হাত ধরে বলেছিলেন আমি আল্লাহ্‌র নিকটে সোপার্দ করছি তোমার দীন আমানত ও সর্বশেষ আমলের।

[তিরমিযী ও আবূ দাউদ, তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ্।]

(١١٦١) عَنْ مُوسٰى بْنِ وَرْدَانَ قَالَ قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ لِرَجُلٍ أُوَدِّعُكَ كَمَا وَدَّعَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَمَا وَدَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْتَوْدِعُكَ اللّٰهَ الَّذِى لَا يَضِيْعُ وَدَائِعُهُ ـ

(১১৬১) মূসা ইবন্ ওয়ারদান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরাইরা (রা) এক ব্যক্তিকে বললেন, আমি তোমাকে বিদায় জানাব, যেমন রাসূল (সা) আমাকে বিদায় জানাতেন। অথবা বলেছিলেন, যেমন রাসূল (সা) বিদায় জানিয়েছিলেন। আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র হিফাজত সোপার্দ করছি, যিনি কোন সংরক্ষিত বিষয় নষ্ট করেন না।

[ইবন্ মাজাইয় ইবনে সুন্নি ও নাসায়ী "আল ইয়াউম ওয়াল লাইলা গ্রন্থে এর সনদ হাসান।]

(٣) بَابُ اِتِّخَاذُ الرَّفِيْقِ فِيْ السَّفَرِ وَسَبَبُهُ

(৩) অনুচ্ছেদ ঃ সফরে সাথী নেয়া এবং তার কারণ প্রসঙ্গে

(١١٦٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خَيْبَرَ فَاتَّبَعَهُ رَجُلَانِ وَآخَرُ يَتْلُوْهُمَا يَقُوْلُ اَرْبَعَا أَرْبَعَا حَتَّى رَدَّهُمَا، ثُمَّ لَحِقَ الأَوَّلُ فَقَالَ إِنْ هٰذَانِ شَيْطَانَانِ وَإِنِّى لَمْ أَزَلْ بِهِمَا حَتَّى رَدَدْتُهُمَا فَإِذَا أَتَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْرِئْهُ السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُ أَنَا هٰهُنَا فِي جَمْعِ صَدَقَاتِنَا وَلَوْ كَانَتْ تَصْلُحُ لَهُ لَبَعَثْنَا بِهَا إِلَيْهِ، قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ الْمَدِيْنَةَ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَعِنْدَ ذَالِكَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَلْوَةِ ـ

(১১৬২) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন খায়বার থেকে এক ব্যক্তি সফরে বের হল তাকে অপর দুই ব্যক্তি অনুসরণ করল, অতঃপর অন্য আরেক ব্যক্তি ঐ দুই ব্যক্তিকে অনুসরণ করল, সে তাদেরকে বলল থাম! থাম! এমনকি সে তাদেরকে থামিয়ে দিল। অতঃপর শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির সাথে মিলিত হল এবং তাকে বলল, এই দুইজন শয়তান (অর্থাৎ তারা ছিল ডাকাত)। সেই জন্যই আমি তাদেরকে সর্বোতাভাবে থামিয়ে দিয়েছি। তুমি যখন রাসূলের (সা) কাছে পৌছবে তাঁকে আমার সালাম বলবে। আর তাঁকে খবর দিবে যে, আমরা এখানে যাকাত উশুলের কাজে নিয়োজিত আছি। তা যদি রাসূলের (সা) কোন প্রয়োজনে লাগে তবে আমরা তা তাঁর কাছে পৌছিয়ে দিব। রাবী বলেন, অতঃপর যখন লোকটি মদিনায় এল তখন সে রাসূল (সা)-কে এ খবর দিল। নবী (সা) তখনই একাকী সফর করতে নিষেধ করলেন।

[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি-এর সনদে এমন রাবী আছেন যার পরিচয় জানা যায় নি।]

(١١٦٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْيَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِيْ الْوَحْدَةِ مَا سَارَ أَحَدٌ وَحْدَهُ بِلَيْلٍ أَبَدًا ـ

(১১৬৩) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মানুষ যদি জানত যে, একাকী ভ্রমণে কি ক্ষতি রয়েছে। তবে কোন মানুষই কখনই রাত্রিবেলা একাকী সফর করত না।

[বুখারী, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ]

(١١٦٤) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ أَنْ يَبِيْتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ ـ

(১১৬৪) উক্ত (আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) একাকী (الوحدة) কাজ করতে নিষেধ করেছেন, কেউ যেন একাকী রাত্রিযাপন না করে কিংবা একাকী ভ্রমণে বের না হয়।

[মুসনাদে আহমাদ ব্যতীত অন্যত্র হাদীসটি পাওয়া যায়নি। সুয়ূতি হাদীসটি বর্ণনা করে তাতে হাসান হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।]

(١١٦٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رُكَبٌ ـ

(১১৬৫) আমর ইবন্ শুয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, একাকী সফরকারী একটি শয়তান সদৃশ, দুইজন সফরকারী দু'টি শয়তান সদৃশ, আর তিনজন সফরকারী একটি কাফেলা।

(১) মুয়াত্তা, মালিক ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত * (অর্থাৎ একজন কিংবা দুইজন সফর করলে প্রায়শই শয়তানের খপ্পরে পড়তে হয়, তিনজনের ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা ক্ষীণ।)

(١١٦٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْفَغْوَاءِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَعَانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَنِي بِمَالٍ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ يَقْسِمُهُ فِي قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ قَالَ فَقَالَ الْتَمِسْ صَاحِبًا، قَالَ فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ تُرِيْدُ الْخُرُوجَ وَتَلْتَمِسُ صَاحِبًا قَالَ قُلْتُ أَجَلْ قَالَ فَأَنَا لَكَ صَاحِبٌ - قَالَ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ وَجَدْتُ صَاحِبًا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَجَدْتَ صَاحِبًا فَآذِنِّي قَالَ فَقَالَ مَنْ؟ قُلْتُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، قَالَ فَقَالَ إِذَا هَبَطْتَ بِلَادَ قَوْمِهِ فَاحْذَرْهُ فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ "أَخُوْكَ الْبِكْرِيُّ وَلَاتَأْمَنْهُ" قَالَ خَرَجْنَا حَتَّى إِذَا جِئْتُ الْأَبْوَاءَ فَقَالَ لِي إِنِّي أُرِيْدُ حَاجَةً إِلَى قَوْمِي بِوَدَّانَ فَتَلَبَّثْ لِي، قَالَ قُلْتُ رَاشِدًا فَلَمَّا وَلَّى ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَسِرْتُ عَلَى بَعِيْرِي ثُمَّ خَرَجْتُ أُوْضِعُهُ حَتَّى اذَا كُنْتُ بِالْصَافِرِ إِزَا هُوَ يُعَاضِنِي فِي رَهْطِهِ قَالَ وَأَوْضَعْتُ أَوْضَعْتُ فَسَبَقْتُهُ فَلَمَّا رَانِي قَدْ فُتُّهُ انْصَرَفُوا وَجَاءَنِي، قَالَ كَانَتْ لِي إِلَى قَوْمِي حَاجَةٌ، قَالَ قُلْتُ أَجَلْ فَمَضَيْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَدَ فَعْتُ الْمَالَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ -

(১১৬৬) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ উমর ইবন্ ফানওয়া থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাকে ডেকে পাঠালেন, তিনি আমাকে কিছু মালসহ আবূ সুফিয়ানের নিকট পাঠাতে চাচ্ছিলেন, যে মাল তিনি মক্কার কুরাইশদের মাঝে বণ্টন করবেন। ঘটনাটি ছিল মক্কা বিজয় পরবর্তী। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূল (সা) তাকে বললেন, তুমি একজন সাথী তালাশ কর। তিনি বলেন, তখন আমর ইবন্ উমাইয়া আদ্ দামারী (রা) আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন, আমার নিকট এ সংবাদ পৌছেছে যে, তুমি সফরে যাচ্ছ এবং সাথী খুঁজছ। রাবী বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, তাই তো। তিনি বললেন, আমি-ই তোমার সাথী হব, রাবী বলেন, অতঃপর আমি রাসূল (সা)-এর কাছে এলাম, এবং বললাম আমি সাথী পেয়েছি। রাসূল (সা) বলেছিলেন, তুমি যখন সাথী পাবে তখন আমাকে অবগত করবে, তিনি বলেন, রাসূল তখন বললেন, আমি বললাম, আমর ইবন্ উমাইয়া আদ্ দামারী রাবী বলেন. তখন রাসূল (সা) বললেন, যখন তুমি তার জাতির দেশে অবতরণ করবে তখন তাকে এড়িয়ে চলবে। কেননা (বহুকাল থেকে) কথকরা বলে আসছে أَخُوْكَ الْبِكْرِيُّ وَلَا تَأْمَنْهُ "তোমার বড় ভাই থেকেও সতর্ক থাকবে। তার উপরও পূর্ণ আস্থা রাখবে না।"

তিনি বলেন, অতঃপর আমরা বেরিয়ে পড়লাম, যখন আবওয়া নামক স্থানে এসে পৌছলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, উদ্যানে আমার কাওমের কাছে আমার কিছু প্রয়োজন পূরণের ইচ্ছা করছি, সুতরাং তুমি আমার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। তিনি বললেন, আমি বললাম, যাও সতর্ক থেক। সে যখন প্রস্থান করল, তখন আমি রাসূলের (সা) কথা স্মরণ করলাম, অতঃপর আমি আমার উটে আরোহণ করলাম এবং দ্রুত বেরিয়ে পড়লাম। এমনকি আছাফির উপত্যকার নিকটবর্তী স্থানে পৌছে গেলাম। এমতাবস্থায় সে তার দলসহ আমার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করল। রাবী বলেন, আর আমি অতি দ্রুত চলে তার আগেই চলে গেছি, যখন দেখল যে, আমি আগেই তাদের মীমাংসার বাইরে চলে গেছি। তখন তারা ফিরে গেল, আর সে আমার নিকট এল। সে বলল, আমার সম্প্রদায়ের সাথে আমার প্রয়োজন ছিল। তিনি বললেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, এরপর আমরা চলতে থাকলাম অবশেষে মক্কায় পৌছে গেলাম। এবং সম্পদগুলো আবূ সুফিয়ানের কাছে প্রত্যর্পণ করলাম।

[হাদীসটি আবূ দাউদ বর্ণিত হয়েছে। সনদের সকল রাবী বিশ্বস্ত। তবে ঈসা ইবনে মুআম্মার সম্বন্ধে ইবনে হাজর বলেন, তিনি অগ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনায়।]

(٤) بَابٌ مَايَقُولُهُ الْمُسَافِرُ عِنْدَ رُكُوْبِ دَابَّتِهِ وَعِنْدَ عَثْرَتِهَا وَمَاجَاءَ فِى الْاِرْتِدَافِ ـ

(৪) অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফির বাহনে উঠবার সময় এবং বাহন হোঁচট খেলে কি বলবে? এবং বাহনের পিছনে বসার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে

(١١٦٧) عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أُتِىَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ، فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلَيْهَا قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَاهٰذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، ثُمَّ حَمِدَ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَكَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ لاَ اِلٰهَ الاَّ أَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْلِىْ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ مِمَّا ضَحِكْتَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ، ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ مِمَّ ضَحِكْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ يَعْجَبُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِى وَيَقُوْلُ عَلِمَ عَبْدِى اَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرِى ـ

(১১৬৭) আলী ইবন্ রাবী'আ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে দেখেছি তাঁর আরোহণের জন্য একটি চতুষ্পদ জন্তু আনা হল অতঃপর তিনি যখন পাদুকাদানীতে তার পা রাখলেন তখন বললেন بِسْمِ اللّٰهِ। অতঃপর যখন তাতে উপবেশন করলেন তখন বললেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ। অতঃপর এ দু'আ পড়লেন سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ (পবিত্র তিনি যিনি এদেরকে বশীভূত বহর দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করব।) অতঃপর তিনি তিনবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বললেন, পুনরায় তিনবার اَللّٰهُ أَكْبَرُ বললেন অতঃপর বললেন– سُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ ـ

"তোমারই পবিত্রতা, তুমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। আমি আমার নিজের উপর জুলুম করছি। অতএব আমাকে ক্ষমা কর।) এরপর তিনি হেসে দিলেন। আমি বললাম, হে আমিরুল মু'মিনীন আপনি হেসে দিলেন কেন? তিনি বললেন, আমি যেমনটি করলাম রাসূল (সা)-কেও এমনটি করতে দেখেছি। এরপর তিনি হেসে দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি হেসে দিলেন কেন? তিনি বললেন বান্দা যখন বলে, হে আমার রব আমাকে ক্ষমা করে দিন, তখন তিনি বিস্মিত হয়ে যান এবং বলেন, আমার বান্দা তো জানেই সে আমি ব্যতীত কেউ কোন পাপরাশি ক্ষমা করতে পারে না।

[আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী। শেষোক্তজন বলেন, হাদীসটি হাসান এবং কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে আছে হাসান ও সহীহ্।]

(١١٦٨) عَنْ عَلِىِّ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَهُ عَلَى دَابَّتِهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَيْهَا كَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثًا وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَسَبَّحَ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَهَلَّلَ اللّٰهَ وَاحِدَةً، ثُمَّ اسْتَلْقَى عَلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىَّ فَقَالَ مَامِنْ إِمْرِئٍ يَرْكَبُ دَابَّتَهُ فَيَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ إِلاَّ أَقْبَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَضَحِكَ إِلَيْهِ كَمَا ضَحِكْتُ إِلَيْكَ ـ

(১১৬৮) আলী ইবন্ তালহা থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা) তাকে বাহনের পিছনে আরোহণ করালেন। যখন তিনি রাসূল (সা) উপবেশন করলেন তখন তিনি তিনবার لَا اِلٰـهَ اِلاَّ اَللّٰهُ اَكْبَرْ বললেন, তিনবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বললেন, তিনবার سُبْحَانَ اللّٰهِ বললেন এবং একবার اَللّٰهُ। বললেন। এরপর তিনি গা এলিয়ে দিলেন এবং হেসে দিলেন। অতঃপর তিনি আমার সামনে এলেন। এরপর বললেন, কোন লোক তার বাহনে উঠার প্রাক্কালে আমি যেমনটি করলাম তেমনটি করে তবে আল্লাহ তৎপ্রতি এগিয়ে আসেন। অনন্তর তিনি তৎপ্রতি হেসে দেন। যেমন আমি তোমার প্রতি হেসে দিলাম।

[মুসনাদে আহমাদ ছাড়া অন্যত্র এ হাদীসটি পাওয়া যায় নি, এ হাদীসের সনদে আবূ বকর ইবনু আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ মারইয়াম আছেন হাফিয ইবনে হাজর তাকে দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন।]

(١١٦٩) عَنْ اَبِى تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِىِّ عَمَّنْ كَانَ رَدِيْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَهُ عَلٰى حِمَارٍ فَعَثَرَ الْحِمَارُ فَقُلْتُ تَعْسِى الشَّيْطَانُ، فَقَالَ لِىْ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَاِنَّكَ إِذَا قُلْتَ تَعِسَ الشَّيْطَانُ تَعَاظَمَ الشَّيْطَانُ فِىْ نَفْسِهِ وَقَالَ صَرَعْتُهُ بِقُوَّتِى فَإِذَا قُلْتَ بِسْمِ اللّٰهِ تَصَاغَرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ حَتّٰى يَكُونَ أَصْغَرَ مِنْ ذُبَابٍ (وَفِى لَفظٍ تَصَاغَرَ حَتّٰى يَصِيْرَ مِثْلَ الذُّبَابِ.

(১১৬৯) আবূ তামীমা আল-হুজাইমী থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-এর বাহনের পশ্চাতে আবস্থানকারী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর বাহনের পিছনের আসনে গাধার পিঠে ছিলাম তখন গাধাটি হোঁচেট খেল, তৎক্ষণাৎ আমি বললাম, শয়তান নিপাত যাক। তখন নবী (সা) আমাকে বললেন, তুমি শয়তান নিপাত যাক।' এমন কথা বলিও না, কেননা তুমি যখন 'শয়তান নিপাত যাক' কথাটি বল। তখন শয়তান নিজেকে খুব বড় ভাবে, এবং সে বলে আমি আমার শক্তি দিয়ে তাকে আছাড় দিয়েছি। আর যখন তুমি বলবে بِسْمِ اللّٰهِ তখন সে নিজেকে ছোটভাবে এমনকি কীট পতঙ্গের চেয়েও ছোটভাবে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, সে নিজেকে এতটাই ছোট ভাবে যেন সে মাছির মত হয়ে যায়।

[আবূ দাউদ, তাবারানী, হাইছুমী বলেন, ইমাম আহমাদের সনদের রাবীগণ সহীহ্ হাদীসের শর্তেউত্তীর্ণ।]

(١١٧٠) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الاَسْلَمِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلٰى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيْرٍ شَيْطَانٌ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ.

(১১৭০) মুহাম্মদ ইবন্ হামজা আল-আসলামী থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, প্রতিটি বাহনের পিঠেই একটি শয়তান থাকে। অতএব তোমরা যখন তাতে আরোহন করবে তখন আল্লাহর নাম নিবে, আর তোমাদের প্রয়োজনে ব্যবহারে কমতি করবে না।

[হাদীসটি আহমাদ ও তাবরানী বর্ণনা করেছেন এর সনদের সকল রাবী বিশ্বস্ত।]

(١١٧١) عَنْ عَلِىٍّ الْأَزْدِىِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَلَّمَهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيْرِهِ خَارِجًا اِلٰى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَاتَرْضٰى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى

السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْأَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلِبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ (وَفِى رِوَايَةِ اَللّٰهُمَّ إِصْحَبْنَا فِى سَفَرِنَا وَأَخْلُفْنَا فِى أَهْلِنَا) وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ـ

(১১৭১) আলী আল উজদী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আব্দুল্লাহ্ উবনু উমর তাঁকে শিখিয়েছেন যে, রাসূল (সা) যখন তাঁর বাহনে উপবেশন করতেন সফারোদ্দেশ্যে তখন তিনি তিনবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলতেন, অতঃপর বলতেন,

سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَاتَرْضٰى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْأَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلِبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ

পবিত্রতা ঐ মহান সত্তার যিনি আমাদের জন্য তাদেরকে বশীভূত করে দিয়েছেন। তাদেরকে বশীভূত করতে আমরা সক্ষম ছিলাম না। নিশ্চয়ই আমাদের সবাইকে আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। হে আল্লাহ্ সফরে আমরা তোমার নিকট পুণ্য এবং তাকওয়া কামনা করছি এবং তুমি সন্তুষ্ট থাক এমন আমলের প্রত্যাশা করছি। হে আল্লাহ্ আমাদের এই সফরকে আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং সফরের দূরত্বকে নিকটতর করে দাও। হে আল্লাহ! এই সফরে তুমিই সাথী এবং পরিবার-পরিজনের তুমিই প্রতিনিধি, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে সফরের কষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের অনিষ্টতা থেকে এবং পরিবার পরিজন ও সম্পদের প্রতি অনিষ্ট থেকে)। (কোন কোন বর্ণনায় এসেছে اَللّٰهُمَّ أصْبَحْنَا فِىْ سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِىْ أَهْلِنَا (হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের সফরের সাথী হয়ে যাও। এবং পরিবারের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাও।) এরপর তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করতেন তখন ঐ বাক্যগুলো বলতেন এবং তাতে আরও বলতেন اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী তাওবাকারী ইবাদতকারী আমাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে প্রশংসা- কারীগণ।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী।]

(١١٧٢) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ سَفَرًا فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْأَهْلِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

(১১৭২) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী (সা) যখন সফরে বের হতেন এরপর তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করতেন, বলতেন اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْأَهْلِ (হে আল্লাহ্ তুমিই সফরের সাথী এবং পরিবারের প্রতিনিধি) অতঃপর তিনি পূর্বানুরূপ কথাগুলো বলেন।

[আবূ দাউদ। ইমাম আহমাদের সনদে জনৈক অপরিচিত রাবী আছেন, আর আবূ দাউদের সনদ উত্তম]

(١١٧٣) عَنْ أَبِى لَاسٍ الْخُزَاعِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَمَلَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ صِعَافٍ اِلَى الْحَجِّ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ هٰذِهِ الْاِبِلَ ضِعَافٌ نَخْشَى أَنْ لَاتَحْمِلَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ بَعِيْرٍ إِلَّا فِى ذُرْيَتِهِ شَيْطَانٌ فَارْكَبُوْهُنَّ وَاذْكُرُوا اِسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِنَّ كَمَا أُمِرْتُمْ ثُمَّ امْتَهِنُوْهُنَّ لِاَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ

(১১৭৩) আবূ লাস আল খুজায়ী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা) আমাদেরকে সাদকার উট থেকে একটি দুর্বল, উটের সিটে বহন করে নিচ্ছিলেন, রাবী বলেন, আমরা তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, এই সাদকার উটটি দুর্বল, আমরা ভয় পাচ্ছি এটা আমাদের বহন করতে পারবে না, তিনি বলেন, তখন রাসূল (সা) বললেন, প্রতিটি বাহনেরই মাথায় থাকে শয়তান। অতএব, তোমরা তাতে আরোহণের সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ কর। যেমন তোমরা আদিষ্ট হয়েছ। অতঃপর বাহনগুলোকে তোমরা নিজেদের কাছে লাগাও। কেননা আল্লাহ্‌ই শক্তি যোগান।

[হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন। তাদের একজনের সনদ সহীহ্‌, অন্যজনের নয়।]

(١١٧٤) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ حَبِيْبَ بْنَ مَسْلَمَةَ أَتَى قَيْسَ بْنَ سَعِ بْنِ عُبَادَةَ فِى الْفِتْنَةِ الاولٰى وَهُوَ عَلَي فَرَسٍ فَتَاخَّرَ عَنِ السَّرْجِ وَقَالَ ارْكَبْ فَأَبٰى فَقَالَ لَهُ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِه وَسَلَّمَ يَقُوْلُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَوْلٰى بِصَدْرِهَا ـ فَقَالَ لَهُ حَبِيْبٌ اِنِّى لَسْتُ اَجْهَلُ مَا قَالَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ وَلٰكِنِّى لَا اَخْشٰى عَلَيْكَ ـ

(১১৭৪) আব্দুর রহমান ইবন্ উমাইয়্যা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাবীব ইবন্ মাস্‌লামা একদা কায়স ইবন্ সা'দ ইবন্ উবাদা এর নিকট প্রথম ফিৎনার (উষ্ট্রীর যুদ্ধের) সময় এল এমতাবস্থায় তিনি ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন। তখন তিনি জিনের পিছনের দিকে গেলেন এবং বললেন (সামনে উঠ)। কিন্তু তিনি (কাইস ইবনে সা'দ) আরোহণ করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর কায়স ইবন্ সা'দ তাঁকে বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, বাহনের মালিক সামনে বসার ক্ষেত্রে অধিক হকদার। তখন হাবিব ইবন্ মাসলামা তাঁকে বললেন, রাসূল (সা) যা বলেছেন সে সম্পর্কে আমি অনঅবহিত নই। কিন্তু আমি আপনার ব্যাপারে আশংকা মুক্ত নই। [তাবরানী, হাদীসের রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

(١١٧٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يَقُوْلُ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِى إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مَعَهُ حِمَارٌ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ارْكَبْ فَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنْتَ اَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّى إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِى، قَالَ فَإِنِّى قَد جَعَلْتُهُ لَكَ قَالَ فَرَكِبَ ـ

(১১৭৫) আব্দুল্লাহ ইবন্ বুরাইদা আল-আসলামী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, একদা রাসূল (সা) হেঁটে যাচ্ছিলেন, ইত্যবসরে এক ব্যক্তি এল যার সাথে ছিল একটি গাধা, অতঃপর সে বলল হে আল্লাহর রাসূল! আপনি উঠুন আর সে পিছনে সরে গেল। তখন রাসূল (সা) বললেন, না! তোমার বাহনের সামনে বসার অধিকার তোমারই বেশী। তবে তার মালিক যদি আমাকে বানিয়ে দাও তখন ভিন্ন কথা। তিনি বলেন, আমি ওটা আপনাকে দিয়ে দিলাম। রাবী বলেন, এবার তিনি উঠে পড়লেন।

[আবূ দাউদ ও ইবন্ হাব্বান -এর সনদ উত্তম।]

(١١٧٦) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ اَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ اَحَقُّ بِصَدْرِهَا ـ

(১১৭৬) উমর উবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (সা) ফায়সালা দিয়েছেন যে, বাহনের মালিক বাহনের সামনে বসার অধিক হকদার। [মুসনাদে আহমদ ব্যতীত অন্যত্র হাদীসটি পাওয়া যায় নি, এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(٥) بَابُ اَلنَّهِيُ عَنِ السَّفَرِ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

(৫) অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুভূমিতে কুরআনসহ সফর করা নিষেধ

(١١٧٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ، (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى اَنْ يُسَافِرَ بِالْمَصْحَفِ إِلَى اَرْضِ الْعَدُوِّ ـ

(১১৭৭) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা কুরআন নিয়ে সফরে যাইও না। কেননা আমি তা শত্রুর হস্তগত হবার আশংকা করছি।

তাঁর (ইবন্ উমর (রা) থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত। আমি রাসূল (সা)-কে শত্রুভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করতে নিষেধ করতে শুনেছি।

[বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা মালেক, আবূ দাউদ উবনু মাজাহ্ প্রভৃতি।]

(٦) بَابُ أَذْكَارٌ يَقُوْلُهَا الْمُسَافِرُ عِنْدَ إِرَادَةِ السَّفَرِ وَفِي اَثْنَاءِهِ عِنْدَ النُّزُوْلِ وَعِنْدَ الرُّجُوْعِ اِلَى وَطَنِه ـ

(৬) অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফির সফরের নিয়তকালে সফরের মধ্যে যাত্রাবিরতিতে এবং নিজ দেশে ফেরার সময় যে সব দু'আ পড়বে

(١١٧٨) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيْدُ سَفَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَقَالَ حِيْنَ يَخْرُجُ آمَنْتُ بِاللّٰهِ، اعْتَصَمْتُ بِاللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ الاَّ بِاللّٰهِ الاَّ رُزِقَ خَيْرَ ذٰلِكَ الْمَخْرَجِ وَصُرِفَ عَنْهُ شَرَّ ذَالِكَ الْمَخْرَجِ ـ

(১১৭৮) উসমান ইবন্ আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন কোন মুসলমান সফরের উদ্দেশ্যে কিংবা অন্য কোন কারণে নিজবাড়ী থেকে বের হয় তখন বের হবার কালে বলে ঃ آمَنْتُ بِاللّٰهِ اِعْتَتُ بِاللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّبِاللّٰهِ আমি আল্লাহ্র প্রতি ইমাম আনলাম, আমি আল্লাহ্র রজ্জু শক্ত করে ধারণ করলাম, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি বা প্রতিবন্ধক নেই) তখন উক্ত সফরে তাকে যাবতীয় কল্যাণ দেয়া হয় এবং ঐ সফরে তার থেকে যাবতীয় অকল্যাণ দূর করে দেয়া হয়।

[মুসনাদে আহমদ ছাড়া হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এ হাদীসের সনদে একজন রাবী আছেন যার নাম জানা যায় নি। অন্যরা বিশ্বস্ত।]

(١١٧٩) ز عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا قَالَ اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصُوْلُ وَبِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ أَسِيْرُ ـ

(১১৭৯) য. আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন সফরের নিয়ত করতেন তখন বলতেন, (হে আল্লাহ আমি তোমার জন্যই প্রভাবিত করতে পারি তোমারই জন্যই নড়তে পারি এবং তোমারই নামে পথ চলছি।

[হাইছুমী হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি বাজ্জার জারীর ও আহমদ বর্ণনা করেছেন এবং উভয়ের রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

(١١٨٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى سَفَرٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَ الْخَلِيْفَةُ فِى الاَهْلِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّى اَعُوذُبِكَ مِنَ الضُّبْنَةِ فِىْ السَّفَرِ وَالْكَآبَةِ فِى الْمُنْقَلَبِ اَللّٰهُمَّ أَطْوِلَنَا الاَرْضَ وَهُوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ قَالَ أَيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ وَإِذَا دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أَوْبًا لاَيُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا ـ

(১১৮০) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূল (সা) সফরের উদ্দেশ্যে বের হবার নিয়্যত করতেন তখন বলতেন, হে আল্লাহ! এই সফরে তুমিই সাথী এবং পরিবারের প্রতিনিধি, হে আল্লাহ! সফরকালীন অতিরিক্ত চাহিদা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, এবং বিফলে পরিবারের কাছে প্রত্যাবর্তন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, যমীনকে আমাদের জন্য প্রাঞ্জল করে দাও, সফরেকে সহজ করে দাও। আর তিনি যখন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতে চাইতেন তখন বলতেন, ايبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

অর্থাৎ আমরা প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী এবং ইবাদতকারী। আমাদের রবের জন্য প্রশংসা কারী।) আর যখন গৃহে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا اَوْبًا لاَيُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا

আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে তাওবাকারী, তাঁর কাছে প্রত্যাগমনকারী, তিনি যেন আমাদের কোন পাপ অমার্জিত না রাখেন।

[হাদীসটি আবূ ইবন্ বায্যার এবং তিবরানী তাঁর কাবীর ও আওসাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সনদের রাবীগণ সহীহ্ সনদের শর্তে উত্তীর্ণ।]

(١١٨١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْمَالِ وَالاَهْلِ اِذَا رَجَعَ قَالَ مِثْلَهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقُوْلُ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِىْ الْمَالِ وَالاَهْلِ فَيَبْدَءُ بِالاَهْلِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ وَسُئِلَ عَاصِمٌ عَنِ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ قَالَ حَارَ بَعْدَ مَا كَانَ ـ

(১১৮১) আব্দুল্লাহ ইবন্ সার্জিস (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে, তাতে আরও আছে "হে আল্লাহ আমি তোমার নিকটে সফরের কাঠিন্যতা থেকে, গৃহে অশোভনীয় প্রত্যাবর্তন থেকে, সমৃদ্ধির পরে সংকীর্ণতা থেকে, মাযলূমের দু'আ থেকে এবং সম্পদ ও পরিবারের প্রতি কুদৃষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আর যখন প্রত্যাবর্তন করতেন তখনও অনুরূপ কথাই বলতেন, শুধুমাত্র, سُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْمَالِ وَالأَهْلِ এর স্থলে سُوْءَ الْمَنْظَرِ فِى الأَهْلِ وَالْمَالِ বলতেন। অর্থাৎ أَهْلٌ শব্দটি আগে বলতেন।

(উক্ত আব্দুল্লাহ ইবন্ সার্জিস থেকে দ্বিতীয় সূত্রেও) অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। সেখানে আরো রয়েছে, আছিমকে জিজ্ঞেস করা হল اَلْحَوْرُ بَعْدَ الْكَوْرِ এর অর্থ কি? তিনি বললেন, সমৃদ্ধির পরে সংকীর্ণতা।

[নাসায়ী, ইবন্ মাজা হ ও তিরমিযী, তিনি বলেন এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।]

(١١٨٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ فَأَدْرَكَهُ اللَّيْلُ قَالَ يَا أَرْضُ رَبِّى وَرَبُّكِ اللّٰهُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ شَرِّمَا فِيْكِ وَشَرِّ مَا خَلَقَ فِيْكِ وَشَرِّ مَادَبَّ عَلَيْكِ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ـ

(১১৮২) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যুদ্ধে অথবা সফরে গেলে তথায় রাত হয়ে গেলে বলতেন হে যমীন! আমার ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ্। আমি আল্লাহ্র নিকটে তোমার ও তোমাতে যা কিছু আছে তার অনিষ্টতা থেকে এবং তোমাতে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে তার অনিষ্টতা থেকে এবং তোমাতে যা কিছু চলাচল করে তার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহ্র কাছে প্রতিটি সিংহ, কাল, সাপ ও বিচ্ছুর অনিষ্টতা থেকে এবং জিন ইবলিস ও ইবলিসের বংশধরদের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

[আবূ দাউদ ইত্যাদি বর্ণিত, এর সনদ উত্তম।]

(١١٨٣) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ السُّلَمِيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذٰلِكَ ـ

(১১৮৩) সা'দ ইবন্ আবূ ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খাওলা বিন্তে হাকীম আল-সুলামীয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সফরে কোন স্থানে যাত্রা বিরত দেয় অতঃপর বলে যে, "আমি আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ কালিমা দ্বারা তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ঐ স্থান থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত কোন বস্তুই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

[মুসলিম, মুয়াত্তা মালেক, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ্ ও সহীহ ইবনে খুযাইমা]

(١١٨٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا هَبَطْنَا سَبَّحْنَا ـ

(১১৮৪) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সাথে সফর করতাম। আমরা যখন উপরে আরোহণ করতাম তখন اَللّٰهُ اَكْبَرُ আর যখন নীচে অবতরণ করতাম তখন سُبْحَانَ اللّٰهُ বলতাম।

[বুখারী ও নাসায়ী।]

(١١٨٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَعِدَ الْمَكَةَ أَوْنَشْزًا قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ وَتِلْكَ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ حَمْدٍ (وَفِى لَفْظٍ) وَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ـ

(১১৮৫) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন কোন টিলা ও উঁচু স্থানে আরোহণ করতেন তখন বলতেন, হে আল্লাহ্! সকল মর্যাদা শুধুমাত্র তোমারই জন্য এবং সকল প্রশংসাও শুধুমাত্র তোমারই জন্য। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, সর্বাবস্থায় তোমারই প্রশংসা।

[হাইছুমী বলেন, হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদে জিয়াদ আল নুমাইরী ব্যতীত সকল রাবীই বিশ্বস্ত।]

(٧) بَابُ اٰدَابُ رُجُوْعِ الْمُسَافِرِ وَعَدَمُ طُرُوْقِ أَهْلِهِ لَيْلاً وَصَلاَةُ رَكْعَتَيْنِ ـ

(৭) অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের প্রত্যাবর্তনের শিষ্টাচার, রাত্রে পরিবারের নিকট ফিরে না আসা এবং দুই রাকাত সালাত আদায় প্রসঙ্গে

(١١٨٦) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ لاَيَقُوْمُ مِنْ سَفَرٍ إِلاَّ نَهَارًا فِى الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَءَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ (زَادَ فِىْ رِوَايَةٍ) فَيَأْتِيْهِ النَّاسُ فَيُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ ـ

(১১৮৬) কা'ব ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন' নবী (সা) দিনের বেলায় চাশতের সময় ব্যতীত সফর হতে আসতেন না। যখন সফর হতে ফিরে আসতেন তখন প্রথমেই মসজিদে যেতেন এবং তথায় দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন এরপর সেখানে বসতেন। (কোন কোন বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে যে,) তখন মানুষেরা তাঁর নিকট আসত এবং তাঁকে সালাম জানাত। [বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি।]

(١١٨٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَيَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ غُدْوَةً اَوْعَشِيَّةً ـ

(১১৮৭) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) রাত্রের (সফর থেকে) তাঁর পরিবারের নিকট ফিরতেন না। বরং তিনি সকালে কিংবা সন্ধ্যায় গৃহে প্রবেশ করতেন। [বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি।]

(١١٨٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتَ فَعَلَيْكَ الْكَيْسُ اَلْكَيْسَ

(১১৮৮) জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) তাঁকে বলেছেন, তুমি (সফর থেকে) রাত্রিবেলা ফিরলে তৎক্ষণাৎ পরিবারের (তথা স্ত্রীর) কাছে যাবে না, যাতে স্বামী অনুপস্থিত থাকা মহিলারা ক্ষুর ব্যবহার করে পরিচ্ছন্ন হতে পারে এবং এলোকেশ আঁচড়িয়ে নিতে পারে। রাবী বলেন, রাসূল (সা) আরো বলেছেন, তুমি যখন প্রবেশ করবে তখন বুদ্ধিমত্তা অবলম্বন করবে, বুদ্ধিমত্তা অবলম্বন করবে। [বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ ও তিরমিযী।]

(١١٨٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْعَقِيْقَ فَنَهَى عَنْ طُرُوْقِ النِّسَاءِ اللَّيْلَةَ الَّتِى يَأْتِىْ فِيْهَا فَعَصَاهُ فَتَيَانِ فَكِلاَهُمَا رَاٰى مَا يَكْرَهُ ـ

(১১৮৯) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আকীক নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করলেন, তখন তিনি যে রাত্রি আগমন করেছেন সে রাত্রে স্ত্রীদের দরজায় করাঘাত করতে নিষেধ করলেন, দুই যুবক এ নিষেধ বাণী শুনল না। তখন তারা উভয়েই অপছন্দনীয় কিছু দেখতে পেল। [মুসনাদে আহমদ ছাড়া হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি, এর সনদ উত্তম। তিরমিযীতে এর সমর্থক একটি হাদীস আছে।]

(١١٩٠) عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ لَيْلاً فَلاَ يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ طُرُوْقًا فَقَالَ جَابِرٌ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ طَرَقْنَا هُنَّ بَعْدُ ـ

(১১৯০) নুবাইহ, আল আনাযী থেকে বর্ণিত, তিনি জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা যখন (সফর থেকে) রাত্রিতে আগমন কর তখন কেউ যেন রাত্রিতেই স্ত্রীদের কাছে আগমন না করে, জাবির বলেন আল্লাহর কসম! এর পরে আমরা তাদের কাছে রাত্রে আগমন করিনি।

[বুখারী ও মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ ও তিরমিযী ।]

(١١٩١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً، اَنْ يَخُوْنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ -

(১১৯১) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) (সফর থেকে) রাত্রে স্ত্রীর কাছে আগত হতে নিষেধ করেছেন, যাতে তাদের প্রতি কিছু খেয়ানত করা না হয়, অথবা তাদের ক্রটি-বিচ্যুতি অনুসন্ধান না করা হয়।

[বুখারী ও মুসলিম ।]

(١١٩٢) عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ لَيْلاً فَتَعَجَّلَ إِلَى إِمْرَأَتِهِ فَإِذَا فِىْ بَيْتِهِ مِصْبَاحٌ وَاِذَا مَعَ إِمْرَأَتِهِ شَيْئٌ فَاخَذَ السَّيْفَ فَقَالَتْ إِمْرَأَتُهُ إِلَيْكَ إِلَيْكَ عَنِّى فُلاَنَةُ تَمْشِطُ فَأَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَ فَنَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً -

(১১৯২) আবূ সালামা থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন্ রাওয়াহা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি সফর থেকে রাত্রিতে ফিরলেন, অতঃপর তড়িঘড়ি করে স্ত্রীর কাছে গেলেন, এমতাবস্থায় তার গৃহে একটি প্রদীপ জ্বলছিল। তখন তিনি তার স্ত্রীর সাথে কিছু একটা দেখতে পেলেন। তখন তিনি তরবারী হাতে নিলেন। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী বলল, সরে যাও! অমুক মহিলা আমাকে চুল আঁচড়িয়ে দিচ্ছে। (তার পরে এস)। অতঃপর তিনি নবী (সা) -এর নিকট এলেন এবং এ সংবাদ দিলেন। তখন নবী (সা) (সফর থেকে এসে) রাত্রিতেই স্ত্রীর কাছে আগত হতে নিষেধ করলেন।

[মুসনাদে আহমাদ ছাড়া হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে এর সনদ উত্তম ।]

(٨) بَابُ اَلنَّهْىُ عَنِ الدُّخُوْلِ عَلَى الْمُغِيْبَةِ مُنْفَرِدًا وَسَبَبُ ذَالِكَ وَوَعِيْدُ مَنْ فَعَلَهُ.

(৮) অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে স্বামী নেই এমন মহিলার ঘরে একাকী গমন নিষেধ। এর কারণ এবং যে এমনটি করবে তার শাস্তি প্রসঙ্গে

(١١٩٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِى هَاشِمٍ دَخَلُوْا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ وَهِىَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ فَرَاهُمْ فَكَرِهَ ذَالِكَ، فَذَكَرَ ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ أَرَ اِلاَّ خَيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَالِكَ، ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لاَيَدْخُلُ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِى هٰذَا عَلَى مُغِيْبَةٍ اِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ إِثْنَانِ -

(১১৯৩) আব্দুল্লাহ ইবন্ আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু হাশেমের একটি ক্ষুদ্র দল আসমা বিনতে উমাইস-এর কাছে গেল। অতঃপর আবূ বকর (রা) প্রবেশ করলেন। আসমা বিনেত উমাইস তখন আবূ বকরের অধীনে ছিল। হযরত আবূ বকর (রা) তাদেরকে দেখলেন এবং ব্যাপারটিকে অপছন্দ করলেন। তিনি

ব্যাপারটি রাসূল (সা)-এর কাছে উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন, ব্যাপারটি আমি খারাপ মনে করছি না। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ্ খারাপ থেকে তাকে মুক্ত রেখেছেন। তারপর রাসূল (সা) মিম্বারে দাঁড়ালেন অতঃপর বললেন, আজকের পর থেকে স্বামী উপস্থিত নেই এমন কোন মহিলার গৃহে কোন পুরুষ একাকী প্রবেশ করবে না। তবে সাথে একজন বা দুইজন সাথী থাকলে তার ঘরে প্রবেশ করতে পারে।

[মুসলিম।]

(١١٩٤) خـط عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرِىَ الدَّمِ قُلْنَا وَمِنْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ وَمِنِّى وَلَكِنَّ اللّٰهَ أَعَانَنِى عَلَيْهِ فَاسْلَمُ.

(১১৯৪) খত. ঃ জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে বলেছেন, যেসব মহিলার ঘরে স্বামী উপস্থিত নেই তার গৃহে তোমরা প্রবেশ কর না। কেননা শয়তান তোমাদের রক্তের শিরায় চলাচল করে। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনারও কি? তিনি বলেন, আমারও তবে আল্লাহ আমাকে তার ব্যাপারে সাহায্য করেন ফলে আমি নিরাপদ থাকি।

[বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি।]

(١١٩٥) عَنْ اَبِى صَالِحٍ قَالَ إِسْتَأْذَنَ عَمْرُوْ بْنُ الْعَاصِ عَلَى فَاطِمَةَ فَأَذِنَتْ لَهُ، قَالَ ثَمَّ عَلِىٌّ؟ قَالُوْا لاَ قَالَ فَرَجَعَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ ثَمَّ عَلِىٌّ قَالُوْا نَعَمْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ حِيْنَ لَمْ تَجِدْنِى هٰهُنَا، قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيْبَاتِ -

(১১৯৫) আবূ সালেহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমর ইবনুল 'আস ফাতিমা (রা)-এর কাছে যেতে অনুমতি চাইলেন, ফাতিমা তাঁকে অনুমতি দিলেন। তখন তিনি বললেন, সেখানে কি আলী (রা) আছেন? লোকেরা বললেন, না! রাবী বলেন, অতঃপর তিনি ফিরে এলেন। অতঃপর তিনি পুনর্বার তাঁর কাছে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং তিনি বললেন, সেখানে কি আলী (রা) আছেন? লোকেরা বললেন, হ্যাঁ। এবার তিনি তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন, অতঃপর আলী (রা) তাঁকে বললেন, আমি যখন এখানে ছিলাম না তখন কেন আপনি এখানে আসতে চাইলেন না। তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে স্বামী উপস্থিত নেই এমন মহিলার কাছে যেতে বারণ করেছেন।

[মুসনদে আহমাদ ছাড়া হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি, তবে এর সনদ উত্তম।]

(١١٩٦) عَنِ ابْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَعَدَ عَلَى فِرَاشِ مُغِيْبَةٍ قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَانًا -

(১১৯৬) ইবন্ আবূ কাতাদা থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বামী উপস্থিত নেই এমন কোন মহিলার শয্যায় উপবেশন করবে আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তার জন্য একটি বিষধর সাপ নির্ধারণ করবেন।

[এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদ ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এর সনদে ইবন্ লাহাইয়া আছে। যার ব্যাপারে কথা আছে। সয়ূতী জামেউস সাগীরে হাদীসটি সংকলন করে বলেন, এটা আহমদ বর্ণনা করেছেন, অতএব তার পাশে হাসান হবার প্রতীক ব্যবহার করেছেন।]

(٩) بَابُ سَفَرُ النِّسَاءِ وَالرِّفْقُ بِهِنَّ، وَالاقْرَاعُ بَيْنَهُنَّ لاَجَلِ السَّفَرِ وَعَدَمُ مَسفرِهِنَّض بِدُوْنِ مَحْرَمٍ -

(৯) অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের সফর ও তাদের সাথী হওয়া এবং সফরের নিমিত্তে স্ত্রীদের মাঝে লটারীর ব্যবস্থাকরণ ও মাহরাম ব্যতীত তাদের সফর না করা প্রসঙ্গে

(١١٩٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لاَتُسَافِرِ إِمْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُومَحْرَمٍ وَجَاءَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّى اِكْتَتَبْتُ فِى غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَإِمْرَأَتِى حَاجَّةٌ قَالَ فَارْجِعْ فَحُجَّ مَعَهَا -

(১১৯৭) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কোন মহিলা মাহরীম ব্যতীত সফর করবে না। এরপর এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এল এবং বলল, আমি অমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি এবং আমার স্ত্রী হজ্জ করতে চায়, রাসূল (সা) বললেন, তুমি ফিরে যাও তার সাথে হজ্জ কর।

[বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি।]

(١١٩٨) عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِه وَصَحْبِه وَسَلَّمَ لاَتُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ مَعَ أَبِيْهَا أَوْ أَخِيْهَا أَوْ ابْنِهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْمَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ.

(১১৯৮) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, কোন মহিলা তিন দিন বা ততোধিক দিনের সফর করবে না তার পিতা, ভাই, ছেলে, স্বামী অথবা কোন মাহরাম ছাড়া।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ।]

(١١٩٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِه وَصَحْبِه وَ سَلَّمَ قَالَ لاَتُسَافِرِ امْرَأَةَ ثَلاَثًا الأَّوَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ-

(১১৯৯) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কোন মহিলা তিনদিনের সফর মাহরীম ব্যতীত করবে না। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ প্রভৃতি।]

(١٢٠٠) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تُسَافِرُ يَوْمًا وَلَيْلَةً الاَمَعَ ذِى مَحْرَمٍ مِنْ أَهْلِهَا، (وَفِى لَفْظ) الاَّ مَعَ ذِىْ رَحِمٍ، (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِه وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسلِمَةٍ تُسَافِرُ لَيْلَةً إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا -

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِث) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهِ وَعَلَى اٰلِه وَصَحْبِه وَسَلَّمَ لاَتُسَافِرُ إِمْرَأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ الاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ.

(১২০০) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ ও কিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য এক দিন ও রাত্রির সফর তার পরিবারের কোন মাহরীমের সাথে ব্যতীত বৈধ নয়। অপর এক বর্ণনায় مَحْرَمٍ শব্দের স্থলে وَفِى رَحِمٍ শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

(উক্ত আবূ হুরাইয়া (রা) থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, কোন মুসলিম মহিলার জন্য মাহরীম ব্যতীত একদিনের সফর করা বৈধ নয়।

(উক্ত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে তৃতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, কোন মহিলা পূর্ণ একদিনের পথ মাহরীম ব্যতীত অতিক্রম করতে পারবে না।

[বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা মালিক, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ, ইবন্ খুজাইমা প্রভৃতি।]

(١٢٠١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ۔

(১২০১) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন সফরে বের হতেন তখন স্ত্রীদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করতেন (কে তাঁর সাথী হবেন।)

[হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ীতে আরও দীর্ঘ আকারে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٢٠٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيْرُ وَحَادٍ يَحْدُوْ بِنِسَائِهِ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ قَدْ تَنَحَّى بِهِنَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ يَا أَنْجَشَةُ وَيْحَكَ ارْفُقْ بِالْقَوَارِيْرِ۔

(১২০২) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সা) তাঁর স্ত্রীদের নিয়ে সফরে চলছিলেন, এমতাবস্থায় এক লোক গান গেয়ে উট হাঁকাচ্ছিলেন (তা দেখে রাসূল (সা) হেসে দিলেন।, তখন স্ত্রীদের নিয়ে উটটি ঝুঁকে গেল। তখন রাসূল (সা) তাকে বললেন, হে আনজাশা! তোমার ধ্বংস হোক। স্ত্রীলোকদের প্রতি বিনম্র হও।

[বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী।]

(١٢٠٣) عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوْقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيْرِ۔

(১২০৩) উম্মু সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-এর স্ত্রীদের সাথে ছিলেন এমতাবস্থায় এক চালক উটগুলো চালিয়ে নিচ্ছিল। তখন নবী (সা) বললেন, হে আনজাশা! ধীরে চালাও নারীদের প্রতি বিনম্র হও।

[নাসায়ী, এর সনদ উত্তম।]

(١٠) بَابٌ اِفْتِرَاضُ صَلَاةِ السَّفَرِ وَحُكْمُهَا

(১০) অনুচ্ছেদ ঃ সফরের সালাতের ফরয হওয়া এবং তার হুকুম প্রসঙ্গে

(١٢٠٤) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ أَوَّلُ مَا افْتَرَضَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا ثُمَّ ثُمَّ أَتَمَّ اللّٰهُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ.

(وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَتْ قَدْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّةَ. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ وَصَلَاةَ الْفَجْرِ لِطُوْلِ قِرَاءَتِهَا، قَالَتْ وَكَانَ اِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُوْلٰى.

(১২০৪) নবী পত্নী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথমে রাসূল (সা)-এর উপরে সালাত ফরয করা হয়েছিল দুই রাকাত দুই রাকাত করে শুধুমাত্র মাগরিব ব্যতীত। কেননা তা হল তিন রাকাত বিশিষ্ট। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যোহর, আসর ও ইশার সালাতকে মুকীম অবস্থায় চার রাকাত হিসেবে পূর্ণ করে দিলেন। আর ফজরের সালাত প্রথম ফরযকৃত অবস্থার ওপর (দুই রাকাত) বহাল রাখলেন।

(উক্ত আয়িশা (রা) থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন, মক্কায় দুই রাকাত দুই রাকাত করে সালাত ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর রাসূল (সা) যখন মদীনায় এলেন তখন সকল সালাতের সাথে আরো দুই রাকাত করে বাড়িয়ে দেয়া হল, তবে মাগরিবের সালাত ব্যতিক্রম করা হল, কেননা তা দিনের বেজোড় সালাত এবং ফজরের সালাতও ক্বিরাত দীর্ঘ হবার কারণে ব্যতিক্রম করা হল। (রাকাত বৃদ্ধি করা হয়নি।) তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন সফরে যেতেন তখন তিনি প্রথমাবস্থার মত সালাত (দুই রাকাত) আদায় করতেন।

[প্রথম সূত্রের হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে এবং দ্বিতীয় সূত্রের হাদীসটি বায়হাকী, ইবন্ হাব্বান ও সহীহে ইবনে খুযাইমায় বর্ণিত হয়েছে। সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

(١٢٠٥) عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةَ الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَالْخَوْفِ رَكْعَةً عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

(১২০৫) মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর যবানীতে মুকীম অবস্থায় চার রাকাত, মুসাফির অবস্থায় দুই রাকাত এবং ভীতিজনক অবস্থায় এক রাকাত সালাত ফরয করেছেন।

[মুসলিম ও নাসায়ী।]

(١٢٠٦) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ لَكُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ.

(১২০৬) উবাইদুল্লাহ ইবন্ জাহ্র থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরাইরা (রা) বলেছেন, হে মানুষেরা! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তাঁর রাসূলের (সা) জবানীতে মুকীম অবস্থায় চার রাকাত এবং মুসাফির অবস্থায় দুই রাকাত সালাত ফরয করেছেন।

[হাইছুমী বলেন, ইমাম আহমদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের অন্যতম রাবী উবাইদুল্লাহ ইবন্ জাহ্র সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তিনি ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ সহীহ্ হাদীসের শর্তে উত্তীর্ণ।]

(١٢٠٧) عَنْ عُمَرَ (بْنِ الْخَطَّابِ) رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ۔

(১২০৭) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সফরের সালাত দুই রাকাত, ঈদুল আযহার সালাত দুই রাকাত, ঈদুল ফিতরের সালাত দুই রাকাত, জুমার সালাত দুই রাকাত, এ সবগুলোই পরিপূর্ণ সালাত কসর তথা সংক্ষিপ্ত নয়, যা মুহাম্মদ (সা)-এর ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত।

[নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ্ সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

(١٢٠٨) عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قُلْتُ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا،) وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ لِيْ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ ـ

(১২০৮) ইয়ালা ইবন্ উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, বললাম, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা কুফরী করে তারা তোমাদেরকে ফিৎনায় ফেলবে এরূপ আশংকা করলে তবে সালাতকে সংক্ষিপ্তকরণে তোমাদের কোন গুনাহ নেই।" মানুষ তো এখন নিরাপদ। (এখন কেন সফরে কসর পড়া হবে?) তখন উমর (রা) আমাকে বললেন, তুমি যেমন বিস্মিত হয়েছ তেমনি আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম এবং রাসূল (সা)-কে বিষয়টি জিজ্ঞেস করেছিলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, (এক সর) একটি অনুগ্রহ, যা আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর অনুগ্রহ গ্রহণ কর।

[মুসলিম এবং চার সুনানে বর্ণিত।]

(١٢٠٩) عَنْ اَبِيْ حَنْظَلَةَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، قَالَ اَلصَّلَاةُ فِيْ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، قُلْتُ إِنَّا اٰمِنُوْنَ قَالَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

(১২০৯) আবূ হানযালা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন্ উমর (রা)-কে সফর অবস্থায় সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জবাব দিলেন, সফর অবস্থায় সালাত দুই রাকাত। আমি বললাম, নিশ্চয়ই আমরা তো এখন নিরাপদ। তিনি বললেন, (এটাই) নবীর সুন্নাত।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি, তবে এর সনদ উত্তম।]

(١٢١٠) عَنْ رَجُلٍ مِنْ اٰلِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِيْ الْقُرْاٰنِ وَصَلَاةَ الْحَضَرِ وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ، فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَانَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَاَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ قَالَ لِإِبْنِ عُمَرَ نَجِدُ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَصَلَاةَ الْحَضَرِ فِي الْقُرْاٰنِ وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَجْفَى النَّاسِ فَنَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ اَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

(১২১০) খালিদ ইবন্ উসাইদ বংশের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন্ উমর (রা)-কে বললাম, আমরা কুরআন শরীফে ভয়ের সালাত ও মুকীম অবস্থার সালাত সম্পর্কে পেয়েছি, কিন্তু মুসাফিরের সালাত সম্পর্কে কিছু পাই নি। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে প্রেরণ করেছেন এবং আমরা কিছুই জানতাম না, আমরা মুহাম্মদ (সা)-কে কোন কাজ যেমন করে করতে দেখেছি আমরাও ঠিক তেমনি করে সে কাজটি করে থাকি।

(২য় সূত্রে বর্ণিত) উমাইয়া ইবন্ আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন্ উমর (রা)-কে বললেন, আমরা কুরআনে ভয়ের সালাত ও মুকীমের সালাত সম্পর্কে পেয়েছি কিন্তু মুসাফিরের সালাত সম্পর্কে পাই নি। ইবন্ উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ তাঁর নবী (সা)-কে প্রেরণ করেছেন আর আমরা ছিলাম স্বল্প বুদ্ধির মানুষ। অতএব, আমরা তেমন করে থাকি যেমনটি রাসূল (সা) করেছেন।

[মুয়াত্তা মালিক, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ, বায়হাকী, এর সনদ উত্তম।]

(١٢١١) عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ سَافَرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَحِيْنَ قَامَ أَرْبَعًا قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ اَرْبَعًا كَمَنْ صَلَّى فِي الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ إِلاَّ مَرَّةً حَيْثُ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى النَّاسُ رَكْعَةً رَكْعَةً۔

(১২১১) দাহ্হাক ইবন্ মুযাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন সফরে থাকতেন তখন দুই রাকাত দুই রাকাত করে সালাত আদায় করতেন। আর যখন (গৃহে) অবস্থান করতেন তখন সালাত আদায় করতেন চার রাকাত করে। রাবী বলেন, বনু আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সফরে চার রাকাত সালাত আদায় করল সে যেন ঐ লোকের মত, যে মুকীম অবস্থায় দুই রাকাত সালাত আদায় করল। রাবী বলেন, ইবন্ আব্বাস (রা) আরো বলেন, একবার ব্যতীত সালাত সংক্ষিপ্ত করা হয় নি। তখন রাসূল (সা) দুই রাকাত সালাত আদায় করেছিলেন আর মানুষেরা একেক রাকাত সালাত আদায় করেছিলেন।

[ইবন্ হাব্বান বলেন, সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

(١٢١٢) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ شُفَيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ يُصَلِّ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعَ اِلَى أَهْلِهِ۔

(১২১২) সায়ীদ ইবন্ শুফী থেকে তিনি ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মানুষেরা তাঁকে মুসাফিরের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন তখন তিনি বললেন, রাসূল (সা) যখন তাঁর পরিজন থেকে সফরে বের হতেন তখন পরিবারের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত দুই রাকাত ব্যতীত সালাত আদায় করতেন না।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে সনদ উত্তম।]

(١٢١٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ عُمَرَ فَكَانَا لَا يَزِيْدَانِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَكُنَّا ضُلَّالاً فَهَدَانَا اللّٰهُ بِهِ فَبِهِ نَقْتَدِيْ۔

(১২১৩) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা) ও উমরের সাথে সফর করেছি, তখন তাঁরা উভয়েই দুই রাকাতের বেশী (সালাত আদায়) করতেন না। আমরা ছিলাম পথভ্রান্ত আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমে আমাদের পথের দিশা দিয়েছেন। অতএব আমরা তাঁরই অনুসরণ করি। [বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি।]

(١١) بَابٌ مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَحُكْمُ مَنْ نَزَلَ بِبَلَدٍ نَبْوَى الْإِقَامَةَ فِيْهِ وَاِتْمَامُ الْمُسَافِرِ اِذَا اقْتَدَى بِمُقِيْمٍ وَهَلْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ بِمِنًى أَهْلُ مَكَّةَ؟

(১১) অনুচ্ছেদ ঃ সালাত কসর করার দূরত্ব এবং যে ব্যক্তি কোন শহরে পৌঁছে, অতঃপর মুকীম হওয়ার নিয়্যত করে তার হুকুম। মুসাফির যখন মুকীমের ইক্তিদা করবে তখন সে পুরা সালাতই আদায় করবে। আর মক্কাবাসী কি মিনায় সালাত কসর করবে ?

(١٢١٤) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي السِّمْطِ اَنَّهُ أَتَى اَرْضًا يُقَالُ لَهَا دُوْمِيْنُ مِنْ حِمْصَ عَلٰى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيْلاً فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ اَتُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ

الْخَطَّابِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ كَمَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

(১২১৪) জুবাইর ইবন্ নুফাইর হতে বর্ণিত, তিনি আবূ সামত্ হতে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি হিমছ্-এর দাওমিন শহরে এলেন, যার দূরত্ব প্রায় ১৮ মাইল। তখন তিনি দুই রাকাত করে সালাত আদায় করলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি সালাত দুই রাকাত আদায় করলেন? তিনি বললেন, আমি হযরত উমর (রা)-কে দেখেছি যে. তিনি জুল হুলাইফায় দুই রাকাত করে সালাত আদায় করতেন। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, আমি রাসূল (সা)-কে যা করতে দেখেছি তাই করেছি। অথবা বললেন, যেরূপ রাসূল (সা)-কে দেখেছি সেরূপ করেছি। [হাদীসটি মুসলিম, নাসায়ী, বায়হাকী প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٢١٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَافَرَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ (وَفِى رِوَايَةٍ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ) لاَيَخَافُ اِلاَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعَ ـ

(১২১৫) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন. রাসূল (সা) মদীনা হতে সফরে বের হলেন (অপর এক বর্ণনায় এসেছে) আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে মক্কা-মদীনায় সফর করেছিলাম। তখন তিনি আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করছিলেন না। তখন সফর হতে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত দুই রাকাত করে সালাত আদায় করেছিলেন। [বুখারী. মুসলিম ও বায়হাকী।]

(١٢١٦) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ الْخُزَاعِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِمِنًى أَكْثَرَمَا كَانَ النَّاسُ اٰمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ ـ

(১২১৬) হারিছা ইবন্ ওহাব আল-খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সাথে মিনায় যোহর ও আসরের সালাত আদায় করেছি দুই রাকাত করে, অথচ তখন আমাদের অধিকাংশই ছিল নিরাপদ। [বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ ও তিরমিযী।]

(١٢١٧) عَنْ مُوْسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا وَإِذَا رَجَعْنَا اِلٰى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ سُنَّةُ أَبِى الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ) قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ إِذَا لَمْ تُدْرِكِ الصَّلاَةَ فِىْ الْمَسْجِدِ كَمْ تُصَلِّى فِىْ الْبَطْحَاءِ قَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ أَبِى الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنِّى أَكُوْنُ بِمَكَّةَ فَكَيْفَ أُصَلِّى فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ أَبِى الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ ـ

(১২১৭) মূসা ইবন্ সালামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কায় ইবন্ আব্বাসের সাথে ছিলাম, তখন আমি বললাম, আমি যখন তোমাদের সাথে (মসজিদে মুক্তাদী হিসাবে) থাকব তখন চার রাকাত করে সালাত আদায় করব। আর যখন বাহনের দিকে যাব তখন দুই রাকাত করে সালাত আদায় করব। (একথা শুনে) তিনি বললেন, এটা আবূল কাসিম (সা)-এর সুন্নাত।

তার (মূসা ইবন্ সালামা) থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইবন্ আব্বাস (রা)-কে বললাম বাতহায় (মিনায়) যখন তোমরা মসজিদে জামাত পেতে না তখন কয় রাকাত করে সালাত আদায় করতে? তিনি বললেন, দুই রাকাত করে, এটাই আবূল কাসিম (সা)-এর সুন্নাত।

(তাঁর মূসা ইবন্ সালামা) থেকে তৃতীয় সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন্ আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যখন আমি মক্কায় অবস্থান করছি তখন কিরূপে সালাত আদায় করব? তিনি বললেন, দুই রাকাত করে। সেটাই আবূল কাসিম (সা)-এর সুন্নাত। [মুসলিম ও নাসায়ী।]

(١٢١٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ سِتَّ سِنِيْنَ بِمِنًى فَصَلُّوا صَلَاةَ الْمُسَافِرِ ـ

(১২১৮) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মিনায় ছয় বছসর নবী (সা), আবূ বকর, উম, উসমান (রা) প্রমুখের সাথে সালাত আদায় করেছি, তখন তাঁরা মুসাফিরের সালাত আদায় করেছিলেন। [হাদীসটি মুসলিম, নাসায়ী প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٢١٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَلظُّهْرَ فِىْ سَجْدَةٍ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ آمِيْنًا لَا يَخَافُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ ـ

(১২১৯) আনাস ইবন্ মালিক আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাঁর মদীনার মসজিদে আমাদের নিয়ে আসরের দুই রাকাত সালাত পড়ালেন। তখন নিরাপদ ছিলাম, ভয়ভীতি ছিল না, আর তা বিদায় হজ্জের সফরে। [হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও অপরাপর তিন সুনানে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٢٢٠) عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيْدَ الْهُنَائِىِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ قَالَ كُنْتُ أَخْرُجُ إِلَى الْكُوْفَةِ فَأُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى أَرْجِعَ، وَقَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ اَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ شُعْبَةُ الشَّاكُّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ـ

(১২২০) শু'বা থেকে বর্ণিত, তিনি ইয়াহইয়া ইবন্ ইয়াযিদ আল হুনায়ী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন্ মালিক (রা)-কে কসর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি কুফার উদ্দেশ্যে বের হতাম তখন সফর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত দুই রাকাত করে সালাত আদায় করতাম। আনাস (রা) বলেন, রাসূল (সা) যখন তিন মাইল অথবা তিন ফরসখের পথ সফরে বের হতেন তখন তিনি দুই রাকাত করে সালাত আদায় করতেন। তিন মাইল বা তিন ফরসখ এই সন্দেহ রাবী শু'বার। [মুসলিম ও আবূ দাউদ।]

(١٢٢١) عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أُنْطُلِقَ بِنَا اِلَى الشَّامِ اِلَى عَبْدِ الْمَالِكِ وَنَحْنُ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ لِيَفْرِضَ لَنَا، فَلَمَّا رَجَعَ وَكُنَّا بِفَجِّ النَّاقَةِ صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ ثُمَّ سَلَّمَ وَ دَخَلَ فُسْطَاطَهُ وَقَامَ الْقَوْمُ يُضِيْفُوْنَ إِلَى رَكْعَتَيْهِ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، قَالَ فَقَالَ قَبَّحَ اللّٰهُ الْوُجُوْهَ فَوَاللّٰهِ مَا أَصَابَتِ السُّنَّةَ وَلَا قَبِلَتِ الرُّخْصَةَ، فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اَقْوَامًا يَتَعَمَّقُوْنَ فِى الدِّيْنِ يَمْرُقُوْنَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ـ

(১২২১) হাফস্ থেকে বর্ণিত তিনি আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে সিরিয়ায় (খলীফা) আব্দুল মালিকের নিকট আমাদের ভাতা নির্ধারণের জন্য নিয়ে যাওয়া হল, তখন আমরা ছিলাম চল্লিশজন আনসারী।

অতঃপর আমরা ফেরার পথে ফাজুন নাকাহ নামক স্থানে পৌছলাম তখন তিনি (আনাস) আমাদের আসরের সালাত পড়ালেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন এবং তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। আর এ দিকে লোকজন তাঁর সেই দুই রাকাতের সাথে আরো দুই রাকাত সালাত বৃদ্ধি করতে থাকল। রাবী বলেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাদের মুখমণ্ডল ধূলামলিন করুক! তারা সুন্নাত মতে আমল করে নি আর না রুখসাত (সুযোগ) গ্রহণ করেছে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, কিছু কিছু লোক দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে। প্রকৃত পক্ষে তারা এর মাধ্যমে দীন থেকে বের হয়ে যাবে যেমন ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যায়।

[মুসনাদে আহমদ ছাড়া হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এ হাদীসের সনদ উত্তম]

(١٢٢٢) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا، فَسَأَلْتُهُ هَلْ أَقَامَ؟ فَقَالَ نَعَمْ، أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرًا۔

(১২২২) ইয়াহ্‌ইয়া ইবন্ আবূ ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন্ মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম কসর সালাত সম্পর্কে। তিনি বলেন, আমরা নবী (সা), সাথে মদীনা থেকে মক্কার দিকে সফরে গেলাম সেখানে তিনি (সা) আমাদের নিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত দুই রাকাত সালাত পড়ালেন। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি তথায় অবস্থান করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি তথায় দশ দিন অবস্থান করেছিলেন।

[বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও বায়হাকী প্রভৃতি।]

(١٢٢٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِى بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ اِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّ ـ

(১২২৩) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মিনায় নবী (সা), আবূ বকর, উমর এবং উসমানের সাথে তাঁর খেলাফতের প্রথম দিকে দুই রাকাত করে সালাত আদায় করেছি। অতঃপর তিনি (উসমান) পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছেন।

[বুখারী ও মুসলিম।]

(١٢٢٤) عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ (وَفِى لَفْظٍ) اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، (زَادَ فِى رِوَايَةٍ) ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَتَى الْمَدِيْنَةَ.

(১২২৪) আবূ জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবতাহে (মুহাম্মাদ) রাসূল (সা)-এর সাথে আসরের সালাত আদায় করেছি দুই রাকাত। অন্য বর্ণনায় আছে, যোহর ও আসরের সালাত আদায় করেছি দুই রাকাত দুই রাকাত করে। অপর এক বর্ণনায় আরো এসেছে যে, অতঃপর তিনি মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত দুই রাকাত করেই সালাত আদায় করেছিলেন।

[বুখারী, মুসলিম ও চার সুনান]

(١٢٢٥) عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَبَّادٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى (بْنُ اَبِى سُفْيَانَ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَاجًا قَدِمْنَا مَعَهُ مَكَّةَ، قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى دَارِ النَّدْوَةِ، قَالَ وَكَانَ عُثْمَانُ حِيْنَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ أَرْبَعًا فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَعَرَفَاتٍ وَقَصَرَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَجِّ وَأَقَامَ بِمِنًى أَتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ فَلَمَّا صَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ (يَعْنِى مُعَاوِيَةَ)

نَهَضَ إِلَيْهِ مَرْوَانُ ابْنُ الْحَكَمِ وَعَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ فَقَالاَ لَهُ مَاعَابَ أَحَدٌ ابْنَ عَمِّكَ بِأَقْبَحَ مَا عِبْتَهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُمَا وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ فَقَالاَ لَهُ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ أَتَمَّ الصَّلاَةَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ فَقَالَ لَهُمَا وَيَحْكُمَا، وَهَلْ كَانَ غَيْرُ مَا صَنَعْتُ؟ قَدْ صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ فَإِنَّ ابْنَ عَمِّكَ قَدْ كَانَ أَتَمَّهَا وَإِنَّ خِلاَفَكَ إِيَّاهُ لَهُ عَيْبٌ قَالَ فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْعَصْرِ فَصَلاَّهَا بِنَا أَرْبَعًا۔

(১২২৫) ইয়াহইয়া ইবন্ আব্বাদ ইবন্ আব্দুল্লাহ ইবন্ যুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা আব্বাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুয়াবিয়া ইবন্ আবূ সুফিয়ান (রা) যখন হজ্জের জন্য আমাদের নিকট এলেন, তখন আমরাও তাঁর সাথে মক্কায় গেলাম। রাবী বলেন, এরপর তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাকাত সালাত পড়লেন। এরপর দারুন নদওয়া গেলেন। রাবী বলেন, উসমান যখন মক্কায় আসতেন তখন তিনি সালাত পুরোপুরি আদায় করতেন। যোহর, আসর ও ইশা চার রাকাত করে আদায় করতেন আর যখন তিনি মিনা ও আরাফাতের উদ্দেশ্যে বের হতেন তখন সালাতকে কসর করতেন। আর যখন হজ্জব্রত পালন শেষ করতেন এবং মিনায় অবস্থান করতেন তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সালাত পুরোপুরি আদায় করতেন। আর মুয়াবিয়া (রা) যখন আমাদের নিয়ে যোহরের সালাত দুই রাকাত আদায় করলেন, তখন মারওয়ান ইবনুল হাকাম এবং আমর ইবন্ উসমান তাঁর দিকে উঠে গেলেন এবং তাঁকে বললেন, আপনি আপনার চাচাত ভাইকে যে নিকৃষ্ট দোষে দোষী করেছেন, তাঁকে কেউ সে দোষে দোষী করেন নি। তখন তিনি তাঁদের দুই জনকেই বললেন, কি সেটা? তখন তাঁরা দুইজন তাঁকে বললেন, আপনি কি জানেন না যে, তিনি উসমান (রা) মক্কায় পূর্ণ সালাত আদায় করতেন? রাবী বলেন, এবার তিনি এতদুভয়কে বললেন, তোমাদের ধ্বংস হোক। আমি কি উল্টো কিছু করেছি। আমি রাসূল (সা) আবূ বকর ও উমরের সাথে ঐ সালাত আদায় করেছি। তখন তাঁরা দুইজনই বললেন, আপনার চাচাত ভাই কিন্তু তা পূর্ণ করতেন। আর আপনার তাঁর উল্টো কাজ করাটা তার জন্য দোষেরই বটে। রাবী বলেন, অতঃপর মুয়াবিয়া (রা) আসর সালাতের জন্য বের হলেন এবং আমাদের নিয়ে চার রাকাত সালাত আদায় করলেন।

[হাইছুমী বলেন, হাদীসটি ইমাম আহমদ ও তাবারানী তাঁর কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন। আহমদের রাবীগণ সবাই বিশ্বস্ত।]

(١٢) بَابُ مُدَّةُ الْقَصْرِ وَمَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ وَحُكْمُ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ إِقَامَةً ۔

(১২) অনুচ্ছেদ ঃ কসর সালাতের সময়সীমা। মুসাফির কখন সালাত পূর্ণ করবে এবং যে ইকামাতের নিয়্যত করেন তার হুকুম প্রসঙ্গে।

(١٢٢٦) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَافَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا فَأَقَمْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا. (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ لَمَّا فَتَحَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَقَامَ فِيْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ۔

(১২২৬) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সফরে (মক্কা বিজয়ের) জন্য বের হলেন। সেখানে তিনি উনিশ দিন অবস্থান করলেন। সে সময়ে তিনি দুই রাকাত দুই রাকাত করে সালাত আদায় করতেন। ইবন্ আব্বাস (রা) বলেন, আমরা যখন সফরে বের হতাম এবং উনিশ দিন অবস্থান করতাম তখন দুই রাকাত দুই রাকাত করে সালাত আদায় করতাম। আর যখন এর চেয়েও বেশী সময় অবস্থান করতাম তখন চার রাকাত করে সালাত আদায় করতাম।

(উক্ত ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন, যখন নবী (সা) মক্কা বিজয় করলেন, তখন তিনি তথায় সতের দিন অবস্থান করলেন। সে সময় তিনি দুই রাকাত করে সালাত আদায় করলেন।

[প্রথম সূত্রের হাদীসটি বুখারী ও ইবন্ মাজাহ্ বর্ণিত, আর দ্বিতীয় সূত্রের হাদীসটি ইবন্ হাব্বান ও আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٢٢٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوْكَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ـ

(১২২৭) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাবুকে বিশ দিন অবস্থান করেন। তখন তিনি সালাত কসর (সংক্ষিপ্ত) করেছিলেন।

[আবূ দাউদ, ইবন্ হাব্বান ও বায়হাকী ইবন্ হাযম ও নববী হাদীসটি সহীহ্ বলে মন্তব্য করেন।]

(١٢٢٨) عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيْلَ قَالَ خَرَجْتُ إِلٰى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ مَا صَلَاةُ الْمُسَافِرِ؟ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا، قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِى الْمَجَازِ، قَالَ وَمَا ذُوْالْمَجَازِ؟ قُلْتُ مَكَانُ نَجْتَمِعُ فِيْهِ وَنَبِيْعُ فِيْهِ وَنَمكُثُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. قَالَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ كُنْتُ بِأَذَرْ بِيْجَانَ لاَ أَدْرِى قَالَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَرَأَيْتُهُمْ يُصَلُّوْنَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتَ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْبَ عَيْنَىَّ يُصَلِّيْهِمَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَزَعَ هٰذِهِ الْآيَةَ "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ حَتّٰى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ ـ

(১২২৮) ছুমামা ইবন্ শারাহিল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন্ উমর (রা)-এর কাছে গেলাম। অতঃপর তাঁকে বললাম, মুসাফিরের সালাত কি? তিনি বললেন, দুই রাকাত দুই রাকাত করে তবে মাগরিবের সালাত তিন রাকাত। আমি বললাম, আমরা যদি জুলমাজাযে অবস্থান করি তবুও কি আপনি তাই বলবেন? তিনি বললেন, জুলমাজায কি? আমি বললাম, যেখানে আমরা একত্রিত হই এবং কেনাবেচা করি পনের কিংবা বিশ দিন অবস্থান করি (তাই হল জুলমাজায)। তিনি বললেন, হে ব্যক্তি, আমি আজারবাইজানে ছিলাম। রাবী বলেন, তিনি কি দু'মাস না চার মাস বলেছিলাম আমার মনে নেই, সেখানে আমি তাদেরকে দুই রাকাত দুই রাকাত করে সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং নবী (সা)-কে নিজ চোখে দেখেছি দুই রাকাত দুই রাকাত করে সালাত আদায় করতে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি শেষবদি তিলাওয়াত করেন 'لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ' 'নিশ্চয়ই রাসূল (সা) এর মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।'

[বাইহাকী ও হাইছুমী। এর সনদ সহীহ্।]

(١٢٢٩) عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ مَرَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَجَلَسْنَا فَقَامَ إِلَيْهِ فَتًى مِنَ الْقَوْمِ فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْغَزْوِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَجَاءَ فَوَقَفَ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ هٰذَا سَأَلَنِى عَنْ أَمْرٍ فَأَرَدْتُ أَن تَسْمَعُوْهُ أَوْ كَمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانَ عَشَرَةَ لاَيُصَلِّى إِلاَّ رَكْعَتَيعنِ وَيُقُوْلُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفْرٌ، وَاعْتَمَرْتُ مَعَهُ ثَلَاثُ عُمَرٍ فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا حَجَّاتٍ فَلَمْ يُصَلِّيَا اِلاَّ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ ـ

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ) مَا سَافَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى يَرجِعَ، وَإِنَّهُ أَقَامَ بِمَكَّةَ زَمَانَ الْفَتْحِ ثَمَانِى عَشَرَةَ لَيْلَةً يُصَلِّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ أَبِى وَحَدَّثَنَاهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِيْهِ إِلاَّ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَقُوْلُ يَا أَهْلَ مَكَّةَ قُوْمُوا فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ فَإِنَّا سَفْرٌ ثُمَّ غَزَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلٰى جِعِرَّانَةَ فَاعْتَمَرَ مِنْهَا فِى ذِى الْقَعْدَةِ ثُمَّ غَزَوتُ مَعَ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَحَجَجْتُ وَاعْتَمَرَتُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ يُونُسُ الاَّ الْمَغْرِبَ وَمَعَ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَدْرَ إِمَارَتِه قَالَ يُؤنُسُ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ أَرْبَعًا ـ

(১২২৯) আবূ নাদরাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ইমরান ইবন্ হুসাইন যাচ্ছিলেন, তখন আমরা বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় লোকদের মধ্য হতে এক যুবক তাঁর কাছে গেল, এবং তাকে যুদ্ধ, হজ্জ ও উমরাহ্ সময় রাসূল (সা)-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। অতঃপর বললেন, এ লোক আমাকে এক বিষয়ে জিজ্ঞেসা করেছে, আমি চাই যে, তোমরাও উত্তরটি শুন অথবা তিনি যেমনটি বলেছেন। আমি রাসূল (সা) এর সাথে যুদ্ধ করেছি তখন তিনি মদীনায় ফিরে না আসা পর্যন্ত কেবল দুই রাকাত করেই সালাত আদায় করেছেন। আমি তাঁর সাথে হজ্জও করেছি তিনি মদীনায় ফিরে না আসা পর্যন্ত দুই রাকাত বৈ বেশী সালাত আদায় করেন নি। আমি মক্কা বিজয় অভিযানে তাঁর সাথে ছিলাম। সেবারে তিনি মক্কায় আঠার দিন অবস্থান করেছিলেন। তখনও তিনি দুই রাকাত বেশী সালাত আদায় করেন নি এবং তিনি নগরবাসীকে বলেছিলেন, তোমরা চার রাকাত করে সালাত আদায় কর। কেননা আমরা সফর অবস্থায় আছি। আমি তাঁর সাথে তিনবার উমরাহ্ করেছি তখনও তিনি দুই রাকাত সালাত আদায় করেন নি। আমি আবূ বকর ও উমর (রা)-এর সাথে একাধিক বার হজ্জ করেছি তাঁরা উভয়েই মদীনা ফিরে না আসা পর্যন্ত দুই রাকাতের বেশী সালাত আদায় করেন নি।

• (উক্ত আবূ নাদরাহ্ থেকে দ্বিতীয় সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে, সেখানে আরও রয়েছে) রাসূল (সা) যখনই সফরে যেতেন তখন সফর হতে না ফেরা পর্যন্ত দুই রাকাতের বেশী সালাত আদায় করতেন না। আর তিনি মক্কা বিজয়কালে মক্কায় আঠার দিন অবস্থান করেছিলেন সেখানে তিনি মানুষদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন দুই রাকাত দুই রাকাত করে। আমার পিতা বলেন, তাঁকে ইউনুস ইবন্ মুহাম্মাদও এই সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেখানে অতিরিক্ত রয়েছে তবে "মাগরিবের সালাত ব্যতীত"। অতঃপর তিনি (রাসূল) বলেন, হে মক্কাবাসী! তোমরা ছাড়াও আরো দুই রাকাত সালাত আদায় কর কেননা আমরা মুসাফির। অতঃপর তিনি হুনাইনে ও তায়েফের যুদ্ধ করেছেন, সেখানেও তিনি দুই রাকাত দুই রাকাত করে সালাত আদায় করেছেন। অতঃপর তিনি ফিরে জিরানায় এসেছেন সেখান থেকে জুলক্বাদা মাসে উমরাহ্ করলেন। অতঃপর আমি আবূ বকরের সাথে যুদ্ধ করেছি। তাঁর সাথে হজ্জ ও উমরাহ্ করেছি তিনিও দুই রাকাত দুই রাকাত করে সালাত আদায় করতেন। আমি উমর (রা)-এর সাথেও ছিলাম তিনিও দুই রাকাত দুই রাকাত করে সালাত আদায় করতেন (ইউনুস বলেন,) মাগরিব ব্যতীত। আমি উসমানের সাথেও তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে তাঁর সাথে সফরে ছিলাম। ইউনুস বলেন, তিনিও দুই রাকাত করে সালাত আদায় করতেন, মাগরিবের সালাত ব্যতীত। এরপর থেকে উসমান (রা) চার রাকাত করে সালাত আদায় করতেন।

[আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে সংক্ষেপে বর্ণিত. তিনি হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।]

(١٣) بَابُ مَنْ اِخْتَازُ بِبَلَدٍ فَتَزَوَّجَ فِيْهِ أَوْ كَانَ لَهُ بِهِ زَوْجَةٌ فَلْيُتِمَّ ـ

(১৩) অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন শহর অতিক্রম করার সময় তথায় বিয়ে করে অথবা সেখানে তার কোন স্ত্রী থেকে থাকে তবে সে পুরো সালাত আদায় করবে

(١٢٣٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى ذُبَابٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلَّ بِمَنى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَانْكَرَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَأَهَّلَ فِى بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيْمِ ـ

(১২৩০) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্দুর রহমান ইবন্ আবূ জুবাব থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে উসমান ইবন্ আফ্‌ফান (রা) মিনায় চার রাকাত করে সালাত আদায় করেছেন। তখন মানুষ তাঁর এই কাজের নিন্দা করল। তখন তিনি বললেন, হে মানুষেরা! আমি মক্কায় আসার পর সেখানে বিবাহ করেছি। আর আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে লোক কোন শহরে বিবাহ করবে সে যেন (সেখানে মুকীমের সালাত) পূর্ণ সালাত আদায় করে।

[হাইছুমী হাদীসটি সংকলন করে বলেন, এটা আহমদ বর্ণনা করেছেন, আবূ ইয়ালাও এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন, এর সনদে একজন দুর্বল রাবী রয়েছেন।]

(اَبْوَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ)

দুই সালাত একত্রিতকরণ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ

(١) بَابٌ مَشْرُوْعِيَّتُهُ فِىْ السَّفَرِ

(১) অনুচ্ছেদ ঃ সফরে দুই সালাত একত্রিত করণের বৈধতা প্রসঙ্গে

(١٢٣١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِىْ السَّفَرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ـ

(১২৩১) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সফরে দুই সালাত একত্রে পড়তেন মাগরিব ও ইশা এবং যোহর ও আসর (একত্রে আদায় করতেন।)

[বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি।]

(١٢٣٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُوْمُ وَعَلِقَ النَّاسُ يُنَادُوْنَهُ الصَّلاَةَ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَمِيْمٍ فَجَعَلَ يَقُوْلُ الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ، قَالَ فَغَضِبَ قَالَ أَتُعَلِّمُنِى بِالسُّنَّةِ؟ شَهِدْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَوَجَدْتُ فِىْ نَفْسِى مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَلَقِيْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَوَافَقَهُ ـ

(১২৩২) আব্দুল্লাহ ইবন্ শাকীক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আব্দুল্লাহ্ ইবন্ আব্বাস (রা) বাদ আসর আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেন। এমনকি (বক্তৃতার দীর্ঘতায়) সূর্য ডুবে গেল, (আকাশে) এবং তারকারাজি দেখা যেতে লাগল তখন মানুষেরা তাঁকে সালাতের জন্য আহবান করতে শুরু করল। জনগণের মধ্যে বানু তামীম গোত্রের এক লোক ছিল, যে আস্-সালাত, আস্-সালাত বলতে শুরু করল। রাবী বলেন, তখন ইবন্ আব্বাস ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, তোমরা কি আমাকে (রাসূলের) সুন্নাত শিখাচ্ছ? আমি রাসূল (সা)-কে যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশাকে একত্রে আদায় করতে দেখেছি। [মুসলিম।]

(١٢٣٣) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِىْ السَّفَرِ ـ

(১২৩৩) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সফরে যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করতেন।

[হাদীসটি এ ভাষায় মুসনাদে আহমদ ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় নি, তবে বুখারী ও মুসলিমে অন্য ভাষায় হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।]

(١٢٣٤) عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفْرَةٍ سَافَرَهَا وَذَالِكَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قُلْتُ مَا حَمَلَهُ عَلىٰ ذَالِكَ؟ قَالَ أَرَادَ اَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ ـ

(১২৩৪) আবূ তোফাইল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুয়ায ইবন্ জাবাল আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাবুক যুদ্ধের সফরে বের হলেন, তখন তিনি যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার সালাতকে একত্রে আদায় করলেন। আমি বললাম, তিনি এরূপ করার কারণ কি? তিনি বললেন, তিনি চেয়েছিলেন যে, উম্মতের কষ্ট না হোক। [মুসলিম]

(٢) بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِيْ السَّفَرِ فِى وَقْتِ إِحْدَاهُمَا وَفِيْهِ فُصُوْلٌ -

(২) অনুচ্ছেদ ঃ সফরকালে দুই সালাতেকে এতদুভয়ের যে কোন একটার সময় একত্রকরণ বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে। এ সংক্রান্ত কয়েকটি পরিচ্ছদ রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِىْ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ تَقْدِيْمًا وَتَأْخِيْرًا -

(প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার সালাত অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তী করে একত্রিকরণ প্রসঙ্গে)

(١٢٣٥) عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ السَّفَرِ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ كَانَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فِىْ مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ وَإِذَا لَمْ تَزِغْ لَهُ فِىْ مَنْزِلِهِ سَارَ حَتَّى إِذَا حَانَتِ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا حَانَتِ الْمَغْرِبُ فِىْ مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِىْ مَنْزِلِهِ رَكِبَ حَتَّى إِذَا حَانَتِ الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا -

(১২৩৫) কুরাইব থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (সা)-এর সফরের সালাত সম্পর্কে খবর দিব না? তিনি বলেন, আমরা বললাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন, যখন তাঁর মনযিলে অবস্থানকালেই সূর্য ঝুঁকে পড়ত তখন তিনি বাহনে আরোহণ করবার পূর্বেই যোহর ও আসরকে একত্রে আদায় করতেন। আর মনযিলে অবস্থানকালে যদি সূর্য ঝুঁকে না পড়ত তবে সফর করতে থাকতেন আসরের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত। অতঃপর বাহন থেকে নামতেন এবং যোহর ও আসরকে একত্রে আদায় করতেন। আর যখন তাঁর মনযিলে থাকাবস্থায় মাগরিবের সময় হত তখন মাগরিব ও ইশাকে একত্রে আদায় করতেন। আর মানযিলে অবস্থানকালে যদি মাগরিবের ওয়াক্ত না হতো তবে বাহন চালিয়ে যেতেন ইশার ওয়াক্ত পর্যন্ত। যখন ইশার ওয়াক্ত হত তখন মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন।

[শাফেয়ী, বাইহাকী ও তিরমিযী, তিনি হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।]

(١٢٣٦) عَنْ مُعَاذِ (بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى غَزْوَةِ تَبُوْكَ إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا اِلَى الْعَصْرِ يُصَلِّيْهِمَا جَمِيْعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا مَعَ الْمَغْرِبِ -

(১২৩৬) মুয়ায ইবন্ জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাবুকের যুদ্ধে নবী (সা) যখন সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে সফর শুরু করতেন, তখন যোহরকে বিলম্বিত করতেন এবং আসরের ওয়াক্তে দুই সালাত একত্রে আদায় করতেন। আর যখন সূর্য ঢলে পড়ার পর সফরে বের হতেন তখন যোহর ও আসর একত্রে আদায় করতেন। অতঃপর সফর শুরু করতেন। আবার তিনি যখন মাগরিবের পূর্বে বের হতেন তখন মাগরিবকে বিলম্বিত করতেন, এমনকি তাকে ইশার সাথে একত্রে আদায় করতেন। আর যখন মাগরিবের পর বের হতেন তখন ইশাকে এগিয়ে নিয়ে আসতেন এবং তাকে মাগরিবের সাথে একত্রে আদায় করতেন।

[ইবন্ হাব্বান, মুস্তাদরাক হাকেম, দারু কুতনী, বায়হাকী, আবূ দাউদ, তিরমিযী প্রভৃতি। এ হাদীস সহীহ্ কি না সে ব্যাপারে বহু বিতর্ক আছে। আহমদ আব্দুর রহমান আল বান্নার বক্তব্য হতে তাঁর মতে হাদীসটির সহীহ।]

(١٢٣٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤَاخِرُ الظُّهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ فِى السَّفَرِ.

(১২৩৭) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সফরে যোহরকে বিলম্বিত করতেন এবং আসরকে এগিয়ে নিতেন আর মাগরিবকে বিলম্বিত করতেন এবং ইশাকে এগিয়ে নিতেন।

[তাহাভী ও মুস্তাদরাকে হাকেম। এর সনদ উত্তম।]

(اَلْفَصْلُ الثَّانِى فِيْمَا رُوِىَ فِى الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ)

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ যোহর ও আসরের সালাত একত্রিতকরণ প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে)

(١٢٣٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

(১২৩৮) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বেই সফরে বের হতেন তখন যোহরকে আসর পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন, অতঃপর যাত্রা বিরতি করতেন এবং যোহর ও আসরকে একত্রে আদায় করতেন। আর যখন সফরের পূর্বেই সূর্য ঢলে পড়ত তখন তিনি যোহর পড়ে নিতেন অতঃপর বাহনে আরোহন করতেন।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও বায়হাকী।]

(١٢٣٩) عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا أَعْلَمُهُ الاَّ قَدْ رَفَعَهُ، قَالَ كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً (وَفِى رِوَايَةٍ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَنَزَلَ مَنْزِلاً) فَأَعْجَبَهُ الْمَنْزِلُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا سَارَ وَلَمْ يَتَهَيَّالَهُ الْمَنْزِلُ اخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَاتِىَ الْمَنْزِلَ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.

(১২৩৯) আবূ কিলাবা থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইবন্ আব্বাস (রা) আমার জানা মতে মারফূ হাদীসই বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তিনি যখন কোন মনযিলে যাত্রাবিরতি করতেন, অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি যখন সফরে থাকতেন এবং কোন মনযিলে যাত্রা বিরতি করতেন। স্থানটি তার পছন্দ হলে তখন যোহরকে বিলম্বিত করার যোহর ও আসরকে একত্রিত করে আদায় করতেন। আর যখন সফরে থাকতেন তার তাঁর জন্য কোন মনযিল প্রস্তুত করা হত না, তখন তিনি যোহরকে বিলম্বিত করতেন, এভাবে কোন মনযিল এসে পৌঁছতেন। অতঃপর যোহর ও আসর একত্রিত করে আদায় করতেন।

[বায়হাকী, হাফিজ ইবন্ হাজার আসকালানী বলেন, এ হাদীসের সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত। তবে হাদীসটি মারফূ' হবার ব্যাপারটি সন্দেহজনক, সত্য কথা হল তা মাওকুফ।]

(١٢٤٠) عَنْ حَمْزَةَ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَحِلْ حَتّٰى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ لِأَنَسٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ؟ قَالَ وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ -

(১২৪০) হামযা আল-দাব্বা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন্ মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূল (সা) যখন কোন মনযিলে যাত্রা বিরতি করতেন, তখন সেখান হতে যোহরের সালাত আদায় না করে যাত্রা শুরু করতেন না। রাবী বলেন, তখন মুহাম্মদ ইবন্ উমর আনাসকে বললেন, হে আবূ হামযা! যদিও তা দিনের মধ্যভাগে হয় তবুও? তিনি বললেন, যদিও তা দিনের মধ্যভাগে হয়। [আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

* এখানে দিনের মধ্যভাগ বলতে সূর্য ঢলে পড়ার পর বুঝানো হয়েছে। কারণ রাসূল (সা) কখনো যোহরের সালাত সূর্য ঢলে পড়ার আগে আদায় করতেন না।

(اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيْمَا رُوِيَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ)

(তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রীকরণ প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে)

(١٢٤١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ عِنْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَلَمْ يُصَلِّ حَتّٰى أَتَى سَرِفَ وَهِيَ تِسْعَةُ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِسَرِفَ فَلَمْ يُصَلِّ حَتّٰى أَتَى مَكَّةَ -

(১২৪১) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সূর্যাস্তের সময় মক্কা থেকে বের হলেন, এমতাবস্থায় তিনি (মাগরিব) সালাত আদায় করেন নি যতক্ষণ না 'সারিফ'-এ এলেন। 'সারিফ' মক্কা থেকে নয় মাইল দূরে।

(উক্ত জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ্ থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) "সারিফ" নামক স্থানে সূর্যাস্ত গেল, কিন্তু নবী (সা) সেখানে মাগরিব আদায় না করেই মক্কা চলে এলেন।

[প্রথম সূত্রের হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ীও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদ উত্তম। দ্বিতীয় সূত্রের সনদে হাজ্জাজ ইবন্ আরতাত নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন, যার ব্যাপারে তাদলীস করণের অভিযোগ রয়েছে।]

(١٢٤٢) ز عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَسِيْرُ حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَأَظْلَمَ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ عَلَى أَكْثَرِهَا ثُمَّ يَقُوْلُ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ.

(১২৪২) য ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ উমর ইবন্ আলী থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আলী (রা) সফরে চলছিলেন। এমতাবস্থায় সূর্যাস্ত হয়ে গেল এবং অন্ধকার হয়ে এল। তখন তিনি যাত্রাবিরতি করলেন, এরপর মাগরিবের সালাত আদায় করলেন, তারপর ইশার সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে এমনটি করতে দেখেছি।

[আবূ দাউদ। এর সনদ সংশয়মুক্ত।]

(١٢٤٣) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا هَلْ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ؟ قَالَ نَعَمْ زَمَانَ غَزَوْنَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ -

(১২৪৩) আবূ যুবাইর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি জাবিরকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূল (সা) কি মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছিলেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমরা বনী মুস্তালিকের সাথে যুদ্ধ করার সময় (তিনি উক্ত সালাত দু'টি একত্রে করেছিলেন)।

[মুসনাদে আহমদ ছাড়া অন্যত্র হাদীসটি পাওয়া যায় নি, হাদীসের সনদে ইবন্ লুহাইয়্যা আছেন যার ব্যাপারে কথা আছে।]

(١٢٤٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ يَوْمَ غَزَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ -

(১২৪৪) আমর ইবন্ শুয়াইব থেকে বর্ণিত তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, নবী (সা) যেদিন বানু মুস্তালিকের বিরুদ্ধে অভিযান চালান সেদিন দুই সালাত একত্রে আদায় করেছিলেন।

[এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদ ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায়নি। এর সনদে হাজ্জাজ ইবন্ আরতাত আছেন, যার ব্যাপারে কথা আছে।]

(١٢٤٥) عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ (وَفِي رِوَايَةٍ) إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ أَخَّرَ وَهُمَا جَمِيْعًا)

(১২৪৫) নাফি' থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি সন্ধ্যা পরবর্তী শুভ্রতা বিদূরিত হবার পর মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা)-ও এই দুই সালাতকে একত্রে আদায় করেছিলেন, যখন সফরে দ্রুত যাওয়ার প্রয়োজন হত।

অপর বর্ণনায় আছে, যখন তাঁর সফরে দ্রুত যার প্রয়োজন হত, তখন রাত্রির এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত এতদুভয়ের বিলম্বিত করে আদায় করতেন।)

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, দারেমী, বায়হাকী প্রভৃতি।]

(١٢٤٦) عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ذُوَيْبٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى الْحِمَى، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ هِبْنَا أَنْ نَقُوْلَ لَهُ الصَّلَاةَ حَتَّى ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ وَذَهَبَتْ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا ثَلَاثًا اثْنَتَيْنِ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ -

(১২৪৬) বানু আসাদ ইবন্ আব্দুল উজ্জা গোত্রের ইসমাঈল ইবন্ আব্দুর রহমান ইবন্ জুয়াইব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হেমার উদ্দেশ্যে ইবন্ উমারের সাথে রওয়ানা করলাম। যখন সূর্য অস্ত গেল তখন আমরা তাঁকে সালাতের কথা বলতে আশংকা করলাম। এমনিভাবে দিগন্তের শুভ্রতা বিলীন হয়ে গেল এবং রাত্রির প্রথম প্রহরের কালো দাগও বিদূরিত হল, এরপর তিনি যাত্রা বিরতি করলেন। তারপর আমাদের নিয়ে তিন রাকাত (মাগরিবের) সালাত আদায় করলেন। অতঃপর দুই রাকাত (এশার) সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি আমাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে এমনটিই করতে দেখেছি।

[নাসায়ী, বায়হাকী ও তাহাভী, শাফেয়ী। এর সনদ উত্তম।]

(١٢٤٧) عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً جَاءَهُ خَبَرٌ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا وَجِعَةٌ فَارْتَحَلَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَتَرَكَ الْأَثْقَالَ ثُمَّ أَسْرَعَ السَّيْرَ فَسَارَ حَتَّى حَانَتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ كَلَّمَهُ آخَرُ

فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ كَلَّمَهُ أَخَرُ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَعْجَلَ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ هٰذِهِ الصَّلَاةَ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ـ

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ فَسَارَ فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَسِيْرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ سَارَ حَتّٰى أَمْسَى فَقُلْتُ الصَّلَاةَ فَسَارَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ فَسَارَ حَتّٰى أَظْلَمَ، فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ أَوْ رَجُلٌ اَلصَّلَاةَ وَقَدْ أَمْسَيْتَ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ، وَإِنِّى أُرِيْدُ أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَسِيْرُوْا، فَسَارَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ـ

(১২৪৭) নাফি‘ থেকে বর্ণিত, তিনি বলে, ইবন্ উমর (রা) একবার দুই সালাত একত্রে আদায় করেছিলেন একদা তাঁর নিকট সংবাদ এল যে, সাফিয়্যা বিনতে আবূ উবাইদ অসুস্থ, তখন তিনি আসর সালাত শেষে যাত্রা শুরু করলেন এবং তিনি (সফরের বাড়তি) বোঝা বর্জন করলেন। অতঃপর বাহনকে দ্রুত চালিয়ে দিলেন। যখন মাগরিবের সময় হয়ে এল, এ পর্যায়ে তাঁর সাথীদের একজন তাঁকে বলল, আস-সালাত (সালাতের সময় হয়েছে) তিনি তার দিকে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলেন না। অতঃপর অন্য একজন বললেন, তিনি সেদিকেও বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলেন না। এবার অন্য আরেকজন বললেন। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে দেখেছি যে, তিনি যখন সফর দ্রুত করতে চাইতেন, তখন এই সালাতকে (মাগরিব) বিলম্বিত করে দুই সালাত (মাগরিব ও ইশা) একত্রে আদায় করতেন।

(উক্ত নাফি‘ হতে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন, একদা ইবন্ উমরকে (তাঁর স্ত্রী) সাফিয়্যার অসুস্থতার সংবাদ দেওয়া হল। তখন সে রাত্রেই তিনি তিন রাতের সমপরিমাণ পথের সফরে বের হলেন। তিনি চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে এল। তখন আমি বললাম, আস্-সালাত (সালাতের সময় হয়েছে।) তিনি চলতেই থাকলেন কর্ণপাত করলেন না। এমনকি অন্ধকার হয়ে এল। তখন সালেম কিংবা অপর কোন ব্যক্তি তাঁকে বললেন, আস্ সালাত সন্ধ্যা তো হয়ে এসেছে। তখন তিনি বললেন, রাসূল (সা)-এর যখন সফরে দ্রুত যাওয়ার প্রয়োজন হত তখন তিনি এই দুই সালাতকে একত্র করতেন। আর আমিও এই দুই সালাতকে একত্র করতে চাই। অতএব, তোমরা ভ্রমণ করতে থাক। তখন তিনি চলতে থাকলেন। এমনকি দিগন্তের শুভ্রতা বিদূরিত হলে যাত্রাবিরতি করলেন। অতঃপর উক্ত দুই সালাত একত্রে আদায় করলেন। [বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ ও তিরমিযী ইত্যাদি।]

(١٢٤٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَارَأَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلاَّ لِمِيْقَاتِهَا إِلاَّ صَلَاتَيْنِ، صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمِيْعٍ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا، (وَفِىْ لَفْظٍ) قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ الْعِشَاءَيْنِ أَىْ بَدَلَ قَوْلِهِ صَلَاتَيْنِ " فَإِنَّهُ صَلَّاهُمَا بِجَمْعٍ جَمِيْعًا ـ

(১২৪৮) আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে ওয়াক্ত ব্যতীত সালাত আদায় করতে দেখি নাই, তবে দুই সালাত এমন করতে দেখেছি। মাগরিবের ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন এবং সেই দিন ফজরের সালাত ওয়াক্তের পূর্বে আদায় করেছেন।

(অন্য বাক্যে আছে, ইবন্ নুমাইর দুই সালাত-এর পরিবর্তে দুই ইশার বাক্য ব্যবহার করেছেন। তিনি এই দুই সালাতকে একত্রে আদায় করেছেন। [বুখারী, মুসলিম মুয়াত্তা মালিক, আবূ দাউদ, নাসায়ী।]

* এখানে ওয়াক্তের পূর্বে অর্থ স্বাভাবিক ওয়াক্তের পূর্বে, নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে নয়।

(٣) بَابُ جَمْعِ الْمُقِيْمِ لِمَطَرٍ أَوْ غَيْرِهِ.

(৩) অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি কিংবা অন্য কারণে মুকীমদের দুই সালাত একত্রীকরণ প্রসঙ্গে

(١٢٤٩) عَنْ جَابِرِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ابنُ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَعَ رَسول الله صلى الله عَلَيه وسلم بَيْنَ الظُهرِ وَالعَصْرِ وَالمَغرِبِ وَالْعِشَاءِ بَالمَدِيْنَةِ من غَيْر خَوْف ولاَ مَطر قيل لِإبْنِ عَبَّاسٍ وَمَا أَرَادَ لِغَيْرِ ذٰلِكَ قَالَ ارَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ .

(১২৪৯) জাবির ইবন্ যায়িদ থেকে বর্ণিত। তিনি ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) মদীনায় অবস্থানকালে কোন ভয়-ভীতি এবং বৃষ্টির কারণ ব্যতিরেকেই যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন। ইবন্ আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, এই কাজের দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য কি ছিল? তিনি বললেন, উম্মতের কষ্ট না হওয়াটাই তাঁর প্রত্যাশা। [মুসলিম ও মুয়াত্তা মালিক।]

(١٢٥٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَدِيْنَةِ غَيْرَ مُسَافِرٍ سَبْعًا وَثَمَانِيًا.

(১২৫০) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) মদীনায় মুকীম অবস্থায় সাত রাকা'আতী আট আট করে সালাত আদায় করেছেন। [বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি।]

(١٢٥١) عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ قَالَ وَاَنَا أَظُنُّ ذَالِكَ.

(১২৫১) জাবির ইবন্ যায়িদ থেকে বর্ণিত তিনি ইবন্ আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূল (সা)-এর সাথে মোট আট[১] রাকাত ও মোট সাত[২] রাকাত করে সালাত আদায় করেছি, রাবী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ শা'ছা আমার ধারণা তিনি যোহরকে বিলম্বিত ও আসরকে এগিয়ে নিয়ে এবং মাগরিবকে বিলম্বিত ও ইশাকে এগিয়ে নিতেন। তিনি বললেন, আমার তা-ই ধারণা। [বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি।]

(٤) بَابُ الْجَمْعِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ مِنْ غَيْرِ صَلاَةِ تَطَوُّعٍ بَيْنَ الْمَجْمُوْعَتَيْنِ.

(৪) অনুচ্ছেদ ঃ দুই সালাতের মধ্যে নফল সালাত ব্যতিরেকে এক আযান ও এক ইকামাতে একত্রকরণ প্রসঙ্গে

(١٢٥٢) عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِجَمْعٍ فَصَلَّى الصَّلاَتَيْنِ كُلَّ صَلاَةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَأَقَامَةٍ وَالْعِشَاءُ بَيْنَهُمَا وَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ سَطَعَ الْفَجْرُ أَوْقَالَ قَالَ قَائِلٌ طَلَعَ الْفَجْرُ وَقَالَ قَائِلٌ لَمْ يَطْلُعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهُ

---

১. আট রাকাত বলতে যোহরের চার ও আসরের চার মোট আট রাকাত উদ্দেশ্য।

২. সাত রাকাত বলতে মাগরিবের তিন ও ইশার চার রাকাত উদ্দেশ্য।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا فِى هٰذَا الْمَكَانِ لَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتّٰى يُعْتِمُوْا وَصَلَاةَ الْفَجْرِ هٰذِهِ السَّاعَةَ.

(১২৫২) আব্দুর রহমান ইবন্ ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা)-এর সাথে মুযদালিফায় ছিলাম।

তিনি সেখানে মাগরিব ও ইশার সালাত আলাদাভাবে আলাদা আযান ও আলাদা ইকামাতে আদায় করলেন। আর এই দুই সালাতের মাঝখানে রাতের খাবার খেয়ে নিলেন, এরপর প্রত্যুষ হলে, অথবা রাবী বলেন, যখন একজন তাঁকে বলল যে, ভোর হয়েছে তখন তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন। তখন জনৈক লোক বললেন, ভোর এখনও হয় নি। তারপর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই রাসূল (সা) বলেছেন, এই স্থানে এই দুই সালাতের সময় কিছুটা পরিবর্তন হয়। মানুষেরা ইশার ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত মুজদালিফায় আসে না আর ফজরের সালাত তা এই সময় আদায় করা হয়। [বুখারী, নাসায়ী, বায়হাকী প্রভৃতি।]

* মুযদালিফাকে جمع বলা হয় যেহেতু ঐ স্থানেই আদম ও হাওয়া একত্রিত হয়েছিলেন।

(١٢٥٣) عَنِ الْحَكَمِ قَالَ صَلَّى بِنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَجَمَعَ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا بِإِقَامَةٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَعَلَ ذٰلِكَ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذٰلِكَ.

(১২৫৩) হাকাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন সাঈদ ইবন্ যুবাইর আমাদের সালাত পড়ালেন। তিনি এক ইকামতে মাগরিবের তিন রাকাত সালাত আদায় করলেন, তিনি বলেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন অতঃপর ইশার দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি উল্লেখ করলেন যে, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) ও এরূপ করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করলেন যে, রাসূল (সা)-ও এরূপ করেছিলেন।

[বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও তাহাভী।]

(١٢٥٤) عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ.

(১২৫৪) আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি মাগরিব ও ইশার সালাত এক ইকামাতে আদায় করেছেন।

[মুসলিম, তাহাভী।]

(١٢٥٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ؟ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

(১২৫৫) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) মুজদালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন। তিনি মাগরিবের তিন রাকাত ও ইশার দুই রাকাত এক ইকামাতে আদায় করেছেন।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তাহাভী।]

(١٢٥٦) عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى اَثَرِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

(১২৫৬) সালিম হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) মুজদালিফায় এক ইকামাতে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেছেন এবং এতদুভয়ের মাঝে এবং এতদুভয়ের একটির পরেও কোন নফল সালাত আদায় করেন নি।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তাহাভী।]

(١٢٥٧) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ يَتَوَضَّأُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِى مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ وَفِيهِ) قَالَ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَدِمَ الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِى مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى اَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَالِثٍ بِنَحْوِهِ وَفِيهِ) قَالَ اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلُّوا الْمَغْرِبَ ثُمَّ حَلُّوْا رِحَالَهُمْ وَأَعَنْتُهُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ.

(১২৫৭) উসামা ইবন্ যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন মুজদালিফায় এলেন যাত্রাবিরতি করলেন, অতঃপর উত্তমরূপে ওযূ করলেন। এরপর সালাতের ইকামাত বলা হল, তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর মানুষেরা তাদের উটগুলোকে তাদের অবস্থানে বেঁধে নিল, অতঃপর সালাতের ইকামাত বলা হল, তখন তিনি (ইশার) সালাত আদায় করলেন এবং তিনি এই দুই সালাতের মাঝে আর কোন (নফল) সালাত আদায় করেন নি।

উক্ত উসামা ইবন্ যায়িদ থেকে দ্বিতীয় সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেখানে আরও আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বাহনে আরোহণ করে মুজদালিফা পৌঁছলেন, অতঃপর মাগরিবের ইকামাত বলা হল (এবং সালাত আদায় করা হল) এরপর মানুষেরা তাদের উটগুলোকে তাদের অবস্থানে বাঁধল তখনও জিনিসপত্র নামলো না। ইতিমধ্যে ইশার ইকামাত হল তখন তিনি সালাত আদায় করলেন। এবার মানুষেরা আসবাবপত্র নামিয়ে বিশ্রাম করলেন।

(উক্ত উসামা বিন যায়িদ থেকে তৃতীয় সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। সেখানে আছে) তিনি বলেন, তিনি মুজদালিফায় এলেন, অতঃপর তারা মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এরপর তারা তাদের বাহনগুলোকে মুক্ত করলেন এবং আমি তাঁকে সহযোগিতা করলাম। এরপর তিনি ইশার সালাত আদায় করলেন।

[১ম সূত্রটি বুখারী ও মুসলিম, ২য় সূত্রটি শুধু মুসলিম এবং ৩য় সূত্রটি মুসনাদে আহমাদে ছাড়া অন্য কোথাও বর্ণিত হয়েছে কিনা জানা যায় নি। অবশ্য ৩য় সূত্রে সনদের রাবীগণ সহীহ্‌র শর্তে উত্তীর্ণ।]

(٥) بَابٌ حُكْمِ صَلَاةِ الرَّوَاتِبِ فِى السَّفَرِ وَفِيهِ فُصُوْلٌ.

(৫) অনুচ্ছেদ ঃ সফরের সময় সুন্নাত সালাতের হুকুম প্রসঙ্গে। এতে কয়েকটি পরিচ্ছেদ রয়েছে

[ফরয, ওয়াজিব সালাত ব্যতীত বাকি সব সালাত মূলত নফল সালাত, তাবে ওযরের মধ্যে ফরয সালাতের আগের পরের নফলগুলোকে সাধারণত সুন্নাত সালাত বলা হয়, আর বাকিগুলোকে নফল, এখানে ফরযের আগে পরের নফলের কথা বুঝানো হয়েছে।]

(اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَنْ رَوَى فِعْلَهَا فِى السَّفَرِ)

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ যারা সফরের সময় সুন্নাত সালাত আদায়করণ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

(١٢٥٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِى الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. وَصَلَّى الْعِشَاءَ أَرْبَعًا

وَصَلَّى فِى السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْئٌ، وَالْمَغْرِبَ ثَلاَثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ.

(১২৫৮) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর সাথে মুকীম ও মুসাফির উভয় অবস্থায় সালাত আদায় করেছি। মুকীম অবস্থায় তিনি যোহরের সালাত আদায় করতেন চার রাকাত, অতঃপর আরো দুই রাকাত (নফল)। আসরের সালাত আদায় করতেন চার রাকাত পরে আর কোন (নফল) সালাত আদায় করতেন না। মাগরিবের সালাত আদায় করতেন তিন রাকাত, পরে আরো দুই রাকাত (নফল)। আর ইশার সালাত আদায় করতেন চার রাকাত। আর সফর অবস্থায় যোহরের সালাত আদায় করতেন দুই রাকাত পরে আরো দুই রাকাত (নফল)। আর আসরের সালাত আদায় করতেন দুই রাকাত পরে কোন সালাত আদায় করতেন না। মাগরিবের সালাত আদায় করতেন তিন রাকাত পরে আরো দুই রাকাত (নফল)। আর ইশার সালাত আদায় করতেন দুই রাকাত, পরে আরো দুই রাকাত (নফল)। [তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান।]

(١٢٥٩) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ السُّبْحَةِ فِى السَّفَرِ قَالَ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ حَنَاقٍ جَالِسًا. فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَطَائُسٌ يَسْمَعُ حَدَّثَنَا طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَكَمَ تَصَلَّى فِى الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا فصى فِى السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا قَالَ وَكِيْ مَرَّةً وَصَلَّهَا فِىْ اَلسَّفَرِ-

(১২৫৯) উসামা ইবন্ যায়িদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাউসকে সফরে নফল সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন সেখানে হাসান ইবন্ মুসলিম ইবন্ হানাক বসা ছিলেন। তখন হাসান ইবন্ মুসলিম বলেছিলেন আর তাউস শুনছিলেন, ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) মুকীম ও মুসাফিরের সালাত নির্ধারিত করেছেন তা হলো মুকীম অবস্থায় তোমরা ফরযের আগে পরে যেমনটি (নফল) আদায় কর। সফর অবস্থায়ও তেমনি আগে পরে (নফল) আদায় কর, ওয়াকী (হাদীসের এক রাবী) একবার বলেছিলেন, তোমরা সফরেও ঐ সব সালাত আদায় কর। [বায়হাকী, এর সনদে গ্রহণ করা যেতে পারে।]

(١٢٦٠) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَلَمْ اَرَهُ تَرَكَ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ-

(১২৬০) বারা ইবন্ আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সাথে আঠার বার সফর করেছি। তাঁকে কখনই যোহরের পূর্বের দুই রাকাত সালাত ছেড়ে দিতে দেখি নি।

[আবু দাউদ, বায়হাকী ও তিরমিযী, তিনি বলেন হাদীসটি হাসান ও গরীব।]

(اَلْفَصْلُ الثَّانِى فِى اسْتِحْبَابِ صَلاَةِ الْوِتْرِ وَالتَّهْجُدِ بِاللَّيْلِ فِى السَّفَرِ)

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সফর অবস্থায় বিতর ও রাত্রে তাহাদের সালাত মুস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গে)

(١٢٦١) عَنَ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَهِىَ تَمَامُ اولْوِتْرِ فِى السَّفَرِ سُنَّةٌ -

(১২৬১) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সফর অবস্থায় দুই রাকাত সালাতের সুন্নাত নিয়ম প্রবর্তন করেছেন, সেটিই পূর্ণতা। আর সফরে বিতর সালাত সুন্নাত।

[হাদীসটির অন্যতম রাবী জাবির আল-কুফী-এর বিশ্বস্ততা ও দুর্বলতার ব্যাপারে ইমামগণ মতবিরোধ করেছেন।]

(١٢٦٢) عَنْ جَابِرٍ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَايُصَلِّى فِى السَّفَرِ اِلاَّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ اَنَّهُ كَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ كَانَا يُوَاتِرَانِ قَالَ نَعَمْ.

(১২৬২) জাবির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সালিম ইবন্ আবদুল্লাহকে ইবন্ উমর হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূল (সা) সফরে দুই রাকাত ব্যতীত সালাত আদায় করতেন না। তবে রাত্রিতে তিনি তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। জাবির বলেন, আমি সালিমকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁরা দুইজন (নবী (সা) ও ইবন্ উমর (সা) কি বিতরের সালাত আদায় করতেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

[মুসনাদে আহমদ ছাড়া হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় না, হাদীসটির অন্যতম রাবী জাবির আল সূফী এর ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।]

(اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيْمَنْ رَوَى عَدَمَ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ فِى السَّفَرِ)

(তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ যারা সফর অবস্থায় নফল সালাত নাই মর্মে বর্ণনা করেছেন সে প্রসঙ্গে)

(١٢٦٣) عَنْ عِيْسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَصَلَّيْنَا الْفَرِيْضَةَ فَرَأَى بَعْضَ وَلَدِهِ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ ابْنَ عُمَرَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فِى السَّفَرِ فَلَمْ يُصَلُّوا قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا قَالَ ابْنِ عُمَرَ وَلَوْ تَطَوَّعْتُ لَأَتْمَمْتُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) حَدَّثَنِى اَبِى اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِى سَفَرٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ إِلَى طَنْفَسَةٍ لَهُ فَرَأَى نَاسًا يُسَبِّحُوْنَ بَعْدَهَا، فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ؟ قُلْتُ يُسَبِّحُوْنَ قَالَ لَوْكُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أو بَعْدَهَا لأَتْمَمْتُهَا، صَحِبْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ لاَيَزِيْدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَاَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ لاَيَزِيْدُ عَلَيْهَا وَعُمَرَ عُثْمَانَ كَذَالِكَ -

(১২৬৩) ঈসা ইবন্ হাফস্ ইবন্ আসিম থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা ইবন্ উমর (রা)-এর সাথে সফরে বের হলাম তখন আমরা ফরয সালাত আদায় করলাম। তখন তিনি প্রত্যক্ষ করলেন যে, তাঁর জনৈক সন্তান নফল সালাত আদায় করছে। তখন ইবন্ উমর (রা) বললেন, আমি নবী (সা) আবূ বকর, উমর ও উসমান প্রমুখের সাথে সফরে সালাত আদায় করেছি। তাঁরা ফরযের পূর্বে বা পরে কোন (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন না। উবনু উমর (রা) বললেন, যদি নফল সালাতই আদায় করব তবে তো পুরোপুরি সালাতই আদায় করতাম।

(উক্ত ঈসা ইবন্ হাফস থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, আমি ইবন্ উমরের সাথে সফরে ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি যোহর ও আসরের সালাত আদায় করলেন দুই রাকাত দুই রাকাত করে। এরপর তিনি তাঁর মাদুরের দিকে গেলেন তখন দেখতে পেলেন যে, কিছু লোক ফরয সালাতের পর নফল সালাত আদায় করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কি করছে ? আমি বললাম তাঁরা নফল সালাত আদায় করছে। তিনি বললেন, আমি যদি ফরযের আগে ও পরে সালাত আদায় করতাম, তবে ফরযই পুরোপুরি আদায় করতাম (কসর করতাম না), আমি নবী (সা)-এর সাথী ছিলাম তাঁর ওফাত পর্যন্ত, তিনি দুই রাকাতের বেশী পড়তেন না। আমি আবূ বকরের সাথেও ছিলাম তাঁর ওফাত পর্যন্ত, তিনিও দুই রাকাতের বেশী পড়তেন না। উমর এবং উসমান (রা)-এর অবস্থাও অনুরূপ ছিল।

[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ্ ও বায়হাকীতে।]

أَبْوَابُ صَلَاةِ الْمَرِيْضِ وَصَلَاةِ الْقَاعِدِ

অসুস্থ ব্যক্তির সালাত ও বসা ব্যক্তির সালাত সম্পর্কিত অধ্যায়সমূহ

(١) بَابٌ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ الْمَرَضِ أَوْ نَحْوِهِ يُصَلِّى كَيْفَمَا يَسْتَطِيْعُ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ.

(১) অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অসুস্থতা কিংবা অনুরূপ কোন কারণে দাঁড়াতে অক্ষম সে যেভাবে সম্ভব সালাত আদায় করবে, এতে সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর মত সাওয়াব পাবে

(١٢٦٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَابَ بَلَاءً فِى جَدِّهِ إِلاَّ اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَ الْمَلَائِكَةَ يَحْفَظُوْنَهُ فَقَالَ أُكْتُبُوْا لِعَبْدِى كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ خَيْرٍ مَا كَانَ فِى وِثَاقِى.

(১২৬৪) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, কোন মানুষ তার শরীরে কোন আঘাতপ্রাপ্ত হলে আল্লাহ তার হেফাযতকারী ফেরেশতাদের নির্দেশ দেন। তিনি বললেন, আমার বান্দা অসুস্থ হবার পূর্বে দিবা রাত্রে যে সব ভাল কাজ করতো সে পরিমাণ নেকি তার জন্য লিখে দাও যতদিন যখন সে আমার আওতায় (তথা অসুস্থ) থাকে।

[মানযারী, তিনি বলেন, এটা আহমদ বর্ণনা করেছেন, এর ভাষা আহমদেরই হাদীসটি হাফেজও বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এটা বুখারী, মুসলিমের শর্তোত্তীর্ণ।]

(١٢٦٥) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ بِى النَّاصُوْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

(১২৬৫) ইমরান ইবন্ হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পায়ে রোগ ছিল। আমি নবী (সা)-কে (এ অবস্থায়) সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর। তা সম্ভব না হলে তবে বসে বসে (আদায় কর) তাও সম্ভব না হলে তবে কাত হয়ে শুয়ে। [বুখারী, চার সুনান গ্রন্থ।]

(١٢٦٦) عَنَ الزُّهْرِىِّ سَمِعَهُ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَقَطَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ فَجَحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّى قَاعِدًا وَصَلَّيْنَا قُعُوْدًا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ–

(১২৬৬) যুহরী থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে হাদীসটি শুনেছেন, তিনি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার নবী (সা) ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ডান পাশে চোট পেলেন, তখন আমরা তাঁর কাছে গেলাম

তাঁকে দেখতে, তখন সালাতের সময় হল, তিনি বসে বসে সালাত আদায় করলেন। আমরাও বসে বসে সালাত আদায় করলাম। সালাতান্তে তিনি বললেন, ইমাম নিয়োগ করা হয় যেন তার অনুকরণ করা হয়। অতএব তিনি যখন তাকবীর বলবেন তোমরাও তাকবীর বলবে। যখন রুকু করবেন তোমরাও রুকু করবে। (রাবী) সুফিয়ান একবার বলেছেন, তিনি যখন সিজ্‌দা করবেন তোমরাও সিজ্‌দা করবে। আর তিনি যখন سمع الله لمن حمده (যে তাঁর প্রশংসা করে আল্লাহ্ তা শ্রবণ করেন) বলবে, তখন তোমরা ربنا ولك الحمد (হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা তোমারই) বলবে, তিনি যদি বসে বসে সালাত আদায় করেন তবে তোমরাও সবাই বসে বসে সালাত আদায় করবে।

[বুখারী মুসলিম ও চার সুনানে বর্ণিত।]

(١٢٦٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ عَلَى جِزْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَعُوْدُهُ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّى فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاَنْ صَلَّى جَالِسٌ فَصَلُّوْا جُلُوْسًا، وَلَا تَقُوْمُوْا وَهُوَ جَالِسٌ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا .

(১২৬৭) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী (সা) তাঁর ঘোড়ার পিঠ থেকে খেজুরের ডালের উপর পড়ে গেলেন, ফলে তাঁর পায়ের হাড়ের জোড়ায় চোট লাগল। আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। আমরা তাঁকে সালাতরত অবস্থায় পেলাম। আমরাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সালাতের সাথে সালাত আদায় করলাম। যখন তাঁর সালাত শেষ হয়ে গেল তখন তিনি বললেন, ইমাম নিয়োগ করা হয় যেন তাকে অনুসরণ করা হয়। অতএব, তিনি যদি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন তবে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর। আর তিনি যদি বসে সালাত আদায় করেন তোমরাও বসে আদায় কর। আর তিনি বসে থাকলে তোমরা দাঁড়িয়ে থাকবে না, যেমনটি পারস্যবাসীরা তাদের নেতাদের সম্মানার্থে করে থাকে।

[আবূ দাউদ ইত্যাদি; অন্যসূত্রে মুসলিম, নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ্‌তেও বর্ণিত হয়েছে।]

(١٢٦٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّاسُ فِيْ مَرْضِهِ يَعُوْدُوْنَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا فَجَعَلُوْا يُصَلُّوْنَ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِم أَنْ اجْلِسُوْا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا -

(১২৬৮) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর অসুস্থতার সময় তাঁকে দেখতে লোকেরা (তাঁর গৃহে) এল। তখন তিনি তাঁদের নিয়ে বসে বসে সালাত আদায় করলেন। তাঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে থাকল, তখন তিনি তাদেরকে ইঙ্গিত করলেন যেন তাঁরা বসে যায়। অতঃপর সালাত শেষে তিনি বললেন, ইমাম নিয়োগ করা হয় যেন তার অনুকরণ করা হয়। অতএব তিনি যখন রুকু করবেন তোমরাও রুকু করবে, তিনি যখন (রুকু সিজদা থেকে) উঠবেন তোমরাও উঠবে। আর তিনি যদি বসে সালাত আদায় করেন তবে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।

[বুখারী ও মুসলিম।]

(١٢٦٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بُرْدُمُتَوَ شِّحَابِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ-

(১২৬৯) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর সর্বশেষ সালাতটি ছিল চাদর গায়ে জড়ানো অবস্থায়– বসে বসে।

[এ হাদীসটি এ ভাষায় অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে এর সনদ উত্তম।]

(١٢٧٠) عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسًا عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيْضِ فَقَالَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ قَاعِدًا فِى الْمَكْتُوْبَةِ.

(১২৭০) মুখতার ইবন্ ফুলফুল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা তিনি আনাসকে অসুস্থ ব্যক্তির সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, ফরয সালাত বসে বসে রুকু সিজদা করে আদায় করবে।

[হাদীসটি হাইছুমী বর্ণনা করে বলেন, এটা আহমদ বর্ণনা করেছেন। এর সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

(١٢٧١) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِى مَرْضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ مُرُوْا اَبَابَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبَابَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيْفٌ فَمَتَى يَقُوْمُ مَقَامَكَ تُدْرِكُهُ الرِّقَّةُ، قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبَ يُوْسُفَ مُرُوْا أَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَصَلَّى أَبُوْبَكْرٍ وَصَلَّى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ قَاعِدًا–

(১২৭১) উরওয়া থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যে অসুখে ইন্তেকাল করেছেন সে অসুখের সময় বললেন, তোমরা আবূ বকরকে বল যেন সে মানুষদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আয়িশা বললেন, যে আবূ বকর তো সংবেদনশীল মনের অধিকারী। তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবে তখন দয়ার্দ্রতা তাঁকে পেয়ে বসবে। এ কথা শুনে নবী (সা) বললেন, তোমরা ইউসুফের সাথীদের মত। আবূ বকরকে বল, সে যেন মানুষদের নিয়ে সালাত আদায় করে। তখন আবূ বকর সালাত পড়ালেন, আর নবী (সা) তাঁর পিছনে বসে বসে সালাত আদায় করলেন।

[বুখারী ও মুসলিম।]

(١٢٧٢) عَنْ ابْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرُوْا اَبَابَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَبِى رَجُلٌ رَقِيْقٌ فَقَالَ مُرُوْا أَبَابَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوْسُفَ فَأَمَّ النَّاسَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَعَلَى وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى –

(১২৭২) ইবন্ বুরাইদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তিনি বললেন, তোমরা আবূ বকরকে বল, সে যেন মানুষদের নিয়ে সালাত আদায় করে। তখন আয়িশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা তো নরম দিলের মানুষ। রাসূল (সা) পুনরায় বললেন, তোমরা আবূ বকরকে বল, সে যেন মানুষদের নিয়ে সালাত আদায় করে, আর তোমরা তো ইউসুফের সাথীদের মত। তখন আবূ বকর মানুষের ইমামতি করলেন, এমতাবস্থায় যে রাসূল (সা) জীবিত।

[এ হাদীসটি বুরাইদার হাদীস হিসেবে মুসনাদে আহমদ ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে বুখারী, মুসলিমে আয়িশা ও আনাস (রা) থেকে এরূপ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।]

(٢) بَابٌ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ بِمُشَقَّةٍ فِى الْفَرْضِ أَوِ النَّفْلِ وَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَاتُهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ -

(২) অনুচ্ছেদ ঃ যারা ফরয কিংবা নফল সালাতে কষ্ট করে দাঁড়াতে পারে

(এতদসত্ত্বেও তারা যদি বসে বসে সালাত আদায় করে তাহলে তার সালাতের সাওয়াব দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সমপরিমাণ হবে।)

(١٢٧٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهِىَ مُحِمَّةٌ فَحَمَّ النَّاسُ فَدَخَلَ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ تَعُوْدُ يُصَلُّوْنَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ فَتَجَشَّمَ النَّاسُ الصَّلَاةَ قِيَامًا-

(১২৭৩) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) মদিনায় আগমন করলেন। সে সময় মদীনায় জ্বরের প্রকোপ চলছিল, তখন অনেক মানুষ জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় নবী (সা) মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করলেন, তখন মানুষেরা বসে বসে সালাত আদায় করছিল। তখন নবী (সা) বললেন, বসা ব্যক্তির সালাত-এর সাওয়াব দাঁড়ানো ব্যক্তির সালাতের অর্ধেক। তখন মানুষেরা কষ্ট করে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন।

[হাদীসটি শুধুমাত্র ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন। এর রাবীগণ বিশ্বস্ত। তবে মুআত্তা মালিকে এরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।]

(١٢٧٤) عَنْهُ أَيْضًا قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى نَاسٍ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ قُعُوْدًا مِنْ مَرَضٍ فَقَالَ إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ صَلَاةِ الْقَائِمِ -

(১২৭৪) উক্ত আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) (মানুষের অবস্থা দর্শনে) বের হলেন (তিনি দেখলেন যে) তারা অসুস্থতার দরুন বসে বসে সালাত আদায় করছে। তখন তিনি বললেন, বসা ব্যক্তির সালাত দাঁড়ানো ব্যক্তির সালাতের অর্ধেকের সমান।

(١٢٧٥) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً ذَا أَسْقَامٍ كَثِيْرَةٍ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَاتِى قَاعِدًا، قَالَ صَلَاتُكَ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِكَ قَائِمًا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مُضْطَجِعًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا.

(১২৭৫) ইমরান ইবন্ হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অনেক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ছিলাম, সে জন্য আমি রাসূল (সা)-কে আমার বসে বসে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তোমার বসা অবস্থার সালাত তোমার দাঁড়ানো অবস্থার সালাতের অর্ধেক আর ব্যক্তির শোয়া অবস্থার সালাত তার বসা অবস্থার সালাতের অর্ধেক।

[বুখারী ও চার সুনানে বর্ণিত।]

(١٢٧٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ مُشَاكِيًا بِفَرِسٍ فَكُنْتُ أُصَلِّى قَاعِدًا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَالِكَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا فَإِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ أَوْخَشَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا-

(১২৭৬) আব্দুল্লাহ ইবন্ শাকীক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি পারস্যে অসুস্থ ছিলাম, সে কারণে বসে বসে সালাত আদায় করতাম। এ প্রসঙ্গে আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূল (সা) দীর্ঘরাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন আবার কখনও দীর্ঘ রাত পর্যন্ত বসে বসে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন তিলাওয়াত করতেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখন রুকুও করতেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। (এখানে রাবী ركع না خشع বলেছেন এ ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন।) আর যখন তিলাওয়াত করতেন বসে বসে তখন রুকুও করতেন বসে বসে।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ্।]

(١٢٧٧) عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ السَّائِبَ سَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَ إِنِّى لاَ أَسْتَطِيْعُ أَنْ أُصَلِّى إِلاَّجَالِسًا فَكَيْفَ تَرَيْنَ؟ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ صَلاَةُ الرَّجُلِ جَالِسًا مِثْلَ نِصْفِ صَلاَتِهِ قَائِمًا-

(১২৭৭) মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাইব (রা) আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আমি তো বসে ব্যতীত সালাত আদায় করতে সক্ষম নই। এ ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন? তিনি বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, ব্যক্তির বসে বসে আদায় করা সালাত তার দাঁড়িয়ে আদায় করা সালাতের অর্ধেকের মত।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এর রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

(٣) بَابُ جَوَازِ التَّطَوُّعِ مِنْ جُلُوْسٍ لِغَيْرِعُذْرٍ

(৩) অনুচ্ছেদ ঃ কোন কারণ ব্যতীত বসে বসে নফল সালাত আদায়ে বৈধতা

(এবং নবী (সা) ব্যতীত অন্যদের জন্য তার প্রতিদান অর্ধেক হওয়া প্রসঙ্গে)

(١٢٧٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى جَالِسًا قُلْتُ لَهُ حَدَّثْتُ أَنَّكَ تَقُوْلُ صَلاَةُ الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ صَلاَةِ الْقَائِمِ قَالَ اِنِّى لَسْتُ كَمِثْلِكُمْ.

(১২৭৮) আব্দুল্লাহ ইবন্ আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা রাসূল (সা)-কে বসে বসে সালাত আদায় করতে দেখলাম। আমি তাঁকে বললাম, আমাকে হাদীস বলা হয়েছে যে, আপনি বলে থাকেন, বসে বসে সালাত আদায়কারীর (সাওয়াব) দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক। তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের মত নই।

[বুখারী, মুসলিম মুয়াত্তা মালেক, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী।]

(١٢٧٩) عَنِ السَّائِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ -

(১২৭৯) আব্দুল্লাহ ইবন্ সাইব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বসে আদায়কারীর সালাত দাঁড়িয়ে আদায়কারীর সালাতের অর্ধেক।

[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি, তবে অন্য হাদীস এর সমর্থন করে।]

(١٢٨٠) عَنْ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَحَدَّثَتْنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ -

(১২৮০) উক্ত আব্দুল্লাহ ইবন্ সাইব (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করে বললেন, নবী (সা) বলেছেন, বসে বসে আদায়কারীর সালাত দাঁড়িয়ে আদায়কারীর অর্ধেক।

[হাইছুমী বলেন, এটি আহমদ বর্ণনা করেছেন। এর রাবীগণ সহীহ্ শর্তোত্তীর্ণ।]

(٤) بَابُ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا

(৪) অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সা)-এর বসে বসে নফল সালাত আদায় করা প্রসঙ্গে

(١٢٨١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى كَثِيْرًا مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ.

(১২৮১) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাঁর অনেক সালাত বসে বসেই আদায় করতেন।
[মুসলিম।]

(١٢٨٢) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ وَالَّذِى تُوُفِّى نَفْسَهُ تَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ مَاتُوفِى حَتّٰى كَانَتْ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةِ وَكَانَ أَعْجَبَ الْعَمَلِ إِلَيْهِ الَّذِى يَدُوْمُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيْرًا-

(১২৮২) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সেই সত্তার কসম, যিনি তাঁকে মহানবীকে) ইন্তিকাল করিয়েছেন, তিনি যখন ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর ফরয সালাত ব্যতীত অধিকাংশ সালাতই বসে বসে, আর তাঁর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হচ্ছে বান্দা যা স্থায়ীভাবে করে থাকে, যদিও তা কম হোক।
[নাসায়ী ও মুসলিম এ ধরনের আরও হাদীস বর্ণনা করেছেন আয়িশা (রা) থেকে।]

(١٢٨٣) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَليه وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَائِمًا وَقَاعِدًا وَحَافِيًا وَمُنْتَعْلاً (زَادَ فِى رِوَايَةٍ) يَنْفَصِلُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

(১২৮৩) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) দাঁড়িয়ে, বসে, খালি পায়ে, জুতা পায়ে সালাত আদায় করতেন। (অপর বর্ণনায় আছে) তিনি ডান দিক হতে ও বাম দিক হতে ফিরে যেতেন।
[হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায় নি। তবে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস আবূ দাউদ ইবন্ মাজাহ্ ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٢٨٤) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا حَتّٰى أَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتّٰى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ قِرَأَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُوْنُ ثَلَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ أَيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِىْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَالِكَ -

(১২৮৪) হিশাম ইবন্ উরওয়া থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে তিনি নবী-পত্নী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি রাসূল (সা)-কে বয়োবৃদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রাতের সালাত বসে বসে আদায় করতে দেখেন নি। তিনি বসে বসে তিলাওয়াত করতেন, যখন রুকু করবার মনস্থ করতেন তখন দাঁড়িয়ে যেতেন। অতঃপর ত্রিশ চল্লিশ আয়াতের মত তিলাওয়াত করতেন অতঃপর রুকুতে যেতেন।

(উক্ত আয়িশা (রা) থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) যে, রাসূল (সা) বসে বসে সালাত আদায় করতেন। তিনি বসে বসে তিলাওয়াত করতেন, যখন (তাঁর তিলাওয়াতের) ত্রিশ চল্লিশ আয়াত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকত তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। এরপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করতেন, অতঃপর রুকু করতেন, সিজদা করতেন, এরপর তিনি দ্বিতীয় রাকাতেও অনুরূপ করতেন।
[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ্।]

(١٢٨٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا-

(১২৮৫) আব্দুল্লাহ ইবন্ শাকীক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আয়িশা (রা) বলেছেন, রাসূল (সা) যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন তখন রুকুও করতেন দাঁড়িয়ে, আর যখন বসে সালাত আদায় করতেন তখন রুকু করতেন বসে বসে।

[হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٢٨٦) عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لَمْ أَرْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى سُبْحَتِهِ جَالِسًا قَطُّ حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَوْبِعَامَيْنِ فَكَانَ يُصَلِّى فِى سُبْحَتِهِ جَالِسًا وَيَقْرَأُ السُّوْرَةَ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُوْنَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا -

(১২৮৬) নবী-পত্নী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে কখনই তাঁর নফল সালাত বসে বসে আদায় করতে দেখি নি। অবশ্য যখন তাঁর ওফাতের এক বৎসর কিংবা দুই বৎসর পূর্বের সময় হল তখন তিনি বসে বসে নফল সালাত আদায় করতেন। তিনি সূরা পড়লে তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করতেন, এমনকি তাঁর তিলাওয়াত ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হত।

[বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী।]

أَبْوَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

জামায়াতে সালাত আদায়ের অনুচ্ছেদসমূহ

(١) بَابُ مَا وَرَدَ فِي فَضْلِهَا

(১) অনুচ্ছেদ ঃ জামায়াতের ফযীলত প্রসঙ্গে

(١٢٨٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوْقِهِ بِسَبْعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً، وَذٰلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيْئَةٌ حَتّٰى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى أَحَدِهِمْ مَادَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلّٰى فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ، اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ .

(১২৮৭) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তির মসজিদের সালাত তার বাড়ি কিংবা বাজারের সালাত অপেক্ষা বেশি এরও বেশী গুণ ফযীলত জ্ঞাপক। এটা এজন্য যে, যখন তোমাদের কেউ উত্তমরূপে ওযূ করে অতঃপর মসজিদ পানে আসে তখন সালাত ব্যতীত তার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না, সালাত ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাকে অগ্রগামী করে না, তখন তার প্রতিটি পদক্ষেপেই তার একটি মর্যাদা সমুন্নত করা হয় এবং এর দ্বারা তার একটি পাপ ঢেকে দেয়া হয়, মসজিদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত। অতঃপর সে যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে সালাতে নিবিষ্ট এর হুকুমে হয়, যে সালাতই হোক না কেন, তা তাকে আটকিয়ে রাখে আর ফেরেশ্‌তারা তাঁদের কারো জন্য দু'আ ও ইস্তিগফার করতে থাকে যতক্ষণ সে ঐ মজলিসে থাকে যেখানে সালাত আদায় করেছে। (এমতাবস্থায় ফেরেশতারা) বলতে থাকে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও, হে আল্লাহ্! তার প্রতি রহম কর। হে আল্লাহ! তার তাওবা কবুল করুন, এ দু'আ চলতে থাকে যতক্ষণ না সে সেখানে কষ্টদায়ক কিছু করে বা তার হদস (ওযূ নষ্ট) হয়। [হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ্ ও বায়হাকী।]

(١٢٨٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ) رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ مَا نَهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدٰى، وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هٰذَا الْمُسْتَخْلِفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُوْمٌ نِفَاقُهُ ـ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدًا مِنَ الْمَسَاجِدِ فَيَخْطُوْ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حُطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيْئَةٌ وَكُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، حَتّٰى أَنْ كُنَّا لَنُقَارِ - بَيْنَ الْخُطَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلٰى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

(১২৮৮) আব্দুল্লাহ্ উবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আগামীকাল আল্লাহ্‌র সাথে মুসলিম অবস্থায় সাক্ষাৎ করে খুশী হতে চায়, সে যেন এই ফরয সালাতগুলোর হেফাযত করে, যেখানেই তাকে তৎপ্রতি আহবান করা হয়। কেননা এটিই সঠিক পন্থা। আর আল্লাহ্ তোমাদের নবীর জন্য হিদায়েতের সঠিক পন্থা প্রবর্তিত করেছেন। আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার ঘরে তার সালাতের জায়গা নেই। যদি তোমরা তোমাদের গৃহে সালাত আদায় কর এই পশ্চাৎপদ ব্যক্তির ন্যায়, তবে তোমাদের নবীর সুন্নাত বর্জন করবে। আর নবীর সুন্নাত বর্জন করলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে। সুস্পষ্ট মুনাফিক ব্যতীত সালাতের জামাত থেকে পশ্চাৎপদ থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। আর আমি দেখেছি এক ব্যক্তি অপর দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে এসে সালাতের কাতারে দাঁড়িয়ে যায়,' রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি ভাল করে ওযূ করে অতঃপর যেমন মসজিদে আসে তার প্রতিটি পদক্ষেপেই একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় কিংবা এর জন্য একটি পাপ মুছে দিয়ে তদস্থলে একটি পণ্য লিখা হয়। এজন্যই আমরা ঘন ঘন পদক্ষেপ ফেলতাম। আর ব্যক্তির একাকী সালাতের চেয়ে জামাতে সালাতের মর্যাদা পঁচিশ গুণ বেশী। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ।]

(١٢٨٩) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفْضُلُ الصَّلَاةُ فِىْ الْجَمِيْعِ صَلَاةً فِى الْجَمِيْعِ صَلَاةُ الرَّجُلِ وَحْدَه خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ وَلِجَمِيْعِ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةَ النَّهَارِ فِى صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِقْرَؤُ إِنْ اشِئْتُمْ "وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ أَنَّ قُرْاٰنِ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا-

(১২৮৯) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, জামাতে সালাতের ফযীলত একাকী সালাতের চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশী। আর দিবা রাত্রির ফেরেশ্তাগণ ফজরের সালাতের সময় একত্রিত হয়। অতঃপর আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, তোমরা চাইলে তিলাওয়াত কর وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا অর্থাৎ প্রত্যুষের কুরআনের শপথ। কেননা প্রত্যুষের কুরআনে ফেরেশ্তারা উপস্থিত হয়ে থাকবে। [বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী।]

(١٢٩٠) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِه وَصَحْبِه وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعِى كَانَتْ لَهُ أَعْظَمَ مِنْ شَاةٍ سَمِيْنَةٍ أَوْ شَاتَيْنِ لَفَعَلَ فَمَا يُصِيْبُ مِنَ الْأَجْرِ أَفْضَلَ.

(১২৯০) উক্ত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যদি জানত যে, সে যদি আমার সাথে সালাতে হাজির হয় তবে তার জন্য একটি মোটা ছাগল কিংবা দুইটি ছাগলের চেয়ে বেশী ফযীলত আছে তবে সে অবশ্যই তা করত। এতে সে যে ফযীলত লাভ করবে তা আরও উত্তম।
[হাদীসের এ শব্দাবলী অন্যত্র পাওয়া যায়নি। তবে এর কিয়দাংশ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদ উত্তম।]

(١٢٩١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِى الْجَمَاعَةِ تَزِيْدُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَّعِشْرِيْنَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِه وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

(১২৯১) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, জামাতে সালাতে ব্যক্তির একাকী সালাতের চেয়ে সাতাশগুণ বেশী (ফযীলত রয়েছে)।

(উক্ত ইবন্ উমর (রা) থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, একাকী সালাতের চেয়ে জামাতে সালাতের ফযীলত সাতাশগুণ বেশী। [বুখারী ও মুসলিম।]

(١٢٩٢) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَحْدَةِ سَبْعًا وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

(১২৯২) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, জামাতে সালাতের ফযীলত একাকী সালাতের চেয়ে সাতাশ গুণ বেশী।

[এ হাদীসটি কেবল ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন। এর সনদে শরীক আল কাদী নামক একজন রাবী রয়েছেন, যার বিশ্বস্ততা ও মুখস্থ শক্তি নিয়ে কথা রয়েছে।]

(١٢٩٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَضِلَتِ الْجَمَاعَةِ عَلَى لاَ صَلاَةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَّ عِشْرِيْنَ.

(১২৯৩) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জামাতে সালাতকে একাকী সালাতের উপরে পঁচিশগুণ ফযীলত দেওয়া হয়েছে। [নাসায়ী, এর সনদ উত্তম।]

(١٢٩٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (بْنِ مَسْعُوْدٍ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ صَلاَةِ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ وَحْدِهِ بِضْعٌ وَعِشْرُوْنَ دَرَجَةً (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) إِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسَةً وَّعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَكُلُّهَا مِثْلُ صَلاَتِهِ.

(১২৯৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ব্যক্তির জামাতে সালাতের ফযীলত তার একাকী সালাতের বেশিগুণের চেয়েও বেশী।

(উক্ত আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত)

তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, জামাতে সালাতের ফযীলত একাকী সালাতের ওপর পঁচিশ গুণ। প্রত্যেক গুণই তার আলাদা আলাদা সালাতের মত।

[আবূ ইয়ালার তাবারানী কাবীর, তাবারানী আওসাত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত। হাইছুমী বলেন, আহমদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٢٩٥) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ اَحَدِكُمْ بِخَمْسَةٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءًا.

(১২৯৫) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, জামাতে সালাত আদায় তোমাদের কারো একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে পঁচিশগুণ উত্তম। [বুখারী ও মুসলিম।]

(١٢٩٦) وَعَنْهُ أَيْضًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَضُوْءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْصَلَّوْا أَعْطَاهُ اللّٰهُ مِثْلَ اَخْرِمَنْ صَلاَهَا أَوْحَضَرَهَا لاَيَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا.

(১২৯৬) উক্ত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, যে উত্তমভাবে ওযূ করে এরপর মসজিদে যায় এবং গিয়ে দেখে যে, সালাত আদায় করে ফেলেছে, আল্লাহ্ তাকে যারা ঐ সালাত আদায় করেছেন অথবা যারা ঐ সালাতে হাজির হয়েছেন, তাদের সকলের সমপরিমাণ প্রতিদান দিবেন এতে তাদের কারো কোন প্রতিদানে কমানো হবে না। [আবূ দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী ও মুস্তাদরাকে হাকেম।]

(٢) بَابُ التَّرْغِيْبِ فِى حُضُوْرِ الْجَمَاعَةِ فِى الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ

(২) অনুচ্ছেদ ঃ ইশা ও ফজরের জামাতে হাজির হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান প্রসঙ্গে।

(١٢٩٧) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فَهُوَ كَمَنْ قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِى جَمَاعَةٍ فَهُوَ مَنْ قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ .

(১২৯৭) উসমান ইবন্ আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, যে ইশার সালাত জামাতে আদায় করল, সে যেন অর্ধরাত্রি দাঁড়িয়ে ইবাদত করল, আর যে ফজরের সালাতও জামাতে আদায় করল, সে যেন পূর্ণ রাত্রি দাঁড়িয়ে ইবাদত করল। [মুসলিম ও মুয়াত্তা মালিক।]

(١٢٩٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُوْنَ مَافِى صَلَاةِ الْعَتَمَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْحَبْوًا .

(১২৯৮) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যদি মানুষেরা জানত যে, ইশা ও ফজরের জামাতে কি আছে তবে অবশ্যই তারা ঐ জামাতদ্বয়ে হাজির হত এমনকি হামাগুড়ি দিয়ে হলেও।

[ইবন মাজাহ্ -এর সনদে ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাসীর নামক এক রাবী আছেন যিনি হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে অসর্তক (لين الحديث)]

(١٢٩٩) عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، فَقَالَ شَاهِدَ فُلَانٌ؟ فَقَالُوا لاَ، فَقَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِيْهَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَالصَّفُّ الْمُقَدَّمُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ فَضِيْلَتَهُ لاَبْتَدَرْتُمُوْهُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ شَاهِدٌ فُلَانٌ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ قَالُوْا نَعَمْ وَلَمْ يَحْضُرْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ. (فَذَكَرَ نَحْوَ مَاتَقَدَّمَ وَفِيْهِ) إِنَّ صَلَاتَكَ مَعَ رَجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِكَ مَعَ رَجُلٌ وَصَلَاتَكَ مَعَ رَجُلٍ أَزْكَى مِنْ صَلَاةِ وَحْدَكَ وَمَا كَثُرَ مِمَّنُو اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) ز قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ رَأَى مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قِلَّةً فَقَالَ شَاهِدٌ فُلَانٌ؟ قُلْنَا نَعَمْ حَتَّى عَدَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْأَخِرَةِ وَمِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ .

(১২৯৯) উবাই ইবন্ কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলে, রাসূল (সা) ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর বললেন, অমুক কি আছে? তাঁরা বললো, না। তিনি বললেন, অমুক কি আছে? তাঁরা বলল, না। অতঃপর তিনি বললেন, অমুক কি আছে? তাঁরা বলল, না। এবার তিনি বললেন, এই দুই সালাত মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা ভারী. তারা যদি জানত যে, এই দুই সালাতে কি আছে, তবে অবশ্যই তারা হাজির হত এমনকি হামাগুড়ি দিয়ে হলেও। আর (জামাতের) প্রথম কাতার ফেরেশতাদের কাতারের মত যদি তোমরা তার ফযীলত সম্পর্কে জানতে,

তবে সে ব্যাপারে তোমরা প্রতিযোগিতা করতে। আর কোন ব্যক্তির অপর দুই ব্যক্তির সাথে আদায়কৃত সালাত এক ব্যক্তির সাথে আদায়কৃত সালাতের চেয়ে উত্তম। আর লোক সংখ্যা যেখানে অধিক সেটা আল্লাহ্র নিকট আরও অধিক পছন্দনীয়।

(উক্ত উবাই ইবন্ কা'ব (রা) থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত)

তিনি বলেন, রাসূল (সা) ফজরের সালাত আদায় করলেন, সালাতান্তে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কি আছে? তখন উপস্থিত লোকজন চুপ থাকল। অতঃপর তারা বলল, হ্যাঁ, সে উপস্থিত হয় নাই। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে ভারী সালাত হল ইশা ও ফজর। (অতঃপর তিনি পূর্বে বর্ণিত অনুরূপ হাদীসের উল্লেখ করেছেন, সেখানে আরো রয়েছে) তোমার দুই জনের সাথে আদায়কৃত সালাত একজনের সাথে আদায়কৃত সালাতের চেয়ে উত্তম আর একজনের সাথে আদায়কৃত সালাত একাকী আদায়কৃত সালাতের চেয়ে উত্তম। আর (লোকজন) যেখানে আরো বেশী তা আল্লাহর নিকট অতি পছন্দনীয়।

(উক্ত উবাই ইবন্ কা'ব (রা) থেকে তৃতীয় সূত্রে বর্ণিত)

তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাতান্তে তিনি মুসল্লিদের পরিমাণ কম দেখলেন। তখন তিনি বললেন, অমুক কি আছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, এভাবে তিনি তিনজনের নাম করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, মুনাফিকদের জন্য ইশা ও ফজরের সালাত অপেক্ষা বেশী ভারী আর কোন সালাত নেই। অতঃপর রাবী দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

[আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ্, বায়হাকী ইবন্ খুযাইমা, ইবন্ হাব্বান ও মুস্তাদরাকে হাকিম।]

(١٣٠٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُتَخَلِّفُوْنَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْغَدَاةِ مَالَهُمْ فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْحَبْوًا.

(১৩০০) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) বলেছেন, ইশা ও ফজর সালাতের জামাত থেকে পশ্চাৎপদরা যদি জানত যে, এতে তাদের জন্য কি রয়েছে, তবে অবশ্যই তারা ঐ দুই জামাতে হাজির হত এমনকি হামাগুড়ি দিয়ে হলেও। [এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদ ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় নি, হাইছুমী হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, এটা আহমদ বর্ণনা করেছেন এবং সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

(٣) بَابٌ مَاجَاءَ فِيْ تَأْكِيْدِهَا وَالْحَثِّ عَلَيْهَا

(৩) অনুচ্ছেদ ঃ জামাতের গুরুত্ব ও তৎপ্রতি উৎসাহ প্রদান প্রসঙ্গে

(١٣٠١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْزِلِيْ شَاسِعٌ وَأَنَا مَكْفُوْفُ الْبَصَرِ وَأَنَا أَسْمَعُ الْأَذَانَ قَالَ فَإِنْ سَمِعْتَ الْاَذَانَ فَأَجِبْ وَلَوْحَبْوًا أَوْزَحْفًا.

(১৩০১) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন্ উম্মু মাকতুম নবী (সা)-এর কাছে এলেন। অতঃপর বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাড়ী দূরে আর আমি অন্ধ মানুষ, কিন্তু আযান শুনতে পাই। তিনি বললেন, যদি আযান শুনতে পাও তবে জামাতে আসবেই। হামাগুড়ি দিয়ে হলেও। অথবা কষ্ট করে হলেও।

[আবূ ইয়ালা ও তাবারানী আওসাত গ্রন্থে, তাবারানীর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। আর আহমদের রাবীগণের মধ্যে কারো কারো সম্বন্ধে নানান কথা রয়েছে।]

(١٣٠٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جِئْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كُنْتُ ضَرِيْرًا شَاسِعَ الدَّارِ وَلِيْ قَائِدٌ لَايُلَائِمُنِيْ فَهَلْ تَجِدُ لِيْ رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِيْ؟ قَالَ أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً.

(১৩০২) আমর ইবন্ উম্মু মাকতুম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসুল (সা) এর-কাছে এলাম। এরপর বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি অন্ধ, বাড়ীও দূরে, আমার এক চালক আছে, যে আমাকে সহযোগিতা করে না তবে আপনি কি আমার জন্য বাড়িতে সালাত আদায়ের অনুমতি দিবেন? তিনি বললেন, তুমি কি আযান শুনতে পাও? আমি বললাম, হ্যাঁ! তিনি বললেন, আমি তোমার জন্য (বাড়ীতে সালাত আদায়ের) কোন সুযোগ দেখছি না।

[ইবন্ মাজাহ তাবারানী ও ইবনে হাব্বান এর সনদ উত্তম।]

(١٣٠٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَسُئِلَ سُفْيَانُ عَمَّنْ قَالَ هُوَ مَحْمُودٌ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ رَجُلاً مَحْجُوبَ الْبَصَرِ وَإِنَّهُ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ التَّخَلُّفَ عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ

(১৩০৩) যুহরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইতবান ইবন্ মালিক অন্ধ ছিলেন। তিনি নবী (সা)-কে তাঁর সালাতের জামাত থেকে পশ্চাৎপদ থাকা সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি বললেন, তুমি কি আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তাঁকে কোন অনুমতি দিলেন না। [বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ্।]

(١٣٠٤) عَنْ أَبِي مُوسَى (الأَشْعَرِيِّ) رَضِيَ اللّٰهُ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ اَلَى الصَّلَاةِ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَانْصِتُوْا.

(১৩০৪) আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন তোমাদের একজনকে ইমাম বানিয়ে দিবে। আর ইমাম যখন পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে। [মুসলিম ইত্যাদি।]

(١٣٠٥) عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُوْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قَالَ قُلْتُ فِي قَرْيَةٍ دُوْنَ حِمْصٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَامِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ لَايُؤَذَّنُ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةَ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمِ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ الْعَاصِيَةَ.

(১৩০৫) মা'দান ইবন্ আবূ তালহা আল ইয়ামারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আবূ দারদা (রা) বললেন, তোমার বাড়ী কোথায়? রাবী বলেন, আমি বললাম, হিমছ-এর নিকট একটি গ্রামে। তিনি বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, এমন কোন গ্রাম থাকতে পারে না সেখানে তিনজন লোক থাকবে অথচ সেখানে আযান হবে না এবং সালাতের ইকামাত হবে না (অর্থাৎ জামাত হবে না) তবে শয়তান তাদের উপর সওয়ার হবে। অতএব, জামাত তোমার জন্য জরুরী, কেননা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগীকে বাঘ খেয়ে ফেলে।

[আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ খুযাইমা, ইবন্ হাব্বান ও মুস্তাদরাকে হাকীম। তিনি বলেন। এর সনদ সহীহ, নববীও হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেন।]

(١٣٠٦) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ الْعَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَلْيَكُنْ بِالْجَمَاعَةِ والعامة والمساجد.

(১৩০৬) মুয়ায ইবন্ জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী (সা) বলেছেন, শয়তান হলো মানুষের জন্য বাঘ স্বরূপ, যেমন ছাগলের জন্য বাঘ। সে পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ও দলছুট ছাগল ধরে থাকে। অতএব, তোমরা বিচ্ছিন্নতা থেকে বেঁচে থাক।

আর তোমাদের জন্য জামাতবদ্ধ থাকা সাধারণের সাথে এবং মসজিদেও।

হাদীসটি আব্দুর রায্‌যাকের জামেতে বর্ণিত হয়েছে। এ সনদ উত্তম। [আবদুর রায্‌যাক জামে' গ্রন্থ, এর সনদ উত্তম।]

(٤) بَابُ مَاجَاء فِى التَّشْدِيْدِ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ خُصُوْصًا اَلْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ

৪। অনুচ্ছেদ : জামা'আতের সালাত বিশেষত ইশা এবং ফজরের জামা'আতে অংশগ্রহণে বিমুখ ব্যক্তির ওপর কঠোরতা আরোপ প্রসঙ্গে

(١٣٠٧) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ مِمَّنْ حَوْلَ الْمَسْجِدِ لَايَشْهَدُوْنَ الْعِشَاءَ الْأٰخِرَةَ فِى الْجَمِيْعِ اَوْلَاُحَرِّقَنَّ حَوْلَ بُيُوْتِهِمْ بِحَزْمِ الْحَطَبِ

(১৩০৭) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মসজিদের আশে পাশের কিছু লোকজন অবশ্যই ইশার জামা'আতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবে (অর্থাৎ জামা'আতে হাজির হবে না) অথবা আমি অবশ্যই কাঠের বোঝা দিয়ে তাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিব।

[হাইছুমী বলেন– "مِمَّنْ حَوْلَ الْمَسْجِدِ" বাক্যাংশ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ, ইমাম আহমদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাঁর হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٣٠٨) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا مَافِى الْبُيُوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ لَأَقَمْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَاَمَرْتُ فِتْيَانِى يُحَرِّقُوْنَ مَافِى الْبُيُوْتِ بِالنَّارِ

(১৩০৮) তাঁর (আবূ হুরায়রা (রা)) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যদি গৃহসমূহে নারী ও শিশুরা না থাকতো তবে অবশ্যই আমি ইশার জামা'আত কায়েম করে তারপর আমার যুবকদের নির্দেশ দিতাম যেন তারা বাড়িতে যা আছে তা অগ্নি দিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়।

[এ হাদীসটির অন্যাত্র পাওয়া যায় নি, হাইছুমী বলেন, এটি নির্ভরযোগ্য নয়। রাবীদের একজন আবূ মা'শার দুর্বল।]

(١٣٠٩) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْحَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُؤَذِّنَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ اَنْطَلِقَ مَعِى بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمُ الْحَطَبِ اِلَى قَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ.

(১৩০৯) উক্ত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মুনাফিকের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন সালাত হচ্ছে ইশার ও ফজরের সালাত। যদি তারা জানতো এতদুভয়ের মাঝে কি আছে, তবে তারা অবশ্যই উক্ত সালাতদ্বয়ে (জামা'আতে), হামাগুড়ি দিয়ে হলেও হাযির হতো। আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি মুয়ায্‌যিনকে নির্দেশ দিই সে আযান (ইকামত) দিবে, অতঃপর আরেকজনকে নির্দেশ দিই সে সালাতের ইমামতি করবে, এরপর আমি কিছু মানুষ যাদের নিকটে খড়ির বোঝা থাকবে তাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ি, যারা জামাতে হাযির হয় নি এমন জনগোষ্ঠীর বাড়ীঘর আগুনে জ্বালিয়ে দিই। [বুখারী ও মুসলিম।]

(١٣١٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ إِبْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَاٰى فِى الْقَوْمِ رِقَّةً فَقَالَ إِنِّى لَاَهُمُّ أَنْ اَجْعَلَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ثُمَّ أَخْرُجَ فَلَا اَقْدِرُ عَلَى إِنْسَانٍ يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ فِى بَيْتِهِ إِلَّا اَحْرَقْتُهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ إِبْنُ أُمِّ

مَكْتُوْمٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ بَيْنِى وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخْلاً وَشَجَرًا وَلاَ أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ، أَيَسَعُنِى أَنْ أُصَلِّىَ فِى بَيْتِى؟ قَالَ أَتَسْمَعُ الْإِقَامَةَ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَأْتِهَا

(১৩১০) ইবন্ উম্মে মাকতুম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) মসজিদে আসলেন, তখন মুসল্লী সংখ্যা কম দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, আমার ইচ্ছা হয় সমবেত মুসল্লীদের জন্য একজন ইমাম ঠিক করে দেই আর আমি যারা জামা'আতে আসে নি তাদের বাড়িতে বেরিয়ে পড়ি এবং তা জ্বালিয়ে দেই। তখন ইবন্ উম্মে মাকতুম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মসজিদ এবং আমার বাড়ির মাঝখানে কিছু খেজুর গাছ ও অন্য গাছ আছে। আমি সব সময় এমন লোক পাই না যে আমাকে মসজিদে পৌঁছিয়ে দিবে। আমি কি আমার গৃহে সালাত আদায় করতে পারি? রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আযান শুনতে পাও? ইবন্ উম্মে মাকতুম বললেন, হ্যাঁ! রাসূল (সা) বললেন, তাহলে তুমি জামা'আতে হাযির হবে।[১]

[সহীহ ইবনে খুযাইমা ও হাশেম। তিনি বলেন, এর সনদ সহীহ্। আর সাহাবী তার অভিমত সমর্থন করেন]

(١٣١١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَبِهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ اٰمُرَ فِتْيَانِى فَيَجْمَعُوْا حَطَبًا، ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ، وَاَيْمُ اللّٰهِ وَلَوْ يَعْلَمُ اَحَدُهُمْ أَنَّ لَهُ بِشُهُوْدِهَا عَرْقًا سَمِيْنًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ لَشَهِدَهَا وَلَوْ يَعْلَمُ مَافِيْهَا لَاَتَوْهَا وَلَوْحَبْوًا.

(১৩১১) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি আমার যুবকদেরকে কাঠ সংগ্রহের নির্দেশ দেই। অতঃপর একজনকে ইমামতির নির্দেশ দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি তাদের খোঁজে যারা (সালাতে) হাযির হয় নি এবং তাদের বাড়িঘরগুলো জ্বালিয়ে দেই। আল্লাহ্‌র কসম! তারা যদি জানত যে, তথায় উপস্থিত হলে সামান্য গোশ্‌ত অথবা ছাগলের পায়ের খুড়া পাওয়া যাবে তবে অবশ্যই তারা সেখানে হাযির হয়। তারা যদি জানতো, জামাতে কী (ফযীলত) আছে, তবে অবশ্যই তাতে শামিল হত, হামাগুড়ি দিয়ে হলেও।

[বুখারী, মুসলিম এবং চার সুনানে বর্ণিত]

(١٣١٢) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَرَأَهُمْ عِزِيْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ قَالَ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيْدًا مَارَأَيْنَاهُ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ، قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ اٰمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ أَتَتَبَّعُ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الصَّلَاةِ فِى دُوْرِهِمْ فَأُحَرِّقُهَا عَلَيْهِمْ

(১৩১২) উক্ত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আও বর্ণিত, রাসূল (সা) মসজিদে আসলেন, অপর এক বর্ণনায় আছে তিনি ইশার সালাতের জন্য মসজিদে প্রবেশ করলেন, সেখানে অল্প কিছু লোককে এদিক-সেদিক বিচ্ছিন্ন অবস্থায় হালকাবদ্ধ জড়ো দেখতে পেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূল (সা) প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হলেন। তাঁকে এত বেশী ক্রোধান্বিত হতে আমরা আর কখনো দেখি নি। রাসূল (সা) বললেন, আমার ইচ্ছা হয় কোন একজনকে ইমামতির দায়িত্ব দিয়ে– তাদের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ি, যারা জামা'আতে আসে নি। অতঃপর তাদের বাড়ি-ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেই।

[হাদীসটি শব্দাবলী সমেত অন্যত্র পাওয়া যায়নি। তবে এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য, পূর্বের হাদীসগুলো একে শক্তিশালী করছে।]

১. উক্ত সাহাবী অন্ধ ছিলেন বিধায় মসজিদে যেতে তার সাহায্যকারী প্রয়োজন হত।

(١٣١٣) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الْعِشَاءَ الْأَخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتّٰى كَادَ يَذْهَبُ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قُرَابُهُ قَالَ ثُمَّ جَاءَ وَ فِيْ النَّاسِ رِقَّةٌ وَهُمْ عِزُوْنَ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيْدًا ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً بَدَا النَّاسَ إِلَى عَرْقٍ أَوْ مِرْ مَا تَيْنِ لا جَابُوْا لَهُ، وَهُمْ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْ هٰذِهِ الصَّلَاةِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً فَيَتَخَلَّفَ عَلَى أَهْلِ هٰذِهِ الدُّوْرِ الَّذِيْنَ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْ هٰذِهِ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ بِالنِّيْرَانِ.

(১৩১৩) উক্ত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক রাত্রিতে রাসূল (সা) ইশার সালাতকে বিলম্বিত করলেন, এমনকি রাত্রির এক তৃতীয়াংশ বা তার কাছাকাছি সময় প্রায় অতিবাহিত হয়ে গেলো। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর রাসূল (সা) (মসজিদে) আসলেন এবং খুব কম সংখ্যক মানুষকে উপস্থিত পেলেন, যারা ছিলেন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হালকাবদ্ধ। তখন তিনি প্রচণ্ডভাবে রেগে গেলেন। বললেন, যদি কোন লোক তাদেরকে গ্রামে আরববাসীকে (সামান্য) এক টুকরা গোশ্‌ত বা ছাগলের পায়ের দু'টো খুড়ার জন্যও দাওয়াত দেয় তবে তারা তা গ্রহণ করে (সেখানে হাযির হয়)। অথচ তারা এই সালাত (জামা'আত) থেকে বিরত থাকে। আমার ইচ্ছা হয় যে, কোন একজনকে এমন নির্দেশ দেই যে, যারা এই জামা'আত থেকে বিমুখ রয়েছে ঐ সকল গৃহবাসীকে খুঁজে বের করে অতঃপর তাদের বাড়ীশুদ্ধ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।

[গ্রামবাসী আরব বুঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।]

[ইবনে হাজর বলেন, হাদীসটি, সিরাজ ও ইবন হাব্বান এই একই সনদে বর্ণনা করেছেন। আমার মতে হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(١٣١٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ آمُرَ بِأُنَاسٍ لَايُصَلُّوْنَ مَعَنَا فَتُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ.

(১৩১৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূল (সা) বলেছেন, আমার ইচ্ছা হয় কাউকে সালাতের ব্যাপারে (ইমামতির) দায়িত্ব দেই। অতঃপর নির্দেশ দেই যে, যারা আমাদের সাথে সালাতে হাযির হয় নি তাদেরকে তাদের বাড়িঘর সহ জ্বালিয়ে দেই।

[হাদীসটি ইমাম তাবারানী মুজামুল আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন। ইমাম হাইছুমী বলেন, হাদীসের রাবীগণ সহীহ হাদীসের রাবী।]

(١٣١٥) عَنْ سَهْلٌ مِنْ أَبِيْهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ اللّٰهِ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ يَدْعُوْ إِلَى الْفَلَاحِ وَلَا يُجِيْبُهُ

(১৩১৫) সাহল থেকে, তিনি তার পিতা (অর্থাৎ মুয়ায ইবন্ আনাস আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন– রাসূল (সা) বলেন, সে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে অনেক দূরে সরে যাবে এবং কুফরী ও নিফাকীতে পতিত হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আহবানকারীর (মুয়ায্‌যিন-কে) সালাতের প্রতি এবং কল্যাণের (বেহেশ্‌তের) প্রতি আহ্বান করতে শুনে অথচ তাতে সাড়া দেয় না।

[হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর জামে আল কাবীর এ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদে زَبَانْ بْنِ فَائِد নামক একজন রাবী আছেন যার নির্ভরযোগ্যতা ও দুর্বলতার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আহমদের রেওয়ায়েতে ইব্‌নে লুহাইয়্য আছেন যিনি দুর্বল। অবশ্য কেউ কেউ তাবারানীর বর্ণনাটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।]

(٥) بَابُ مَاجَاء فِى الْأَعْذَارِ الَّتِى تُبِيْحُ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ

(৫) যে সকল কারণে জামা'আতে হাযির না হওয়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কিত অধ্যায়

(١٣١٦) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا نَادَى بِالصَّلَاةِ فِى لَيْلَةٍ ذَاتَ بَرْدٍ وَرِيْحٍ، ثُمَّ قَالَ فِى آخِرِ نِدَائِهِ الاَ صَلُّوْا فِى رِحَالِكُمْ أَلَاصَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ، أَلَاصَلُّوا فِى الرِّحَالِ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْذَاتُ رِيْحٍ فِىْ السَّفَرِ أَلَاصَلُّوا فِى الرِّحَالِ. (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ نَادَى ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ نَادَى أَنْ صَلُّوا فِىْ رِحَالِكُمْ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِىَ فَيُنَادِى بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُنَادِى أَنْ صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ فِىْ اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَفِىْ اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ فِى السَّفَرِ

(১৩১৬) নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর (রা) ঠাণ্ডা এবং ঝড়-বাতাসের এক রাতে আযান দিলেন। আযানের শেষাংশে তিনি বলতেন, 'তোমরা তোমাদের বাড়িতে সালাত আদায় করো' 'তোমরা তোমাদের বাড়িতে সালাত আদায় করো' 'তোমরা তোমাদের বাড়ীতে সালাত আদায় করো'। কেননা রাসূল (সা) সফর অবস্থায় ঠাণ্ডা এবং ঝড়-বাতাস প্রবাহের রাত্রিতে মুয়াযযিনকে একথা বলতে নির্দেশ দিতেন যে, 'তোমরা তাঁবুতে সালাত আদায় করো।'

উক্ত নাফে' (রা) থেকে অপর এক সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন্ উমর (রা) দাজনান পাহাড়ের উপর থেকে সালাতের আযান দিলেন, অতঃপর বললেন, "তোমরা তাঁবুতে সালাত আদায় করো। "অতঃপর তিনি (ইবনে উমর (রা)) রাসূল (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, রাসূল (সা) মুয়ায্‌যিনকে সালাতের আযান দিতে বলতেন– তখন মুয়াযযিন আযান দিত। তারপর মুয়ায্‌যিন সফরে ঠাণ্ডা এবং ঝড়ো রাত্রিতে আযানে বলতো, "তোমরা তাঁবুতে সালাত আদায় করো!"

[বুখারী, মুসলিম ও মুয়াত্তা মালিক।]

رحال শব্দটি رحل এর বহুবচন, যার উদ্দেশ্য হবে বাড়ি। চাই তা ইট, কাঠ, পাথর, খড়, তাঁবু জাতীয় বা যেমনই হোক না কেন। এটি একটি পাহাড়ের নাম-যা মক্কায় বা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

(١٣١٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَمُطِرْنَا، قَالَ لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِىْ رَحْلِهِ

(১৩১৭) জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে সফরে বের হলাম– অতঃপর (বেশ) বৃষ্টি হয়ে গেল। নবী (সা) ঘোষণা দিলেন তোমাদের যে চাইবে সে তার তাঁবুতেই সালাত আদায় করে নিতে পারবে।

[হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٣١٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ مُؤَذِّنُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَادَى مُنَادِىَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِىْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ اَلَاصَلُّوا فِى الرِّحَالِ

(১৩১৮) আমর ইবন্ আউস থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তি থেকে, যাকে নবী (সা)-এর মুয়ায্‌যিন হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন- নবী (সা)-এর মুয়ায্‌যিনগণ এক বর্ষণমুখর দিনে আযানে বললো, "ওহে তোমরা বাড়িতে সালাত আদায় করো।"

[ইমাম হাইছুমী হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, এই হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন, এর রাবীগণ সহীহ্ হাদীসের রাবী। আহমদ আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, এর সনদে এক অজ্ঞাত রাবী আছেন, সম্ভবত হাইছুমী কোনভাবে তার পরিচয় জেনেছিলেন।]

(١٣١٩) عَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نُوْدِيَ بِالصُّبْحِ فِيْ يَوْمٍ بَارِدٍ وَأَنَا فِيْ مِرْطِ إِمْرَأَتِيْ فَقُلْتُ لَيْتَ الْمُنَادِيَ قَالَ مَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ آخِرِ أَذَانِهِ وَمِمَّنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ سَمِعْتُ مُؤَذِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ وَأَنَا فِيْ لِحَافِيْ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ يَقُوْلَ صَلُّوْا فِيْ رِحَالِكُمْ فَلَمَّا بَلَغَ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ صَلُّوْا فِيْ رِحَالِكُمْ ثُمَّ سَأَلْتُ عَنْهَا فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهُ بِذَالِكَ

(১৩১৯) নুয়াইম ইবন্ আল নাহ্হাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শীতের এক সকালে (ফজরের) আযান দেয়া হলো তখন আমি আমার স্ত্রীর চাদরের মধ্যেই ছিলাম। তখন আমি বললাম, হায়! যদি সে কেউ বলতো, যে বসে থাকবে তার কোন ক্ষতি নেই (তাহলে ভাল হত।) অতঃপর নবী (সা)-এর মুয়ায্যিন আযানের শেষে বললো, 'যে বসে থাকবে তার কোন ক্ষতি নেই।'

উক্ত নুয়াইম (রা) থেকে দ্বিতীয় এক সনদে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর মুয়ায্যিনকে শীতের রাত্রে আযান বলতে শুনেছি– আমি তখন লেপের ভিতরে ছিলাম। তখন আমি আশা করলাম, মুয়াযীযন বলুক তোমরা বাড়িতে সালাত আদায় করো, মুয়াযীযন যখন 'حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ' ("তোমরা কল্যাণের প্রতি ধাবিত হও") পর্যন্ত পৌছল তখন বললো, "তোমরা বাড়ীতেই সালাত আদায় করো।" অতঃপর আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, নবী (সা) তাঁকে এরূপ বলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

[হাদীসটি তাবারানী তাঁর জামে-আল কাবীর এ বর্ণনা করেছেন তবে কোন কোন অংশ বাদ দিয়ে। হাদীসটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত নয়।]

(١٣٢٠) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فِيْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ

(১৩২০) সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) নবী (সা) হুনাইনের যুদ্ধের সময় বর্ষণমুখর দিনে বলেছেন, "সালাত যার যার তাঁবুতে"।

[হাদীসটি তাবারানী তাঁর জামে আল কাবীর এ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদের বর্ণিত এ হাদীসের সনদ সহীহ্।]

(١٣٢١) عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ بْنِ أُسَامَةَ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فِيْ لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِسْتَفْتَحْتُ فَقَالَ أَبِيْ مَنْ هٰذَا؟ قَالُوْا أَبُو الْمُلَيْحِ، قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا، فَنَادَى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صَلُّوْا فِيْ رِحَالِكُمْ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ مَطِيْرًا قَالَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ أَنِ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ.

(১৩২১) আবুল মুলাইহ, ইবনে উসামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–এক বর্ষণমুখর রাত্রিতে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলাম, অতঃপর যখন ফিরে আসলাম তখন আমি দরজা খুলতে বললাম। আমার পিতা জিজ্ঞেস করলেন, কে? তারা (বাড়ীর লোকজন) বললো, আবুল মুলাইহ। তিনি বললেন, হুদায়বিয়ার সময় আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে দেখেছি যে, একদা আমাদেরকে বৃষ্টি পেয়ে বসলো তাতে এমনকি আমাদের জুতার তলাও সিক্ত হল না। এমতাবস্থায় রাসূলের মুয়ায্যিন আযান দিল, সে বললো যে, তোমরা গৃহেই সালাত আদায় করো।

(উক্ত আবুল মুলাইহ ইবন উসামা থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত।) তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, হুনাইন দিবস ছিল বর্ষণমুখর। রাবী বলেন– তখন নবী (সা) মুয়াযযিনকে নির্দেশ দিলেন যেন তাঁবুতে সালাত আদায়ের ঘোষণা দেয়। [প্রথম সূত্রের হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী ও বায়হাকীতে বর্ণিত। আর দ্বিতীয় সূত্রের হাদীসটি আবূ দাউদ, বায়হাকী ও মুস্তাদরাক হাকিমে বর্ণিত হয়েছে। উভয় সূত্রের সনদ উত্তম।]

(١٣٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِى ثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إِبْنُ عَوْنٍ أَظُنُّهُ رَفَعَهُ، قَالَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِى يَوْمٍ مَطِيرٍ أَنْ صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ

(১৩২২) ইবনে আউন থেকে বর্ণিত, তিনি মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইবনে আউন বলেন, সম্ভবত তিনি তা মারফূ' বর্ণনা করেছেন– রাসূল (সা) মুয়াযযীনকে নির্দেশ দিলেন, তখন সে এক বর্ষণমুখর রাত্রিতে ঘোষণা দিলেন যে, "তোমরা তোমাদের তাঁবুতে সালাত আদায় করো।"
[অত্র হাদীসের শব্দাবলীর উপর মুহাদ্দিসগণ নির্ভর করেন নি।]

(١٣٢٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدَؤُا بِالْعَشَاءِ

(১৩২৩) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেন, যখন তোমাদের সামনে খাবার রাখা হয় এবং সে সময় সালাতের ইকামাত হয় তোমরা আগে খাবার খেয়ে নিবে।
[বুখারী, মুসলিম ও দারেমী।]

(١٣٢٤) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ

(১৩২৪) উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন খাবার এবং সালাত দুটোই উপস্থিত হয় তখন খাবারকেই অগ্রাধিকার দিবে। [ইবন আবূ শাইবা। এর সনদ উত্তম।]

(١٣٢٥) عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ لَقَدْ تَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ مَرَّةً وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَأَةَ الْإِمَامِ

(১৩২৫) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন খাবার প্রস্তুত হয় এবং সালাতও জামা'আত দাঁড়িয়ে যায় তখন খাবারকে অগ্রাধিকার দিবে। একদা ইবনে উমর (রা) রাতের খাবার খাচ্ছিলেন এ অবস্থায় যে, তিনি ইমামের ক্বিরাতও শুনতে শুনতে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন।
[বুখারী ও মুসলিম।]

(١٣٢٦) عَنْ مَوْهُوبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِفُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا يُحْمِلُكَ عَلَى هٰذَا؟ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلَاةً مَتَى تُوَافِقُهَا أُصَلِّى مَعَكَ وَمَتَى تُخَالِفُهَا اصَلِّى وَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِى.

(১৩২৬) আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি উমর ইবন্ আব্দুল আযীযের সাথে জামাতে সালাত আদায় করতেন না। উমর ইবন্ আব্দুল আযীয তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এমনটি করেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি নবী (সা)-কে সালাত আদায় করতে দেখেছি, আপনি যখন তাঁর মত করে সালাত আদায় করেন, তখন আমিও আপনার সাথে সালাত আদায় করি। আর যখন আপনি তাঁর সময়ে সালাত আদায় করেন না, তখনই একাকী সালাত আদায় করি এবং পরিবারের লোকজনের নিকট ফিরে যাই। [অর্থাৎ প্রথম ওয়াক্তে আদায় করেন।]
[এ হাদীসটি অন্যত্র পাওয়া যায়নি। তবে এর রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

أَبْوَابُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ لِلْجَمَاعَةِ

জামা'আতে সালাত আদায়ের জন্য নারীদের মসজিদে যাওয়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ

(١) بَابُ الْإِذْنِ لَهُنَّ بِالْخُرُوْجِ لِذَالِكَ

(১) অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের জামা'আতে শামিল হওয়ার অনুমতি দান প্রসঙ্গে

(١٣٢٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَاتَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللّٰهِ أَنْ يُصَلِّيْنَ فِى الْمَسْجِدِ

(১৩২৭) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্র বান্দীদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। উক্ত (আব্দুল্লাহ্ ইবন্ উমর থেকে) অন্য সনদে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করো না।
[মুয়াত্তা মালিক, মুসলিম ও আবূ দাউদ।]

(١٣٢٨) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ.

(১৩২৮) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেন, তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে বাধা দিও না, তারা যেন সুগন্ধিবিহীন বের হয়।
[আবূ দাউদ, দারেমী, বাইহাকী ও ইবনে খুযাইমা। এর সনদ উত্তম।]

(١٣٢٩) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(১৩২৯) যায়িদ ইবন্ খালিদ আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনিও নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।
[ইবনে হাব্বান, বায্যার ও তাবারানী এর সনদ হাসান।]

(١٣٣٠) عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِئْذَنُوْا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ تَفِلَاتٍ لَيْثٌ الَّذِى ذَكَرَ تَفِلَاتٍ

(১৩৩০) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) বলেছেন-তোমরা নারীদেরকে রাত্রিবেলায় সুগন্ধিমুক্ত অবস্থায় বের হওয়ার অনুমতি দাও। লাইছ- (সনদের একজন রাবী) "সুগন্ধিমুক্ত" শব্দটি উল্লেখ করেছেন।
[আব্দুর রাহমান আল-বান্না বলেন, হাদীসটি আমি এ ভাষায় অন্যত্র পাইনি। তবে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস মুসলিম শরীফে রয়েছে।]

(١٣٣١) وَعَنْهُ أَيْضًا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَمْنَعَنَّ رَجُلٌ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتُوْا الْمَسَاجِدَ، فَقَالَ وَابْنٌ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَإِنَّا نَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُ هٰذَا فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللّٰهِ حَتَّى مَاتَ

(১৩৩১) উক্ত আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন– কোন পুরুষ তাঁর পরিবার-পরিজনকে মসজিদে আসা থেকে বাধা দিবে না। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর এক ছেলে তাকে বললেন, আমরা তাদেরকে অবশ্যই মসজিদে যাওয়া থেকে বাধা দিব।' একথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন– আমি তোমাকে রাসূল (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছি অথচ তুমি এমনটি বলছ। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে উমর মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে আর কোন কথা বলেন নি।

[আব্দুর রাহমান আল বান্না বলেন– হাদীসটি এ ভাষায় আমি অন্যত্র পাইনি, এর সনদ উত্তম. অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস মুসলিম ও আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٣٣٢) عَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا عَنْ اَبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لاَتَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ بِاللَّيْلِ فَقَالَ سَالِمٌ اَوْ بَعْضُ بَنِيْهِ وَاللّٰهِ لاَ نَدَعُهُنَّ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً قَالَ فَلَطَمَ صَدْرَهُ وَقَالَ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُ هٰذَا ؟

(১৩৩২) উক্ত আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন, তোমরা তোমাদের নারীদেরকে রাত্রিবেলা মসজিদে যাওয়া থেকে বাধা প্রদান করবে না। সালিম অথবা তাঁর জনৈকা পুত্র বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই তাদেরকে মসজিদকে ফিতনার স্থান বানাতে দিব না। রাবী বলেন, তখন তিনি (ইবনে উমর) তাঁর বুকে আঘাত করলেন এবং বললেন– আমি তোমাকে রাসূল (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করছি অথচ তুমি এরূপ কথা বলছ?

[دغل বলা হয় মূলত কাঁটাবৃত বৃক্ষকে। এখানে উদ্দেশ্য হল ফিতনা, প্রতারণা, বিপর্যয় ইত্যাদি।]

(١٣٣٣) عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَتَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ قَالَ فَقَالَ إِبْنٌ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بَلَى وَاللّٰهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، فَقَالَ اَبْنُ عُمَرَ تَسْمَعُنِى أُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُ مَا تَقُوْلُ

(১৩৩৩) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা তোমাদের নারীদেরকে মসজিদে যাওয়াকে বাধা দিও না। অবশ্য (সালাতের জন্য) তাদের গৃহই তাদের জন্য উত্তম। রাবী বলেন, তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমরের কোন ছেলে তাঁকে বললো– হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিব। একথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবন উমর বললেন– তুমি শুনছ যে, আমি রাসূল (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করছি। তারপরও তুমি যাচ্ছে তাই বলছো।

[আবূ দাউদ, বায়হাকী, ইবনে খুযাইমা ও তাবারানী। এর কিছু অংশ মুসলিমেও রয়েছে। এর সনদ উত্তম।]

(١٣٣٤) عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ بِلاَلِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لاَتَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوْظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اِسْتَأْذَنَكُمْ، فَقَالَ بِلاَلٌ وَاللّٰهِ لَنَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اقُوْلُ قَالَ رسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُ لَنَمْنَعُهُنَّا ؟

(১৩৩৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা তোমাদের নারীদেরকে তাদের মসজিদে যাওয়ার অধিকার থেকে বাধা দিও না। যখন তারা তোমাদের কাছে অনুমতি চাইবে।

তখন বেলাল (আব্দুল্লাহর ছেলে) বললেন—আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিব। একথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বললেন, আমি রাসূল (সা) থেকে বলছি যে, রাসূল (সা) বলেছেন। অথচ তুমি বলছো আমরা অবশ্যই বাধা দিব। [মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, বায়হাকী ও তাবারানী।]

(١٣٣٥) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ) قَالَ كَانَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَجُلاً غَيُوراً فَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّبَعَتْهُ عَاتِكَةُ ابْنَةُ زَيْدٍ فَكَانَ يَكْرَهُ خُرُوجَهَا وَيَكْرَهُ مَنْعَهَا وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا إِسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاءُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَتَمْنَعُوْهُنَّ ـ

(১৩৩৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) ছিলেন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মানুষ। তিনি যখন সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যেতেন তখন আতিকা বিন্‌তে যায়িদ তাঁর পিছু নিতো। তিনি এটি অপছন্দ করতেন আবার তাকে নিষেধ করাটাও অপছন্দ করতেন এবং তিনি হাদীস বর্ণনা করে বলতেন, নবী (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের নারীরা মসজিদে (সালাতে) যাবার অনুমতি প্রার্থনা করবে তখন তোমরা তাদেরকে বাধা দিবে না। [হাদীসটি আবদুর রায্‌যাক তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।]

(١٣٣٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا إِسْتَأْذَنَتْ اَحَدَكُمْ إِمْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِى الْمَسْجِدَ فَلاَ يَمْنَعُهَا، قَالَ وَكَانَتِ إِمْرَأَةٌ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ تُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهَا إِنَّكَ لَتَعْلَمِيْنَ مَا أُحِبُّ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لاَ أَنْتَهِىْ حَتّٰى تَنْهَانِىْ قَالَ فَطُعِنَ عُمَرُ وَإِنَّهَا لَفِى الْمَسْجِدِ

(১৩৩৬) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের কারো স্ত্রী তাঁর নিকট থেকে মসজিদে যাবার অনুমতি চায় তখন সে তাকে বাধা দিবে না। রাবী বলেন, উমর (রা)-এর স্ত্রী মসজিদে সালাত আদায় করতেন। উমর (রা) তাঁকে বললেন, তুমি তো জান আমি কি পছন্দ করি? তখন তিনি (স্ত্রী) জবাবে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমাকে তুমি নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি এ কাজ থেকে বিরত হব না। রাবী বলেন– উমর (রা.)-কে যখন আঘাত করা হয় তখনও তিনি (তাঁর স্ত্রী) মসজিদে। [বুখারী মুসলিম ও বায়হাকী।]

(٢) بَابُ مَنْعِهِنَّ مِنَ الْخُرُوْجِ اذَا خَشَى مِنْهُ وَالْفِتْنَةَ وَفَضْلُ مَلاَتِهِنَّ وَبُيُوْهِنَّ

(২) অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনার আশংকা থাকলে নারীদেরকে জামাআতে যেতে বাধা প্রদান প্রসঙ্গে অধ্যায় (এবং তাদের গৃহে সালাত আদায়ের ফযীলত)

(١٣٣٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُوَيْدِ الْأَنْصَارِىِّ عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ حُمَيْدٍ إِمْرَأَةِ أَبِى حُمَيْدِ السَّاعِدِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى أُحِبُّ الصَّلاَةَ مَعَكَ، قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّيْنَ الصَّلاَةَ مَعِى، وَصَلاَتُكِ فِى بَيْتِكِ خَيْرٌ لَّكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى حُجْرَتِكِ، وَصَلاَتُكِ فِى حُجْرَتِكِ خَيْرٌلَّكِ مِنْ صَلاَتِكِ مِنْ دَارِكِ، وَصَلاَتُكِ

فِى دَارِكِ خَيْرٌ لَّكِ مِنْ صَلاَتِكِ مِنْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلاَتُكِ فِى مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَّكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى مَسْجِدِى، قَالَ فَأَمَرَتْ فَبُنِىَ لَهَا مَسْجِدٌ فِى أَقْصَى شَيْئٍ مِنْ بَيْتِهَا وَاَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّى فِيْهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ

(১৩৩৭) আবূ হুমাইদ আস-সায়িদী-এর স্ত্রী উম্মে হুমাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি নবী (সা)-এর কাছে আসলেন– বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার সাথে (মসজিদে) সালাত আদায় করতে পছন্দ করি। রাসূল (সা) বললেন, আমি জানি যে, তুমি আমার সাথে সালাত আদায় করতে পছন্দ কর, কিন্তু তোমার ঘরের কোণের সালাত অভ্যর্থনা কক্ষের সালাত অপেক্ষা উত্তম এবং তোমার বারান্দার সালাত তোমার হুজরার সালাত অপেক্ষা উত্তম, তোমার হুজরার সালাত তোমার গৃহের সালাত অপেক্ষা উত্তম, তোমার গৃহের সালাত তোমার কাওমের মসজিদের সালাত অপেক্ষা উত্তম, তোমার কাওমের মসজিদের সালাত আমার মসজিদের (মসজিদে নববী) সালাত অপেক্ষা উত্তম। রাবী বলেন, এরপর তিনি নির্দেশ দিলেন, ফলে তাঁর জন্য তাঁর বাড়ির একেবারে অভ্যন্তরে অন্ধকার স্থানে একটি নামাযের স্থান তৈরী করা হল। তিনি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত ঐ স্থানেই সালাত আদায় করতেন।

[তাবারানী, ইবনে খুযাইমা ও ইবনে হাব্বান।]

(١٣٣٨) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوْتِهِنَّ.

(১৩৩৮) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (রাসূল (সা) বলেন, নারীদের সর্বোত্তম মসজিদ হচ্ছে, তাদের গৃহের কুঠরী।

[তাবারানী, ইবনে হুযাইমা ও হাসেম। তিনি এবং সাহাবী কোন মন্তব্য করেন নি। সুতরাং হাদীসটি সহীহ বলে প্রতীয়মান হয়।]

(١٣٣٩) عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلًى لأَبِى رُهْمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَقِىَ إِمْرَأَةً فَوَجَدَ مِنْهَا رِيْحَ إِعْصَارٍ طَيِّبَةً فَقَالَ لَهَا أَبُوْهُرَيْرَةَ الْمَسْجِدَ تُرِيْدِيْنَ؟ قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ إِمْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ فَيَقْبَلُ اللّٰهُ لَهَا صَلاَةً حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ إِغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ فَاذْهَبِى فَاغْتَسِلِى، (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ يَرْفَعُهُ) أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا مُتَطَيِّبَةً تُرِيْدُ الْمَسْجِدَ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا صَلاَةً حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

(১৩৩৯) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (পথে) এক মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন তিনি তার শরীর থেকে সুবাসিত সুগন্ধি পেলেন। তখন আবূ হুরায়রা (রা) তাঁকে বললেন, তুমি কি মসজিদে যাচ্ছ? মহিলাটি জবাব দিল, হ্যাঁ। আবূ হুরায়রা জিজ্ঞেস করলেন, মসজিদে যাবার জন্যই কি সুগন্ধি লাগিয়েছ? সে জবাব দিল, হ্যাঁ। এরপর আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, রাসূল (সা) বলেছেন, এমন কোন মহিলা নাই যে সুগন্ধি লাগিয়ে আসে আর আল্লাহ সালাত কবূল করেন, যতক্ষণ না জানাবতের গোসলের ন্যায় গোসল করে। অতএব, তুমি যাও এবং গোসল করে আস।

(উক্ত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অন্য সনদে মারফু' বর্ণিত।) যে মহিলা তার বাড়ী থেকে সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় আল্লাহ্ তার সালাত কবূল করবেন না যতক্ষণ না সে ফিরে আসে এবং তার জন্য জানাবতের গোসলের ন্যায় গোসল না করে।

[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ। হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।]

(١٣٤٠) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا إِمرَأَةٍ اَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدَنَّ عِشَاءَ اَلْأَخِرَةِ

(১৩৪০) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে মহিলা সুগন্ধ জাতীয় দ্রব্য (শরীরে) লাগিয়েছে সে যেন ইশার সালাতে হাযির না হয়। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী।]

(١٣٤١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَوْ رَأَى حَالَهُنَّ الْيَوْمَ مَنَعَهُنَّ

(১৩৪১) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন– তোমরা আল্লাহ্র বান্দীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে বাধা দিও না। আর তারা মসজিদে যাবে সুগন্ধিমুক্ত অবস্থায়। আয়িশা (রা) বলেন– যদি নবী (সা) আজকের দিনের নারীদের এই অবস্থা দেখতেন তবে তাদের মসজিদে যেতে বারণ করতেন।

[আহমদ আবদুর রাহমান আল বান্না বলেন, আমি আয়িশার এ হাদীস অন্যত্র পাইনি। তবে অনুরূপ হাদীস বুখারী ও মুসলিম ইবনু উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও আবূ দাউদ, বায়হাকী, ইবনু খুযাইমা, দারেমী প্রমুখ অনুরূপ হাদীস আবূ হুরায়রা (রা)-এর সনদে বর্ণনা করেছেন।]

(١٣٤٢) عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَحْىَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَأَى مِنَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْنَا لَمَنَعَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ لَمَا مَنَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيْلَ نِسَاءَهَا قُلْتُ لِعَمْرَةَ وَمَنَعَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ نِسَاءَهَا قَالَتْ نَعَمْ.

(১৩৪২) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আজকে আমরা নারী সমাজের যে অবস্থা দেখছি, তা যদি রাসূল (সা) দেখতেন, তবে অবশ্যই তিনি নারীদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করে দিতেন। যেমন বনী ইসরাঈল তাদের মেয়েদেরকে বারণ করেছিল। রাবী বলেন, আমি আমরা (আয়িশা থেকে বর্ণনাকারীণী)-কে জিজ্ঞেস করলাম, বনী ইসরাঈল তাদের মেয়েদেরকে কি বারণ করেছিল? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

[এ হাদীসটি মুসন্নাফে আবদুর রাযযাকে আয়িশা থেকে অন্য এক সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।]

(٣) بَابٌ فِى أَدَابِ تَتَعَلَّقُ م خُجُرُوْجِهِنَّ وَصَلاَتُهُنَّ فِى الْمَسْجِدِ

(৩) অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের মসজিদ যাওয়া ও তথায় সালাত আদায়ের শিষ্টাচার প্রসঙ্গে

(١٣٤٣) عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِى عَنْ زَيْنَبُ الثَّقَفِيَّةَ إِمرَأَةَ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِذَا خَرَجَتْ إِحْدَاكُنَّ الَى الْعِشَاءِ فَلاَتَمَسَّ طِيْبًا

(১৩৪৩) আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদের স্ত্রী জয়নব আছ ছাকাফিয়া থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাকে বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ইশার জামা'আতে আসবে তখন যেন সে সুগন্ধি স্পর্শ না করে। [মুসলিম ইত্যাদি।]

(١٣٤٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَت كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّيْنَ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَاةَ ثُمَّ يَخْرُجْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ لاَ يُعْرَفْنَ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ نِسَاءَ مِنَ

الْمُومِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ، وَمَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْغَلَسِ

(১৩৪৪) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নারীরা রাসূল (সা)-এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করতো, অতঃপর তাদের চাদর মুড়ি দিয়ে বের হয়ে যেত (তখন) তাদেরকে চেনা যেত না।

(উক্ত আয়িশা (রা) থেকে অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে) কিছু মু'মিন নারী রাসূল (সা)-এর সাথে তাদের চাদর মুড়ি দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করতো, অতঃপর তারা স্ব স্ব পরিবারের কাছে ফিরে যেত কিন্তু অন্ধকারের কারণে তাদেরকে কেউ চিনতে পারত না। [বুখারী, মুসলিম ও চার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত আছে।]

(١٣٤٥) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ ذَوِىْ حَاجَةٍ يَأْتَزِرُوْنَ بِهٰذِهِ النَّمِرَةِ فَكَانَتْ إِنَّمَا تَبْلُغُ أَنْصَافَ سُوْقِهِمْ أَوْ نَحْوَ ذَالِكَ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَعْنِى النِّسَاءَ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتّٰى نَرْفَعُ رُؤُسَنَا كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ صِغَرِ أُزُرِهِمْ.

(১৩৪৫) আসমা বিন্‌তে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানরা বেশ অর্থ সংকটে ছিল, তারা শুধুমাত্র এ 'নামিরা'[১] নামক লুঙ্গি ব্যবহার করতো। তা কেবল তাদের নালী (হাঁটু থেকে টাখনু পর্যন্ত স্থান) কিংবা অনুরূপ পর্যন্ত ঢাকতো। তখন আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে নারী আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে অর্থাৎ যে নারী এ বিশ্বাস রাখে, সে যেন ততক্ষণ পর্যন্ত (সিজদা থেকে) মাথা না উঠায় যতক্ষণ না আমরা মাথা উঠাই। যেন তারা বস্ত্র স্বল্পতার কারণে পুরুষের কোন গোপন অঙ্গ দেখতে না পারে।
[আবূ দাউদ। এ হাদীসের সনদে একজন অজ্ঞাত রাবী আছেন।]

(١٣٤٦) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِى أُزُرِهِمْ عَلَى رِقَابِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ فَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لَاتَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتّٰى يَسْتَوِىَ الرِّجَالُ جُلُوْسًا

(১৩৪৬) সাহ্‌ল ইবনে সাদ আস'সা'ঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর সাথে কিছু লোক শিশুদের ন্যায় তাদের ঘাড়ের উপর লুঙ্গিতে গিঁট দিয়ে সালাত আদায় করতেন। (কাপড়ের স্বল্পতার কারণে তারা তা করতেন।) সেজন্য নারীদেরকে বলে দেয়া হল, যতক্ষণ না পুরুষরা সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে বসবে ততক্ষণ তোমরা সিজদা থেকে মাথা উঠাবে না। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও বায়হাকী।]

(١٣٤٧) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النِّسَاءَ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ثَبَتَ مَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللّٰهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ

(১৩৪৭) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– নারীরা রাসূলের যুগে তিনি যখন ফরয সালাতের সালাম ফিরাতেন তখন তারা সবাই উঠে পড়তো (এবং চলে যেত)। আর রাসূল (সা) বসে থাকতেন, এবং তাঁর সাথে সেসব পুরুষ সালাত আদায় করতেন তারাও বসে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী থাকতেন। অতঃপর রাসূল (সা) যখন দাঁড়িয়ে যেতেন তারাও দাঁড়িয়ে যেতেন। [বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ও ইবনে আবূ শায়বা।]

(٤) بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ الْأَبْعَدِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدْ -

(৪) অনুচ্ছেদ ঃ দূরের মসজিদ এবং মসজিদের দিকে বেশী পদক্ষেপের ফযীলত প্রসঙ্গে

(١٣٤٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ افْضَلُ اَجْرًا

(১৩৪৮) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, দূর থেকে দূরবর্তী মসজিদে গমন অধিক সওয়াব প্রাপ্তির কারণ। [আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও হাসেম, তিনি বলেন, হাদীসটি সহীহ্ ও مَدَنِى الْإِسْنَادِ]

(١٣٤٩) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا سَمِعَ النَّبِيَّ صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ كَثْرَةِ خُطَا الرَّجُلِ اِلَى الْمَسْجِدِ شَيْئًا؟ فَقَالَ هَمَمْنَا اَن نَنْتَقِلَ مِنْ دُوْرِنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لِقُرْبِ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ، وَقَالَ لا تُعْرُوا الْمَدِيْنَةَ فَإِنَّ لَكُمْ فَضِيْلَةً عَلَى مَنْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةً، (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ أَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدْ فَبَلَغَ ذَالِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُ بَلَغَنِىْ أَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ؟ قَالُوا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَدْنَا ذَالِكَ فَقَالَ يَابَنِى سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ أَثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ أَثَارُكُمْ.

(১৩৪৯) আবূ যুবায়ের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবিরকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি রাসূল (সা)-কে কোন ব্যক্তির মসজিদের দিকে বেশী পদক্ষেপের ব্যাপারে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, মদীনায় আমাদের বাড়ি মসজিদের নিকট বাড়ি করার জন্য স্থান পরিবর্তন করতে একটু চাইতাম। তখন রাসূল (সা) আমাদেরকে ধমকের স্বরে নিষেধ করলেন এবং বললেন, তোমরা মদীনাকে বিরাণ করে দিও না। কেননা যাদের বাড়ি মসজিদের নিকটে তাদের চেয়ে তোমাদের জন্য প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে রয়েছে একটা করে ফযীলত (সাওয়াব)।

দ্বিতীয় এক সূত্রে আবূ নাদরা জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মসজিদের পার্শ্বের স্থান শুন্য হল তখন বনু সালমা মসজিদের নিকটে তাদের বাড়ী ঘর নিয়ে আসার ইচ্ছা করল। ব্যাপারটা রাসূল (সা) অবগত হলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, তোমরা তোমরা বাড়ীঘর মসজিদের নিকটবর্তী নিয়ে আসতে চাও? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা এমনটি ইচ্ছা পোষণ করেছি। রাসূল (সা) বললেন, হে বনু সালমা, তোমাদের বাড়ীঘর থেকেই তোমাদের পদক্ষেপ লেখা হবে। তোমাদের বাড়ী হতেই তোমাদের পদক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা হবে।

[হাদীসটির প্রথম সনদে ইবন্ লুহাইয়া আছে। ইমাম মুসলিমও অত্র হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর দ্বিতীয় সূত্রের হাদীসটি মুসলিম ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন।]

(١٣٥٠) وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِنَحْوِهِ وَمِنْهُ بَلَغَ ذَالِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَرِهَ اَنْ تَعْرَى الْمَدِيْنَةُ فَقَالَ يَابَنِى سَلِمَةَ أَلَاتَحْتَسِبُوْنَ أَثَارَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ؟ قَالُوْا بَلَى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَأَقَامُوْا

(১৩৫০) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরও আছে, "এ সংবাদ রাসূল (সা)-এর কাছে পৌঁছে। তখন তিনি মদীনাকে বিরাণ করা অপছন্দ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে বনু সালমা! তোমরা কি মসজিদের দিকে তোমাদের পদক্ষেপের হিসাব কর না? তাঁরা বললো, জ্বি হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! এরপর তারা সেখানে রয়ে গেলেন। [বুখারী।]

(١٣٥١) عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ لاَ أَعْلَمُ رَجُلاً كَانَ أَبْعَدَ مِنْهُ مَنْزِلاً أَوْ قَالَ دَارًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ (زَادَ فِى رِوَايَةٍ قَالَ فَكَانَ يَحْضُرُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهُنَّ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقِيْلَ لَهُ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا فَرَكِبْتَهُ فِى الرَّمْضَاءِ وَالظُّلُمَاتِ؟ فَقَالَ مَا يَسُرُّنِى أَنَّ دَارِىْ أَوْ مَنْزِلِى إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَنُمِىَ الْحَدِيْثُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ مَا يَسُرُّنِى أَنَّ مَنْزِلِى او قَالَ دَارِىْ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ يُكْتَبَ إِقْبَالِى إِذَا أَقْبَلْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِى إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِى قَالَ أَعْطَاكَ اللّٰهُ ذَالِكَ كُلَّهُ، أَوْ أَنْطَاكَ اللّٰهُ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ -

(১৩৫১) আবূ উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি উবাই ইবন্ কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মদীনার এক লোকের বাসা আমার জানা মতে অন্য কারো বাসা তার বাসার চেয়ে বেশী দূরে ছিল না। অথবা বললেন, মসজিদ থেকে তার বাড়ীর চেয়ে (বেশী দূরে আর কারো বাড়ী ছিল না) অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন। লোকটি প্রত্যেক সালাতে নবী (সা)-এর সাথে হাযির থাকতেন। তাঁকে বলা হলো, তুমি যদি একটি গাধা কিনতে তবে প্রচণ্ড তাপের সময় বা অন্ধকারের সময় তাতে আরোহণ করে (মসজিদে) আসতে পারতে। তিনি জবাবে বললেন, আমার বাড়ী বা ঘর মসজিদের পাশে হোক তা আমার পছন্দ নয়। এ খবর রাসূল (সা)-এর নিকটে পৌঁছল। তিনি (সা) বললেন, "তোমার বাড়ী মসজিদের পাশে হোক এটা তোমার পছন্দ নয়" এর দ্বারা তোমার কি উদ্দেশ্য? তিনি জবাবে বললেন, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি যখন মসজিদে যাব তখন আমার যাওয়া এবং যখন মসজিদ থেকে বাড়ীতে ফিরব তখন আমার ফেরার প্রতিটি পদক্ষেপ লেখা হোক। রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ তোমাকে এর প্রত্যেকটির সওয়াব প্রদান করুন। অথবা বললেন, তুমি যা হিসাব করেছ, তিনি তার সব কয়টি তোমাকে দান করুন। [মুসলিম ও ইবন্ মাজাহ্।]

(٥) بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْجَمَاعَةِ بِالسَّكِيْنَةِ

(৫) ধীরপদে জামা'আতে উপস্থিত হওয়ার ফযীলতের অধ্যায়

(١٣٥٢) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَلٰكِنِ ائْتُوْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا (وَفِى رِوَايَةٍ أُخْرٰى) فَاقْضُوْا بَدَلَ قَوْلِهِ فَأَتِمُّوْا (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ) فَصَلُّوْا مَا ادْرَكْتُمْ وَاَقْضُوْا مَاسَبَقَكُمْ.

(১৩৫২) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, সালাতের জামা'আত দাঁড়িয়ে যায় তখন তোমরা দৌড়াদৌড়ি করে (মসজিদে) যাবে না বরং মসজিদে আসবে তা অবশ্যই ধীরপদে, সুতরাং তোমরা জামা'আতের/সালাতের যতটুকু পাবে তা পড়ে নিবে আর যা ছুটে যাবে তা (সালামের পর) পূর্ণ করে নিবে। অন্য এক বর্ণনায় 'পূর্ণ করার' স্থলে আদায় করা শব্দ এসেছে। [হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ইবন্ মাজাহ্ ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে।]

উক্ত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অন্য এক সনদে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, আর তাতে এও উল্লেখ করা হয়েছে, তুমি সালাত আদায় করে নিবে, যতটুকু পাবে আর যতটুকু গত হয়েছে বা ছুটে চলে গিয়েছে তা কাযার মত পড়ে নিবে।

(١٣٥٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى دَعَاهُمْ فَقَالَ مَا شَانُكُمْ؟ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِسْتَجْلَبْنَا اِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ فَلَاتَفْعَلُوْا إِذَا اَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُم السَّكِيْنَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَتِمُّوْا

(১৩৫৩) আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমরা নবী (সা) -এর সাথে সালাত আদায় করছিলাম। (সালাতের মধ্যেই) তিনি কিছু মানুষের (তাড়াহুড়ামূলক) চিৎকার শুনতে পেলেন। অতঃপর তাঁর সালাত সমাপনান্তে তাদের ডাকলেন এবং বললেন, তোমাদের ব্যাপার কি? (যে এরূপ চিৎকার করছিলে)। তারা বললো– হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমরা জামা'আতে যোগ দেবার ব্যাপারে তাড়াহুড়াজনিত হৈচৈ করছিলাম, রাসূল (সা) বললেন, তোমরা এমনটি করবে না, বরং তোমরা যখন সালাতে আসবে তখন শান্তভাবে ধীরপদে আসবে। এতে যতটুকু পাবে তা আদায় করে নিবে আর যেটুকু ছুটে যাবে তা পূর্ণ করে নিবে (ইমামের সালাম ফিরাবার পরে।) [হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٣٥٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ قَالَ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى فَانْتَهَى وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ أَوِ انْبَهَرَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ؟ فَإِنَّهُ قَالَ خَيْرًا أَوْ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا، قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا أَسْرَعْتُ الْمَشْىَ فَانْتَهَيْتُ اَلَى الصَّفِّ فَقُلْتُ الَّذِىْ قُلْتُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ إِثْنَى عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا، ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَمْشِ عَلَى هِيْنَتِهِ فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَاسَبَقَهُ –

(১৩৫৪) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতের জামা'আত শুরু হয়ে গেল অতঃপর এক ব্যক্তি দৌড়াদৌড়ি, জামা'আতে যোগ দিল এ অবস্থায় সে হাঁপিয়ে উঠল। অতঃপর যখন সে সালাতের কাতারে পৌছল, সে বলে উঠল সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, আমি তাঁর প্রশংসা করছি অতি মাত্রায় এবং তাতে পবিত্রতা ও বরকত কামনা করছি। অতঃপর রাসূল (সা) যখন সালাত সমাপ্ত করলেন, তখন বললেন, তোমাদের কে ঐ উক্তিটি করেছে? সবাই নিরুত্তর রইল। তিনি পুনর্বার বললেন, তোমাদের কে ঐ উক্তিটি করেছে? সবাই নিরুত্তর রইল। তিনি পুনর্বার বললেন, তোমাদের কে ঐ উক্তি করেছে? সে নিশ্চয়ই ভাল বলেছে অথবা (তিনি বললেন) সে ক্ষতিকর কিছু বলে নি। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তাড়াহুড়া করে এসে সালাতের কাতারে শামিল হয়েছি, সুতরাং তখন আমি উক্ত কথা বলেছি। রাসূল (সা) বললেন, আমি দেখলাম যে, বার জন ফেরেশতা উক্ত উক্তির সাওয়াব নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে যে, কে সেটিকে আসমানে নিয়ে যাবে? অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, তোমাদের কেউ যখন জামাআতে আসে সে যেন আস্তে সুস্থে আসে। আর সে সালাতের যতটুকু পাবে আদায় করবে আর যতটুকু ছুটে যাবে তা (সালামের) পরে আদায় করবে। [হাদীসটি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٣٥٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِمْشُوْا إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ مِنَ الْهُدٰى وَسُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(১৩৫৫) আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা মসজিদে যাও (জামা'আতে সালাত আদায়ের জন্য) কেননা সেটাই হিদায়াত ও মুহাম্মদ (সা)-এর সুন্নাত।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন-- আমি হাদীসটির উপর নির্ভর করতে পারি না।]

(١٣٥٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ فَخَطْوَةٌ تَمْحُوْ سَيِّئَةً وَخَطْوَةٌ تُكْتَبُ حَسَنَةً ذَاهِبًا وَرَاجِعًا

(১৩৫৬) আব্দুল্লাহ ইবন্ আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে জামা'আতের উদ্দেশ্যে গমন করে তার যাতায়াতের সময় তার একটি পদক্ষেপে একটি পাপ মুছে ফেলা হয় এবং একটি পদক্ষেপে একটি পুণ্য লিপিবদ্ধ হয়।

[হাদীসটি তাবারানী ও ইবন্ হাব্বান তাঁদের সহীহদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও মুনযেরী হাদীসটি الترغيب والترهيب-এ বর্ণনা করেছেন।]

(١٣٥٧) عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لاَ يَعْجَلُ أَحَدُكُمْ عَنْ طَعَامِهِ لِلصَّلاَةِ، قَالَ وَكَانَ إِبْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ الإِقَامَةَ وَهُوَ يَتَعَشَّى فَلاَ يَعْجَلُ

(১৩৫৭) নাফে' থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা সালাতের (জামা'আতের) জন্য খাবারে তাড়াহুড়া করবে না। অর্থাৎ জামা'আত ছুটে যাবার ভয়ে তাড়াহুড়া করে খাবে না। নাফে' বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) ইকামাত শুনতে পেতেন এমতাবস্থায় তিনি রাতের খাবার খাচ্ছিলেন কিন্তু তিনি তাড়াহুড়া করতেন না। [হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।]

(٤) بَابُ مَنْ مَشَى إِلَى الْجَمَاعَةِ كَمَا أُمِرَ فَسَبَقَ بِهَا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَدْرَكَهَا

(৪) অধ্যায় ঃ যে ব্যক্তি জামাতের উদ্দেশ্যে নির্দেশ মাফিক মসজিদে গেল অথচ তার থেকে জামা'আত ছুটে গেল তথাপিও সে জামা'আতে অংশগ্রহণকারীর ন্যায় সাওয়াব পাবে

(١٣٥٨) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْصَلَّوْا أَعْطَاهُ اللّٰهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا أَوْ حَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا

(১৩৫৮) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করল এবং মসজিদে গমন করল কিন্তু মসজিদে গিয়ে দেখল মানুষেরা সালাত সম্পন্ন করে ফেলেছে তথাপিও আল্লাহ্ তাকে এমন সাওয়াব দিবেন যা জামা'আতে সালাত আদায়কারীগণ এবং জামা'আতে অংশগ্রহণকারীগণকে দিবেন। কিন্তু এতে তাদের কারোর সাওয়াবে কোন কমতি হবে না।

[হাদীসটি নাসায়ী, বায়হাকী ও মুয়াত্তা মালিকে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٣٥٩) ز وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِيْ صَلَاةٍ إِذَا مَاكَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ

(১৩৫৯) যা ঃ উক্ত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন সালাতের ইকামাত হয়ে যাবে তখন তোমরা দৌড়াদৌড়ি করে জামা'আতে আসবে না বরং তোমাদের উচিত হচ্ছে– ধীরস্থিরভাবে আসা। সুতরাং জামা'আতের যেটুকু পাবে তা পড়ে নিবে আর যা ছুটে যাবে তা (সালামান্তে) পূর্ণ করে নিবে। কেননা তোমাদের কেউ যখন সালাতের জামা'আতের ইচ্ছা করে তখন থেকেই সে জামা'আতের মধ্যে গণ্য হয়। [হাদীসটি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।]

(أَبْوَابُ الْإِمَامَةِ وَصِفَةُ الْأَئِمَّةِ وَأَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِهِمْ)

ইমামতি, ইমামের গুণাবলী ও তৎসংশ্লিষ্ট আহ্কামসমূহের ব্যাপারে অধ্যায়সমূহ

(١) بَابُ ٱلْإِمَامُ ضَامِنٌ وَمَاجَاءَ فِي إِمَامَةِ الْفَاسِقِ

(১) অধ্যায় ঃ ইমাম জামিনদার হওয়া এবং ফাসিকের ইমামতির ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে

(١٣٦٠) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُوتَمَنٌ (وَفِى لَفْظِ اَمِيْنٌ) اَللّٰهُمَّ ارْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ

(১৩৬০) আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (সা) বলেছেন, ইমাম জামিনদার এবং মুয়ায্যিন আমানতদার। (কোন বর্ণনায় مُؤْتَمَنٌ -এর পরিবর্তিত أَمِيْنٌ এসেছে।) হে আল্লাহ্! ইমামদের সৎপথে রাখ এবং মুয়ায্যিনদের ক্ষমা করে দাও। [হাইছুমী বলেন, হাদীসটি বায্যার বর্ণনা করেছেন। এর সনদের সকল রাবীই বিশ্বস্ত।]

(١٣٦١) عَنْ اَبِى عَلِىٍّ الْهَمْدَانِىِّ قَالَ خَرَجْتُ فِىْ سَفَرٍ وَمَعَنَا عُقْبَةُ اَبْنُ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمَّنَا فَقَالَ لَا إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَاتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ

(১৩৬১) আবূ আলী আল হামাদানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা এক সফরে রওয়ানা করলাম। আমাদের সাথে উকবা ইবন্ আমির (রা)। আমরা তাঁকে বললাম, রাসূল (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে আল্লাহ্ আপনাকে রহম করেছেন। সুতরাং আপনিই আমাদের ইমামতি করুন। তিনি বললেন, না। নিশ্চয়ই আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ইমামতি করে সে সালাতের ওয়াক্ত হওয়া মাত্র যথাযথভাবে সালাত সম্পন্ন করে দেয় তবে তা তার এবং মুক্তাদীদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে (কারো কোন জবাবদিহিতা থাকবে না)। আর যদি এ থেকে সামান্যতমও ত্রুটি হয়ে যায় তবে তার দায়িত্ব বর্তাবে ইমামের উপর মুক্তাদীদের উপর নয়।
[হাদীসটি আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ ও মুয়াত্তা মালিকে বর্ণিত হয়েছে। আহমদ বলেন, হাদীসটি বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ্।]

(١٣٦٢) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّوْنَ بِكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَؤُا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

(১৩৬২) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ইমামরা তোমাদের পড়িয়ে দেয় যদি তারা ঠিকভাবে তা করে তবে তা তোমাদের ও তাদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি ভুল করে তবে তা তোমাদের হয়ে যাবে, দায়-দায়িত্ব রয়ে যাবে তাদের।

[আবদুর রহমান আল-বান্না বলেন, আমি এর উপর নির্ভর করতে পারি না। যদিও এর সনদ جيد]

(١٣٦٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُوْنَ اَقْوَامًا يُصَلُّوْنَ صَلاَةً لِغَيْرِ وَقْتِهَا فَإِذَا أَدْرَكْتُمُوْهُمْ فَصَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ فِى الْوَقْتِ الَّذِىْ تَعْرِفُوْنَ ثُمَّ صَلُّوْا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوْهَا سُبْحَةً.

(১৩৬৩) আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসুল (সা) বলেছেন, সম্ভবত তোমাদের সাক্ষাৎ ঐ সব মানুষের সাথে যারা সালাতকে তার সময় ব্যতিরেকে অন্য সময়ে (অর্থাৎ বিলম্বে) আদায় করবে। অতএব তোমরা যদি তাদেরকে পেয়ে যাও তবে তোমরা তোমাদের গৃহেই সালাত যথাসময়ে আদায় করে নিবে। অতঃপর তাদের সাথে সালাতের জামাতে যোগ দিবে এবং সেটাকে নফল স্থির করে নিবে। (অর্থাৎ এতে সালাত যথাসময়ে আদায় করা হবে জামা'আতের সাওয়াবও অর্জন করা যাবে[১]।) [হাদীসটি অনুরূপ অর্থে মুসলিমে ও আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٣٦٤) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَلِى أَمْرَكُمْ مِنْ بَعْدِىْ رِجَالٌ يُطْفِئُوْنَ السُّنَّةَ وَيُحَدِّثُوْنَ بِدْعَةً وَيُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ مَوَاقِيْتِهَا، قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِىْ إِذَا اَدْرَكْتُهُمْ؟ قَالَ لَيْسَ يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ طَاعَةٌ لِمَنْ عَصَى اللّٰهَ قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَسَمِعْتُ أَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ مِثْلَهُ ١

(১৩৬৪) উক্ত আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, খুব শীঘ্রই আমার পরে তোমাদের নেতৃত্বে আসীন হবে এমন কিছু মানুষ, যারা সুন্নাতকে নিভিয়ে দিবে (মিটিয়ে দিবে), বিদ'আতকে প্রচলিত করবে এবং তারাই সালাতকে যথাসময়ের পরে বিলম্বে আদায় করবে। আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি তাদের সাক্ষাৎ পেয়ে যাই তবে কি করব? রাসূল (সা) বললেন, হে ইবন্ মাসউদ! আল্লাহ্র নাফরমানদের আনুগত্য জরুরী নয়। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা) বলেন, আমি অনুরূপ বক্তব্য মুহাম্মদ ইব্নুস সাবাহ'-এর কাছ থেকেও শুনেছি। [এটি আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদের উপনাম।]

(٢) بَابُ مَنْ اَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ

(২) পরিচ্ছেদ ঃ ইমামতের অধিক যোগ্য কে?

(١٣٦٥) عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ الْبَدْرِىِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَءُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمُّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ فِىْ أَهْلِهِ وَلاَ فِىْ سُلْطَانِهِ وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِىْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (وَعَنْهُ بِطَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ) فَإِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ (وَفِيْهِ اَيْضًا) وَلاَ تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِىْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ

---

১. এ হাদীস ফরয সালাত দুইবার আদায় জায়েয হওয়ার দলিল। তবে প্রথমবারেই তার ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে। দ্বিতীয়বারেরটি হবে সুন্নাত বা নফল।

(১৩৬৫) বদরী সাহাবী আবূ মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) বলেছেন, গোত্রের ইমামতি করবে সে, যার কিতাবুল্লাহ্‌র পঠন পাঠন অতিশুদ্ধ। ইমামতির ক্ষেত্রে কিরাতই অগ্রাধিকার যোগ্য। গোত্রের সবাই যদি কিরাতের ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের হয় তবে তাদের ইমামতি করবে তাদের মধ্যে যে আগে হিজরত করেছে। হিজরতের দিক থেকেও যদি কেউ সমপর্যায়ের হয় তবে তাদের ইমামতি করবে তাদের মধ্য থেকে যে বয়সে বড়। আর কোন ব্যক্তি অন্যের পরিবারে বা অন্যের এলাকায় ইমামতি করবে না (কেননা পরিবারে সেই পরিবারের লোকজনই এবং এলাকায় সে এলাকার প্রশাসক ইমামতির অধিক হকদার)। আর কারো বাড়িতে গৃহকর্তার অনুমতি ব্যতীত তাদের কোন আসনে বসবে না। উক্ত আবূ মাসউদ থেকে অন্য সনদে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যাতে একথা রয়েছে যদি কিরাতের ক্ষেত্রে তারা সবাই সমপর্যায়ের হয় তবে তাদের মধ্যে যে সুন্নাত সম্পর্কে বেশী জ্ঞান রাখে সেই ইমামতি করবে। সেখানে আরো রয়েছে, আর তুমি কারো গৃহের আসনে বসবে না যতক্ষণ না তোমাকে বসার অনুমতি দেয়া হয়।

[এ হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٣٦٦) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُوْا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَءُهُمْ

(১৩৬৬) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যখন তাদের (কোন জনগোষ্ঠীর বিশেষত সফরে) পরিমাণ হবে তিনজন, তখন যেন তারা তাদের একজনকে ইমাম বানিয়ে নেয়। আর ইমামতির অধিক হকদার হচ্ছে তাদের মধ্যে কিরাতে যে বেশী ভাল।

[হাদীসটি মুসলিম আবূ দাউদ, ইবন্ মাজাহ ও ইবন্ হাব্বানে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٣٦٧) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَءُهُمْ لِلْقُرْاٰنِ.

(১৩৬৭) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা) বলেন, গোত্রের ইমামতি করবেন তিনি, যিনি কুরআন তিলাওয়াতে বেশী ভাল। [হাদীসটি মুসলিম ও নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٣٦٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ تَاتِيْنَا الرُّكْبَانُ مِنْ قِبَلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَقْرِئُهُمْ فَيُحَدِّثُوْنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْاٰنًا

(১৩৬৮) আমর ইবন্ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে কিছু আরোহী আসল আমরা তাদের কাছ থেকে কুরআন শিখছিলাম। তারা আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করলেন যে, নিশ্চয়ই রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের মাঝে যে বেশী বেশী কুরআন জানে সে-ই ইমামতি করবে।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, আমি হাদীসটিতে নির্ভর করতে পারি না। ইমাম আহমদ বলেন, এর রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

(١٣٦٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى اَبِىْ حَدَّثَنَا سُرَيْرُ وَيُوْنُسُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ قَالَ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَقَالَ لَنَا لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلَادِكُمْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيْمًا فَعَلَّمْتُمُوْهُمْ، قَالَ سُرَيْجٌ وَأَمَرْتُمُوْهُمْ أَنْ يُصَلُّوا

صَلاَةً كَذَا حِيْنَ كَذَا، قَالَ يُوْنُسُ وَ مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلاَةً كَذَا فِيْ حِيْنَ كَذَا وَصَلاَةَ كَذَا فِيْ حِيْنِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنُ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ اَكْبَرُكُمْ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ خَالِدِ الْحِذَّاءِ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلِصَاحِبٍ لَهُ اذا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا وَاَقِيْمَا وَ قَالَ مَرَّةً فَاَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا قَالَ خَالِدٌ فَقُلْتُ لِأَبِيْ قِلاَبَةَ فَأَيْنَ الْقِرَاءَةُ؟ قَالَ إِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ (زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ) صَلُّوا كَمَا تَرَوْنِيْ أُصَلِّيْ.

(১৩৬৯) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ্, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, সুরাইজ ও ইউনুস তাঁরা দু'জনেই বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবন্ যায়িদ। তিনি আবূ কিলাবা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন আর তিনি বর্ণনা করেছেন মালিক ইবন্ হুয়াইরিছ আল-লাইছী (রা) থেকে। তিনি বলেন, আমরা যুবক অবস্থায় একবার নবী (সা)-এর দরবারে হাযির হলাম এবং তাঁর কাছে প্রায় ২০ দিন থাকলাম। এরপর রাসূল (সা) আমাদেরকে বললেন, তোমরা যদি তোমাদের দেশে ফিরে যাও তবে জাতির লোকজনকে (তোমরা যা শিখেছ তা) তোমরা শিক্ষা দিবে। মূলত রাসূল (সা) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু (তাই দেশে যাবার কথা বলেছিলেন)। সুরাইজ বলেন, তিনি বলেছেন, তোমরা তাদেরকে নির্দেশ দিবে যে, তোমরা সালাত এইভাবে এইভাবে আদায় কর। ইউনুস বলেন, তিনি বলেছেন, তোমরা তাদেরকে নির্দেশ দিবে তারা যেন এই সময়ে এই সালাত এবং ঐ সময়ে ঐ সালাত আদায় করে। অতএব যখনই সালাতের সময় উপস্থিত হবে তখনই তোমাদের মধ্য থেকে একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে। (অন্য সনদে এসেছে) খালিদ আল-হাজ্জা-আবূ কিলাবা থেকে এবং তিনি মালিক ইবন্ আল-হুরাইরিছ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই নবী (সা) তাঁকে এবং তাঁর সাথীকে বলেছেন, যখনই সালাতের সময় হবে তোমরা আযান দিবে এবং ইকামাত দিবে। তিনি আরেক সময় বলেছেন– তোমরা ইকামাত দিবে অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে। খালিদ বলেন, আমি আবূ কিলাবাকে বললাম, তবে কিরাআতের অবস্থান কোথায়? তিনি বললেন, ঐ দু'টোই কাছাকাছি পর্যায়ের (অর্থাৎ কখনো কিরাত প্রাধান্য পায় কখনো বয়স প্রাধান্য পায়)। (আরেক বর্ণনায় আরো এসেছে) তিনি বলেছেন, তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবেই তোমরা সালাত আদায় করবে।

[হাদীসটি তাবারানী তাঁর মু'জামুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন; এ হাদীসের সনদের রাবীগণ সহীহ্ হাদীসের সনদের রাবীদের ন্যায়।]

(١٣٧٠) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى أَبَا مُوْسَى الْأَشْعَرِيَّ فِيْ مَنْزِلِهِ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَقَالَ اَبُوْ مُوسٰى تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَإِنَّكَ أَقْدَمُ سِنًّا وَأَعْلَمُ قَالَ لاَ بَلْ تَقَدَّمْ أَنْتَ فَإِنَّمَا اَتَيْنَاكَ فِيْ مَنْزِلِكَ وَمَسْجِدِكَ فَأَنْتَ أَحَقُّ قَالَ فَتَقَدَّمَ أَبُوْ مُوسٰى خَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ مَا اَرَدْتَ إِلَى خَلْعِهِمَا؟ أَبِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ أَنْتَ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِي الْخُفَّيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

(১৩৭০) আব্দুল্লাহ্ ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার তিনি আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর বাড়িতে আসলেন, অতঃপর সালাতের ওয়াক্ত সমুপস্থিত হল। তখন আবূ মূসা আশ'আরী বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান (অর্থাৎ, হে আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ!) তুমি সামনে যাও (ইমামতি কর)। কেননা তুমি আমার হতে বয়সে ও জ্ঞানে বড়। আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ জবাব দিলেন, না। বরং তুমিই সামনে যাও। কেননা আমরা তোমার বাড়িতে

তোমারই মসজিদে এসেছি। অতএব তুমিই এর বেশী হকদার। রাবী বলেন– অতঃপর আবূ মুসা আশ'আরী (রা) সামনে গেলেন এবং পাদুকাদ্বয় খুলে রাখলেন তিনি যখন সালাম ফিরালেন– আব্দুল্লাহ্ ইবন্ মাসউদ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, পাদুকাদ্বয় খোলাতে তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি কি পবিত্র পর্বতে আরোহণ করেছ? (অর্থাৎ মূসা যখন পবিত্র পর্বতে আরোহণ করেন তখন তিনি পাদুকা খুলেছিলেন।) নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পাদুকা ও মোজাসহ সালাত আদায় করতে দেখেছি। [এটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদের উপনাম।]

(١٣٧١) عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُكْنَى أَبَا عَطِيَّةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَأْتِينَا فِى مُصَلَّانَا يَتَحَدَّثُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا فَقُلْنَا تَقَدَّمْ، فَقَالَ لَا أَتَقَدَّمُ بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثُكُمْ لِمَ لَا أَتَقَدَّمُ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمُّهُمْ، وَلْيَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ.

(১৩৭১) বুদাইল ইবন্ মায়সারা আল-উকাইলী থেকে তিনি আবূ আতিয়্যাহ নামীয় এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মালিক বিন হুয়াইরিছ (রা) আমাদের সালাতের স্থলে আসতেন, কথাবার্তা বলতেন। তিনি বলেন, একদিন সালাতের সময় হয়ে গেল, আমরা তাঁকে বললাম, আপনি সামনে যান। তিনি জবাব দিলেন, না। বরং তোমাদেরই কেউ সামনে যাক। আর আমি কেন সামনে যাচ্ছি না সে ব্যাপারে তোমাদের হাদীস বর্ণনা করছি, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে অন্য গোত্রে সফরে যায় সে তথায় ইমামতি করবে না বরং সে গোত্রের কোন একজন ইমামতি করবে।

[আবদুর রাহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসের সনদে একজন রাবীর নাম জানা যায় নি। তাবারানী অবশ্য হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।]

(٣) بَابٌ إِمَامَةُ الْأَعْمَى وَالصَّبِى وَالْمَرْأَةِ بِمِثْلِهَا

(৩) অধ্যায় ঃ অন্ধ ও শিশুর ইমামতি এবং নারীদের জন্য নারীদের ইমামতি প্রসঙ্গ

(١٣٧٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُوْمٍ عَلَى الْمَدِيْنَةِ مَرَّتَيْنِ يُصَلِّى بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى.

(১৩৭২) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) উম্মে মাকতুম (রা)-কে দুইবার মদীনার (গভর্নরের) দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সে সময় তিনি সালাতের ইমামতি করতেন অথচ তিনি ছিলেন অন্ধ।

[হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٣٧٣) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْجِئْتَ صَلَّيْتَ فِى دَارِىْ أَوْقَالَ فِى بَيْتِىْ لَاتَّخَذْتُ مُصَلَّاكَ مَسْجِدًا فَجَاءَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فِىْ دَارِهِ أَوْ قَالَ فِى بَيْتِهِ "الْحَدِيْثُ"

(১৩৭৩) উক্ত আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইতবান ইবন্ মালিক (রা) অন্ধ হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি রাসূল (সা)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনি যদি আমার বাড়িতে বা গৃহে এসে সালাত আদায় করতেন তবে ঐ স্থানটিকে আমি মসজিদ হিসেবে বা সালাতের জায়গা হিসেবে স্থির করে নিতাম। অতঃপর নবী (সা) তাঁর বাড়ি আসলেন এবং তাঁর বাড়ি অথবা গৃহে সালাত আদায় করলেন।

(١٣٧٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عَلَى حَاضِرٍ فَكَانَ الرُّكْبَانُ (وَفِي رِوَايَةٍ فَكَانَ النَّاسُ) يَمُرُّوْنَ بِنَا رَاجِعِيْنَ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَأَدْنُوْ مِنْهُمْ فَأَسْمَعُ حَتّٰى حَفِظْتُ قُرْآنًا، وَكَانَ النَّاسُ يَنْتَظِرُوْنَ بِإِسْلَامِهِمْ فَتْحَ مَكَّةَ، فَلَمَّا فُتِحَتْ جَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِيْهِ فَيَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَا وَافِدُ بَنِيْ فُلَانٍ جِئْتُكَ بِإِسْلَامِهِمْ، فَانْطَلَقَ أَبِيْ بِإِسْلَامِ قَوْمِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَدِّمُوْا أَكْثَرَكُمْ قُرْآنًا قَالَ فَنَظَرُوْا، وَإِنَّا لَعَلَى حِوَاءٍ عَظِيْمٍ، فَمَا وَجَدُوْا فِيْهِمْ أَحَدًا أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّيْ، فَقَدَّمُوْنِيْ وَأَنَا غُلَامٌ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ وَكُنْتُ إِذَا رَكَعْتُ أَوْسَجَدْتُ قَلَصَتْ فَتَبْدُوْا عَوْرَتِيْ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا تَقُوْلُ عَجُوْزٌ لَنَا دَهْرِيَّةٌ غَطُّوْا عَنَّا أُسْتَ قَارِئِكُمْ، قَالَ فَقَطَعُوْا لِيْ قَمِيْصًا فَذَكَرَ أَنَّهُ فَرِحَ بِهِ فَرَحًا شَدِيْدًا (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُمْ وَفَدُوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَرَادُوْا أَنْ يَنْصَرِفُوْا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ يَؤُمُّنَا؟ قَالَ أَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ قَالَ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مِنَ الْقُرْآنِ مَاجَمَعْتُ، قَالَ فَقَدَّمُوْنِيْ وَأَنَا غُلَامٌ، فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ لِيْ قَالَ فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلاَّ كُنْتُ إِمَامَهُمْ وَأُصَلِّيْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِيْ هٰذَا

(১৩৭৪) আমর ইবন্ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গ্রামেই আমরা স্থায়ী বসবাস করতাম। কিছু আরোহী, কোন কোন বর্ণনায় আছে, কিছু মানুষ রাসূল (সা)-এর দরবার থেকে ফিরে আমাদের পাশ দিয়ে যেত, আমি তাদের কাছে যেতাম, তাদের কাছ থেকে শুনে শুনে আলকুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। আর তখন মানুষেরা তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করছিল। অতঃপর যখন মক্কা বিজয় হয়ে গেল তখন কোন লোকের আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর দরবারে আসতো, এসে বলতো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমি অমুক গোত্রের প্রতিনিধি। উক্ত গোত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। (রাবী বলেন) আমার পিতা তাঁর গোত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ নিয়ে গেলেন এবং তাদের নিকটে ফিরে এসে বললেন, রাসূল (সা) বলেছেন যে, তোমাদের যার কাছে বেশী কুরআন আছে তাকে সামনে পাঠাও (ইমাম বানাও)। তারা দৃষ্টিপাত করলো। তখন আমি ঘন বসতি বস্তির মাঝেই ছিলাম। তারা দেখল যে, আমাদের বিরাট জনগোষ্ঠীর মাঝে আমার চেয়ে বেশী কুরআন জানে এমন কাউকে পেল না, ফলে তারা আমাকেই ইমাম বানিয়ে সামনে পাঠালো। অথচ আমি তখন ছোট বালক। আমি তাদের সালাত পড়িয়ে দিলাম এ অবস্থায় আমার গায়ে ছিল একটি মাত্র চাদর। সেজন্য আমি যখন রুকু করছিলাম সিজদা করছিলাম তখন তা উপরে উঠে যাচ্ছিলো। ফলে আমার লজ্জাঅঙ্গ প্রকাশ হয়ে যাচ্ছিলো। যখন আমাদের সালাত আদায় সম্পন্ন হল এক অতি বৃদ্ধা মহিলা বললো, তোমরা তোমাদের ক্বারী সাহেবের (ইমামের) পিছন দিক ঢেকে দাও, যেন তা আমাদের নজরে না আসে। রাবী বলেন, তখন তারা আমার জন্য একটি জামা বানিয়ে দিল। তিনি উল্লেখ করেন, এতে তিনি প্রচণ্ড খুশী হয়েছিলেন।

(অন্য সনদে এসেছে) তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই তারা প্রতিনিধিরূপে রাসূলের দরবারে আগমন করলো, অতঃপর যখন তারা ফিরে যাবার মনস্থ করল তারা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! কে আমাদের ইমামতি করবে? তিনি জবাব দিলেন, তোমাদের মাঝে যার কাছে বেশী কুরআন জমা আছে (মুখস্থ আছে) অথবা যে কুরআন অনুযায়ী বেশী আমল করে। রাবী বলেন, তারা আমার গোত্রে এমন কাউকে পাই নি যার আমার পরিমাণ কুরআন মুখস্থ আছে। রাবী বলেন, অতঃপর তারা আমাকেই (ইমাম স্থির করে) সামনে পাঠাল তখনও আমি ছোট

বালক। তখন আমি আমার একমাত্র ছোট চাদরেই তাদের ইমামতি করতাম। রাবী বলেন, জীবনে আমি এমন জামা'আত দেখি নাই যার ইমামতি আমি করি নি। অর্থাৎ উক্ত স্থানের সকল প্রকার জামা'আতের ইমামতি আমিই করতাম এবং আজ পর্যন্ত আমি তাদের জানাযার সালাতও পড়িয়ে দেই।

[হাদীসটি আবূ দাউদ ও ইবন্ হাব্বান বর্ণনা করেছেন। আবূ ইয়ালা ও তাবারানী হাদীসটি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাবারানী ইবন আব্বাস বর্ণিত এ হাদীসের সনদকে হাসান বলেছেন।]

[হাদীসটি আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে। হাফিজ ইব্নে হাজার আসকালানী বলেন, হাদীসটির সনদ হাসান।]

(١٣٧٥) عَنْ أَبِى نُعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنِى جَدَّتِى عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِىِّ وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْاٰنَ وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ وَكَانَتْ تَؤُمُّ أَهْلَ دَارِهَا

(১৩৭৫) আবূ নুয়াইম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ওলীদ, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার দাদী। তিনি উম্মু ওরাকা বিনতে আব্দুল্লাহ ইবন্ আল হারিছ আল-আনসারী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি কুরআন মুখস্থ করতেন আর নবী (সা) তাঁকে তাঁর বাড়ির অধিবাসীদের (নারীদের) ইমামতি করতে আদেশ দিয়েছেন। তাঁর ছিল একটা মুয়ায্যিন (যে আযান দিত) আর তিনি অধিবাসীদের (নারীদের) ইমামতি করতেন।

[হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(٤) بَابٌ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْإِمَامُ مِنَ التَّخْفِيْفِ

(৪) অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের কিরাত ছোট করার নির্দেশ প্রসঙ্গে

(١٣٧٦) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ (وفى رواية وَالصَّغِيْرَ بَدَلَ السَّقِيمَ) وَإِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ (وَعَنْهُ بِطَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ) فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيفَ وَالشَّيْخَ الْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ

(১৩৭৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মানুষের সালাত আদায় করিয়ে দিবে অর্থাৎ ইমামতি করবে তার উচিত সালাতকে হাল্কা করা অর্থাৎ কিরাত ছোট করা। কেননা, মানুষদের মধ্যে অনেকেই দুর্বল অসুস্থ এবং বৃদ্ধ রয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় দুর্বলদের পরিবর্তে ছোট ছোট বালকের কথা রয়েছে আর যখন কেউ নিজে নিজে সালাত আদায় করবে তখন সে তাকে যত ইচ্ছা প্রলম্বিত করতে পারে।

উক্ত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অপর সনদে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে উল্লেখিত হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে অনেকেই দুর্বল, বয়োবৃদ্ধ ও অভাবী লোকজন রয়েছে।

হাদীসটি আবূ দাউদ, বায়হাকী, দারে কুতনী এবং মুয়াত্তা মালিকে বর্ণিত হয়েছে। ইবন্ খুযাইমা হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

(١٣٧٧) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعُثْمَانُ أُمَّ قَوْمَكَ وَمَنْ أَمَّ الْقَوْمَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَ الْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَاِذَا صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ فَصَلِّ كَيْفَ شِئْتَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ كَانَ اٰخِرُ شَيْئٍ عَهِدَهُ النَّبِىُّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىَّ أَنْ قَالَ تَجَوَّزْ فِى صَلاَتِكَ وَاقْدُرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ فَاِنَّ مِنْهُمُ الصَّغِيْرَ وَالْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) أَنَّ أُخِرَ كَلاَمٍ كَلَّمَنِىْ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَ اسْتَعْمَلَنِى عَلَى الطَّائِفِ الصَّلاَةَ عَلَى النَّاسِ حَتّٰى وَقَّتَ لِى إِقْرَأْ بِإِسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ وَأَشْبَاهَهَا مِنَ الْقُرْأٰنِ

(১৩৭৭) উসমান ইবন্ আবুল ‘আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাকে বলেছেন, হে উসমান! তুমি তোমার গোত্রের ইমামতি করবে। আর যে গোত্রের ইমামতি করে তার উচিৎ সালাতকে হাল্‌কা করা। অর্থাৎ ছোট ছোট কিরাত ব্যবহার করা। কেননা যারা জামা'আতে উপস্থিত হয় তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও অভাবী মানুষ থাকে। আর যখন তুমি নিজে নিজে সালাত আদায় করবে তখন যেমন খুশী করতে পার।

উক্ত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর আমার প্রতি সর্বশেষ কথা হচ্ছে যে, তুমি সালাতে কিরাআতকে ছোট কর এবং দুর্বলদের সহন ক্ষমতার মধ্যে রাখ। কেননা জামা‘আতে উপস্থিতিদের মধ্যে ছোট মানুষ অতিবৃদ্ধ, দুর্বল ও অভাবী মানুষ থাকে।

উক্ত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে তৃতীয় সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সা) যখন আমাকে তায়েফের গভর্নর নিযুক্ত করেন তখন আমাকে বলা তাঁর সর্বশেষ কথা হলো যে, তুমি সালাতকে হালকা করবে অর্থাৎ ছোট ছোট কিরাতে আদায় করবে। এমনকি তিনি সূরা নির্ধারণ করে দিয়ে বললেন (اِقْرَأْء بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ) সূরা ‘আলাক বা তদনুরূপ সূরা তিলাওয়াত করবে। [হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٣٧٨) عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى لَا تَأَخَّرُ فِى صَلَاةِ الْغَدَانِ مَخَافَةَ فُلَانٍ يَعْنِى اِمَامَهُمْ قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ نَضَبًا فِى مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ. فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَأَيُّكُمْ مَاصَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيْهِمُ الضَّيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ.

(১৩৭৮) আবূ মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন. এক ব্যক্তি রাসূলের কাছে আসলো. সে বললো. হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ইমামের ভয়ে ফজরের জামা'আতে একটু দেরী করে যাই।[১] রাবী বলেন, রাসূল (সা)-কে উপদেশ দানের ক্ষেত্রে এদিনের মত এত ক্রোধান্বিত আর কখনও দেখি নাই। রাসূল (সা) বললেন, হে মানুষেরা! তোমাদের মাঝেই আছে মানুষ (মুক্তাদী) তাড়ানো ব্যক্তি! তবে কে তোমাদের ইমামতি করবে। অতএব, ইমামদের উচিত কিরাত ছোট করা। কেননা, জামা'আতে দুর্বল, বৃদ্ধ ও অভাবী মানুষ থাকে।[২]

(١٣٧٩) عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ أَمَّنَا فَلْيُتِمَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَإِنَّ مِنَّا الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَالْمَرِيْضَ وَالْعَابِرَ سَبِيْلٍ وَذَا الْحَاجَةِ. هٰكَذَا كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

(১৩৭৯) আদী ইবন্ হাতিম তাঈ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে আমাদের ইমামতি করবে সে যেন রুকু সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে। কেননা আমাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ, অসুস্থ, মুসাফির ও অভাবী লোকজন থাকেন। আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে এভাবেই সালাত আদায় করতাম।

[হাদীসটি তাবারানী ও শাওকানী তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসের রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

---

১. অর্থাৎ ইমাম অতি দীর্ঘ কিরাআত শুরু করতেন সে জন্য আমি পরে গিয়ে জামা'আতে শামিল হতাম।

২. হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

(٥) بَابُ قِصَّةِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

(৫) অনুচ্ছেদ ঃ মু'আয ইবন্ জাবাল (রা)-এর ঘটনা

فِى تطويل الصلاة بالمأمومين وفيها جواز انفراد المأموم لعذر

মুক্তাদীদের সালাত দীর্ঘকরণ প্রসঙ্গে এবং প্রয়োজনে মুক্তাদীর একাকী সালাত আদায় জায়েয

(١٣٨٠) عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَؤُمُّ قَوْمَهُ فَدَخَلَ حَرَامٌ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَسْقِىَ نَخْلَهُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّى مَعَ الْقَوْمِ، فَلَمَّا رَاى مُعَاذًا طَوَّلَ تَجَوَّزَ فِىْ صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسْقِيْهِ فَلَمَّا قَضَى مُعَاذُ الصَّلَاةَ قِيْلَ لَهُ أَنَّ حَرَامًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا رَاكَ طَوَّلْتَ تَجَوَّزَ فِى صَلَاتِهِ

(১৩৮০) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আয ইবন্ জাবাল (রা) তাঁর গোত্রের ইমামতি করতেন। একদা হারাম ইবন্ মিলহান তাঁর জামা'আতে সালাত আদায়ের জন্য শরীক হলেন, এমতাবস্থায় তিনি খেজুর বাগানে পানি সিঞ্চনের ইচ্ছা করছিলেন। অতঃপর দেখলেন মুয়ায তাঁর সালাতকে দীর্ঘ করছেন– এমতাবস্থায় তিনি সালাতকে সংক্ষিপ্ত করে (আলাদা করে) সালাত আদায় করলেন এবং খেজুর বাগানে পানি সিঞ্চনোদ্দেশ্যে গমন করলেন। অতঃপর মু'আয যখন সালাত সমাপ্ত করলেন, তাঁকে বলা হলো যে, হারাম ইবন্ মিলহান সালাতে যোগ দিয়েছিল কিন্তু আপনার দীর্ঘতার কারণে সে সংক্ষিপ্ত করে সালাত আদায় করে তার খেজুর বাগানে পানি সিঞ্চন করতে চলে গেছে। একথা শুনে মু'আয বললেন, সে তো মুনাফিক! কারণ সে খেজুর বাগানে পানি সিঞ্চনের জন্য-সালাতে তাড়াহুড়া করেছে। রাবী বলেন, অতঃপর হারাম ইবন্ মিলহান নবী (সা)-এর দরবারে এলেন তখন মু'আযও তাঁর কাছে ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র নবী (সা)! আমি চেয়েছি যে খেজুর বাগানে পানি সিঞ্চন করব অতঃপর গোত্রের সাথে জামা'আতে সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে গিয়েছি, যখন দেখলাম যে সে সালাতকে খুব দীর্ঘ করছে তখন আমি তা সংক্ষিপ্ত করে আদায় করেছি এবং সত্ত্বর আমার বাগানে গিয়ে পানি সিঞ্চন করেছি। এখন সে বলছে আমি মুনাফিক। নবী (সা) মু'আযের দিকে এগিয়ে এলেন এবং বললেন, তুমি কি ফিৎনা সৃষ্টিকারী? তুমি কি ফিৎনা সৃষ্টিকারী? তুমি তাদের সালাতকে দীর্ঘ করো না। বরং سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى বা وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا এবং এজাতীয় সূরা দিয়ে ইমামতি করবে।

[ইমাম হাইছুমী বলেন, ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসের সনদের রাবী সহীহ্।]

(١٣٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِىْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا وَقَالَ مَرَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّى بِقَوْمِهِ فَأَخَّرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الصَّلَاةِ وَقَالَ مَرَّةً الْعِشَاءَ فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ قَوْمَهُ فَقَرَءَ الْبَقَرَةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى فَقِيْلَ نَافَقْتَ يَافُلَانُ، قَالَ مَا نَافَقْتُ فَأَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّى مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ وَنَعْمَلُ بِأَيْدِيْنَا، انَّهُ جَاءَ يَؤُمُّنَا فَقَرَءَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَقَالَ يَامُعَاذُ اَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ إِقْرَاء بِكَذَا وَكَذَا قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، فَذَكَرْنَا لِعَمْرٍو فَقَالَ أُرَاهُ قَدْ ذَكَرَهُ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا إِبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاج قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيَّ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَمَعَهُ نَاضِحَانِ لَنُ وَقَدْ جَنَحَتِ الشَّمْسُ، وَمُعَاذٌ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ فَدَخَلَ مَعَهُ الصَّلاَةَ فَاسْتَفْتَحَ مُعَاذُ الْبَقَرَةَ اَوِ النِّسَاءِ، مُحَارِبٌ الَّذِى يَشُكُّ فَلَمَّا رَاَى الرَّجُلُ ذَالِكَ صَلَّى ثُمَّ خَرَجَ، قَالَ فَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ، قَالَ حَجَّاجٌ يَنَالُ مِنْهُ، قَالَ فَذَكَرَ ذَالِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَامُعَاذُ؟ اَفَتَّانٌ أَنْتَ يَامُعَاذُ؟ اَوْ فَاتِنٌ فَاتِنٌ فَاتِنٌ، وَقَالَ حَجَاجٌ افَانِنٌ أَفَاتِنٌ، فَلَوْلاَ قَرَأْتَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا فَصَلَّى وَرَاءَكَ الْكَبِيْرُ وَذُو الْحَاجَةِ وَالضَّعِيْفُ اَحْسَبُ مُحَارِبًا الَّذِى يَشُكُّ فِى الضَّعِيْفِ اَحْسَبُ مُحَارِبًا الَّذِى يَشُكُّ فِى الضَّعِيْفِ –

(১৩৮১) আব্দুল্লাহ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান, তিনি আমর (ইবন্ দিনার) থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি জাবির থেকে শুনেছেন যে, মু'আয ইবন্ জাবাল (রা) রাসূল (সা)-এর সাথে সালাত আদায় করতেন, অতঃপর গোত্রে ফিরে এসে আমাদের ইমামতি করতেন। (রাবী বলেন, তিনি বলেছেন ثم يرجع فيؤمنا আবার কখনও বলেছেন ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّى بِقَوْمِه দু'টো বাক্যই একার্থবোধক।) নবী (সা) ইশার সালাতকে বিলম্বিত করলেন– (এখানেও রাবী কখন বলেছেন আবার কখনও اَلْعِشَاءُ বলেছেন)।

মু'আয ইবন্ জাবাল (রা) রাসূল (সা)-এর সাথে সালাত আদায় করতেন এরপর তাঁর গোত্রে এসে সালাতের ইমামতি করতেন এবং সালাতে সূরা বাকারা পড়তে শুরু করলেন এমতাবস্থায় গোত্রের এক ব্যক্তি সালাতকে ছেড়ে দিল। সালাত সমাপনান্তে তাঁকে বলা হলো যে, হে অমুক! তুমি তো মুনাফিক। সে জবাব দিলো না। আমি মুনাফিক নই। সে নবী (সা)-এর দরবারে আসলো এবং আরজি পেশ করলো যে, মু'আয আপনার সাথে সালাত আদায় করে এরপর ফিরে গিয়ে আমাদের ইমামতি করে, হে রাসূলাল্লাহ (সা)! আর আমরা তো উট চরিয়ে বেড়াই এবং নিজের কাজ নিজে সম্পাদন করি। এমতাবস্থায় সে আমাদের মাঝে যখন ইমামতি করে তাতে সে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করে। একতা শুনে রাসূল (সা) বললেন- হে মু'আয! তুমি কি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। তুমি কি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী? বরং তুমি এই ধরনের এই ধরনের সূরা পড়বে। রাবী আবূ যোবাইর বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তুমি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى বা وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى এই জাতীয় সূরাসমূহ তিলাওয়াত করবে। রাবী বলেন, আমরকে এ সম্পর্কে বললাম, তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তিনি (জাবির) এমন, উল্লেখ করেছেন।

(দ্বিতীয় একটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে)

আব্দুল্লাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবন্ জা'ফর এবং হাজ্জাজ উভয়ে বলেন, শু'বা আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহারিব ইবন্ দিনার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আনসারীদের এক ব্যক্তি আসল তার সাথে ছিল তার দুই উট। এমতাবস্থায় সূর্য প্রায় ডুবুডুবু। মু'আয মাগরিবের সালাতের ইমামতি করছিলেন। উক্ত ব্যক্তি তাঁর সাথে জামা'আতে যোগদিল সে দেখল যে মুয়ায সূরা বাকারা পড়ছে। রাবী মুহারিব সংশয় প্রকাশ করেছেন যে, তিনি সূরা 'বাকারা' অথবা 'নিসা' পড়ছিলেন। আগন্তুক যখন দেখল যে তিনি এভাবে সালাত আদায় করছেন তিনি তখন বেড়িয়ে আসলেন। রাবী বলেন, উক্ত ব্যক্তি জানতে পারলো যে, মুআয তার

প্রতিশোধ নিবে। (রাবী বলেন, হাজ্জাজ বলেন– نَالُ مِنْهُ নয় يَنَالُ مِنْهُ বলেছেন।) রাবী বলেন, অতঃপর এই ঘটনা নবী (সা)-এর কাছে বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন, হে মু'আয! তুমি কি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী? হে মু'আয! তুমি কি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী?

অথবা বলা হয়েছে فَاتِنٌ فَاتِنٌ فَاتِنٌ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। আর বর্ণনাকারী হাজ্জাজ বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, أَفَاتِنٌ أَفَاتِنٌ أَفَاتِنٌ অর্থাৎ তুমি কি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী তুমি যদি সালাতে وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا/ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পড়তে তবে তোমার পিছনে বৃদ্ধ, অভাবী ও দুর্বলরা সালাত আদায় করতো। রাবী বলেন, আমার মনে হয় মুহারিব اَلضَّعِيْفُ। শব্দের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করেছেন।

[হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও সুনানের অন্য চারটি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٣٨٢) عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ الاَنْصَارِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ يُقَالُ لَهُ سُلَيْمٌ أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَأتِينَا بَعْدَ مَا نَنَامُ، وَتَكُوْنَ فِى أَعْمَالِنَا بِالنَّهَارِ فَيُنَادِى بِالصَّلاَةِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَيُطَوِّلُ عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ لاَ تَكُنَ فَتَّانًا، إِمَّا أَنْ تُصَلِّى مَعِى وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفُ عَلَى قَوْمِكَ، ثُمَّ قَالَ يَا سُلَيْمُ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ قَالَ إِنِّى أَسْأَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، وَاللّٰهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلاَ دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَصِيْرُ دَنْدَنَتِى وَدَنْدَنَةُ مُعَاذٍ إِلاَّ أَنْ نَسْأَلَ اللّٰهَ الجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ قَالَ سُلَيْمٌ سَتَرَوْنَ غَدًا إِذَا إِلْتَقَى الْقَوْمُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ، قَالَ وَالنَّاسُ يَتَجَهَّدُوْنَ إِلَى أُحُدٍ فَخَرَجَ وَكَانَ الشُّهَدَاءِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَهِنْوَانُهُ عَلَيْهِ.

(১৩৮২) মু'আয ইবন্ রিফা'আ আল-আনসারী থেকে বর্ণিত, তিনি বনী সালিমার সুলাইম নামীয় এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, সে রাসূল (সা)-এর দরবারে এসে আরয করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মু'আয আমরা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমাদের মাঝে আসে আর সারা দিন আমরা কর্মব্যস্ত থাকি অতঃপর সালাতের আহ্বান জানানো হয় আমরা তাঁর আহ্বানে বেরিয়ে পড়ি। (সালাতের উদ্দেশ্যে) এরপর সে (সালাতকে) আমাদের উপর দীর্ঘ করে। রাসূল (সা) বললেন, হে মু'আয ইবন্ জাবাল! তুমি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হয়ো না। হয় তুমি আমার সাথে সালাত আদায় করো (তাতেই সন্তুষ্ট থাক) নতুবা তোমার গোত্রের সালাতকে সংক্ষিপ্ত করো। অতঃপর তিনি বললেন, হে সুলাইম! তোমার কাছে কুআনের কি পরিমাণ (অংশ মুখস্থ) আছে? সে বলল, (আমার তেমন মুখস্থ নেই) বরং আমি সালাতের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাত কামনা করি এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আপনার মত এবং মু'আযের মত সুর উচ্চারণ করতে পারি না। রাসূল (সা) বললেন, তুমি কি আমার উচ্চারণ এবং মু'আযের উচ্চারণকে জান্নাত কামনা এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ্‌র বাইরে কিছু মনে কর? অতঃপর সুলাইম বললেন, খুব শীঘ্রই তোমরা জাতিকে যুদ্ধ করতে দেখবে। রাবী বলেন, মানুষেরা উহুদের প্রস্তুতি নিতে থাকল তিনি বের হলেন এবং শহীদ হলেন।

[হাদীসটি তাবারানী তাঁর মু'জামুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন। এর রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

(١٣٨٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى بُرَيْدَةَ (الآسْلَمِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) يَقُوْلُ أَنَّ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ يَقُوْلُ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَقَرَءَ فِيْهَا إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ قَبْلِ

أَنْ يَفْرِغَ فَصَلَّى وَذَهَبَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ قَوْلاً شَدِيْدًا، فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ أَعْمَلُ عَلَى الْمَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ.

(১৩৮৩) আব্দুল্লাহ ইবন্ বুরাইদাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ বুরাইদাহ্ আসলামী (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, মু'আয ইবন্ জাবাল বলেছেন যে, তিনি তাঁর সাথীদের ইশার সালাতের ইমামতি করলেন, সেখানে তিনি اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ বা سُوْرَةُ الْقَمَرِ তিলাওয়াত করলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁর সালাত শেষ হবার আগেই দাঁড়িয়ে গেল এবং সে সালাত আদায় করে চলে গেল। অতঃপর মু'আয তাকে খুব শক্ত কথা শুনিয়ে দিলেন। এরপর উক্ত ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর দরবারে আসলেন এবং অজুহাত/ কৈফিয়ত পেশ করে বললেন, যে আমি তো পানির কাজ করতাম। তখন রাসূল (সা) বললেন, বরং তুমি সালাত আদায় করবে وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا বা এই জাতীয় সূরা দ্বারা। [আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, আমি বুরাইদার বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য মনে করি না।]

(٦) بَابُ تَخْفِيْفِ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ مَعَ اِتْمَامِهَا

(৬) অধ্যায় ঃ রাসূল (সা)-এর পরিপূর্ণতার সাথে সালাতের ইমামতির সংক্ষিপ্ততা

(١٣٨٤) عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَتَمِّ النَّاسِ صَلَاةً وَ أَوْجَزِهِ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) ز عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِى تَمَامٍ

(১৩৮৪) হুমাইদ থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) ছিলেন মানুষের সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত সালাত আদায়কারী। (দ্বিতীয় সনদে আছে) য; কাতাদা থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) ছিলেন, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত সালাত আদায়কারী। [হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٣٨٥) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً أَخَفَّ مِنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ تَمَامِ رُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ.

(১৩৮৫) ছাবিত থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর পরে তাঁর চেয়ে সংক্ষিপ্ত সালাত আদায়কারী ও রুকু সিজদা পরিপূর্ণকারী কারো পিছনে সালাত আদায় করি নাই। [হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাঊদে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٣٨٦) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى لَاَدْخُلُ الصَّلَاةَ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اُطِيْلَهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَاَتَجَاوَزُ فِىْ صَلَاتِى مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْعِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ

(১৩৮৬) কাতাদা থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই নবী (সা) বলেছেন যে, আমি সালাত শুরু করার পর স্থির করলাম যে, তা দীর্ঘ করব, অতঃপর ছোট বাচ্চার কান্না শুনতে পেলাম, সে জন্য আমি তা সংক্ষিপ্ত করলাম। কেননা আমি জানি বাচ্চার কান্না তার মায়ের জন্য কত কষ্টদায়ক। [হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٣٨٧) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أبِى قَتَادَةَ عَنْ أبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

(১৩৮৭) আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ কাতাদা থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন. তিনি নবী (সা) থেকে অনুরূপ অর্থবোধক (হাদীস) বর্ণনা করেছেন।

(١٣٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أبِى ثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ وَحُمَيْدٌ عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَّزَ ذَاتَ يَوْمٍ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ جَوَّزْتَ؟ قَالَ سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِىٍّ فَظَنَنْتُ أنَّ أُمَّهُ مَعَنَا تُصَلِّى فَأرَدْتُ أنْ أفْرِغَ لَهُ أُمَّهُ، وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أيْضًا فَظَنَنْتُ أنَّ أمَّهُ تُصَلِّى مَعَنَا فَأرَدْتُ أنْ أفْرِغَ لَهُ أمَّهُ -

(১৩৮৮) আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আফ্ফান আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হাম্মাদ ইবন্ যায়িদ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আলী ইবন্ যায়িদ এবং হুমাইদ আমাদেরকে খবর দিয়েছেন তিনি আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা) ফজরের সালাতকে সংক্ষিপ্ত করলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি সালাত সংক্ষিপ্ত করলেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি এক বালকের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। আর আমার মনে হয়েছে যে, তার মা আমাদের সাথে সালাত আদায় করছে। এই জন্য তার মাকে আমি দ্রুত সালাত থেকে অবসর দিতে চেয়েছি। রাবী হাম্মাদ مَعَنَا تُصَلِّى এর স্থলে تُصَلِّى مَعَنَا উল্লেখ করেছেন, (উভয় বাক্যই একার্থবোধক)।

[হাদীসটি তাবারানীতে মু'জামুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বর্ণিত এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(١٣٨٩) عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ صَبِىٍّ فِى الصَّلاَةِ فَخَفَّفَ الصَّلاَةَ

(১৩৮৯) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) সালাতের মধ্যে বালকের কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন অতঃপর তিনি সালাতকে সংক্ষিপ্ত করলেন।

[ইমাম আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসের উপর নির্ভর করতে পারি না। কেননা এ হাদীসের সনদে মুহাম্মদ ইবন্ আজলান রয়েছে।]

(١٣٩٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَارَأيْتُ إمَامًا أشْبَهَ بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إمَامِكُمْ هٰذَا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ بِالْمَدِيْنَةِ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ عُمَرُ لاَ يُطِيْلُ الْقِرَاءَةَ

(১৩৯০) আব্দুল্লাহ ইবন্ যুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (ওয়ালিদ ইবন্ আব্দুল মালিকের শাসনামলে) মদীনায় উমর ইবন্ আব্দুল আযীযক বললেন, আমি তোমাদের কাউকেই রাসূল (সা)-এর ইমামতির ন্যায় ইমামতি করতে দেখি নাই। অথচ উমর ইবন্ আব্দুল আযীয দীর্ঘ কিরাতে সালাত আদায় করতেন না, (অর্থাৎ উমর ইবনু আবদুল আযীয দীর্ঘ আবার সংক্ষিপ্ত নয় এমন কিরাআতে সালাত আদায় করতেন।)

[হাদীসটি আবূ দাউদ এবং নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(١٣٩١) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِنَا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَلَا يُطِيْلُ فِيْهَا وَلَا يُخَفِّفُ، وَسَطًا مِّنْ ذَالِكَ، وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ

(১৩৯১) জাবির ইবন্ সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদের ফরয সালাতের ইমামতি করতেন এবং তাতে কিরাআত লম্বা করতেন না আবার সংক্ষিপ্তও করতেন না। বরং এর মাঝামাঝি কিরাআত পড়তেন। তিনি রাতের খাবার বিলম্বে খেতেন।

[ইমাম আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসের শব্দাবলীতে আমি নির্ভর করতে পারি না। তবে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বুখারী ও মুসলিমে এসেছে।]

(١٣٩٢) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى الْفَجْرَ فِىْ مُصَلَّاهُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ-وَكَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِقَافْ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيْفًا.

(১৩৯২) উক্ত জাবির ইবন্ সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) ফজরের সালাত আদায় শেষে জায়নামাযে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন। আর তিনি ফজরের সালাতে ক্বাফ ওয়াল কুরআনুল মাজীদে (সূরা ক্বাফ) পড়তেন। তাঁর সালাতের পরবর্তী রাকা'আত ছিল আরো সংক্ষিপ্ত।

[হাদীসটি, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٣٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ عُدْنَا اَبَا وَاقِدِ الْبَكْرِيَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ الْبَدْرِىَّ (وَفِىْ رِوَايَةٍ اللَّيْثِىَّ وَفِىْ اُخْرَى الْكِنْدِىَّ) فِىْ وَجْعِهِ الَّذِى مَاتَ فِيْهِ فَسَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ اَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً عَلَى النَّاسِ وَاَطْوَلُ النَّاسِ صَلَاةً لِنَفْسِهِ

(১৩৯৩) আব্দুর রায্যাক এবং ইবন্ বাক্র আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা বলেন ইবন্ জুরাইজ আমাদেরকে খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন্ উসমান আমাকে খবর দিয়েছেন তিনি নাফি' ইব্নু জার্জিস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আমরা আবূ ওয়াকিদ আল বাকরী (রা)-এর নিকটে গেলাম, রাসূল (সা) যে রোগে ওফাত বরণ করেন সে সম্পর্কে জানার জন্য। রাবী ইবন্ বাকর আল বদরী বলেন, (কোন বর্ণনায় তাঁকে লাইছী অথবা কিন্দী উল্লেখ করা হয়েছে বদরীর স্থলে) যে তিনি তাঁকে বলতে শুনেছেন, নবী (সা) মানুষের মাঝে সংক্ষিপ্ত সালাত আদায়কারী ছিলেন। যখন তিনি তাঁদের সালাত আদায় করিয়ে দিতেন আর তিনি মানুষের মাঝে দীর্ঘ সালাত আদায়কারী ছিলেন যখন নিজে নিজে সালাত আদায় করতেন।

[হাদীসটি তাবারানী তাঁর মু'জামুল কাবীরে এবং আবূ ইয়ালা তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।]

(١٣٩٤) عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُصَلِّ خَلْفَ إِمَامٍ كَانَ أَوْجَزَ مِنْهُ صَلَاةً فِى تَمَامِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

(১৩৯৪) মালিক ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। রুকু সিজদা পরিপূর্ণরূপে আদায় করে তাঁর চেয়ে সংক্ষিপ্ত কোন সালাত আদায়কারীর পিছনে সালাত আদায় করি নি।

[হাইছুমী বলেন, হাদীসটি তাবারানী মু'জামুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

(١٣٩٥) قر عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ (يَعْنِى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ وَإِنْ كَانَ لَيَؤُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ

(১৩৯৫) ক্বার' সালিম থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে সালাত সংক্ষিপ্ত করণের নির্দেশ দিতেন যদিও তিনি সালাতে সূরা সাফ্ফাত তিলাওয়াত করতেন।

[ইমাম আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসটির উপর নির্ভর করতে পারি না ; তবে এর সনদ উত্তম।]

(١٣٩٦) عَنِ ابْنِ أَبِى خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلَّى صَلَاةً تَجَوَّزَ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ هٰكَذَا كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ نَعَمْ وَأَوْجَزَ، (عَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ) عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِى هُرَيْرَةَ أَهٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى لَكُمْ؟ قَالَ وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ صَلَاتِى؟ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَالِكَ، قَالَ نَعَمْ وَأَوْجَزُ، قَالَ وَكَانَ قِيَامُهُ قَدْرَ مَا يَنْزِلُ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْمَنَارَةِ وَيَصِلُ إِلَى الصَّفِّ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَالِثٍ) عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّى بِهِمْ بِالْمَدِينَةِ نَحْوًا مِنْ صَلَاةِ قَيْسٍ وَكَانَ قَيْسٌ لَا يُطَوِّلُ، قَالَ قُلْتُ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى؟ قَالَ نَعَمْ وَأَوْجَزَ.

(১৩৯৬) ইবন্ আবূ খালিদ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রাকে সংক্ষিপ্তরূপে সালাত আদায় করতে দেখেছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (সা)-এর সালাত কি এরূপ ছিল? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ এবং আরো সংক্ষিপ্ত ছিল।

(উক্ত ইবন্ আবূ খালিদ থেকে দ্বিতীয় সনদে বর্ণিত হয়েছে) তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (সা) কি এমনভাবে আপনাদের সালাত পড়িয়ে দিতেন। তিনি বলেন, তুমি কি আমার সালাত অস্বীকার করছ? তিনি বললেন, আমি বললাম, না। আমি এ ব্যাপারে আপনার থেকে জানতে চাচ্ছি। তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং আরো সংক্ষিপ্তরূপে। আর তাঁর কিয়ামের পরিমাণ ছিল মুয়ায্যিন মিনার থেকে নেমে সালাতে যোগ দেবার সমপরিমাণ সময়।

(উক্ত ইবন্ আবূ খালিদ থেকে তৃতীয় সনদে বর্ণিত হয়েছে) তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, যে, আবূ হুরায়রা (রা) মদীনায় সালাতের ইমামতি করতেন তিনি কায়েসের মতই ইমামতি করতেন। আর কায়েস সালাত দীর্ঘ করতেন না। তিনি বলেন, আমি বললাম, রাসূল (সা) কি এইভাবে (সংক্ষিপ্তরূপে) সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং আরো সংক্ষিপ্তরূপে। [হাদীসটি বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদ উত্তম।]

(١٣٩٧) عَنْ حَيَّانَ يَعْنِى الْبَارِقِىَّ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ إِمَامَنَا يُطِيلُ الصَّلَاةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَانِ مِنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَخَفُّ أَوْمِثْلُ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ هٰذَا

(১৩৯৭) হায়্যান আল বারেকী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন্ উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আমাদের ইমাম সালাতকে দীর্ঘ করেন, ইবন্ উমর (রা) জবাবে বললেন, রাসূল (সা)-এর দু'রাকা'আত সালাত এই ইমামের এক রাক'আত -এর মত বা তার চেয়েও সংক্ষিপ্ত।

[ইমাম আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, হাদীসটি নির্ভরযোগ্য নয়। যদিও এর সনদ উত্তম।]

(٧) بَابُ حُكْمِ الْاِمَامِ اِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ مُحْدِثٌ

(৭) অধ্যায় ঃ সালাত শুরুর পরে ইমামের অপবিত্রতার কথা মনে হলে তার হুকুম

(١٣٩٨) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصَلِّي اِذِ انْصَرَفَ وَنَحْنُ قِيَامٌ ثُمَّ أَقْبَلَ رَأْسَهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى لَنَا الصَّلَاةَ، ثُمَّ قَالَ إِنِّي ذَكَرْتُ أَنِّي كُنْتُ جُنُبًا حِيْنَ قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ اَغْتَسِلْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ فِيْ بَطْنِهِ رِزًّا اَوْ كَانَ مِثْلَ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَلْيَنْصَرِفْ حَتّٰى يَفْرِغَ مِنْ حَاجَتِهِ اَوْ غُسْلِهِ ثُمَّ يَعُوْدُ اِلَى صَلَاتِهِ.

(১৩৯৮) আলী ইবন্ আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে সালাত আদায় করতাম, একদিন হঠাৎ করে তিনি সালাত থেকে চলে গেলেন। তখনও আমরা দাঁড়িয়েই ছিলাম, অতঃপর তিনি আসলেন এমতাবস্থায় তাঁর চুল থেকে পানি টপটপ করে (ফোঁটায় ফোঁটায়) পড়ছিল। অতঃপর তিনি আমাদের সালাত আদায় করিয়ে দিলেন। সালাত শেষে তিনি বললেন, আমি যখন সালাতে দাঁড়ালাম তখন আমার মনে হল যে, আমি নাপাকী হয়েছিলাম কিন্তু গোসল করি নি। (সে জন্যই সালাত থেকে ভিতরে গেলাম এবং গোসল সেরে আসলাম।)

অতএব, তোমাদের যে গণ্ডগোল মনে হবে (পায়খানার প্রয়োজন হবে) অথবা আমার মত অবস্থা হবে তার উচিত সালাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া। অতঃপর তার প্রয়োজন পূরণ করবে কিংবা গোসল করে পুনর্বার সালাতে যোগ দিবে।

[হাদীসটি ইবন বায্যার ও তাবারানী মু'জামুল ওয়াসীতে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে ইবন্ লুহাইয়া নামক রাবী রয়েছেন, যিনি দুর্বল। তবে হাদীসটি অন্যান্য হাদীসকে শক্তিশালী করে।]

(١٣٩٩) عَنْ اَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ أَوْمَأَ اِلَيْهِمْ اَنْ مَكَانَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ

(১৩৯৯) আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সালাত শুরু করলেন, অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা বাঁধলেন, এরপর তিনি সাহাবীদের ইঙ্গিত করে বলে দিলেন তোমরা তোমাদের স্থানে ঠিক থাক (অর্থাৎ সালাতের হালতেই দাঁড়িয়ে থাকা) অতঃপর তিনি (ভিতরে) প্রবেশ করলেন-কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে আসলেন এমতাবস্থায় তাঁর মাথা থেকে পানি টপটপ করে পড়ছিল। এরপর তিনি সালাত সম্পন্ন করে দিলেন। এবার তিনি বললেন, আমিও তো মানুষ এবং আমিও নাপাক হয়ে থাকি।

(উক্ত আবূ বাকরা (রা) থেকে দ্বিতীয় সনদে বর্ণিত তিনি বলেন,) নিশ্চয় রাসূল (সা) একদিন ফজরের সালাতে প্রবেশ করলেন, (শুরু করলেন) অতঃপর হাদীসটি পুরোপুরি উল্লেখ করলেন।

[হাদীসটি ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তায়, বাইহাকীতে এবং আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٠٠) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا كَبَّرَ اِنْصَرَفَ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ أَيْ كَمَا أَنْتُمْ ثُمَّ خَرَجَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ

فَلَمَّا صَلَّى قَالَ إِنِّى كُنْتُ جُنُبًا فَنَسِيْتُ اَنْ أَغْتَسِلَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوْفَهُمْ وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى أٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مَقَامَهُ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَ رَأْسُهُ يَنْطُفُ فَصَلَّى بِهِمْ.

(১৪০০) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী (সা) সালাতের উদ্দেশ্যে বের হলেন, অতঃপর যখন তাকবীরে তাহরীমা বলা হল, এরপর তিনি সালাত থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং সাহাবীদের ইঙ্গিত করলেন অর্থাৎ তোমরা স্বস্থানে বহাল থাকো। এরপর বেরিয়ে গেলেন অতঃপর গোসল করলেন এরপর আসলেন। এমতাবস্থায় তাঁর মাথা থেকে পানি টপটপ করে ঝরছিল। এরপর তিনি (ইমামতি) সালাত সম্পন্ন করিয়ে দিলেন। অতঃপর যখন সালাত শেষ হল, তিনি বললেন, আমি নাপাক হয়েছিলাম। অতঃপর গোসল করতে ভুলে গিয়েছি। (উক্ত আবূ হুরায়রা থেকে দ্বিতীয় সনদে বর্ণিত) তিনি বলেন, সালাতের ইক্বামাত বলা হলো মানুষেরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল এবং রাসূল (সা) বেরিয়ে গেলেন এবং সাহাবীদের হাতের ইশারায় বলে গেলেন স্বস্থানে অবস্থান করতে। তিনি বাইরে এলেন, গোসল করলেন এবং তাঁর মাথা থেকে টপটপ করে পানি পড়ছিল, এমনি অবস্থায় তাঁদের সালাত আদায় করিয়ে দিলেন।

[হাইছুমী বলেন, হাদীসটি তাবারানী মু'জামুল ওয়াসীতে বর্ণনা করেছেন, তিনি আরো বলেন, এ হাদীসের রাবীগণ সহীহ্ হাদীসের রাবীদের ন্যায় গুণাবলী সম্পন্ন।]

(٨) بَابُ جَوَازِ الْاِسْتِخْلاَفِ فِى الصَّلاَةِ، وَجَوَازِ انْتِقَالِ الْخَلِيْفَةِ مَأمُوْمًا اِذَا حَضَرَ مُسْتَخْلِفُهُ

(৮) অধ্যায় ঃ সালাতে প্রতিনিধিত্ব জায়েয হওয়া প্রসঙ্গে এবং প্রতিনিধিত্ব প্রদানকারীর উপস্থিতিতে প্রতিনিধির স্থানত্যাগ জায়েয হওয়া প্রসঙ্গে

(١٤٠١) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِى عَمْرٍ وَابْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ يَابِلاَلُ إِنْ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَمْ اٰتِ فَمُرْ أَبَابَكْرٍ يُصَلِّ بِالنَّاسِ، قَالَ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أَقَامَ بِلاَلٌ الصَّلاَةَ (وَفِى رِوَايَةٍ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ) ثُمَّ اَمَرَ أَبَابَكْرٍ فَتَقَدَّمَ بِهِمْ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا دَخَلَ اَبُوْبَكْرٍ فِى الصَّلاَةِ، فَلَمَّا رَأَوْهُ صَفَّحُوْا وَ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُقُّ النَّاسَ حَتّٰى قَامَ خَلْفَ أَبِى بَكْرٍ قَالَ وَكَانَ اَبُوْبَكْرٍ إِذَا دَخَلَ الصَّلاَةَ لَمْ يَلْتَفِتْ فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيْحَ لاَ يُمْسِكُ عَنْهُ إِلْتَفَتَ فَرَأَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِنِ امْضِهِ فَقَامَ اَبُوْبَكْرٍ هُنَيَّةً فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرٰى قَالَ فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَامَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ اَنْ لاَ تَكُوْنَ مَضَيْتَ وَفِى رِوَايَةٍ اَنْ تَمْضِىَنِى فِى صَلاَتِكَ، قَالَ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ لَمْ يَكُنْ لِإِبْنِ اَبِى قُحَافَةَ اَنْ يَؤُمَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلنَّاسِ إِذَا نَابَكُمْ فِى صَلاَتِكُمْ شَيْئٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحْ وَفِى رِوَايَةٍ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ "وَفِى رِوَايَةٍ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتُمْ لِمُ صَفَّحْتُمْ؟ قَالُوْا لِيُنْعَلِمَ أَبَابَكْرٍ، فَقَالَ إِنَّ التَّصْفِيْحَ لِلنِّسَاءِ وَ التَّسْبِيْحَ لِلرِّجَالِ

(১৪০১) সাহ্‌ল ইবন্ সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বানী আমর ইবন্ আউফের মাঝে বিবাদ ছিল। এ সংবাদ রাসূল (সা)-এর কাছে এসে পৌঁছলে রাসূল (সা) যোহরের পরে তাদের বিবাদ নিরসনের জন্য তাদের গোত্রে আসলেন। (আসবার প্রাক্কালে) তিনি বললেন, হে বেলাল! সালাতের সময় যদি হয়ে যায় আর আমি না আসি তবে আবূ বকরকে বলবে সে যেন সালাত পড়িয়ে দেয়। রাবী বলেন, অতঃপর আসরের সময় সমাগত হলে বেলাল সালাতের একামাত বললেন, (কোন কোন বর্ণনায় আছে তিনি আযান দিলেন, অতঃপর একামাত বললেন) এবং আবূ বকরকে সালাত পড়িয়ে দেয়ার কথা বললেন। তিনি (ইমামের স্থানে) অগ্রগামী হলেন, সালাত পড়ানোর উদ্দেশ্যে। আবূ বকর সালাত আরম্ভ করার পরে রাসূল (সা) আসলেন, অতঃপর তিনি যখন দেখলেন মুক্তাদীরা হাততালি দিচ্ছে। আর রাসূল (সা) জামা'আত ঠেলে সামনে এগুচ্ছেন এমনকি ঠিক আবূ বকরের পিছনের সারিতে দাঁড়ালেন। আর আবূ বকরের অভ্যাস ছিল যে, তিনি যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। অতঃপর তিনি লক্ষ্য করলেন হাততালি অনবরত চলছেই। তিনি তৎপ্রতি খেয়াল করলেন, দেখলেন রাসূল (সা)-কে তাঁর পিছনে দাঁড়ানো। তখন রাসূল (সা) তাঁকে হাতের ইশারায় সালাত চালিয়ে যেতে বললেন। অতঃপর আবূ বকর শান্ত চিত্তে দাঁড়ালেন এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর তিনি সালাতকে ধীরগতি করলেন। রাবী বলেন, এরপর রাসূল (সা) সামনে গেলেন এবং সালাত পড়িয়ে দিলেন। অতঃপর যখন রাসূল (সা) সালাত সম্পন্ন করলেন তখন বললেন, হে আবূ বকর! আমি তোমাকে ইশারা করার পরেও সালাত চালিয়ে যেতে কে তোমাকে বারণ করল? (এখানে কোন বর্ণনায় مقيت আর কোন বর্ণনায় اَن تمضى উল্লেখ করা হয়েছে।) রাবী বলেন, এরপর আবূ বকর বললেন, ইবন্ আবূ কুহাফার (আবূ বকর) জন্য রাসূলের ইমামতি করা সমীচিন নয়। অতঃপর তিনি সকল মানুষকে লক্ষ্য করে বললেন, যখন তোমাদের সালাতে কোন কিছু ঘটে যাবে তখন পুরুষরা তাসবীহ বলবে আর মহিলারা হাত তালি দিবে, (এখানে কোন বর্ণনায় لِيَصْفَحْ আবার কোন বর্ণনায় لِيَصْفَقْ উল্লেখ করা হয়েছে।)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, তোমরা হাততালি দিলে কেন? তাঁরা জবাব দিলো, আবূ বকরকে জানান দেয়ার জন্য (আপনার আগমন)। তিনি বললেন, হাততালি মহিলাদের জন্য আর তাসবীহ পুরুষদের জন্য।

[হাদীসটি বুখারী, মুসলিম। আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٠٢) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ مَرَضِهِ مُرُوْا أَبَابَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَخَرَجَ أَبُوْبَكْرٍ فَكَبَّرَ وَ وَجَدَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحَةً فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنَ فَلَمَّا رَاٰهُ أَبُوْبَكْرٍ تَأَخَّرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَكَ، ثُمَّ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِ أَبِىْ بَكْرٍ فَاقْتَرَأَ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى بَلَغَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ السُّوْرَةِ

(১৪০২) আব্বাস ইবনু আব্দুল মোত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) জীবনের শেষ) অসুস্থতার সময় বলেছেন, তোমরা আবূ বকরকে বল, সে যেন মানুষের সালাত পড়িয়ে দেয়। আবূ বকর বের হলেন (এক্বামাতের) তাকবীর বলা হলো (অর্থাৎ সালাত আরম্ভ করলেন) এমতাবস্থায় রাসূল (সা) একটু সুস্থতাবোধ

করলেন। এরপর তিনি দুইজন ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে বের হলেন। অতঃপর তিনি যখন দেখলেন যে, আবু বকর বিলম্ব করছে তখন তিনি তাঁকে তাঁর স্থানে থাকবার ইশারা দিলেন। অতঃপর রাসূল (সা) আবূ বকরের পাশে বসলেন এবং আবূ বকর (রা) যেখানে সূরার কি্বরাত পড়ছিলেন রাসূল (সা) সেখান থেকেই কিরাত শুরু করলেন।

[ইমাম আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, আমি আব্বাস ইবন্ আব্দুল মুত্তালিব এর হাদীসে নির্ভর করতে পারি না। যদিও এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(١٤٠٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا مَرِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ اَبَابَكْرٍ اَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ وَجَدَ خِفَّةً فَخَرَجَ فَلَمَّا اَحسَّ بِهِ اَبُوْ بَكْرٍ أَرَادَ اَنْ يَنْكُصَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَاستَفْتَحَ مِنَ الْأَيَةِ الَّتِى انتَهَى إِلَيْهَا أَبُوْبَكْرٍ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ) فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ قَالَ وَقَامَ اَبُوْبَكْرٍ عَنْ يَمِيْنِهِ وَكَانَ أَبُوبَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ اَبُوْبَكْرٍ، وَمَاتَ فِى مَرَضِهِ ذَاكَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

(১৪০৩) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূল (সা) (শেষ বারের মত) অসুস্থ হলেন তিনি আবূ বকর (রা)-কে সালাতের ইমামতির নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি কিছুটা সুস্থতা বোধ করলেন, তখন সালাতের উদ্দেশ্যে তিনি বের হলেন, তাঁর উপলব্ধি হল যে, আবূ বকর ইমামতি বাদ দেয়ার ইচ্ছা করছে তখন রাসূল (সা) তাঁকে (ইমামতি চালিয়ে যেতে) ইঙ্গিত দিলেন। এরপর তিনি আবূ বকরের বাম পাশে বসলেন এবং সে যেখান থেকে তিলাওয়াত শেষ করেছে সেই আয়াত থেকে তিলাওয়াত শুরু করলেন।

(উক্ত আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) দ্বিতীয় সনদে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে বলা হয়েছে।) অতঃপর নবী (সা) আসলেন এবং বসলেন, রাবী বলেন, আর আবূ বকর রাসূল (সা)-এর ডান পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন। আবূ বকরই তখন নবী (সা)-এর ইমামতি করেন আর সবাই আবূ বকরের ইমামতিতে (সালাত আদায় রত) ছিল। আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস বলেন, আর রাসূল (সা) আবূ বকর যেখান থেকে কিরাআত শেষ করেছেন সেখান হতে তিলাওয়াত শুরু করলেন। রাসূল (সা) এই অসুখেই ওফাতবরণ করেন।

[হাদীসটি ইবন্ মাজাহ্য় বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٠٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَابَكْرٍ اَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيْهِ، فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَى أَبِى بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَاعِدًا وَأَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ (وَفِى لَفْظٍ) كَانَ أَبُوْبَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّوْنَ بِأَبِى بَكْرٍ.

(১৪০৪) আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাঁর ওফাতকালীন অসুস্থতার সময়ে আবূ বকর (রা)-কে সালাতের ইমামতির নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূল (সা) আবূ বকরের পাশে বসে বসে ইমামতি করতেন আর আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাতের ইমামতি করতেন। আর মানুষরা তাঁর পিছনে থাকতো। (অন্য শব্দে) আবূ বকর (রা) নবী (সা)-এর ইমামতিতে এবং মানুষ আবূ বকর-এর ইমামতিতে সালাত আদায় করতেন।

[হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]

(٩) بَابُ جَوَازِ انْتِقَالِ الْمُنْفَرِدِ اِمَامًا

(৯) অধ্যায় ঃ একাকী ব্যক্তি সালাত আদায় করার পর ইমামতি জায়েয হওয়া প্রসঙ্গে

(١٤٠٥) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى رَمَضَانَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ، قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ إِلَى جَنْبِى ثُمَّ جَاءَ أٰخَرُ حَتّٰى كُنَّا رَهْطًا، فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلْفَهُ تَجَوَّزَ فِى الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَصَلّٰى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا عِنْدَنَا، قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَطِنْتَ بِنَا اللَّيْلَةَ؟ قَالَ نَعَمْ فَذَاكَ الَّذِىْ حَمَلَنِىْ عَلَى الَّذِىْ صَنَعْتُ "الحديث"

(১৪০৫) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) রমযান মাসে সালাত আদায় করছিলেন, আমি এলাম অতঃপর তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম, রাবী বলেন, অতঃপর একব্যক্তি এল এবং আমার পাশে দাঁড়াল এরপর আরেকজন। এভাবে আমরা কয়েকজন (ছোট একটা দল) হয়ে গেলাম। অতঃপর রাসূল (সা) যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরাও তাঁর পিছনে (সালাতে যোগ দিয়েছি) তখন তিনি সালাতকে সংক্ষিপ্ত করলেন, এখন সালাত শেষে বাড়ি গিয়ে এমনভাবে সালাত শুরু করলেন যেমনটি আমাদের সামনে করেন নাই। রাবী বলেন, অতঃপর যখন আমরা সকাল করলাম অর্থাৎ পরদিন সকালে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আপনি কি গতরাতে আমাদের জন্য বিরক্তবোধ করেছেন। রাসূল (সা) জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তোমাদের কারণে বিরক্তবোধ করার কারণেই আমি অনুরূপ (সংক্ষিপ্ত সালাত আদায়) করেছি। [বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী।]

(١٠) بَابُ مَا يَفْعَلُ اِذَا لَمْ يَحْضُرْ اِمَامُ الْحَىِّ

(১০) অধ্যায় ঃ মহল্লার নির্ধারিত ইমাম উপস্থিত না হলে তখন কি করা হবে?

(١٤٠٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ الْوَلِيْدَ بْنَ عُقْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ مَرَّةً فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْوَلِيْدُ، مَاحَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ أَجَاءَكَ مِنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَمْرٌ فِيْمَا فَعَلْتَ أَمِ ابْتَدَعْتَ؟ قَالَ لَمْ يَأْتِيْنِى أَمْرٌ مِنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَمْ اَبْتَدِعْ، وَلٰكِنْ أَتَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَنْ نَنْتَظِرَكَ بِصَلَاتِنَا وَأَنْتَ فِى حَاجَتِكَ.

(১৪০৬) আব্দুল্লাহ ইবন্ উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি কাসিম থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একদা ওয়ালিদ ইবন্ উকবা সালাতকে বিলম্বিত করলেন এমতাবস্থায় আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসঊদ (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নিজে নিজেই একামাত দিলেন, অতঃপর তিনি ইমামতি করলেন, এরপর ওয়ালিদ তাঁর (ইবন্ মাসঊদ) কাছে (লোক) পাঠালেন। (তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো) তুমি যা করলে তাতে কিসে তোমাকে প্ররোচিত করল? তোমার কাছে রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ আছে কি? নাকি তুমি বিদ'আত করছ? তিনি জবাব দিলেন, রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ আমার কাছে আসে নি এবং বিদ'আতীও নই। বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন যে, আমরা আমাদের সালাতের জন্য আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব অন্যদিকে তুমি তোমার (ব্যক্তিগত) প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকবে।

[হাদীসটি বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদ উত্তম।]

(١١) بَابُ اِطَالَةَ الاَمَامِ الرَّكْعَةَ الْأُوْلَى وَانْتِظَارِ مَنْ اَحَسَّ بِهِ دَاخِلاً لِيُدْرِكَ الرَّكْعَةَ

(১১) অধ্যায় ঃ ইমামের প্রথম রাকা'আত দীর্ঘ করা এবং কেউ পাবার জন্য মসজিদে প্রবেশ করছে বুঝা গেলে তার জন্য দেরী করা

(١٤٠٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى أَوْفَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْمُ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ حَتّٰى لاَ يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ

(১৪০৭) আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যোহরের সালাতের প্রথম রাকা'আতে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যতক্ষণ কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পেতেন না।

[হাদীসটি ইবন্ বায্যার তাঁর হাকিমে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসের সনদে একজন রাবী ব্যতীত সবাই বিশ্বস্ত (ছেকা)।]

(١٤٠٨) عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِى فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى

(১৪০৮) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যোহরের সালাতের ইকামাত হতো অতঃপর আমাদের কেউ জান্নাতুল বাকীতে যেয়ে প্রয়োজন (পেশাব-পায়খানা) পূরণ করতো। অতঃপর ওযূ করতো এরপর মসজিদে আসতো।এমতাবস্থায় রাসূল (সা) প্রথম রাকা'আতেই থাকতেন।

(١٤٠٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا يَقْرَءُ بِنَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيُطَوِّلُ فِى الْأُوْلَى وَيُقَصِّرُ فِى الثَّانِيَةِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِى صَلاَةِ الصُّبْحِ، يُطَوِّلُ الْأُوْلَى وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِنَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ.

(১৪০৯) আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদের ইমামতি করতেন, তিনি যোহরের সালাতের প্রথম দুই রাকা'আতে কিরাত পড়তেন কখনও কখনও আমরা তাঁর পঠিত আয়াত শুনতে পেতাম। প্রথম রাকা'আতের কিরাআতকে তিনি লম্বা করতেন দ্বিতীয় রাকা'আতের কিরাআতকে ছোট করতেন। তিনি অনুরূপ ফজরের সালাতেও করতেন। প্রথম রাকা'আত দীর্ঘ করতেন দ্বিতীয় রাকা'আত ছোট করতেন এবং তিনি আসরের সালাতেও প্রথম দুই রাকা'আতে আমাদের ইমামতির সময় কিরাত পড়তেন। [হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٢) بَابُ جَوَازِ جِهْرِ الاَمَامِ بِتَكْبِيْرِ الصَّلاَةِ لِيَسْمَعَهُ الْمَأْمُوْمُوْنَ وَحُكْمُ التَّسْمِيْعِ مِنْ غَيْرِ الْاَمَامِ

(১২) অধ্যায় ঃ ইমামের জন্য জোরে তাকবীর বলা যেন মুক্তাদীগণ শুনতে পায় এটি জায়েয হওয়া এবং ইমাম ব্যতীত অন্যদের তাকবীর শুনানোর হুকুম

(١٤١٠) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اشْتَكَى أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ أَوْغَابَ فَصَلَّى بِنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ وَحِيْنَ رَكَعَ وَحِيْنَ قَالَ سَمِعَ

اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَحِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَحِيْنَ سَجَدَ وَحِيْنَ قَامَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَضٰى صَلاَتَهُ عَلٰى ذَالِكَ، فَلَمَّا صَلّٰى قِيْلَ لَهُ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ عَلٰى صَلاَتِكَ فَخَرَجَ فَقَامَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ، وَاللّٰهِ مَا أُبَالِى اخْتَلَفَتْ صَلاَتُكُمْ أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ، هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى.

(১৪১০) সাঈদ ইবনুল হারিছ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবূ হুরায়রা (রা) অসুস্থ হলেন অথবা সালাতে অনুপস্থিত ছিলেন। এমতাবস্থায় আবূ সাঈদ খুদরী (রা) আমাদের ইমামতি করলেন। তিনি সালাত শুরুর প্রাক্কালে তাকবীর দিলেন জোরে, রুকুর সময় তাকবীর দিলেন জোরে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললেন জোরে, সিজদা থেকে উঠবার সময় তাকবীর বললেন জোরে, সিজদাতে যাবার সময় তাকবীর দিলেন জোরে। ২য় রাকা'আতে উঠবার সময় তাকবীর দিলেন জোরে এইভাবে তিনি সালাত সম্পন্ন করলেন। অতঃপর সালাত শেষে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, মামুষরা আপনার সালাতে মতবিরোধ করছে (অর্থাৎ তাকবীর জোরে বলার ব্যাপারে। কেননা তাদের অনেকেই জোরে তাকবীর দেয়, অনেকেই এটা অস্বীকার করে)। এরপর বেরুলেন এবং মিম্বারের নিকট দাঁড়ালেন, বললেন, হে মানুষেরা! আমি তোমাদের সালাত বিচিত্র রকমের হোক আর না হোক তার পরোয়া করি না। বরং রাসূল (সা)-কে আমি এইরূপেই সালাত আদায় করতে দেখেছি। [হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤١١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اشْتَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ عَنْهُ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ الْحَدِيْثُ.

(১৪১১) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি (রাসূল (সা)) অসুস্থ হলেন, আমরা পিছনেই সালাত আদায় করলাম আর তিনি বসে বসে ইমামতি করলেন। আর আবূ বকর (রা) তাকবীর বলতেন, তিনি মানুষদের তাঁর তাকবীর শুনিয়ে দিতেন।

(١٣) بَابُ انْعِقَادِ الْجَمَاعَةِ بِإِمَامٍ وَمَأْمُوْمٍ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَأْمُوْمُ رَجُلاً أَمْ صَبِيًّا أَمْ إِمْرَأَةً

(১৩) অধ্যায় ঃ ইমাম ও মুক্তাদীতেই জামা'আত হবে, চাই সে মুক্তাদী পুরুষ বালক বা নারী যাই হোক না কেন

(١٤١٢) عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأٰى رَجُلاً يُصَلِّى فَقَالَ الْأَرَجُلُ لِيَتَصَدَّقُ عَلٰى هٰذَا فَيُصَلِّى مَعَهُ، فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلّٰى مَعَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هٰذَانِ جَمَاعَةٌ

(১৪১২) আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) এক ব্যক্তিকে (একাকী) সালাত আদায় করতে দেখলেন, তিনি বললেন, এই লোকটিকে সাদকা করার মত কেউ নেই যে, তার সাথে সালাত আদায় করবে। এক ব্যক্তি দাঁড়াল এবং তাঁর সাথে সালাত আদায় করল। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, এই জন্যেই জামা'আত হয়েছে।

[হাদীসটি তাবারানী তাঁর মু'জামুল ওয়াসতে এবং আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। তবে বুখারী হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন। আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, হাদীসের هذان جماعة বাক্যাংশ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ্।]

(١٤١٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا فَقَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ لِأُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ قَالَ فَأَخَذَ بِذُؤَابَةٍ كَانَتْ لِي أَوْ بِرَأْسِي حَتَّى جَعَلَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ.

(১৪১৩) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি (রাসূল (সা)-এর স্ত্রী) আমার খালা মাইমূনা বিনতে হারিছের কাছে রাত্রি যাপন করলাম। রাসূল (সা) সেদিন খালার ঘরেই ছিলেন। রাত্রিতে তিনি (নফল) সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন আমিও তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম, তাঁর সাথে সালাত আদায় করব বলে। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূল (সা) আমার মাথা ধরে অথবা সামনের চুলের ঝুঁটি ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে নিয়ে এলেন। [হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও অন্য চারটি সুনান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤١٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللّٰهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ.

(১৪১৪) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) (দু'আ করে) বলেছেন, আল্লাহ সে পুরুষের উপর রহম করুন, যে রাত্রিতে ঘুম থেকে উঠে, অতঃপর সালাত (নফল) আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও জাগিয়ে দেয়, সেও (নফল) সালাত আদায় করে। যদি সে উঠতে না চায় তবে তার মুখমণ্ডলে পানির ছিটা দেয়। আল্লাহ সে মহিলার উপর রহম করুন, যে রাত্রিতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, অতঃপর নফল সালাত আদায় করে এবং তার স্বামীকেও জাগিয়ে দেয়, সেও (নফল) সালাত আদায় করে। যদি সে জাগতে না চায় তবে সে তার চোখে-মুখে পানি দেয়।

أَبْوَابُ مَايَتَعَلَّقُ بِالْمَأْمُوْمِيْنَ وَأَحْكَامِ الْاقْتِدَاءِ

এক্তেদার হুকুম আহকাম এবং মুক্তাদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন অধ্যায়

(١) بَابُ وُجُوْبِ مُتَابَعَةِ الْأَمَامِ وَالنَّهْيُ عَنْ مُسَابَقَتِهِ

(১) অধ্যায় ঃ ইমামের অনুসরণের অপরিহার্যতা এবং তাঁকে অগ্রগামীতার নিষেধাজ্ঞা

(١٤١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيِّ أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ حِيْنَ جَلَسَ أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ فَلَمَّا قَضَى الْأَشْعَرِيُّ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا، فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ أَبِي أَرَمَّ السُّكُوْتُ، قَالَ فَعَلَّكَ يَاحِطَّانُ قُلْتَهَا، لِحِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وَاللّٰهِ إِنْ قُلْتُهَا، لَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْعَكَنِي بِهَا. قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ. فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ أَلَاتَعْلَمُوْنَ مَاتَقُوْلُوْنَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ فَإِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَقْرَءُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَالَ وَلَاالضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا

آمِيْنَ يَجِبْكُمُ اللّٰهُ، ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوْا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرفَعُ قَبْلَكُمْ، قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللّٰهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوْا وَاسْجُدُوْا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ اَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُوْلَ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا عَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

(১৪১৫) (ইমাম আহমদ বলেন,) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ্, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা, তিনি বলেন আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইবন্ সায়ীদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হিশাম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন কাতাদা, তিনি ইউনুস ইবন্ যুবাইর হতে, তিনি হিত্তান ইবন্ আব্দুল্লাহ আর-রাকাশী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবূ মূসা আশ'আরী তাঁর সাথীদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি যখন বসলেন তখন গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, সালাত অবধারিত হয়েছে কল্যাণ এবং পবিত্রতার জন্য। আবূ মূসা আশ'আরী তাঁর সালাত শেষে গোত্রের লোকজনের সামনে এলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে এইসব এইসব কথা কে বললে? গোত্রের সবাই চুপ মেরে গেল। রাবী আবূ আব্দুর রহমান বলেন, আমার পিতা বলেন أَرَمَّ শব্দের অর্থ চুপ করা। তিনি বললেন, হিত্তান ইবন্ আব্দুল্লাহকে লক্ষ্য করে বললেন, হে হিত্তান! সম্ভবত তুমিই এমনটি বলে থাকবে। হিত্তান বললো, আল্লাহ্র কসম! আমি এমন কথা বলি নাই। আমাকে ভর্ৎসনা করা হবে এমন ব্যাপারে আমি ভয় পাই (এড়িয়ে চলি)। গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, আমিই উক্ত কথা বলেছি তবে এর দ্বারা আমার কল্যাণ উদ্দেশ্য বৈ ছিল না। আবূ মূসা আশ'আরী বললেন, তোমরা কি জান, তোমরা তোমাদের সালাতের ব্যাপারে কি বলেছ? অথচ নবী (আ) আমাদের সামনে বক্তব্য দিলেন অতঃপর আমাদেরকে আমাদের সুন্নাত সম্পর্কে শিক্ষা দিলেন এবং আমাদের সামনে বর্ণনা দিলেন (আদায়ের পদ্ধতি) আমাদের সালাত আদায় সম্পর্কে। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের লাইনগুলোকে সমান করে নাও। এরপর তোমাদের ইমাম হবেন তোমাদের মাঝে যার পড়া বেশী শুদ্ধ। এরপর তিনি যখন তাকবীর দিবেন অতঃপর তোমরাও তাকবীর বলবে। তিনি যখন وَلَاالضَّالِّيْنَ বলবেন তখন তোমরা آمِيْنَ বলবে। আল্লাহ তোমাদের এ দু'আর জবাব দিবেন। অতঃপর যখন ইমাম তাকবীর দিবেন এবং রুকুতে যাবেন তখন তোমরাও তাকবীর দিবে এবং রুকু করবে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই ইমাম তোমাদের পূর্বে রুকুতে যাবে এবং তোমাদের পূর্বে রুকু থেকে উঠবে। নবী (সা) বলেন, ইমামের কারণেই তোমরা এমনটি করছ। অতঃপর ইমাম যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে তখন তোমরা اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ। বলবে। আল্লাহ তোমাদের এ দু'আও শ্রবণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নবীর যবানে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেছেন। এরপর যখন ইমাম তাকবীর দিবে এবং সিজদায় যাবে তখন তোমরাও তাকবীর দিবে এবং সিজদায় যাবে। তবে ইমাম তোমাদের পূর্বেই সিজদায় যাবেন এবং তোমাদের পূর্বেই সিজদা থেকে উঠবেন। নবী (সা) বলেছেন, ইমামের কারণেই তোমরা এমনটি করছ। অতঃপর ইমাম যখন বৈঠকে যাবেন (তাশাহ্হুদের বৈঠক) তখন তোমরা সর্বাগ্রে এ কথা বলবে।

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

(এমন দোয়া পাঠ করবে)

[হাদীসটি মুসলিম ও আবূ দাউদে আরো বিস্তারিত এবং ইবনু মাজাহ্, নাসায়ী, দারু কুতনী ও তাহাভীতে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤١٦) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ (فَلَاتَخْتَلِفُوْنَ عَلَيْهِ) فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَاتُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَلَا تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (وَفِى رِوَايَةِ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ، وَفِى أُخْرَى رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ) وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَلَا تَسْجُدُوْا حَتَّى يَسْجُدَ. وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوْسًا أَجْمَعُوْنَ.

(১৪১৬) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইমামের দায়িত্ব হচ্ছে পরিপূর্ণতা দেওয়া। (অতএব তোমরা তার ব্যাপারে মতবিরোধ করো না।) সুতরাং তিনি যখন তাকবীর বলবেন, তোমরাও তাকবীর বলবে। আর তিনি তাকবীর না বলা পর্যন্ত তোমরা তাকবীর বলবে না। তিনি যখন রুকু করবেন তোমরাও তখন রুকু করবে তিনি রুকু না করা পর্যন্ত তোমরা রুকু করবে না। তিনি যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবেন, তোমরা তখন رَبَّنَاوَ لَكَ الْحَمْدُ বলবে, কোন কোন বর্ণনায় এসেছে তোমরা اَللّٰهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ বলবে। অপর বর্ণনায় এসেছে رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ বলবে) তিনি যখন সিজদায় যাবেন তোমরাও তখন সিজদায় যাবে। তিনি সিজদায় না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা সিজদায় যাবে না। আর তিনি যদি বসে বসে সালাত আদায়কারী হন তবে তোমরা সবাই বসে বসে সালাত আদায় করবে। [হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤١٧) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ ثُمَّ نَسْجُدُ.

(১৪১৭) বারা ইবন্ আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন আমাদের কেউই তার পিঠ ঝুঁকিয়ে রাখতো না। এরপর তিনি সিজদায় যেতেন। অতঃপর আমরা সবাই সিজদায় যেতাম। [হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤١٨) عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَرْفَعُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا؟ قَالَ أَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَحْبَبْتُ أَنْ أَعْلَمَ تَعْلَمُ ذَالِكَ أَمْ لاَ فَقَالَ اتَّقُوْا خِدَاجَ الصَّلَاةِ إِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا.

(১৪১৮) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর পিছনে সালাত আদায় করছিল। সে তাঁর (রাসূলের) আগেই রুকুতে যাচ্ছিল এবং তাঁর (রুকু থেকে) উঠার আগেই উঠছিল। অতঃপর রাসূল (সা) যখন সালাত সমাপ্ত করলেন, বললেন, এমনটি কে করেছে? লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি করেছি। আমি চেয়েছি যে, আপনি এটা জেনেছেন কিনা জানব। রাসূল (সা) বললেন, সালাতের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে

বেঁচে থাক। ইমাম যখন রুকুতে যাবে অতঃপর তোমরাও রুকুতে যাবে আর তিনি যখন (রুকু থেকে) উঠবেন অতঃপর তোমরাও উঠবে।

[হাইছুমী বলেন, হাদীসটি তাবারানী তাঁর মু'জামুল ওয়াসতে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদে আইয়ূব ইবন্ জাবির আছেন, যিনি দুর্বল। ইবন্ আলী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।]

(١٤١٩) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ فَاَقْبَلَ اِلَيْنَا فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى اِمَامُكُمْ فَلَاتَسْبِقُوْنِىْ بِالرُّكُوْعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْقُعُوْدِ وَلَا بِالْاِنْصِرَافِ فَاِنِّى اَرَاكُمْ مِنْ اَمَامِى وَمِنْ خَلْفِى، وَاَيْمُ الَّذِى نَفْسِى بِيَدِهٖ لَوْ رَاَيْتُمْ مَا رَاَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا. قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا رَاَيْتَ؟ قَالَ رَاَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ زَادَ فِىْ رِوَايَةٍ وَحَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ

(১৪১৯) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন। একদা তিনি সালাত সমাপ্ত করলেন, অতঃপর আমাদের সামনে আসলেন, এরপর বললেন, হে মানুষেরা! আমি তোমাদের ইমাম। অতএব তোমরা আমা হতে অগ্রগামী হইও না। না রুকুতে, না সিজদায়, না উঠায়, না বসায়, আর না সালাতের সমাপ্তিতে, আর (জেনে রেখ) নিশ্চয়ই আমি দেখতে পাই আমার সামনে এবং পিছনে। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি! আমি যা দেখতে পাই তা যদি তোমরা দেখতে তবে হাসতে কম কাঁদতে বেশী। তাঁরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি দেখতে পান? তিনি জবাব দিলেন, আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখতে পাই। কোন কোন বর্ণনায় অতিরিক্ত একথা রয়েছে যে, তিনি তাঁদেরকে সালাতের প্রতি উৎসাহিত করলেন।

[হাদীসটি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٢٠) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ أَمَا يَخَافُ الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ مَا يَأْمَنُ الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ.

(১৪২০) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই নবী (সা) বলেছেন, অথবা (অন্য বর্ণনায়) তিনি বলেন, আবুল কাসিম (সা) বলেছেন, তার কি কোন ভয় নেই যে, সে (সিজদা থেকে) মাথা উঠায় অথচ তখনও ইমাম সিজদায়। (যে এরকম করবে) আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দিবেন। (উক্ত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ইমামের সাথে ইমামের পূর্বে তার মাথা (সিজদা থেকে) উঠায় তার কোন নিরাপত্তা নেই। আল্লাহ তার আকৃতিকে গাধার আকৃতিতে রূপান্তরিত করবেন।

[হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও অপরাপর চারটি সুনানে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٢١) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُبَادِرُوْنِى بِرُكُوْعٍ وَلَابِسُجُوْدٍ فَاِنَّهُ مَهْمَا اَسْبِقْكُمْ بِهٖ اِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُوْنِى اِذَا رَفَعْتُ، وَمَمَا اَسْبِقْكُمْ بِهٖ اِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُوْنِى اِذَا رَفَعْتُ اِنِّى قَدْ بَدُنْتُ.

(১৪২১) মু'আবিয়া ইবন্ আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, তোমরা আমার থেকে অগ্রগামী হবে না, না রুকুতে না সিজদায়। আমি যদি কখনো তোমাদের

চেয়ে অগ্রগামীও হই বা তাড়াহুড়া করি রুকুর সময়ে আমি রুকু থেকে উঠার আগেই তোমরা পেলেই চলবে। অনুরূপভাবে সিজদাতেও যদি তাড়াহুড়া করি সেখান থেকে মাথা উঠানোর পূর্বে আমাকে সিজদায় পেলেই চলবে। আমি তো স্থূলকায় হয়ে গেছি। অর্থাৎ এতবেশী তাড়াহুড়া করি না।

[হাদীসটি আবূ দাউদ। ইবন্ মাজাহ ও তাবারানীর মু'জামুল কাবীরে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের সনদের রাবীগণ সহীহ্ হাদীসের রাবীদের ন্যায়।]

(١٤٢٢) عَنْ اَبِى إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِىَّ يَخْطُبُ فَقَالَ أَخْبَرَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامُوْا قِيَامًا حَتَّى يَسْجُدَ ثُمَّ يَسْجُدُوْنَ.

(১৪২২) আবূ ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন্ ইয়াযিদ আল আনসারীকে বক্তৃতা দিতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন যে, বারা ইবন্ আযিব (রা) আমাদেরকে খবর দিয়েছেন (আর তিনি হাদীস বর্ণনায় মিথ্যাবাদী নন) যে, নিশ্চয়ই রাসূল (সা) যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন ঠিকমত সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, অতঃপর তিনি সিজদায় যেতেন এরপর তাঁরা (মুক্তাদী/সাহাবা) সবাই সিজদায় যেতেন। [হাদীসটি বুখারী ও নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(٢) بَابُ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ وَالْمُقِيْمِ بِالمسافر

(২) অধ্যায় ঃ নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা এবং মুসাফিরের পিছনে মুকীমের ইক্তিদা প্রসঙ্গ

(١٤٢٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَاْتِى قَوْمَهُ فَيُصَلِّى بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ

(১৪২৩) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে মু'আয ইবন্ জাবাল (রা) রাসূল (সা)-এর সাথে ইশার সালাত আদায় করতেন, অতঃপর স্বীয় গোত্রে গিয়ে ইশার সালাতের ইমামতি করতেন।

[হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٢٤) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْتُ مَعَهُ (يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْفَتْحَ فَاَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانَ عَشَرَةَ لَايُصَلِّى إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُوْلُ لأَهْلِ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفْرٌ.

(১৪২৪) ইমরান ইবন্ হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় আমি (রাসূলের) সাথে সাক্ষাৎ করলাম, সে সময় তিনি মক্কায় ১৮ দিন অবস্থান করেন। মক্কায় অবস্থানকালীন তিনি দুই রাকা'আত বৈ সালাত আদায় করতেন না। আর স্থায়ী বাসিন্দাদের অর্থাৎ মক্কাবাসীদের তিনি বলেন, তোমরা চার রাকাতই আদায় কর। কেননা, আমরা মুসাফির। [হাদীসটি বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(٣) بَابُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُتَوَضِّىْ بِالْمُتَيَمِّمِ

(৩) অধ্যায় ঃ তায়াম্মুমকারীর পিছনে ওযূকারীর ইক্তিদা জায়েয হওয়া প্রসঙ্গে

(١٤٢٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِى لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيْدَةِ الْبَرْدِ فَاَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ

أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلاَةَ الصُّبْحِ، قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ، فَقَالَ يَاعَمْرُو صَلَّيتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيْدَةِ الْبَرْدِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ اَهْلِكَ وَذَكَرْتُ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

(১৪২৫) আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন سَلاَسِلْ বছর তাঁকে প্রেরণ করেন তখন এক প্রচণ্ড শীতের রাত্রে আমার স্বপ্নদোষ হল তখন গোসল করে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ততায় নিক্ষেপ করার ব্যাপারে নিজের প্রতি দর্য়াদ্র হলাম (গোসল করলাম না)। অতঃপর আমি তায়াম্মুম করলাম এবং আমার সাথীদের ফজরের সালাতের ইমামতি করলাম। তিনি বলেন, এরপর যখন আমরা রাসূল (সা)-এর কাছে আসলাম তখন তাঁকে এ ঘটনা বললাম। (একথা শুনে রাসূল (সা) বললেন, হে আমর! তুমি কি অপবিত্র অবস্থায় তোমার সাথীদের সালাতের ইমামতি করেছ? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেননা এক প্রচণ্ড শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হল। অতঃপর আমার নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ব্যাপারে দয়াদ্র হলাম, (গোসল করলাম না।) এবং আমি আল্লাহ্‌র এই আয়াত স্মরণ করলাম "وَلَاتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا" অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াদ্র। এরপরেই আমি তায়াম্মুম করলাম এবং সালাত আদায় করলাম। (এতদশ্রবণে) রাসূল (সা) হেসে দিলেন আর কিছুই বললেন না।

(٤) بَابُ جَوَازِ الْاقْتِدَاءِ بِإِمَامٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَأْمُوْمِ حَائِلٌ

(৪) অধ্যায় ঃ ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে যদি কোন পর্দা বা অন্তরায় থাকে তবে সে ইমামের ইক্তিদা জায়েয হওয়া প্রসঙ্গ

(١٤٢٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجْرَتِي وَالنَّاسُ يَاْتَمُّوْنَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهِ.

(১৪২৬) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আমার ঘরে সালাত আদায় করতেন আর মানুষেরা ঘরের পিছন হতে তাঁর ইমামতি গ্রহণ করত। তাঁরা তাঁর সালাতই আদায় করত।

[হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٢٧) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيْ حُجْرَتِهِ فَجَاءَ أُنَاسٌ فَصَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي حُجْرَتِهِ فَجَاءَ أُنَاسٌ فَصَلُّوا بِصَلاَتِهِ فَخَفَّفَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَعَادَ مِرَارًا كُلَّ ذَالِكَ يُصَلِّي، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّيْتَ وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَمُدَّ فِي صَلاَتِكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ بِمَكَانِكُمْ وَعَمْدًا فَعَلْتُ ذَالِكَ.

(১৪২৭) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা) রাত্রি বেলায় তাঁর ঘরে সালাত আদায় করছিলেন, অতঃপর কিছু মানুষ আসলো তাঁরা তাঁর সালাতের অনুসরণ করলো। তিনি (রাসূল) সালাতকে সংক্ষিপ্ত করলেন। তিনি বেশ কয়েকবার ঘরে বাইরে পায়চারী করলেন। প্রত্যেকবার তিনি সালাত আদায়

করছিলেন। অতঃপর যখন ভোর হল তারা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আপনি সালাত আদায় করছিলেন, আর আমরা চাচ্ছিলাম যে, আপনি আপনার সালাতকে দীর্ঘায়িত করবেন। রাসূল (সা) বললেন, আমি তোমাদের অবস্থান জানতাম এবং আমি ইচ্ছা করেই (তোমাদের প্রতি করুণাবশত এক স্নেহের কারণে) এমনভাবে (সংক্ষিপ্ত করে) সালাত আদায় করেছি। [আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসটি নির্ভরযোগ্য নয়। যদিও সকল রাবীই বিশ্বস্ত।]

(٥) بَابُ اقْتِدَاءِ الْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ بِالْجَالِسِ وَالْجَالِسِ لِعُذْرٍ بِالْقَائِمِ

(৫) অধ্যায় ঃ দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তির বসা ব্যক্তির ইক্তিদা এবং সমস্যার কারণে বসা ব্যক্তির দাঁড়ানো ব্যক্তির ইক্তিদা

(١٤٢٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاهٰؤُلَاءِ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ؟ قَالُوْا بَلٰى نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ، قَالُوْا أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ فِى كِتَابِهِ مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ؟ قَالُوْا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ طَاعَتَكَ، قَالَ فَإِنَّ مَنْ طَاعَةِ اللّٰهِ أَنْ تُطِيْعُوْنِى، وَإِنَّ مِنْ طَاعَتِى أَنْ تُطِيْعُوا أَئِمَّتَكُمْ، أَطِيْعُوا أَئِمَّتَكُمْ فَإِنْ صَلَّوْا قُعُوْدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا.

(১৪২৮) আব্দুল্লাহ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা তিনি রাসূল (সা)-এর নিকটে একদল সাহাবার সাথে ছিলেন। রাসূল (সা) তাঁদের সামনে এলেন। অতঃপর বললেন, হে (মানুষের) উপস্থিতি! তোমরা কি জান না যে, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ? তারা বললো, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। তিনি (রাসূল) বললেন, তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে এ কথা নাযিল করেছেন যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। তারা বলল, হ্যাঁ। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। আর, যে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল সে আপনার আনুগত্য করল। তিনি (রাসূল) বললেন. নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র আনুগত্য এটাই যে, তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আর আমার আনুগত্য এটা যে, তোমরা নেতাদের আনুগত্য করবে। অতএব, তোমরা তোমাদের নেতাদের আনুগত্য কর। অতএব, যদি তারা বসে বসে সালাত আদায় করে তবে তোমরাও বসে বসে সালাত আদায় কর।

[হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ীতে ও ইবন্ মাজাহ্‌য় বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٢٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اشْتَكَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ وَ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا. فَلَمَّا صَلَّى قَالَ إِنَّ كِدْتُمْ انفًا تَفْعَلُوْنَ فِعْلَ فَارِسٍ وَالرُّوْمِ يَقُوْمُوْنَ عَلٰى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُوْدٌ فَلَا تَفْعَلُوْا وَائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُوْدًا.

(১৪২৯) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) অসুস্থ ছিলেন আমরা তাঁর পিছনে সালাত আদায় করলাম, এমতাবস্থায় তিনি বসে বসে (সালাত আদায় করছিলেন) আর আবূ বকর (রা) তাকবীর বলে মানুষদেরকে তাঁর (রাসূলের) তাকবীর শুনিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি (রাসূল) আমাদের দিকে তাকালেন,

আমাদেরকে দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। এরপর তিনি আমাদেরকে ইশারা করলেন ফলে আমরা সবাই বসে পড়লাম। অতঃপর তাঁর ইমামতিতে বসে বসে সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন সালাত শেষ করলেন বললেন, একটু আগে তোমরা যা করেছ তা যেন পারস্য ও রোমানদের মতই করেছ। তাদের রাজা-বাদশাদের সামনে তারা দাঁড়িয়ে থাকে আর তারা (বাদশারা) থাকে বসে। তোমরা এমনটি করবে না। বরং তোমরা তোমাদের ইমামকেই অনুসরণ করবে। যদি তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন তবে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, আর যদি তিনি বসে বসে সালাত আদায় করেন তবে তোমরাও বসে বসে সালাত আদায় করবে।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, আমি এ হাদীসের উপর নির্ভর করতে পারি না। যদিও এর সনদ উত্তম।]

(١٤٣٠) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيْهِ مُرُوْا أَبَابَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبَابَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيْفٌ فَمَتَى يَقُوْمُ مَقَامَكَ تُدْرِكُهُ الدِّقَّهُ، قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا أَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَصَلَّى أَبُوْبَكْرٍ وَصَلَّى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ قَاعِدًا.

(১৪৩০) উরওয়া থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাঁর ওফাতকালীন অসুস্থতার সময় বলেছেন, তোমরা আবূ বকরকে নির্দেশ দাও সে যেন মানুষদের সালাত আদায় করিয়ে দেয়। আয়িশা (রা) বললেন, আবূ বকর তো নরম মানুষ। তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন তখন তাঁকে দয়ার্দ্রতা পেয়ে বসবে। নবী (সা) বললেন, তোমরা তো ইউসুফ (আ)-এর সাথী। তোমরা আবূ বকরকে নির্দেশ দাও সে যেন মানুষদের সালাত আদায় করিয়ে দেয়, অতঃপর আবূ বকর (রা) সালাত আদায় করলেন, আর নবী (সা) তাঁর পিছনে বসে বসে সালাত আদায় করলেন।

(٦) بَابُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْفَاضِلِ بِالْمَفْضُوْلِ

(৬) অধ্যায় ঃ বেশী মর্যাদাবানের কম মর্যাদাবানের ইক্তিদা প্রসঙ্গ

(١٤٣١) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ خَصْلَتَانِ لاَ أَسْأَلُ عَنْهُمَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُمَا صَلاَةَ الإِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَحْبِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَمَسْحَ الرَّجُلِ عَلَى خُفَّيْهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(১৪৩১) মুগীরা ইবন্ শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু'টি বৈশিষ্ট্য এমন আছে, যে ব্যাপারে আমি কোন দিন কাউকে জিজ্ঞেস করি নি। কিন্তু কাজ দু'টো রাসূল (সা)-কে করতে দেখেছি। (প্রথমত) তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করা। আমি রাসূল (সা)-কে আব্দুর রহমান ইবন্ আওফ-এর পিছনে ফজরের সালাতের এক রাকা'আত আদায় করেছেন দেখেছি। (দ্বিতীয়ত) মোজার ওপর মাস্হ করা। আমি রাসূল (সা)-কে তাঁর মোজার ওপর মাস্হ করতে দেখেছি।

[হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ্ ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٣٢) وَعَنْهُ أَيْضًا وَقَدْ سُئِلَ هَلْ أَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ، كُنَّافِي سَفَرٍ وَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً فِيْهِ صِفَةُ وَضُوْءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْهِ قَالَ ثُمَّ لَحِقْنَا النَّاسَ وَقَدْ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَذَهَبْتُ لِأُوذِنَهُ فَنَهَانِي فَصَلَّيْنَا الَّتِي أَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا الَّتِي سُبِقْنَا بِهَا.

(১৪৩২) উক্ত মুগীরা ইবন্ শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার জিজ্ঞেস করা হল যে, রাসূল (সা) কি আবূ বকর (রা) ব্যতীত এ উম্মতের আর কারো পিছনে সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা সফরে ছিলাম (তাবুক যুদ্ধের)। এ ব্যাপারে বড় একটি হাদীস রয়েছে, যাতে রাসূল (সা)-এর ওযূর বৈশিষ্ট্যের বর্ণনাও রয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি বলেন, অতঃপর আমরা সকলের সাথে মিলিত হলাম সালাতের ইকামাত বলা হলো। আবদুর রাহমান ইবন্ আওফ তাদের ইমামতি করছিলেন। তিনি এক রাকা'আত সালাত আদায় করলেন, অতঃপর আমি তাঁকে (রাসূল (সা) আগমনের) সংবাদ জানানোর জন্য যেতে লাগলাম তিনি (রাসূল) আমাকে নিষেধ করলেন। অতঃপর আমরা সালাতের যেটুকু পেলাম তা আদায় করলাম আর যেটুকু ছুটে গিয়েছিল তা পূর্ণ করলাম।

[হাদীসটি বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। হাইছুমী বলেন, এ হাদীসের সনদে رشدين بن سعد আছে যিনি দুর্বল, অবশ্য হাইছুমী ইবন্ ফরেজাহ তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন। একদল মুহাদ্দিস হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। আর আবূ সালামা তাঁর পিতা থেকে শুনেন নি।]

(١٤٣٣) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ فَأَدْرَكَهُمْ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَاقَامُوْا الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ خَلْفَهُ رَكْعَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَصَبْتُمْ وَأَحْسَنْتُمْ.

(১৪৩৩) আবূ সালামা ইবন্ আবদুর রহমান ইবন্ 'আওফ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে তিনি রাসূল (সা)-এর সাথে সফরে ছিলেন অতঃপর নবী (সা) তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে একটু দূরে গেলেন। ইতিমধ্যে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেল তারা সালাতের ইকামাত বলল, অতঃপর আব্দুর রাহমান সামনে গেলেন (ইমাম হলেন)। এরপর নবী (সা) এলেন সকল মানুষের সাথেই তাঁর পিছনে এক রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি যখন সালাম ফিরালেন (সালাত শেষ করলেন) বললেন, তোমরা যথার্থ কাজ করেছ এবং উত্তম কাজ করেছ।

[হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।]

أَبْوَابُ مَوْقِفِ الامَامِ وَالْمَأْمُوْمِ وَأَحْكَامُ الصُّفُوْفِ

ইমাম ও মুক্তাদীর অবস্থান এবং সালাতের লাইনের হুকুমসমূহের ব্যাপারে অধ্যায়সমূহ

(١) بَابُ مَوْقِفِ الْوَاحِدِ مِنَ الإِمَامِ

(১) অধ্যায় ঃ মুক্তাদী একজন হলে সে ইমামের কোন, পাশে দাঁড়াবে

(١٤٣٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَزَبَنِي فَجَرَّنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلَّى ثَلَاثَ وَعَشْرَةَ رَكْعَةً قِيَامُهُ فِيهِنَّ سَوَاءٌ.

(১৪৩৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী (সা) রাত্রি বেলা সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে উঠেন আমিও উঠলাম। অতঃপর ওযূ করলাম এবং তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে ধরলেন এবং টেনে নিয়ে তাঁর ডান পাশে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি তের রাকা'আত সালাত আদায় করলেন যার প্রত্যেক রাকা'আতের দাঁড়ানোর পরিমাণ ছিল সমান।

(١٤٣٥) وعَنْهُ أَيْضًا قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَجَرَّنِي فَجَعَلَنِيْ حِذْوَهُ. فَلَمَّا أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلاَتِهِ خَنَستُ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِيْ مَا شَأْنِيْ أَجْعَلُكَ فَتَخْنُسُ؟ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَوَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّى حِذَاءَكَ وَأَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ الَّذِى أَعْطَاكَ اللّٰهُ، قَالَ فَأَعْجَبْتُهُ، فَدَعَا اللّٰهُ لِيْ أَنْ يَزِيْدَنِى عِلْمًا وَفَهْمًا، ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُهُ يُنْفُخُ ثُمَّ أَتَاهُ بِلاَلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الصَّلاَةُ، فَقَامَ فَصَلَّى مَا أَعَادَ وُضُوْءً.

(১৪৩৫) উক্ত আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাত্রির শেষভাগে রাসূল (সা)-এর কাছে আসলাম, অতঃপর সালাত আদায়ের জন্য তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। এরপর তিনি আমার হাত ধরে টেনে তাঁর বামে এনে দাঁড় করালেন। অতঃপর রাসূল (সা) যখন তাঁর সালাতের জন্য সামনে এলেন তখন আমি একটু পিছনে এলাম। এরপর রাসূল (সা) সালাত আদায় করলেন। তারপর যখন তাঁর সালাত আদায় শেষ করলেন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হল যে, আমি তোমাকে আমার পাশে আনলাম অথচ তুমি পিছনে সরে দাঁড়ালে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কারো জন্য কি এটা উচিত যে, আপনার পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে অথচ আপনি আল্লাহ প্রদত্ত রিসালাতের মর্যাদাপ্রাপ্ত? আমার এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল (সা) প্রীত হলেন, অতঃপর তিনি আল্লাহ্র কাছে আমার জন্য দু'আ করলেন, যেন তিনি আমার জ্ঞান ও বুদ্ধি বাড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি রাসূল (সা)-কে দেখলাম তিনি ঘুমিয়ে গেছেন এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার[১] শব্দ শুনতে পেলাম।

অতঃপর বেলাল (রা) তাঁর কাছে এলেন, অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, সালাত! অর্থাৎ সালাতের সময় হয়েছে। রাসূল (সা) উঠলেন, অতঃপর সালাত আদায় করলেন। পুনর্বার ওযূ করলেন না।

[হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সুনানের কিতাবে সংক্ষিপ্তাকারে, বিস্তারিতাকারে ও শাব্দিক বিভিন্নতায় বর্ণিত হয়েছে।]

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, হাদীসটি নির্ভরযোগ্য নয়, তবে রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

(١٤٣٦) عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى مَعَ الْإِمَامِ، فَقَالَ يَقُوْمُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقُلْتُ حَدَّثَنِي سُمَيْعُ الزَّيَّاتُ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهُ عَنْ يَمِيْنِهِ، فَأَخَذَ بِهِ.

(১৪৩৬) আ'মাশ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্রাহীম (নাখয়ী)-কে জিজ্ঞেস করলাম এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ইমামের সাথে সালাত আদায় করে। তিনি বলেন, সে তাঁর বামপাশে দাঁড়ায়, অতঃপর আমি বললাম, আমাকে সুমাঈ আল-জাইয়াত হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ইবন্ আব্বাসকে বলতে শুনেছি, তিনি হাদীস বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) তাঁকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়েছেন। অতঃপর তিনি (নাখয়ী) এ কথা গ্রহণ করলেন।

[হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে।]

---

১. ঘুমালে ওযূ নষ্ট হয় কিন্তু রাসূল (সা) এর ব্যতিক্রম, কেননা তিনি যখন ঘুমান তখনও তাঁর অন্তর জাগ্রত থাকে।

(١٤٣٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِى فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِيْنِهِ.

(১৪৩৭) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূল (সা) একদা এক কাপড়ে সালাত আদায় করছিলেন যার দুই পাশ পিছনে ছিল। অতঃপর আমি তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। এরপর তিনি আমার কান ধরলেন এবং তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। [আবদুর রাহমান আল বান্না বলেন, হাদীসটি নির্ভরযোগ্য নয়।]

(١٤٣٨) عَنْ جَبَّارِ بْنِ صُخْرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَامَ يُصَلِّى قَالَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِى فَحَوَّلَنِى عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلَّيْنَا فَلَمْ يَلْبَثْ يَسِيْرًا أَنْ جَاءَ النَّاسُ.

(১৪৩৮) জাব্বার ইবন্ সাখর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা) সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমিও তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। এরপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডান পাশে নিয়ে এলেন। অতঃপর আমরা সালাত আদায় করলাম। একটু পরেই মানুষ আসতে থাকল।

[আবদুর রাহমান আল বান্না বলেন, হাদীসটির উপর নির্ভরশীল নই। তবে এর সনদ উত্তম।]

(١٤٣٩) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَنَا بِإِزَائِهِ.

(১৪৩৯) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সালাত আদায় করতেন, আমি তাঁর পাশেই থাকতাম। [হাদীসটি আবূ দাউদ ও ইবন্ মাজাহ্য় বর্ণিত হয়েছে। এর সনদ উত্তম।]

(١٤٤٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يُفْرَشُ لِى حِيَالَ مُصَلَّى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُصَلِّى وَأَنَا حِيَالَهُ.

(১৪৪০) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর মুসাল্লার পাশেই ছিল আমার শয্যা। অতএব, তিনি যখন সালাত আদায় করতেন আমি তাঁর পাশে থাকতাম।

(٢) بَابُ فِىْ مَوْقِفِ اَلْإِثْنَيْنِ مِنَ الْإِمَامِ

(২) অধ্যায় ঃ মুক্তাদী দুই জন তারা ইমামের কোন্ পাশে দাঁড়াবে

(١٤٤١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلٰى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِهِ فَنَهَانِى فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِيْنِهِ فَجَاءَ صَاحِبٌ لِى فَصَفَّنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

(১৪৪১) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) মাগরিবের সালাতের জন্য দাঁড়ালেন অতঃপর আমি আসলাম এবং তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে নিষেধ করলেন এবং তাঁর ডান পাশে নিয়ে এলেন। অতঃপর আমার এক সাথী আসল তখন আমরা তাঁর পিছনে লাইন করে দাঁড়ালাম। এরপর রাসূল (সা) একটি মাত্র পোশাকে আমাদের ইমামতি করলেন, যে পোশাকের দুই পাশই তাঁর পিছনের দিকে ছিল।

[হাদীসটি মুসলিম ও আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٤٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ بِالْهَاجِرَةِ فَلَمَّا مَالَتِ الشَّمْسُ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِيَدِيْ وَبِيَدِ صَاحِبِيْ فَجَعَلْنَا عَنْ نَاحِيَتِهِ وَقَامَ بَيْنَنَا، ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا كَانُوْا ثَلَاثَةً ثُمَّ صَلَّى بِنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُوْنُ أَئِمَّةٌ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيْتِهَا فَلَاتَنْتَظِرُوْهُمْ بِهَا وَاجْعَلُوْا الصَّلَاةَ مَعَهُمْ سُبْحَةً (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ الْأَسْوَدَ وَعَلْقَمَةَ كَانَا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فِيْ الدَّارِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ أَصَلَّى هٰؤُلَاءِ قَالُوْا نَعَمْ، قَالَ فَصَلَّى بِهِمْ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَقَامَ وَسَطَهُمْ وَقَالَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَاصْنَعُوْا هٰكَذَا، فَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَضَعْ أَحَدُكُمْ يَدَيْهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ إِذَا رَكَعَ فَلْيَحْنَأْ فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

(১৪৪২) আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি এবং আলকামা হাজিরা উপত্যকায় আব্দুল্লাহ্ ইবন্ মাসউদের কাছে গেলাম, সূর্য যখন ঢলে পড়তে লাগল। (যোহরের) সালাতের ইকামাত বলা হল আর আমরা তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। অতঃপর তিনি আমার এবং আমার সাথীর হাত ধরে আমাদেরকে তাঁর পাশে রেখে মাঝখানে তিনি দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূল (সা) এমন করতেন যখন তারা তিনজন হতেন। অতঃপর তিনি আমাদের সালাতের ইমামতি করলেন। তিনি সালাত শেষে বললেন, খুব শীঘ্রই কিছু ইমাম হবে যারা সালাতকে প্রকৃত সময় থেকে বিলম্বিত করবে। সে সময় তোমরা তাদের সালাতের অপেক্ষা করবে না (বরং নিজেরাই সালাত আদায় করে নিবে।) আর তাদের সাথে সালাত আদায় করবে (পুনর্বার) নফল হিসেবে।

(উক্ত আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ হতে দ্বিতীয় সনদে বর্ণিত) তিনি ইব্রাহীম (নাখয়ী) হতে বর্ণনা করেন যে, আসওয়াদ ও আল্কামা একদা আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদের সাথে গৃহে অবস্থান করছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ বললেন, আমরা তাদের সাথে সালাত আদায় করব? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি আযান ও ইকামাত ব্যতীতই সালাতের ইমামতি করলেন এবং তিনি তাদের মাঝখানে দাঁড়ালেন। তিন বললেন, তোমরা যখন তিনজন থাকবে তখন এমনই করবে। আর যখন আরো বেশী হবে তখন তোমাদের একজন তোমাদের ইমামতি করবে। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যখন রুকু করবে সে যেন ঝুঁকে পড়ে এবং তার হস্তদ্বয় হাঁটুর উপর রাখে। আমার মনে হচ্ছে যেন আমি রাসূল (সা)-এর এ অবস্থায় তাঁর ছড়ানো আঙ্গুলগুলো দেখতে পাচ্ছি।

[হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٤٣) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا وَأَنَا إِلٰى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّي مَعَهُ.

(১৪৪৩) আব্দুল্লাহ ইবন্ আববাস (রা) থেকে বর্ণিত, আমি নবী (সা)-এর সাথে সালাত আদায় করেছি এ অবস্থায় যে, আয়িশা আমাদের পিছনে আর আমি নবী (সা)-এর পাশে তাঁর সাথে সালাত আদায় করছি।

[হাদীসটি নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

(١٤٤٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ حَرَامٍ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا.

(১৪৪৪) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি উম্মু হারামের (খালা) গৃহে রাসূল (সা)-এর সাথে সালাত আদায় করলাম। তিনি (সা) আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন আর উম্মু হারাম আমাদের পিছনে ছিল। [হাদীসটি মুসলিম ও আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে।]

(٣) بَابُ مَوْقِفِ الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ وَ غَيْرَ ذَلِكَ.

(৩) অধ্যায় ঃ বালক, নারী ও অন্যরা পুরুষদের কোন, পাশে দাঁড়াবে

(١٤٤٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ قَالَ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لِقَوْمِهِ أَلاَ أُصَلِّي لَكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَصَفَّ الرِّجَالَ ثُمَّ الْوِلْدَانَ ثُمَّ صَفَّ النِّسَاءَ خَلْفَ الْوِلْدَانِ.

(১৪৪৫) আব্দুর রাহমান ইবন্ গান্‌ম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মালিক আশ'আরী (রা) তাঁর গোত্রকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (সা)-এর সালাত আদায় করে দেখাব না? অতঃপর তিনি পুরুষদের লাইন করলেন, অতঃপর বালকদের, এরপর তিনি বালকদের পিছনে মেয়েদের লাইন করলেন। [হাদীসটি আবূ দাউদ ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে। আবূ দাউদ এ হাদীসের ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। তবে দলীলে যোগ্য।]

(١٤٤٦) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيْمٌ كَانَ عِنْدَنَا فِي الْبَيْتِ وَ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فِي بَيْتِنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِهِمْ وَصَلَّتْ أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

(১৪৪৬) ইসহাক ইবন্ আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর চাচা আনাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি এবং এক ছোট বালক যে আমার কাছে ছিল, আমাদের গৃহে রাসূল (সা)-এর পিছনে সালাত আদায় করলাম। রাসূল (সা) তাদের গৃহে এলেন এবং উম্মু সুলাইম (আনাসের মা) আমাদের পিছনে সালাত আদায় করলেন। হাদীসের রাবী সুফিয়ান عِنْدَنَا فِي الْبَيْتِ এর স্থলে عِنْدَنَا فِي بَيْتِنَا বলেছেন। [হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও মুয়াত্তা মালিকে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٤٧) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْمُوْا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ أَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

(১৪৪৭) ইসহাক ইবন্ আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ তালহা থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, একদা তার নানী মুলাইকা (রা) তাঁর গৃহে রাসূল (সা) কে নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি সেখান থেকে খেলেন। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, তোমরা সবাই দাঁড়াও আমি তোমাদের সালাত আদায় করিয়ে দিব। আনাস (রা) বলেন, আমি আমাদের একটি চাটাইয়ে দাঁড়ালাম, যে চাটাই দীর্ঘ ব্যবহারের কারণে ময়লা হয়ে গেছে সেজন্য তাতে কিছু পানির ছিটা দিলাম। রাসূল (সা) তার উপরে দাঁড়ালেন, অতঃপর আমি ও একটি ছোট বালক (কাজের লোক) তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম আর আমাদের পিছনে বৃদ্ধা (মুলাইকা) দাঁড়ালেন। অতঃপর রাসূল (সা) আমাদের দুই রাকা'আত সালাত আদায় করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি চলে গেলেন।

[হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٤٨) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَوُّعًا قَالَ فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا قَالَ ثَابِتٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ وَأَقَامَنِى عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلَّيْنَا عَلَى بِسَاطٍ

(১৪৪৮) ছাবিত হতে বর্ণিত, তিনি আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদের নফল সালাতের ইমামতি করলেন। তখন উম্মু সুলাইম ও উম্মু হারাম আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন। ছাবিত বলেন, আমি আনাসকে একথা বলা ব্যতীত জানি না যে, তিনি বলেছেন। তিনি (রাসূল) ও আমরা একটি চাটাইয়ের ওপর সালাত আদায় করলাম।

[হাদীসটি আবূ দাউদ ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদ উত্তম।]

(٤) بَابُ وَقُوْفِ الْإِمَامِ أَعْلاَمِنَ الْمَأْمُوْمِ وَبِالْعَكْسِ

(৪) অধ্যায় ঃ ইমাম মুক্তাদীর চেয়ে উঁচুস্থানে এবং মুক্তাদী ইমামের চেয়ে উঁচু স্থানে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে

(١٤٤٩) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ فَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا فَعَلْتُ هٰذَا لِتَأْتَمُّوا بِىْ وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِى، فَقِيْلَ لِسَهْلٍ هَلْ كَانَ لِشَأْنِ الْجِزْعِ مَايَقُوْلُ النَّاسُ قَالَ قَدْ كَانَ مِنْهُ الَّذِى كَانَ.

(১৪৪৯) আব্দুল আযীয ইবন্ আবূ হাযিম থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি সাহ্‌ল ইবন্ সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী (সা) যেদিন মসজিদে প্রথম মিম্বার স্থাপন করা হয় সেদিন মিম্বারে উপবেশন করলেন। অতঃপর (সালাতের শুরুতে) তিনি মিম্বারের উপর থেকে তাকবীর দিলেন, অতঃপর রুকু করলেন এরপর (সিজদার প্রাক্কালে) একটু পিছনে সরে আসলেন। অতঃপর সিজদা করলেন এবং সব মানুষও তাঁর সাথে সিজদা করল। তিনি পুনরায় মিম্বারে ফিরে এলেন। এভাবে সালাত আদায় সম্পন্ন করলেন। অতঃপর যখন (সালাত) সম্পন্ন করলেন, বললেন, হে মানুষেরা! আমি এমনটি করেছি যেন তোমরা আমার অনুসরণ করতে পার এবং আমার সালাত (নিয়ম কানুন) শিখতে পার। অতঃপর সাহ্‌লকে জিজ্ঞেস করা হল যে, খর্জুর তালার কি কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে? তার সম্পর্কে মানুষ যা বলাবলি করে। তিনি বললেন, তার সম্পর্কে যেমনটি শুনা যায় তেমনই।

[হাদীসটি বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ্ ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(٥) بَابُ مَشْرُوْعِيَّةِ وُقُوْفِ أُوْلِى الأَحْلَامِ وَالنُّهَى قَرِيْبًا مِّنَ الإِمَامِ

(৫) অধ্যায় ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানবানদের ইমামের নিকটবর্তী স্থানে দাঁড়ানোর শরয়ী বিধান প্রসঙ্গ

(١٤٥٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلِيَنِّى مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ قُلُوْبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَوْشَاتِ الْأَسْوَاقِ.

(১৪৫০) আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (নবী) বলেন, আমার নিকটে দাঁড়াবে তোমাদের মধ্য থেকে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক এবং জ্ঞানবান। অতঃপর দাঁড়াবে যারা তাদের কাছাকাছি, অতঃপর যারা তাদের কাছাকাছি। আর মতবিরোধ কর না। যদি কর তবে তোমাদের অন্তরও মতদ্বৈততায় ভুগবে। আর তোমরা (মসজিদে) বাজারের ফিতনা তথা হট্টগোল থেকে বেঁচে থাকবে।

[হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٥١) عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَجْبَرَةَ الْأَزْرَقِىِّ عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلَاةِ وَيَقُوْلُ اسْتَوُوْا وَلَاتَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِيَنِّى مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، قَالَ أَبُوْ مَسْعُودٍ فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا.

(১৪৫১) আবূ মা'মার আব্দুল্লাহ ইবন্ মাজবারাহ আল-আযরিক থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ মাসঊদ আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) সালাতের মধ্যে আমাদের ঘাড়ে হাত দিতেন (ঘাড়ে হাত দিয়ে সালাতের লাইন সোজা করে দিতেন)। আর বলতেন, লাইন সোজা কর আর মতবিরোধ তথা আঁকাবাঁকা কর না। যদি কর তবে তোমাদের অন্তরও বাঁকা হয়ে যাবে। আমার নিকটে দাঁড়াবে তোমাদের মধ্য থেকে যারা প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানবান, অতঃপর দাঁড়াবে যারা তাদের নিকটবর্তী। অতঃপর দাঁড়াবে যারা তাদের নিকটবর্তী। আবূ মাসউদ বললেন, আজকের দিনে তোমরা প্রচণ্ড মতবিরোধে লিপ্ত। [হাদীসটি নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٥٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ فِىْ الصَّلَاةِ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ.

(১৪৫২) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) চাইতেন যে, সালাতে তাঁর কাছাকাছি দাঁড়াক মুহাজির এবং আনসারগণ, যেন তারা তাঁর থেকে গ্রহণ করতে পারে। (এবং তা বিশ্বস্ততার সাথে অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারে)।

[হাদীসটি তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহয় বর্ণিত হয়েছে এবং এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(١٤٥٣) عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ لِلِقَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ رَجُلٌ أَلْقَاهُ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أُبَىٍّ فَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَخَرَجَ عُمَرُ مَعَ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ فِى الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَنَظَرَ فِىْ وُجُوْهِ الْقَوْمِ فَعَرَفَهُمْ غَيْرِى فَنَحَّانِى وَقَامَ فِى مَكَانِى فَمَا عَقَلْتُ صَلَاتِى فَلَمَّا صَلَّى قَالَ يَابُنَىَّ لَايَسُوْءُكَ اللّٰهُ فَإِنِّى لَمْ

اَتَـكَ الَّذِى أَتَيْتُكَ بِجِهَالَةٍ وَلَكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا كُوْنُوا فِى الصَّفِّ الَّذِى يَلِيْنِى، وَإِنِّى نَظَرْتُ فِى وُجُوْهِ الْقَوْمِ فَعَرَفْتُهُمْ غَيْرَكَ، ثُمَّ حَدَّثَ فَمَا رَأَيْتُ الرِّجَالَ مَتَحَتْ أَعْنَاقَهَا إِلَى شَئٍ مُتُوحَهَا إِلَيْهِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ هَلَكَ أَهْلُ الْعُقْدَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اَلاَ لاَ عَلَيْهِمْ آسَى وَاٰسَى عَلَىْ مَنْ يُهْلِكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَإِذَا هُوَ أُبَىُّ وَالْحَدِيْثُ عَلَى لَفْظِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ.

(১৪৫৩) কায়স ইবন্ উবাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি মদীনায় আসলাম রাসূল (সা)-এর সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। তাদের মধ্যে উবাই ইবন্ কা'ব এর চেয়ে অধিক পছন্দনীয় কারো সাথে সাক্ষাৎ হয় নি।

অতঃপর সালাতের (সময় হলে) ইকামাত বলা হল। উমর (রা) কিছু সাহাবীসহ বাইরে গেলেন। তখন আমি প্রথম লাইনে দাঁড়ালাম। অতঃপর এক ব্যক্তি আসলেন তিনি সবার দিকে তাকালেন, আমাকে ছাড়া সবাইকে চিনলেন। এক্ষণে তিনি আমাকে সরিয়ে দিলেন এবং আমার স্থানে তিনি দাঁড়ালেন। আমি আমার সালাত ভালভাবে সম্পন্ন করতে পারি নি (উক্ত ব্যক্তির এমন কাজের জন্য)। অতঃপর যখন তিনি সালাত সমাপ্ত করলেন। বললেন, বৎস! আল্লাহ তোমার কোন ক্ষতি না করুক। আমি তোমার সাথে যে আচরণ করেছি তা এমনি এমনি বোকামী স্বরূপ করি নি। বরং রাসূল (সা) আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা আমার নিকটবর্তী লাইনে থাক বা দাঁড়াও। আমি যখন সকলের দিকে তাকালাম তখন আমি তোমাকে ছাড়া সকলকেই চিনলাম। অতঃপর উবাই (রা) তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন, তাঁর কথা বলার সময় মানুষদের এত মনোযোগীতা অন্য কারো আমি দেখি নি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, শপথ গ্রহণকারী প্রশাসক/গভর্ণরগণ ধ্বংস হবে। কা'বার মালিকের শপথ করে বলছি, তাদের জন্য আমার কোন আফসোস নেই। বরং তাদের কারণে যেসব মুসলমান ধ্বংস হয় তাদের জন্য আমার আফসোস হয়। এ হাদীসের শব্দাবলী সুলাইমান ইবন্ দাউদের শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে।

[হাদীসটি নাসায়ীতে ও ইবন্ খুযাইমা তাঁর মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন। এর সনদ উত্তম।]

(٦) بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ وَبَيَانُ خَيْرِهَا مِنْ شَرِّهَا

(৬) অধ্যায় ঃ সালাতের সারি সোজা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করার ব্যাপারে উৎসাহ এবং তার কল্যাণ ও অকল্যাণ বর্ণনা প্রসঙ্গ

(١٤٥٤) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَايُكَفِّرُ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيْدُ بِهِ فِى الْحَسَنَاتِ، قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا فَيُصَلِّى مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ الصَّلاَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فِى الْمَجْلِسِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ الْأُخْرَى إِلاَّ الْمَلاَئِكَةَ تَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ، فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَأَقِيْمُوْهَا وَسُدُّوا الْفُرَجَ فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى فَإِذَا قَالَ إِمَامُكُمُ اللّٰهُ أَكْبَرُ، فَقُوْلُوْا اللّٰهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ، وَإِنَّ خَيْرَ صُفُوْفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَشَرَّهَا الْمُؤَخَّرُ، وَخَيْرَ صُفُوْفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرَّهَا

الْمُقَدَّمُ، يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُضْنَ أَبْصَارَكُنَّ لاَتَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ.

(১৪৫৪) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূল (সা) একদা বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের খবর দিব না যার মাধ্যমে আল্লাহ্ পাপরাশি মুছে দেন এবং পুণ্যরাশি বর্ধিত করে দেন? তাঁরা বললো, হ্যাঁ. হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, (সে বিষয়গুলো হল) কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা, এই মসজিদ পানে ঘনঘন পদক্ষেপ রাখা, এক সালাতের পর আরেক সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে বাড়ি থেকে পবিত্রাবস্থায় বের হয় অতঃপর মুসলমানদের সাথে (জামাতে) সালাত আদায় করে। অতঃপর কোন মজলিসে বসে পরবর্তী সালাতের অপেক্ষা করতে থাকে। এ অবস্থা ব্যতীত যে ফেরেশ্তারা দু'আ করে বলতে থাকে, হে আল্লাহ্! তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! তার উপর রহমাত বর্ষিত কর– (اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ)

অতএব, তোমরা যখন সালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন তোমাদের লাইনগুলো সোজা করে নিবে এবং ঠিক করে নিবে আর মধ্যস্থিত ফাঁক বন্ধ করে দিবে (ঘনঘন/চেপেচেপে দাঁড়াবে)। কেননা আমি তোমাদেরকে আমার পিছন হতে দেখতে পাই। তাই তোমাদের ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলবেন, তিনি যখন রুকু করেন তখন তোমরাও রুকু করবে। আর তিনি যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন তখন তোমরা اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। আর পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হল সামনেরটি। আর নিকৃষ্ট (কম ফযীলতের) কাতার হল পিছনেরটা। (এমনিভাবে) মেয়েদের সর্বোত্তম কাতার হলো পিছনেরটা আর নিকৃষ্ট (কম ফযীলতের) কাতার হল সামনেরটা।[১] হে নারী জাতি! পুরুষরা যখন সিজদা করবে তখন তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখবে। তাদের বস্ত্র স্বল্পতায় তাদের গোপনাঙ্গের প্রতি তাকাবে না।

[হাইছুমী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদে আব্দুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ উকাইল রয়েছেন, যিনি দুর্বল। অবশ্য কেউ কেউ তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন।]

(١٤٥٥) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّ صُفُوْفِ النِّسَاءِ الْمُقَدَّمُ وَخَيْرُهَا الْمُؤَخِّرُ.

(১৪৫৫) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (সা) বলেছেন, পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হলো সামনেরটা, আর নিকৃষ্ট (কম ফযীলতের) কাতার হল পিছনেরটা। আর মেয়েদের নিকৃষ্ট (কম ফযীলতের) কাতার হল সামনেরটা আর সর্বোত্তম কাতার হলো পিছনেরটা।

[হাদীসটি মুসলিম ও অন্যান্য ৪টি সুনান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٥٦) وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِنَحْوِهِ، وَزَادَ ثُمَّ قَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُضْنَ أَبْصَارَ كُنَّ لاَتَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ.

(১৪৫৬) জাবির ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আরো বলা হয়েছে। অতঃপর তিনি (রাসূল (সা) বললেন. হে নারী সমাজ! পুরুষরা যখন সিজদায় যাবে তখন তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখবে। তাদের বস্ত্র স্বল্পতায় তাদের গোপনাঙ্গের প্রতি তাকাবে না।

[হাদীসটি ৪টি সুনান গ্রন্থেতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের সনদে কোন সন্দেহ নেই।

১. এ হাদীসের বক্তব্য নারী-পুরুষ একত্রে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আলাদাভাবে নারীদের সালাতেও প্রথম সারির মর্যাদা সর্বাধিক।

(١٤٥٧) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيْمُوْا الصَّفَّ فِىْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ.

(১৪৫৭) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা সালাতের লাইন সোজা করে নাও। কেননা লাইন সোজা করা সালাতের উত্তমতর অঙ্গ। [হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٥٨) عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقُلْنَا لَهُ مَا أَنْكَرْتَ مِنْ عَهْدِ نَبِىِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ مَا أَنْكَرْتُ مِنْكُمْ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّكُمْ لاَ تُقِيْمُوْنَ صُفُوْفَكُمْ.

(১৪৫৮) বুশাইর ইব্‌নু ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আনাস ইব্‌নু মালিক (বসরা হতে) মদীনায় এলেন, আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী (সা)-এর কিছু অস্বীকার করতে পারবেন? অর্থাৎ এমন কিছু কি আপনি আমাদের মাঝে দেখছেন যা নবী (সা)-এর যুগে ছিল না? তিনি বললেন, এমন কিছুই আমি অস্বীকার করছি না (দেখতে পাচ্ছি না) এটা ব্যতীত যে, তোমরা তোমাদের (সালাতের) লাইনগুলো ঠিক করে দাঁড়াও না। [হাদীসটি বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٥٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُ عَلَيْنَا وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَيَقُوْلُ تَرَاصُّوا "وَفِى رِوَايَةٍ أَقِيْمُوا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوا وَاعْتَدِلُوا فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى.

(১৪৫৯) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাকবীরে তাহরীমা বলার আগে আমাদের দিকে তাকাতেন। অতঃপর বলতেন "تراصّوا" অর্থাৎ তোমরা সমান হয়ে দাঁড়াও (কোন কোন বর্ণনায় এসেছে তিনি বলতেন, তোমরা তোমাদের লাইনগুলো সোজা এবং সমান কর।) এবং সুন্দরভাবে দাঁড়াও। কেননা আমি তোমাদেরকে আমার পিছন হতে দেখতে পাই। [হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٦٠) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّيْنَا فِى الصُّفُوْفِ كَمَا تُقَوَّمُ الْقِدَاحُ حَتّٰى إِذَا ظَنَّ أَنَّا أَخَذْنَا ذَالِكَ عَنْهُ وَفَهِمْنَاهُ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجْهِهِ فَإِذَا رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ بِصَدْرِهِ فَقَالَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

(১৪৬০) নু'মান ইবন্ বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আমাদের লাইনগুলো সোজা করতেন। যেমন যন্ত্র দ্বারা কাঠের গা মসৃণ করা হয়.। তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত এই কাজ করতেন যতক্ষণ না তিনি মনে করতেন যে, আমরা তাঁর থেকে বিষয়টি গ্রহণ করেছি এবং বুঝতে পেরেছি। একদা তিনি আমাদের দিকে মুখ করে দেখলেন এক ব্যক্তি বুক উঁচিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে (অর্থাৎ লাইনের শৃঙ্খলা নষ্ট করে)। তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমরা অবশ্যই সারিকে সোজা কর নতুবা আল্লাহ তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দিবেন। [হাদীসটি মুসলিম ও সুনানে আরবা'আতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٦١) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِىْ أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِىْ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لاَيَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(১৪৬১) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) তাঁর সাহাবীগণের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলেন তারা পেছনের কাতারে রয়েছেন। তখন বললেন, সামনে এসে কাতার পূর্ণ কর। এবং তোমাদের পরে যারা আসবে তারা পরবর্তী কাতার পূর্ণ করবে। কেননা যে জাতি পেছনে থাকতে চায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পেছনেই রাখবেন।

(١٤٦٢) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْنَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا اَوْ صُدُوْرَنَا وَكَانَ يَقُوْلُ لَاتَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوِ الصُّفُوْفِ الْأُوَلِ.

(১৪৬২) বারা ইবন্ আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতাম তখন রাসূল (সা) আমাদের মাঝে আসতেন। অতঃপর তিনি আমাদের ঘাড় অথবা বক্ষ স্পর্শ করতেন এবং বলতেন, (সালাতের কাতার) তোমরা আঁকাবাঁকা কর না। তাহলে তোমাদের অন্তরও আঁকাবাঁকা হয়ে যাবে। তিনি আরো বলতেন, আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশ্‌তাকুল প্রথম কাতারের উপর সালাত পাঠ করে থাকেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে, প্রথম কাতারসমূহের উপর (সালাত পাঠ করে থাকেন)।

[হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী, হাকিম, মুস্তাদরাক, বায়হাকী, ইবন্ হাব্বান ও ইবন্ খুযাইমার মুস্তাদরাকে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٦٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيْكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اُسْكُنُوْا فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حِلَقًا فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمْ عِزِيْنَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلَاتَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَرَبِّهَا؟ قَالَ يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُوْلَى وَيَرَاصُّوْنَ فِي الصَّفِّ

(১৪৬৩) জাবির ইবন্ সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা) বের হয়ে আমাদের মাঝে এলেন। অতঃপর বললেন, আমার কি হল যে, আমি দেখছি তোমরা এতবেশী হাত নাড়াচাড়া করছ, তথা হাত উঠানামা করছ চতুষ্পদের কানের মত (এমনটি মোটেও সমীচীন নয়)। তোমরা সালাতের মধ্যে স্থির থাক। অতঃপর তিনি আমাদের মাঝে এলেন আমাদেরকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত দেখতে পেলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে বিক্ষিপ্তাবস্থায় দেখতে পাচ্ছি কেন? অতঃপর তিনি আবার আমাদের মাঝে এলেন এবং বললেন, ফেরেশতারা তাদের রবের নিকটে যেমন সারিবদ্ধ থাকে তোমরা কি তেমন সারিবদ্ধ হতে চাও না? রাবী বলেন, (সাহাবীরা) তাঁরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল, ফেরেশতারা তাঁদের রবের নিকটে কিভাবে সারিবদ্ধ থাকে? রাসূল (সা) বললেন, তাঁরা তাঁদের প্রথমের সারিগুলো পরিপূর্ণ করে এবং সারিগুলোকে সোজা করে।

[হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী, হাকিম, মুস্তাদরাক। বায়হাকী, ইবন্ হাব্বান ও ইবন্ খুযাইমার মুস্তাদরাকে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٦٤) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ لَتُسَوُّنَّ الصُّفُوْنَ أَوْ لَتُطْمِسَنَّ وُجُوْهُكُمْ وَلَتُغْمِضُنَّ اَبْصَارُكُمْ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُكُمْ.

(১৪৬৪) আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা (তোমাদের সালাতের) সারিগুলোকে অবশ্যই সোজা করবে নতুবা তোমাদের চেহারা বিকৃতি ঘটবে এবং চক্ষুসমূহ বন্ধ হয়ে যাবে। অন্য বর্ণনায় تخطفن শব্দ এসেছে تغمضن এর স্থলে। শব্দ একার্থবোধক)

[হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٦٥) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ فَإِنَّمَا تَصُفُّوْنَ بِصُفُوْفِ الْمَلاَئِكَةِ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا فِى اَيْدِىْ إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَهُ صَفًّا وَصَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ.

(১৪৬৫) ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা (তোমাদের সালাতের) সারিগুলোকে সোজা কর। কেননা তোমরা ফেরেশ্তাদের সারির ন্যায় সারি করে থাক। আর তোমরা পরস্পরের ঘাড় মিলিয়ে দাঁড়াও। (সারির মধ্যস্থিত) ফাঁকা জায়গাসমূহ পূরণ করে নাও। তোমাদের ভাইদের প্রতি নম্র হও। (অর্থাৎ যখন কেউ হাতের ইশারায় সারি সোজা করতে বলবে তখন সারি সোজা করে নিবে।) আর শয়তানের জন্য (লাইনের মাঝে) কোন ফাঁকা জায়গা রাখবে না। যে ব্যক্তি সারি সম্পূর্ণ করে তথা সারির সাথে মিলে দাঁড়ায় আল্লাহ তাঁকে পূর্ণ করে দিবেন ও মিলিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি সারির শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহও তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। [হাদীসটি তাবারানী মু'জামুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন।]

(١٤٦٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّى لَأَرَى الشَّيَاطِيْنَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصُّفُوْفِ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ.

(১৪৬৬) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নিশ্চয়ই নবী (সা) বলেছেন, তোমরা তোমাদের সারিগুলোকে সোজা করে নাও, সারিগুলো ঘন ঘন করে দাঁড়াও, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। যেই সত্তার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, আমি অবশ্যই দেখতে পাই শয়তানরা সারির ফাঁকে ফাঁকে প্রবেশ করে। যেমন তারা (শয়তানরা) ছাগলের ছোট ছোট বাচ্চা।
[হাদীসটি নাসায়ী, মুস্তাদরাকে হাকিম ও মুস্তাদরাকে খুযাইমাতে বর্ণিত হয়েছে। আবূ দাউদে সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٦٧) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ لاَيَتَخَلَّلُكُمْ كَأَوْلاَدِ الْحَذَفِ، قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا أَوْلاَدُ الْحَذَفِ؟ قَالَ سُوْدٌ جُرْدٌ تَكُوْنُ بِأَرْضِ الْيَمَنِ.

(১৪৬৭) বারা ইবন্ আযিব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা তোমাদের সারিগুলোকে সোজা কর, তাতে যেন বালকদের দু'পায়ের ফাঁকের মত কোন ফাঁক না থাকে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! বালকদের দু'পায়ের ফাঁকা অংশ সেটা কি? তিনি বললেন, ইয়েমেন থেকে আগত কৃষ্ণ ছাগলের ন্যায়। [হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(١٤٦٨) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انِّى أَنْظُرُ أَوْ إِنِّى لَأَنْظُرُ مَا وَرَائِى كَمَا أَنْظُرُ اِلَى مَابَيْنَ يَدَىَّ فَسَوُّوا صُفُوْفَكُمْ وَأَحْسِنُوْا رُكُوْعَكُمْ وَسُجُوْدَكُمْ.

(১৪৬৮) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি আমার পিছনে তেমন দেখতে পাই যেমন আমার সামনে দেখতে পাই, এখানে কোন বর্ণনায় أنظر আবার কোন বর্ণনায় إنى لأنظر রয়েছে। অতএব, তোমরা সারিগুলো সোজা কর এবং রুকু ও সিজদা উত্তমভাবে আদায় কর।
[হাদীসটি হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন।]

(١٤٦٩) وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْسِنُوْا إِقَامَةَ الصُّفُوْفِ فِى الصَّلَاةِ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ فِى الصَّلَاةِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ فِى الصَّلَاةِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

(১৪৬৯) উক্ত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমরা সালাতের সারি ভালভাবে সোজা কর। সালাতে পুরুষদের জন্য সর্বোত্তম সারি সামনেরটা। আর নিকৃষ্ট (কম মর্যাদাপূর্ণ) সারি পিছনেরটা। আর সালাতে মেয়েদের জন্য সর্বোত্তম সারি পিছনেরটা আর নিকৃষ্ট (কম মর্যাদাপূর্ণ) সারি সামনেরটা। [হাইছুমী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন শাব্দিক ভিন্নতায়। এ হাদীসের রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

(١٤٧٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَوُّوْا وَفِى رِوَايَةٍ أَتِمُّوا "صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

(১৪৭০) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা তোমাদের সারিগুলো সোজা করে নাও। কেননা, সালাতের সারি সোজা করা সালাতের পূর্ণতার অংশ। কোন কোন বর্ণনায় اِسْتَوُوْا এর স্থলে اَتِمُّوْا বলা হয়েছে। [হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবন্ মাজাহ্য় বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٧١) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ

(১৪৭১) উক্ত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা তোমাদের সারিগুলোকে সোজা করে নাও। কেননা উত্তম সালাতের বৈশিষ্ট্য হল সারি সোজা করা।
[হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٧٢) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ طَلَبْنَا عِلْمَ الْعُوْدِ الَّذِى فِى مَقَامِ الْإِمَامِ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلٰى أَحَدٍ يَذْكُرُ لَنَا فِيْهِ شَيْئًا قَالَ مُصْعَبٌ فَأَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ خَبَّابٍ صَاحِبُ الْمَقْصُوْرَةِ فَقَالَ جَلَسَ إِلَىَّ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ تَدْرِى لِمَ صُنِعَ هٰذَا؟ وَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ لَا وَاللّٰهِ لَا أَدْرِى لِمَ صُنِعَ، فَقَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ عَلَيْهِ يَمِيْنَهُ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَيْنَا فَيَقُوْلُ اسْتَوُوا وَاعْدِلُوا صُفُوْفَكُمْ.

(১৪৭২) মুস'আব ইবন্ সাবিত ইবন্ আবদুল্লাহ ইবন্ যুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমামের স্থানে রাখা কাঠখণ্ড সম্পর্কে জানতে চাইলাম। কিন্তু আমাদের কেউই সে সম্পর্কে কিছু বলতে পারল না। অর্থাৎ ঐ কাঠখণ্ড ঐ স্থানে স্থাপন করার কারণ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারল না। মুস'আব বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইবন্ মুসলিম ইবন্ সায়িব ইবন্ খাব্বাব (যিনি ছোট কিরাতে সালাত আদায় করতেন) খবর দিয়েছেন, অতঃপর তিনি বললেন, একদা আনাস ইবন্ মালিক (রা) আমার কাছে বসা ছিলেন, অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কি জান এটা (কাঠখণ্ড)-কে কেন এখানে রাখা হয়েছে? আমি এ ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞেস করি নি। অতঃপর আমি বললাম, না। আল্লাহ্র কসম! আমি জানি না কেন এটাকে এখানে স্থাপন করা হয়েছে। এরপর আনাস বললেন, রাসূল (সা) (সালাতের প্রাক্কালে) এটার উপর ডান হাত রাখতেন, অতঃপর আমাদের দিকে তাকাতেন এবং বলতেন, তোমরা তোমাদের সারিগুলো সোজা কর। কোন কোন বর্ণনায় اِسْتَوُوْا -এর স্থলে اِعْدِلُوْا শব্দ এসেছে। [হাদীসটি মুসলিম ও আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٧٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ ثُمَّ الَّذِى يَلِيْهِ، فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.

(১৪৭৩) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা প্রথম সারি পূর্ণ কর, অতঃপর তার পরের সারি, যদি কোন সারিতে কোন কমতি থাকে তবে তা থাকবে শেষ সারিতে।

[হাদীসটি আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٧٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً.

(১৪৭৪) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা এবং ফেরেশ্‌তা যারা (সালাতের) সারিতে মিলিত হয় তাদের জন্য সালাত/দু'আ পাঠ করতে থাকেন। আর যে সারির কোন ফাঁকা জায়গা পূরণ করে আল্লাহ্ এ কারণে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

[হাদীসটি নাসায়ী, আবূ দাউদ ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(٧) بَابُ مَاجَاءَ فِى فَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

(৭) অধ্যায় ঃ প্রথম সারির ফযীলত সম্পর্কে

(١٤٧٥) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْيَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَا اسْتَهَمُوْا عَلَيْهِ، وَلَوْيَعْلَمُوْنَ مَافِى التَّهْجِيْرِ لَا اسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِىْ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْحَبْوًا

(১৪৭৫) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মানুষেরা যদি জানত যে, আযান ও প্রথম সারিতে কী (ফযীলত) রয়েছে? তবে অবশ্যই সে তা লাভে সচেষ্ট হতো এবং তা লাভ করতো। আর যদি তারা জানতো যে, তাকবীরের (তাহরীমা) মাঝে কী (ফযীলত) রয়েছে, তাহলে তারা অবশ্যই তা পেতে অগ্রগামী হতো। আর যদি তারা জানতো ইশা ও ফজরের (জামা'আতে) কী (ফযীলত) রয়েছে, তাহলে অবশ্যই তারা এই দুই জামা'আতে হাযির হতো। যদি তাদেরকে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হতো তবুও।

(١٤٧٦) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوِ الصُّفُوْفِ الْأُوْلَى.

(১৪৭৬) নু'মান ইবন্ বশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশ্‌তাকুল প্রথম সারির (সালাতীদের) উপরে দু'আ পাঠ করতে থাকেন। কোন কোন বর্ণনায় اَلصَّفُّ الْأَوَّلِ এর স্থলে اَلصُّفُوْفُ الْأُوْلَى এসেছে।

[হাদীসটি তাবারানী মু'জামুল কাবীরে ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(١٤٧٧) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْأُوَلِ (وَفِى لَفظٍ) عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

(১৪৭৭) বারা ইবন্ আযিব (রা) থেকে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে عَلَى الصُّفُوْفِ الْأُوَلِ। কথাটি বলেন নি। কোন কোন বর্ণনায় عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ কথাটি এসেছে।

[হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী, মুস্তাদরাকে হাকিম, খুযাইমা, ইবন্ হাব্বান ও হায়ছুমী বর্ণনা করেছেন।]

(١٤٧٨) عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلاَثًا وَلِلثَّانِى مَرَّةً.

(১৪৭৮) ইরবাদ ইবন্ সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (সা) অগ্রবর্তী সারির (সালাতীদের) জন্য ইস্তিগফার করতেন তিনবার, আর দ্বিতীয় সারির জন্য একবার ইস্তিগফার করতেন।

[আবদুর রহমান আল বান্না বলেন, হাইছুমী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

(١٤٧٩) عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ فَضِيْلَتَهُ لاَبْتَدَرْتُمُوْهُ

(১৪৭৯) উবাই ইবন্ কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, (সালাতের) অগ্রবর্তী সারি ফেরেশতাদের সমতুল্য। আর যদি তোমরা জানতে প্রথম সারিতে মিলিত হবার ফযীলত কী তবে তা পেতে তোমরা প্রতিযোগিতা করতে।

(١٤٨٠) عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَى الثَّانِى، قَالَ إِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَى الثَّانِى، قَالَ وَعَلَى الثَّانِى، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَلِيْنُوْا فِى أَيْدِى إِخْوَانِكُمْ وَسُدُّوْا الْخَلَلَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ يَعْنِى أَوْلاَدَ الضَّأْنِ الصِّغَارِ.

(১৪৮০) আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্‌তাকুল প্রথম সারির (সালাতীদের) উপরে সালাত পাঠ করে থাকেন। তাঁরা (সাহাবীরা) বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দ্বিতীয় সারির উপরও। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাকুল প্রথম সারির (সালাতীদের) উপর সালাত পাঠ করে থাকেন। তারা (পুনরায়) বললো দ্বিতীয় সারির উপরও। তিনি (সা) বললেন, দ্বিতীয় সারির (সালাতীদের) উপরও। রাসূল (সা) বললেন, তোমরা তোমাদের (সালাতের) সারিগুলো সোজা করে নাও। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। তোমাদের ভাইদের প্রতি বিনম্র হও (অর্থাৎ তাদের ইশারায় লাইন সোজা করে নাও) সারির মধ্যস্থিত ফাঁকা জায়গা পূর্ণ কর। কেননা শয়তান তোমাদের মধ্যে শূন্য স্থান দিয়ে প্রবেশ করে। অর্থাৎ ছোট ছোট বালকদের দুই পায়ের মাঝখানে যে ফাঁকা স্থান থাকে, এতটুকু পরিমাণ জায়গা দিয়েই শয়তান প্রবেশ করতে পারে।

[হাদীসটি শাব্দিক বিভিন্নতায় নাসায়ী, ইবন্ মাজাহ ও খুযাইমার হাকিমে বর্ণিত হয়েছে।]

(٨) باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا

(৮) অধ্যায় ঃ সাধারণ মানুষ ইমামের পূর্বে সারিবদ্ধ হবে কি না?

(١٤٨١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا تُقَامُ الصَّلَاةُ حَتّٰى تَكَامَلَ بِنَا الصُّفُوْفُ، فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ حَيْثُ يُنَادِى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَّعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدٰى.

(১৪৮১) আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমাদেরকে দেখেছি যে, (আমাদের সময়ে) সালাত শুরু হতো না যতক্ষণ না আমাদের সারিগুলো পূর্ণ হতো। অতএব যে ব্যক্তি আগামীকাল আল্লাহ্‌র সাথে মুসলিম হিসেবে সাক্ষাৎ করে খুশী হতে চায়, সে যেন এই সব ফরয সালাতসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ করে যে সব সালাতের আযান দেয়া হয়। কেননা এগুলোই (আল্লাহর পক্ষ থেকে) প্রকৃত পদ্ধতি। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর জন্য এই পদ্ধতিকে প্রবর্তন করেছেন।

[আবদুর রাহমান আল বান্না বলেন, হাইছুমী হাদীসটি বর্ণনা করেন। এছাড়াও তাবারানী তাঁর মু'জামুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন। সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

(١٤٨٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ "وَفِى رِوَايَةٍ نُودِىَ لِلصَّلَاةِ" فَلَاتَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِى وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ -

(১৪৮২) আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ কাতাদা থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন সালাতের ইকামাত বলা হয় তখন তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না। আর তোমরা শান্তশিষ্ট হয়ে থাকবে। কোন কোন বর্ণনায় ঃ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ এর পরিবর্তে إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلَاةِ বলা হয়েছে। অবশ্য সেখানে نُوْدِىَ দ্বারা ইকামাত উদ্দেশ্য।

[হাদীসটি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٨٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِىٌّ لِرَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتّٰى نَامَ الْقَوْمُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَجِىٌّ لِرَجُلٍ حَتّٰى نَعَسَ أَوْكَادَ يَنْعَسُ بَعْضُ الْقَوْمِ.

(১৪৮৩) আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন (ইশার) সালাতের ইকামাত বলা হল এমতাবস্থায় রাসূল (সা) মসজিদে (উদ্দেশ্য মসজিদের পাশে) এক ব্যক্তির সাথে আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন, এরপর তিনি সালাতে দাঁড়ান নি যতক্ষণ না মানুষরা ঘুমিয়ে গেছে।

(উক্ত আনাস ইবন্ মালিক থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত হয়েছে) তিনি বলেন, একদা সালাতের ইকামাত বলা হল তখন তিনি এক ব্যক্তির সাথে কথা বলছিলেন এমতাবস্থায় মানুষদের অধিকাংশের তন্দ্রাভাব এসে গেল। কোন বর্ণনায় نَعَسَ আর কোন বর্ণনায় كَادَ يَنْعَسُ بَعْضُ الْقَوْمِ বর্ণনা করা হয়েছে।

[হাদীসটি বুখারী, মুসলিম অপর তিন সুনানে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٨٤) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوْفُ قِيَامًا "وَفِى رِوَايَةٍ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ، ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.

(১৪৮৪) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা সালাতের ইকামাত বলা হল, সারিগুলো সোজা করা হল, (কোন কোন বর্ণনায় এসেছে নবী (সা) আমাদের মাঝে আসবার আগেই) অতঃপর নবী (সা) আমাদের মাঝে আসলেন। অতঃপর তিনি যখন জায়নামাযে দাঁড়ালেন তাঁর স্মরণ হল যে, তিনি অপবিত্র। তিনি তখন আমাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের স্থানেই থাক। অতঃপর তিনি ফিরে এলেন এবং গোসল করলেন। এরপর তিনি আমাদের দিকে বের হয়ে এলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর মাথা থেকে পানি টপটপ করে পড়ছিল। অতঃপর তিনি তাকবীর দিলেন এবং আমাদের সাথে সালাত আদায় করলেন। [হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে।]

(٩) بَابُ كَرَاهَةِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِى لِلْمَأْمُوْمِ

(৯) অধ্যায় ঃ মুক্তাদীদের জন্য খুঁটিসমূহের মাঝে সারি করা মকরূহ প্রসঙ্গে

(١٤٨٥) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ مَحْمُوْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدُفِعْنَا إِلَى السَّوَارِى فَتَقَدَّمْنَا أَوْ تَأَخَّرْنَا، فَقَالَ أَنَسٌ كُنَّا نَتَّقِى هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(১৪৮৫) আব্দুল হামিদ ইবন্ মাহমূদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আনাস ইবন্ মালিক (রা)-এর সাথে জুমু'আর সালাত আদায় করলাম। আমাদেরকে কতগুলো খুঁটির দিকে পাঠানো হল, অতঃপর আমরা সেদিকে এগুলাম বা পিছু হটলাম। (রাবীর সন্দেহ) এরপর আনাস (রা) বললেন, আমরা রাসূল (সা)-এর যুগে এ থেকে বেঁচে থাকতাম। [হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٠) بَابُ مَاجَاءَ فِى صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

(১০) অধ্যায় ঃ কোন ব্যক্তি সারির পিছনে একাকী সালাত আদায় সম্পর্কে

(١٤٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ أَرَانِى زِيَادُ بْنُ أَبِى الْجَعْدِ شَيْخًا بِالْجَزِيْرَةِ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ فَأَقَامَنِى عَلَيْهِ وَقَالَ هٰذَا حَدَّثَنِىْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً فِى الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ، قَالَ وَكَانَ أَبِى يَقُوْلُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

(১৪৮৬) হেলাল ইবন্ ইয়াসাফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিয়াদ ইবন্ আবদুল জাদ উপত্যকায় (দজলা ফোরাতের মধ্যবর্তী কোন স্থান) ওয়াবিসা ইবন্ মা'বাদ নামীয় এক ব্যক্তিকে দেখাইলেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে তার কাছে নিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, তিনি আমাকে এই হাদীস শুনিয়েছেন যে, একদা রাসূল (সা) এক ব্যক্তিকে এক সারিতে একা একা সালাত আদায় করতে দেখলেন। তিনি তাকে নির্দেশ করলে উক্ত ব্যক্তি সালাত পুনর্বার আদায় করল। রাবী বলেন, আমার পিতা এ হাদীস বলতেন।

[হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٨٧) عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوْفِ وَحْدَهُ، فَقَالَ يُعِيْدُ الصَّلاَةَ.

(১৪৮৭) ওয়াবিশ ইবন্ মা'বাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে সারির পিছনে একাকী সালাত আদায় করে। তিনি বললেন, সে পুনর্বার সালাত আদায় করবে।

[হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি হাসান বলেছেন।]

(١٤٨٨) عَنْ عَلِىِّ بْنِ شَيْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفِّ فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ فَلاَصَلاَةَ لِرَجُلٍ فَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ.

(১৪৮৮) আলী ইবন্ শাইবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (সা) একদা এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে সারির পিছনে একাকী সালাত আদায় করছে। তিনি (সা) সেখানে দাঁড়ালেন লোকটি সালাত সম্পন্ন করল। এবার রাসূল (সা) তাঁকে বললেন, তুমি তোমার সালাত পুনরায় আদায় কর। কেননা, সারির পিছনে একাকী ব্যক্তির সালাত নেই। [আবদুর রাহমান আল বান্না বলেন, এ হাদীসের উপর আমি নির্ভরশীল নই। তবে এর সনদ উত্তম।]

(١١) بَابُ مَنْ رَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَيْهِ

(১১) অধ্যায় ঃ যে সারির পিছনে রুকু করে অতঃপর সারিতে শামিল হয়

(١٤٨٩) عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هٰذَا الَّذِى رَكَعَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ؟ فَقَالَ أَبُوْبَكْرَةَ أَنَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلاَتَعُدْ، (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ أَنَّ أَبَابَكْرَةَ جَاءَ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ فَسَمِعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ نَعْلِ أَبِى بَكْرَةَ وَهُوَ يُحْضِرُ يُرِيْدُ أَنَّهُ يُدْرِكَ الرَّكْعَةَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ السَّاعِى؟ قَالَ أَبُوْبَكْرَةَ أَنَا قَالَ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلاَتَعُدْ

(১৪৮৯) হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা তিনি (মসজিদে) এলেন, এমতাবস্থায় রাসূল (সা) রুকু করছিলেন তখন তিনিও সারির পিছন থেকেই রুকু করলেন, অতঃপর সারিতে শামিল হলেন। অতঃপর নবী (সা) বললেন, কে সেই ব্যক্তি? যে রুকু করেছে অতঃপর সারিতে শামিল হয়েছে? আবূ বাকরা বললেন, আমি। নবী (সা) একথা শুনে বললেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন। তোমাকে (সালাতের) পুনরাবৃত্তি করতে হবে না। (দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) আব্দুল আযিয ইবন্ আবূ বাকরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আবূ বাকরা (মসজিদে) আসলেন এমতাবস্থায় নবী (সা) রুকুতে ছিলেন। নবী (সা) আবূ বাকরার জুতার শব্দ শুনতে পেলেন যে, সে হাযির হচ্ছে এবং এই রাকা'আত পেতে চাচ্ছে। অতঃপর যখন নবী (সা) সালাত শেষ করলেন তখন বললেন, দ্রুত আগমনকারী ব্যক্তিটি কে? আবূ বাকরা বললেন, আমি। তিনি (সা) বললেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন। তোমাকে (সালাতের) পুনরাবৃত্তি করতে হবে না।

[হাদীসটি ইবন্ মাজাহ্য় বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের সনদ সহীহ্ ও রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

أَبْوَابُ تَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الْجَمَاعَةِ

জামা'আতের বিধি-বিধান সংশ্লিষ্ট অধ্যায়সমূহ

(١) بَابُ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْاِقَامَةِ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةِ

(১) অধ্যায় ঃ ইকামাতের পর ফরয সালাত ব্যতীত কোন সালাত নেই

(١٤٩٠) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَصَلاَةَ بَعْدَ الْإِقَامَةِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ "وَفِى لَفْظٍ إِلاَّ الَّتِى أُقِيْمَتِ" (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَصَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.

(১৪৯০) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ইকামাতের পর ফরয সালাত ব্যতীত কোন সালাত নেই। কোন কোন বর্ণনায় اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ এর পরিবর্তে اِلاَّ الَّتِىْ أُقِيْمَتْ অর্থাৎ যে সালাতের ইকামাত দেওয়া হয় ব্যতীত উল্লেখ রয়েছে। (উক্ত আবূ হুরায়রা থেকে ২য় সূত্রে বর্ণিত) তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই তিনি বলেছেন, যখন কোন সালাতের ইমামত হয় তখন ফরয সালাত ব্যতীত কোন সালাত নেই।
[হাদীসটি বুখারী, নাসায়ী, বায়হাকী ও তাহাভীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٩١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّى رَكْعَتِى الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ بِأَىِّ صَلاَتِكَ احْتَسَبْتَ بِصَلاَتِكَ وَحْدَكَ أَوْ صَلاَتِكَ الَّتِى صَلَّيْتَ مَعَنَا.

(১৪৯১) আব্দুল্লাহ ইবন্ সারজিশ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ফজরের সালাতের ইকামাত হলো, এমতাবস্থায় রাসূল (সা) এক ব্যক্তিকে ফজরের দুই রাকা'আত সালাত আদায় করতে দেখলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে বললেন, তুমি একাকী এ কিসের সালাত আদায় করছ? নাকি আমরা যে সালাত আদায় করছি তাই আদায় করেছ। [হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, বায়হাকী, নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ্ ও দারেমীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٩٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيْمَ فِى الصَّلاَةِ "وَفِى رِوَايَةٍ وَقَدْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ" وَهُوَ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَقَالَ لَهُ شَيْئًا لاَنَدْرِى مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا بِهِ نَقُوْلُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ قَالَ لِى يُوْشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّىَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّى يُطَوِّلُ صَلاَتَهُ أَوْ نَحْوَهٰذَا بَيْنَ يَدَى صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَجْعَلُوْا هٰذِهِ مِثْلَ صَلاَةِ الظُّهْرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، اِجْعَلُوْا بَيْنَهُمَا فَصْلاً.

(১৪৯২) আব্দুল্লাহ ইবন্ মালিক ইবন্ বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা) এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় সালাতের ইকামাত হলো (কোন বর্ণনায় وَقَدْ أُقِيْمَ فِى الصَّلاَةِ এর পরিবর্তে وَقَدْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ বলা হয়েছে) আর তখন সে ফজর সালাতের পূর্ব দুই রাকা'আত সালাত আদায় করছিল। রাসূল (সা) তাঁকে কি যেন বললেন, আমরা তা বুঝতে পারলাম না। অতঃপর যখন আমাদের সালাত শেষ হল আমরা তাঁকে

ঘিরে ধরলাম, তাঁকে বললাম, রাসূল (সা) তোমাকে কি বললেন? তিনি বললেন যে, তিনি (সা) আমাকে বললেন, তোমাদের কেউ কি ফজরের সালাত ৪ রাকা'আত করে আদায় করতে চায়? (অর্থাৎ ২ রাকা'আত নফল ইকামাতের পরে আরও ২ রাকা'আত ফরয। যে এ রকম করবে সে যেন ৪ রাকা'আত আদায় করল। এমনটি করা অনুচিৎ) (উক্ত আব্দুল্লাহ ইবন্ মালিক ইবন্ বুহাইনা (রা) থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (সা) উক্ত ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর সে দীর্ঘ করে সালাত আদায় করছিল। অথবা সে এমনটি করছিল ফজরের (ফরয) সালাতের সময়। এমতাবস্থায়, রাসূল (সা) তাঁকে বললেন, তোমরা এই সালাতকে ইকামাতের পূর্বে বা পরে যোহরের সালাতের মত করে, (অর্থাৎ ৪ রাকা'আতের মত করে) আদায় কর না। বরং এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য সূচিত কর।

[হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবন্ মাজাহ্য় বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٩٣) عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَعْنِى الصَّلاَةَ) لاَثَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا.

(১৪৯৩) হাফস ইবন্ আসিম ইবন্ উমর ইব্নুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত, তিনি মালিক ইবন্ বুহাইনা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এমতাবস্থায় সালাতের ইকামাত হয়ে গেল, অতঃপর সে ফজরের দুই রাকা'আত সালাত আদায় করল। অতঃপর যখন রাসূল (সা) সালাত সমাপ্ত করলেন, মানুষেরা তাঁর দিকে তাকাল। তিনি বললেন, তোমরা কি ফজরের সালাত চার রাকা'আত করে আদায় কর?

[প্রথম সূত্রে মুসলিমে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রাহমান আল বান্না বলেন, ২য় সূত্রটি নির্ভরযোগ্য নয়। তবে এর সনদ উত্তম।]

(١٤٩٤) خط عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ اِبْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ وَابْنُ الْقِشْبِ يُصَلِّى فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْكِبَهُ وَقَالَ يَا ابْنَ الْقِشْبِ أَتُصَلِّى الصُّبْحَ أَرْبَعًا أَوْ مَرَّتَيْنِ؟ اِبْنُ جُرَيْجٍ يَشُكُّ.

(১৪৯৪) আব্দুল্লাহ ইবন্ মালিক ইবন্ বুহাইনা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী (সা) ফজরের সালাতের জন্য বের হলেন তখন ইবনুল কিশ্‌ব সালাত আদায় করছিল নবী (সা) তার ঘাড়ে হাত বুলালেন এবং বললেন, হে ইবনুল কিশব! তুমি কি ফজরের সালাত ৪ রাকা'আত পড় নাকি ২ বার করে পড়? রাবী ইবন্ জুরাইজ أَرْبَعًا ও مَرَّتَيْنِ এর ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন।

[হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٤٩٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَقَالَ رَجُلٌ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ فَجَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبِهِ فَقَالَ أَتُصَلِّى الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟

(১৪৯৫) ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফজরের সালাতের ইকামাত বলা হলো। অতঃপর এক ব্যক্তি দাঁড়ালো এবং দুই রাকা'আত সালাত আদায় করল। (এ দেখে) রাসূল (সা) তাঁর কাপড় ধরে টান দিলেন এবং বললেন, তুমি কি ৪ রাকাত ফজরের সালাত আদায় কর?

[হাদীসটি বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদ উত্তম।]

(٢) بَابُ مَنْ صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُمْ نَافِلَةً

(২) অধ্যায় ঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায় করার পর জামা'আত পাবে সে জামা'আতের সাথে নফল হিসেবে সালাত আদায় করবে

(١٤٩٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ أَوِ الْفَجْرِ، قَالَ ثُمَّ انْحَرَفَ جَالِسًا أَوِ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ، فَقَالَ إِئْتُوْنِي بِهٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ؟ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي الرِّحَالِ، قَالَ فَلَاتَفْعَلَا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اسْتَغْفِرْلِي يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، فَاسْتَغْفَرَلَهُ، قَالَ وَنَهَضَ النَّاسُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَضْتُ مَعَهُمْ وَ أَنَا يَوْمَئِذٍ أَشَبُّ الرِّجَالِ وَأَجْلَدُهُ قَالَ فَمَازِلْتُ أَرْحَمُ النَّاسَ حَتّٰى وَصَلْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا إِمَّا عَلَى وَجْهِي أَوْصَدْرِي، قَالَ فَمَا وَجَدْتُ شَيْئًا أَطْيَبَ وَلَا أَبْرَدَ مِنْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ.

(১৪৯৬) জাবির ইবন্ ইয়াযিদ ইবনুল আসওয়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে বিদায় হজ্জ সম্পাদন করেছি। তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদের ফজরের সালাতের ইমামতি করলেন, রাবীর সন্দেহ আছে যে, শব্দটি صَلَاةَ الصُّبْحِ ও صَلَاةَ الْفَجْرِ এর ব্যাপারে। অতঃপর তিনি বসে বসে মুসল্লিদের প্রতি মুখ করলেন। এখানেও রাবীর সংশয় রয়েছে اِنْحَرَفَ جَالِسًا فِي اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ শব্দদ্বয়ের মাঝে। তখন তিনি এমন দুই ব্যক্তিকে দেখলেন যারা মানুষের সাথে তথা জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করে নি। রাসূল (সা) বললেন, ঐ দুই ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে আস। তাদের দুইজনকে নিয়ে আসা হল, তখন তাঁরা ভয়ে কাঁপছিল। তিনি তাদেরকে বললেন, জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করতে কিসে তোমাদের বাধা দিয়েছিল? তারা জবাব দিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা বাড়িতে সালাত আদায় করেছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা এমনটি করবে না। তোমাদের কেউ যখন গৃহে সালাত আদায় করবে অতঃপর ইমামের সাথেও সালাত পাবে সে যেন ইমামের সাথেও সালাত আদায় করে। কেননা সেটা তার জন্য নফল হবে। রাবী বলেন, অতঃপর তাদের একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অতঃপর মানুষরা রাসূল (সা)-এর প্রতি এগুতে থাকল আমিও তাঁদের সাথে এগুতে থাকলাম। এমনকি আমি ভীড় ঠেলে রাসূল (সা)-এর নিকট পৌছলাম, অতঃপর আমি তাঁর হাত ধরলাম এবং তা আমার বক্ষ বা মুখমণ্ডলে রাখলাম! তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর হস্ত মুবারকের চেয়ে পবিত্র ও শীতল কিছু পাই নি। (রাবী বলেন) এ ঘটনার সময় তিনি (মিনায়) মসজিদে খাইফে অবস্থান করছিলেন।

[আবদুর রাহমান আল বান্না বলেন, এ ধরনের অজ্ঞাত ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট বর্ণনায় আমি নির্ভরশীল নই। তবে হাদীসটি তায়ালিসী, বায়হাকী, বায্যার, আবূ ইয়ালা, তাবারানী, ইবন্ হাব্বান, হাকিম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।]

(١٤٩٧) عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لِيْ أَلَسْتَ بِمُسْلِمٍ؟ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ قَالَ قُلْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِيْ أَهْلِي، قَالَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ "وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَلَوْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ) أَنَّ مِحْجَنًا كَانَ فِي مَجْلِسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُذِّنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ ثُمَّ رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ وَذَكَرَ نَحْوَالْحَدِيْثِ الْمُتَقَدِّمِ.

(১৪৯৭) বুস্‌র ইবন্ মিহজান থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমি নবী (সা)-এর দরবারে এলাম। অতঃপর সালাতের ইকামাত হলো, আমি বসে থাকলাম। অতঃপর যখন সালাত সম্পন্ন হল তিনি (সা) আমাকে বললেন, তুমি কি মুসলিম নও? আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি (সা) বললেন, তবে কিসে তোমাকে মানুষদের সাথে (জামা'আতে) সালাত আদায় থেকে বিরত রাখল, রাবী বলেন, আমি বললাম, আমি বাড়িতেই সালাত আদায় করেছি। তিনি (সা) বললেন তবুও মানুষদের সাথে (জামা'আতে) সালাত আদায় করবে। (কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, যখন তুমি আসবে তখন জামা'আতে সালাত আদায় করবে যদিও বাড়িতে তোমার পরিবারের সাথে সালাত আদায় করে থাক।)

(উক্ত বুস্‌র ইবন্ মিহজান থেকে দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত) তিনি বলেন, একদা মিহজান রাসূল (সা)-এর দরবারে ছিলেন, ইতিমধ্যে সালাতের আযান হলো অতঃপর রাসূল (সা) দাঁড়ালেন এবং তাঁদের সালাতের ইমামতি করলেন। অতঃপর রাসূল (সা) ফিরে এলেন। মিহজান তখনও দরবারে (বসা) ছিলেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, মানুষদের সাথে (জামা'আতে) সালাত আদায়ে কিসে তোমাকে বিরত রাখল? তুমি কি মুসলিম নও? এবং পূর্বের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[হাদীসটি দারু কুতনী, ইবন্ হাব্বান ও হাফিয তাঁর মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ্।]

(١٤٩٨) عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيْلِ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فِيْ بَيْتِي ثُمَّ خَرَجْتُ بِأَبَاعِرَ لِأُصَدِّرَهَا إِلَى الرَّاعِي فَمَرَرْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الظُّهْرَ فَمَضَيْتُ فَلَمْ أُهَلِّ مَعَهُ، فَلَمَّا أَصْدَرْتُ أَبَاعِرِي وَرَجَعْتُ ذُكِرَ ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي مَا مَنَعَكَ يَافُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا حِيْنَ مَرَرْتَ بِنَا؟ قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي قَالَ وَإِنْ -

(১৪৯৮) হানযালা ইবন্ আলী আল আসলামী থেকে বর্ণিত, তিনি দাইল গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আমার গৃহে যোহরের সালাত আদায় করলাম, অতঃপর আমার উটগুলো রাখালকে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য বের হলাম। পথিমধ্যে রাসূল (সা)-কে অতিক্রম করলাম। এমতাবস্থায় তিনি যোহরের সালাতের ইমামতি করছিলেন। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, কিন্তু তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম না। অতঃপর যখন উটগুলো দিয়ে দিলাম এবং ফিরে এলাম- এ ঘটনা রাসূল (সা)-এর কাছে বর্ণনা করা হলো। তিনি আমাকে বললেন, হে অমুক! তুমি যখন আমাদেরকে অতিক্রম করছিলে তখন কিসে তোমাকে আমাদের সাথে

সালাত আদায় থেকে বিরত রেখেছিল? রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমি তো বাড়িতেই সালাত আদায় করেছিলাম। তিনি বললেন, তবুও। [হাদীসটি মুয়াত্তা মালিক, নাসায়ী, মুস্তাদরাকে হাকিম, প্রভৃতিতে বর্ণিত রয়েছে।]

(١٤٩٩) عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ أَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ فَأَتَانِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّامِتُ فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًا فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ بْنِ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلَى شَفَتِهِ وَضَرَبَ فَخِذِى وَقَالَ إِنِّى سَأَلْتُ أَبَاذَرٍ كَمَا سَأَلْتَنِى فَضَرَبَ فَخِذِى كَمَا ضَرَبْتُ عَلَى فَخِذِكَ وَقَالَ إِنِّى سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِى وَضَرَبَ فَخِذِى كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذِكَ فَقَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ مَعَهُمْ فَصَلِّى وَلَاتَقُلْ إِنِّى قَدْ صَلَّيْتُ وَلَا أُصَلِّى

(১৪৯৯) আবুল আলীয়া আল-বার্রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন্ জিয়াদ সালাতে দেরী করত। আব্দুল্লাহ ইবন্ সামিত আমার কাছে আসল। আমি তাকে একটি চেয়ার দিলাম তিনি তাতে উপবেশন করলেন। অতঃপর আমি তাকে ইবন্ জিয়াদের ব্যাপারে অবহিত করলাম। তিনি ঠোঁটে কামড় দিলেন (ইবন্ জিয়াদের এ সব কাজের জন্য)। এবং তাঁর রানে আঘাত করলেন এবং তিনি বললেন, সে নিশ্চয়ই আমি আবূ যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যেমনটি তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছ, অতঃপর তিনি আমার রানে আঘাত করলেন, যেমনটি আমি তোমার রানে আঘাত করলাম এবং তিনি বলেছেন যে, নিশ্চয়ই আমি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছি যেমনটি তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছ। অতঃপর তিনি আমার রানে আঘাত করলেন যেমনটি আমি তোমার রানে আঘাত করেছি, অতঃপর তিনি বললেন, সালাতকে যথাসময়ে আদায় কর। আর যদি তাদের সালাত পেয়ে যাও তবে সালাত আদায় করে নিবে। আর এ কথা বলবে না যে, আমি তো সালাত আদায় করেছি (তাই) আর সালাত আদায় করব না।

[আবদুর রাহমান আল বান্না বলেন, আমি হাদীসটিতে নির্ভরশীল নই। হাইছুমী বলেন, এ হাদীসের সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত।]

(١٥٠٠) عَنْ أَبِى أُبَىٍّ بْنِ امْرَأَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَشْغُلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يُؤَخِّرُوْهَا عَنْ وَقْتِهَا فَصَلُّوهَا لِوَقْتِهَا، "وَفِى رِوَايَةٍ ثُمَّ اجْعَلُوْا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ أُصَلِّى؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ) فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ نُصَلِّى مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَبِى رَحْمَهُ اللّٰهُ وَهٰذَا هُوَ الصَّوَابُ.

(১৫০০) আবূ উবাই ইবন্ ইমরাতু উবাদা ইবন্ সামিত (অর্থাৎ ইবন্ উম্মু হারাম) থেকে বর্ণিত। তিনি উবাদা ইবন্ সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, খুব শীঘ্রই তোমাদের নেতৃবৃন্দ এমন হবে যেন তারা সালাত বৈ অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এমনকি সালাতকে তার সময় থেকে বিলম্বে আদায় করবে। অতএব, (সে সময়ে) তোমরা সালাতকে যথাসময়ে আদায় কর। (কোন কোন বর্ণনায় আছে আর তাদের সাথের সালাতকে নফল হিসেবে স্থির কর।) রাবী বলেন, অতঃপর এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! যদি আমি তাদের সাথে সালাত পেয়ে যাই তবে সালাত আদায় করব? তিনি বললেন, সেটা তোমার ইচ্ছা।

(উক্ত আবূ উবাই থেকে দ্বিতীয় সনদে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে) অতঃপর এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! অতঃপর আমরা তাদের সাথেও সালাত আদায় করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আব্দুল্লাহ (ইমাম আহমদের পুত্র) বলেন, আমার পিতা (আহমদ (র) বলেছেন, এটাই সঠিক।

[হাদীসটি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, অন্যান্য কিতাবে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস এসেছে।]

(٣) بَابُ الْجَمْعِ فِى الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْنِ وَحَدِيْثِ لَاتُصَلُّوْا صَلَاةً فِىْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

(৩) অধ্যায় ঃ মসজিদে দুইবার জামা'আত করা এবং "তোমরা একদিনে এক সালাত দুই বার আদায় করবে না" হাদীস প্রসঙ্গে

(١٥٠١) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى هٰذَا أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هٰذَا فَيُصَلِّى مَعَهُ، قَالَ فَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ.

(১৫০১) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী (সা) সাহাবীদের সালাতের ইমামতি করলেন। অতঃপর এক ব্যক্তি আসল। তখন নবী (সা) বললেন, যে এ (দীনের) ব্যাপারে ব্যবসা করতে চায় বা বিনিয়োগ করতে চায় সে যেন তাঁর সাথে সালাত আদায় করে। রাবী বলেন, অতঃপর এক ব্যক্তি (আবূ বকর) তাঁর সাথে সালাত আদায় করলেন। [হাদীসটি আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٥٠٢) عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِالْبِلَاطِ، وَالْقَوْمُ يُصَلُّوْنَ فِى الْمَسْجِدِ قُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّى مَعَ النَّاسِ أَوِ الْقَوْمِ؟ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُصَلُّوا فِىْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

(১৫০২) মায়মূনা (রা)-এর ক্রীতদাস সুলাইমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাত নামক স্থানে আমি ইবন্ উমরের কাছে গেলাম। এমতাবস্থায় গোত্রের লোকজন মসজিদে সালাত আদায় করছিল। আমি বললাম, মানুষদের সাথে অথবা গোত্রের সাথে সালাত আদায়ে কিসে আপনাকে বিরত রাখছে? তিনি বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি– তিনি বলেছেন, তোমরা একই দিনে একই সালাত দুইবার আদায় করবে না।

[হাদীসটি আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হাইছুমী বলেন, এর রাবীগণ সহীহ্ হাদীসের রাবীদের ন্যায়।]

(٤) بَابُ مَا يَفْعَلُ الْمَسْبُوْقُ

(8) অধ্যায় ঃ মাসবূক ব্যক্তির করণীয়

(١٥٠٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَبَقَ الرَّجُلُ بِبَعْضِ صَلَاتِهِ سَأَلَهُمْ فَأَوْمَؤُا إِلَيْهِ بِالَّذِى سُبِقَ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَبْدَأُ فَيَقْضِى مَا سُبِقَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِى صَلَاتِهِمْ، فَجَاءَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَالْقَوْمُ قُعُوْدٌ فِى صَلَاتِهِمْ فَقَعَدَ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَضَى مَا كَانَ سُبِقَ بِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوْا كَمَا صَنَعَ مُعَاذٌ.

(১৫০৩) আব্দুর রাহমান ইবন্ আবূ লাইলা থেকে বর্ণিত, তিনি মুআয ইবন্ জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর যখন কোন ব্যক্তির সালাতের কিছু অংশ ছুটে যেত তখন সে (জামা'আতে হাযির হয়ে) তাদেরকে জিজ্ঞেস করত (যে কত রাকা'আত ছুটে গেছে?) তাঁরা (হাতের) ইশারায় বলে দিত যে, এত রাকাত সালাত ছুটে গেছে। অতঃপর সে শুরু করত এবং (জামা'আত শেষে) ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করে নিত। এরপর

তিনি সবার সাথে তাদের সালাতে অংশগ্রহণ করতেন। অতঃপর মুয়ায ইবন্ জাবাল (মসজিদে) আসলেন, এমতাবস্থায় সবাই তাঁদের সালাতে বসে ছিলেন ফলে তিনিও বসে পড়লেন। এরপর যখন রাসূল (সা) সালাত সমাপ্ত করলেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করে নিলেন। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, মু'আয যেমনটি করেছে তোমরাও তেমনি কর। অর্থাৎ কথাবার্তা না বলে জামা'আতে শরিক হও, অতঃপর সালাম শেষে ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করে নিবে।

[হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে। নববী বলেন, এর সনদ সহীহ্ হাদীসের সনদের ন্যায়।]

(١٥٠٤) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ تَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَتَبَرَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَمَعِي الْإِدَاوَةُ قَالَ فَصَبَبْتُ عَلَى يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ قَالَ يَعْقُوْبَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُمَا مِنْ كُمَّيْ جُبَّتِهِ فَضَاقَ عَنْهُ كُمَّا هَا فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنَ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَمَسَحَ بِخُفَّيْهِ وَلَمْ يَنْزَعْهُمَا، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّاسِ فَوَجَدَهُمْ قَدْ قَدَّمُوْا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ يُصَلِّيْ بِهِمْ، فَأَدْرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْأخِرَةَ بِصَلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَأَفْزَعَ الْمُسْلِمِيْنَ فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيْحَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَحْسَنْتُمْ وَأَصَبْتُمْ يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا.

(وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ قَالَ الْمُغِيْرَةَ) ثُمَّ لَحِقْنَا النَّاسَ وَقَدْ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَذَهَبْتُ لِأُوذِنَهُ فَنَهَانِي (يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَصَلَّيْنَا الَّتِي أَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا الَّتِيْ سُبِقْنَا بِهَا (وَفِي لَفْظٍ) فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي أَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا.

(وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ بِنَحْوِهِ أَيْضًا وَفِيْهِ قَالَ الْمُغِيْرَةُ) فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ وَقَالَ قَدْ أَحْسَنْتَ كَذَالِكَ فَافْعَلْ.

(১৫০৪) উরওয়া ইবন্ মুগিরা থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা মুগিরা ইবন্ শু'বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় আমি রাসূল (সা)-এর সাথে পিছনে রয়ে গেলাম। রাসূল (সা) (প্রয়োজন পূরণার্থে) একটু দূরে গেলেন, অতঃপর তিনি আমার নিকটে ফিরে এলেন। যেহেতু পানির পাত্রটি আমার কাছেই ছিল। রাবী বলেন, অতঃপর আমি রাসূল (সা)-এর দুই হাতেই পানি ঢেলে দিলাম। অতঃপর তিনি নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন, ইয়াকুব (রাবী) اِسْتَنْثَرَ শব্দের পরিবর্তে تَمَضْمَضَ বলেছেন। (تَمَضْمَضَ শব্দের অর্থ চোখে পানির ছিটা দেওয়া) অতঃপর তিনি তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। এরপর তিনি জুব্বার হাতা না খুলেই হস্তদ্বয় ধৌত করতে

চাইলেন কিন্তু তাঁর জুব্বার হাতাদ্বয় বেশ সংকীর্ণ ছিল, সেজন্য তিনি জুব্বা থেকে হাত বের করলেন, অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাত তিনবার ধৌত করলেন এবং এরপর তাঁর বামহাত তিনবার ধৌত করলেন এবং তাঁর মোজাদ্বয়ের উপর মাস্হ করলেন, কিন্তু সে দু'টো খুলেন নি। এরপর তিনি মানুষদের দিকে গেলেন। দেখতে পেলেন তারা আব্দুর রাহমান ইবন্ আওফকে ইমামতির জন্য সামনে পাঠিয়েছে। এক্ষণে রাসূল (সা) দুই রাকা'আতের এক রাকা'আত পেলেন। তখন তিনি মানুষদের সাথে শেষের রাকা'আত সালাত আব্দুর রাহমান ইবন্ আওফের ইমামতিতে আদায় করলেন। আব্দুর রাহমান যখন সালাম ফিরালেন রাসূল (সা) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বাকী সালাত পূর্ণ করলেন। (এ অবস্থা) মুসলমানদের ভীত করে। ফলে তাঁরা বেশী বেশী তাসবীহ্ পাঠ করতে থাকে। অতঃপর রাসূল (সা) যখন (সালাত) শেষ করলেন তখন তাঁদের দিকে ফিরে তাঁদেরকে বললেন, তোমরা ঠিক করেছ এবং যথার্থ করেছ এবং তাঁদের থেকে এ আশাবাদ ব্যক্ত করলেন যে, তাঁরা সর্বদাই যথাসময়ে সালাত আদায় করবে।

[আবূ দাউদ হাদীসটিকে আরো বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও হাদীসটি ইবন খুজাইমা তাঁর মুস্তাদরাকে ও বায়হাকীতে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদ উত্তম।]

(দ্বিতীয় সূত্রে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে মুগিরা বলেন,) অতঃপর আমরা মানুষদের সাথে মিলিত হলাম, ততোক্ষণে সালাতের ইকামাত বলা হয়েছে, আব্দুর রাহমান ইবন্ 'আওফ ইমামতি করছেন এবং এক রাকা'আত সালাত হয়েও গেছে। আমি তাঁকে (রাসূল (সা)-এর আগমন) সংবাদ দিতে যাচ্ছিলাম, রাসূল (সা) আমাকে থামিয়ে দিলেন। অতঃপর আমরা সালাত যতটুকু পেলাম আদায় করে নিলাম। বাকিটুকু পরে পুরো করলাম। কোন কোন বর্ণনায় فَصَلَّيْنَا الَّتِيْ أَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا الَّتِيْ سُبِقْنَا এর পরিবর্তে فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِيْ أَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِيْ سَبَقَتْنَا এসেছে।

(তৃতীয় একটি সূত্রেও অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে মুগিরা বলেন) অতঃপর আমরা লোকজনের নিকট পৌঁছে গেলাম, তাঁরা আব্দুর রাহমান ইবন্ আওফের ইমামতিতে এক রাকা'আত সালাত আদায় করেছে। অতঃপর সে যখন নবী (সা)-এর আগমন বুঝতে পারল সে পিছনে সরে আসতে চাইলো। নবী (সা) তাঁকে সালাত পূর্ণ করার ইঙ্গিত দিলেন। অতঃপর (সালাত শেষে) তিনি বললেন, তুমি উত্তম কাজ করেছ। এমনই করবে।

[হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে। তাহাভী ও অন্যান্য সুনানের গ্রন্থসমূহে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত বিভিন্নভাবে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।]

اَبْوَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَفَضْلِ يَوْمِهَا وَكُلِّ مَايَتَعَلَّقُ بِهَا
জুমু'আর নামায ও সে দিনের ফযীলত এবং উহার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের অধ্যায়

(١) بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ –
(১) পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনের ফযীলত

(١٠٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِى ثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيْدَ الْأَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِى لُبَابَةَ الْبَدْرِىِّ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى وَفِيْهِ خَمْسُ خِلَالٍ خَلَقَ اللّٰهُ فِيْهِ أَدَمَ وَأَهْبَطَ اللّٰهُ فِيْهِ أَدَمَ فِى الْأَرْضِ وَفِيْهِ تَوَفَّى اللّٰهُ اٰدَمَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَايَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيْهَا شَيْئًا إِلاَّ اٰتَاهُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى إِيَّاهُ مَالَمْ يَسْأَلْ حَرَمًا وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَاسَمَاءٍ وَلَاأَرْضٍ وَلَارِيَاحٍ وَلَاجِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلاَّهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

১৫০৫ ঃ আবূ লুবাবা আল বদরী ইবনে আবদুল মুনযির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, জুমু'আর দিন সপ্তাহের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম দিন ও আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান। এ দিনটি আল্লাহ্র নিকট ঈদুল ফিতর ও কুরবানীর দিনের চেয়েও অধিক সম্মানিত।

এদিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ঃ এ দিন আল্লাহ আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন, এ দিনই তাঁকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠান, এ দিনই আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু দান করেন, এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে কোন বান্দা সে মুহূর্তে আল্লাহর নিকট কোন প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তা দান করেন, যদি না সে কোন হারাম (নিষিদ্ধ বস্তু) প্রার্থনা করে এবং এ দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশ্তাগণ, আসমান-যমীন, বায়ু, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র সবই জুমু'আর দিন উৎকণ্ঠিত থাকে। [ইবনে মাজাহ্ ইরাকী বলেন, হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(١٠٦) عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَاذَا فِيْهِ مِنَ الْخَيْرِ قَالَ فِيْهِ خَمْسُ خِلَالٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

১৫০৬ সা'আদ ইবনে উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত, আনসারদের এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! জুমু'আর দিনে কি কি কল্যাণ রয়েছে, আপনি আমাদের তা বলুন। তিনি বললেন, জুমু'আর দিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একথা বলে উপরের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করেন।

[মুসনাদে বায্যার, উক্ত হাদীসে মুহাম্মদ ইবনে আকীল-এর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মতভেদ আছে। বাকী বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ।]

(١٠٧) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى الطُّوْرِ فَلَقِيْتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَحَدَّثَنِىْ عَنِ التَّوْرَاةِ وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيْمَا

حَدَّثْتُهُ أَنْ قُلْتُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضل خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيْهِ أُهْبِطَ وَفِيْهِ تِيْبَ عَلَيْهِ وَفِيْهِ مَاتَ وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُسِيْخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْنِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلاَّ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَيُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، قَالَ كَعْبٌ ذَالِكَ فِى كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَقُلْتُ بَلْ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَرَأَكَعْبُ التَّوْرَاةَ فَقَالَ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوهُرَيْرَةَ ثُمَّ لَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنِ سَلاَمٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِيْ مَعَ كَعْبٍ وَمَا حَدَّثْتُهُ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ كَعْبُ ذَالِكَ فِى كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبَ كَعْبٌ، ثُمَّ قَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَاةَ فَقَالَ بَلْ هِيَ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ صَدَقَ كَعْبٌ.

১৫০৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'তুর' পাহাড়ের দিকে বের হলাম। পথে তাবিয়ী কা'ব-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো, সেখানে আমি তাঁর সাথে বসলাম। তখন তিনি আমাকে তাওরাত থেকে বর্ণনা করলেন, আমি তাঁকে রাসূল (সা)-এর হাদীস থেকে বর্ণনা করলাম। আমি বললাম, রাসূল (সা) বলেছেন, যে দিনসমূহে সূর্য উদিত হয় তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দিন হলো জুমু'আর দিন। সেই দিনে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে দিনই তাঁকে জান্নাত থেকে অবতরণ করানো হয়েছে, সে দিনই তাঁর তওবা কবুল করা হয়েছে, সে দিনই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, সে দিনই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। ভূ-পৃষ্ঠে জ্বিন ও মানুষ ছাড়া এমন কোন জীব জন্তু নেই, জুমু'আর দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে কান পেতে না থাকে। সে দিন এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে কোন মু'মিন সালাতে রত থাকা অবস্থায় আল্লাহর কাছে সে সময় কোন কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ নিশ্চয় তাকে তা দিবেন। কা'ব বলেন, সে দিনটি প্রতি বৎসর একবার আসে, তখন আমি বললাম, না, সে মুহূর্তটি প্রত্যেক জুমু'আর দিনই হয়। আমার কথা শুনে কা'ব পুনরায় তাওরাত পড়লেন। তখন তিনি বললেন, রাসূল (সা) সত্যই বলেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তারপর আমি আবুদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁকে কা'বের সাথে জুমু'আর দিনের গুরুত্ব সম্পর্কে যে সব কথা হয়েছে তা বর্ণনা করি। আমি তাঁকে বললাম, কা'ব বলেছেন, সে দিনের মুহূর্ত প্রতি বছর একবার আসে, তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন, কা'ব সঠিক বলেন নি। তারপর কা'ব তাওরাত পড়লেন, তখন বললেন, সে মুহূর্তটি প্রত্যেক জুমু'আর দিনই। সে সময় আবদুল্লাহ্ ইবন্ সালাম (রা) বললেন, কা'ব সত্য বলেছেন।

[মালিক, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, বুখারী ও মুসলিম হাদীসটির কিছু অংশ সংকলন করেছেন।]

(١٥٠٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (بْنِ الْعَاص) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ اللّٰهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ

১৫০৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, যে কোন মুসলমান যদি জুমু'আর দিনে অথবা জুমু'আর রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ কবরের ফিতনা থেকে তাকে হিফাজত করেন।

[তিরমিযী, হাফেয সুয়ূতী ও অন্যারা হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।]

(١٥٠٩) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لأَىِّ شَىْءٍ سُمِّىْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ لأَنَّ فِيْهَا طُبِعَتْ طِيْنَةُ أَبِيْكَ آدَمُ وَفِيْهَا الصَّعْقَةُ وَالْبَعْثَةُ وَفِيْهَا الْبَطْشَةُ وَفِىْ آخِرِ ثَلاَثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا اسْتُجِيْبَ لَه

১৫০৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করল, জুমু'আর দিন নামকরণ কেন করা হয়েছে ? তিনি বললেন, তার কারণ, সে দিন তোমাদের পিতা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে দিন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। সেদিন কবর থেকে উঠানো হবে, সেদিন পাকড়াও করা হবে। সে দিনের শেষের তিন প্রহরের মধ্যে এমন একটি প্রহর রয়েছে সে মুহূর্তে কেউ যদি আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিবেন।

[ইমাম আহমদ ছাড়া হাদীসটি কেউ বর্ণনা করেন নি, মানযিরী, তারগীব ও তারহীব গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য তবে সনদে ইনকিতা বা বিচ্ছিন্নতা আছে।]

(١٥١٠) عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ لاتَخْتَصَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ دُوْنَ اللَّيَالِى وَلاَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ دُوْنَ الأَيَّامِ

১৫১০. আবু দ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, হে আবু দ্দারদা, অন্যান্য রাত ব্যতীত শুধু জুমু'আর রাত্রিতে খাস করে নফল নামায পড়বে না এবং অন্যান্য দিন বাদ দিয়ে শুধু জুমু'আর দিনে খাস করে নফল রোযা রাখবে না। [তাবারানী। হাইসুমী বলেন, হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

فَصْلٌ مِنْهُ فِى الْحَثِّ عَلَى الْاِكْثَارِ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ –

অধ্যায় ঃ জুমু'আর দিনে নবী করীম (সা)-এর উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করার প্রতি উৎসাহিত করা।

(١٥١١) عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِىْ أَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيْهِ قُبِضَ، وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَىَّ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلاَتُنَا وَقَدْ أَرَمْتَ يَعْنِىْ وَقَدْ بَلَيْتَ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ

১৫১১. আউস ইবনে আবূ আউস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, তোমাদের সকল দিনের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দিন হল জুমু'আর দিন। সে দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে দিনই তাঁর মৃত্যু হয়, সেদিনই শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, এবং সে দিনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। অতএব এই দিনে তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পড়বে। কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিভাবে আমাদের দরূদ আপনার কাছে পেশ করা হবে? আপনি তো মাটিতে মিশে যাবেন, অর্থাৎ তাঁরা বললেন, আপনার দেহ মাটির সাথে মিশে যাবে। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যমীনের জন্য নবীদের দেহ গ্রাস করা হারাম করে দিয়েছেন।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী সুনানে কুবরা, সহীহ্ ইবনে হাব্বান মুসতাদরাকে হাকিম। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।]

(١٥١٢) ز عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ غَرَّاءُ وَيَوْمُهَا أَزْهَرُ

১৫১২. য আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, জুমু'আর রাত উদ্ভাসিত এবং জুমু'আর দিন প্রস্ফুটিত। এ রাতে যমীনে অধিক ফেরেশতা অবতরণ করেন, আর জুমু'আর দিন সপ্তাহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দিন।

[হাদীস মুসনাদে আহমদ ছাড়া কোথাও সংকলিত হয়নি। এর সনদ দুর্বল; তবে বায়হাকী ও সায়ীদ ইবনে মনসুর সমার্থক আরেকটি হাদীস সংকলন করেছেন, যাকে হাসান বলা যায়।]

(٢) بَابُ مَا وَرَدَ فِيْ سَاعَةِ الْاِجَابَةِ وَوَقْتِهَا مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

(২) পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনের দু'আ কবুলের সময় সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ

(١٥١٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُوْالْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَيُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ، قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا

১৫১৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আবুল কাসিম (সা) বলেছেন, জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, কোন মুসলিম বান্দা যদি এ সময়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়া অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট কোন কোন কল্যাণ চায় তাহলে তিনি তাকে অবশ্যই তা দান করবেন। (এই বলে) তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত। [বুখারী, মুসলিম, ও সুনানে আরবা'আ।]

(١٥١٤) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَيُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا إِلاَّ أَعْطَاهُ أَيَّاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ.

১৫১৪. আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে মুহূর্তে কোন মুসলিম বান্দা আল্লাহ্‌র কাছে কিছু প্রার্থনা করলে নিশ্চয় আল্লাহ তাঁকে তা দিবেন। সে মুহূর্তটি আসরের পরে হবে। [মুসনাদে বায্যার, ইরাকী ও হাইসুমী বলেন, হাদীসের সনদ সহীহ্।]

(١٥١٥) عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ (بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ) قَالَ كَانَ أَبُوْهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَيُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ فِيْ صَلاَةٍ سَأَلَ اللّٰهَ خَيْرًا إِلاَ أَتَاهُ إِيَّاهُ، قَالَ وَقَلَّلَهَا أَبُوْهُرَيْرَةَ بِيَدِهِ قَالَ فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُوْهُرَيْرَةَ قُلْتُ وَاللّٰهِ لَوْجِئْتُ أَبَاسَعِيْدٍ اَلْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهِ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هٰذِهِ السَّاعَةِ أَنْ يَكُوْنَ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْم، فَاَتَيْتُهُ (فَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً ثُمَّ قَال) قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيْدٍ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَنِ السَّاعَةِ الَّتِيْ فِي الْجُمُعَةِ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْهَا عِلْمٌ؟ فَقَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ قَدْ أُعْلِمْتُهَا ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا كَمَا أُنْسِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ

১৫১৫. তাবিয়ী আবূ সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূল (সা)-এর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) বলেছেন, জুমু'আর দিনে একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে কোন মুসলমান বান্দা যদি এ

সময়ে নামায পড়া অবস্থায় আল্লাহর নিকট কোন কল্যাণ চায় তাহলে তিনি তাকে অবশ্যই তা দান করবেন। আবূ হুরায়রা হাত দিয়ে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন। যে সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা)-এর মৃত্যুর পর আমি চিন্তা করলাম, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট গিয়ে এ মুহূর্তটি সম্পর্কে প্রশ্ন করি না কেন, হয়ত তাঁর এ বিষয়ে কিছু জানা আছে। অতঃপর আমি তাঁর নিকট আসলাম। এরপর বলেন, তাঁর আগমন সম্পর্কে লম্বা কাহিনী বর্ণনা করেন। আমি বললাম, হে আবূ সাঈদ, আবূ হুরায়রা (রা) জুমু'আর দিনের মুহূর্তটি সম্পর্কে আমাদেরকে বলেছেন, আপনার এ বিষয়ে কিছু জানা আছে? তিনি বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, তখন তিনি বললেন, আমাকে এই মুহূর্তটির কথা জানানো হয়েছিল, অতঃপর ভুলিয়ে দেওয়া হয়। আবূ সালমা (রা) বলেন, তারপর আমি তাঁর কাছ থেকে বের হয়ে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-এর নিকট গেলাম।

[সহীহ্ ইবনে খুযাইমা ও ইরাকী মুসতাদরাক হাকিম, হাফিয, যাহাবী, তিনি হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।]

(١٥١٦) وَعَنْهُ أَيْضًا بِسَنَدِهِ وَلَفْظِهِ وَفِيهِ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ فَسَأَلْتُ عَنْهَا، فَقَالَ خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَبَضَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَفِيهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ، فَهِيَ آخِرُ سَاعَةٍ، وَقَالَ سُرَيْجٌ فَهِيَ آخِرُ سَاعَتِهِ، فَقُلْتُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَلَاةٍ وَلَيْسَتْ بِسَاعَةِ صَلَاةٍ قَالَ أَوَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ قُلْتُ بَلَى هِيَ وَاللّٰهِ هِيَ

১৫১৬. আবূ সালমা (রা) পূর্বের হাদীসের সনদ ও শব্দ উল্লেখ করে বলেন, আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর কাছ থেকে বের হয়ে আমি আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। অতঃপর তাঁকে জুমু'আর দিনের মুহূর্তটি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন, জুমু'আর দিন আল্লাহ আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন জুমু'আর দিনই তাঁকে যমীনে অবতরণ করানো হয়েছে, জুমু'আর দিনই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, সে দিনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। সে মুহূর্তটি হল– সে দিনের শেষ অংশ, সুরাইজ বলেন, সে মুহূর্তটি জুমু'আর দিনের শেষ মুহূর্ত। তখন আমি বললাম, রাসূল (সা) বলেছেন, সে সময়টি যদি কোন মু'মিন ব্যক্তি সালাতরত অবস্থায় পায় (তাহলে সে সময়ের দু'আ আল্লাহ কবুল করবেন) তুমি কি জান, রাসূল (সা) বলেছেন, সালাতের জন্য অপেক্ষমান ব্যক্তি সালাতেই থাকে? আমি বললাম হ্যাঁ। আল্লাহর শপথ! একথাই সত্য।

[সহীহ্ ইবনে খুযাইমা, মুসতাদরাকে হাকীম।]

(١٥١٧) عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ إِنَّا نَجِدُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ فِيْ الصَّلَاةِ فَيَسْأَلُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَاسَأَلَهُ، فَأَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَعْضَ سَاعَةٍ قَالَ فَقُلْتُ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُوْ النَّضْرِ قَالَ أَبُوْسَلَمَةَ سَأَلْتُهُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ، فَقُلْتُ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِسَاعَةِ صَلَاةٍ، فَقَالَ بَلَى، إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ فِيْ صَلَاةٍ إِذَا صَلَّى ثُمَّ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا أَنْتِظَارُ الصَّلَاةِ

১৫১৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলের বসা অবস্থায় আমি তাঁকে বললাম, আমরা তাওরাত কিতাবে দেখেছি, জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোন মুসলিম বান্দা সালাতরত অবস্থায় তা পায়, অতঃপর আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করে, সে যা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাঁকে নিশ্চিত তা দিবেন।

রাসূল (সা) হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত। তখন আমি বললাম, রাসূল (সা) সত্য কথা বলেছেন। আবূ নাদর (রা) বলেন, আবূ সালমা বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, সে মুহূর্তটি কখন? তিনি উত্তর দিলেন, দিনের শেষ অংশ। আমি বললাম, সে সময় তো কোন সালাত নেই, তিনি বললেন, হ্যাঁ, যে মুসলিম বান্দা সালাত আদায় করে পরবর্তী সালাতের অপেক্ষায় সালাতের স্থানে বসে থাকে সে সালাতেই থাকে।

[ইবনে মাজাহ্, বুসিরী বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ্ এবং বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٥١٨) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَلَقِيْتُ كَعْبًا فَكَانَ يُحَدِّثُنِىْ عَنِ التَّوْرَاةِ وَأُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَدَّثْتُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِى الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَيُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيْهَاخَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ كَعْبٌ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ هِيَ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، قُلْتُ لاَ فَنَظَرَ كَعْبٌ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ هِىَ فِى كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، قُلْتُ لاَ، فَنَظَرَسَاعَةٍ فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ لَهُ وَرَسُوْلُهُ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ كَعْبٌ أَتَدْرِىْ أَى يَوْمٍ هُوَ؟ قُلْتُ وَأَىُّ يَوْمٍ هُوَ؟ قَالَ فِيْهِ خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ، وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَالْخَلاَئِقُ فِيْهِ مُصِيْخَةٌ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ خَشْيَةَ الْقِيَامَةِ، فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ بِقَوْلِ كَعْبٍ، فَقَالَ كَذَبَ كَعْبٌ، قُلْتُ إِنَّهُ قَدْ رَجَعَ إِلَى قَوْلِى، فَقَالَ أَتَدْرِى أَىَّ سَاعَةٍ هِىَ؟ قُلْتُ لاَ وَتَهَالَكْتُ عَلَيْهِ أَخْبِرْنِى أَخْبِرْنِى، فَقَالَ هِيَ فِيْمَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، قُلْتُ كَيْفَ وَلاَصَلاَةَ قَالَ أَمَا سَمِعْتَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَيَزَالُ الْعَبْدُ فِىْ صَلاَةٍ مَا كَانَ فِى مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيْثِى وَحَدِيْثَ كَعْبٍ فِى قَوْلِهِ فِى كُلِّ سَنَةٍ، قَالَ كَذَبَ كَعْبٌ هُوَ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، قُلْتُ إِنَّهُ قَدْ رَجَعَ، قَالَ أَمَا وَالَّذِىْ نَفْسُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ بِيَدِهِ إِنِّى لَأَعْرِفُ تِلْكَ السَّاعَةَ، قَالَ قُلْتُ يَاعَبْدَ اللّٰهِ فَأَخْبِرْنِى بِهَا، قَالَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ قُلْتُ قَالَ لاَيُوَافِقُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ يُصَلِّى قَالَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ انْتَظَرَ صَلاَةً فَهُوَ فِى صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلِّى، قُلْتُ بَلَى، قَالَ فَهُوَ كَذٰلِكَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ) قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِىَ، قَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَأَخْبِرْنِىْ وَلاَتَضِنَّ عَلَيَّ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ كَيْفَ تَكُوْنُ آخِرَ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّى، وَتِلْكَ سَاعَةٌ لاَيُصَلَّى فِيْهَا؟ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ أَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ فِيْهِ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِى الصَّلاَةِ حَتَّى يُصَلِّى فَقُلْتُ بَلَى، قَالَ فَهُوَ ذَاكَ

১৫১৮. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সিরিয়াতে আসলাম। তথায় কা'ব (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। সেখানে আমি তাঁকে রাসূল (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতাম, আর তিনি আমাকে তাওরাত থেকে বর্ণনা করতেন, এক পর্যায়ে আমরা জুমু'আর দিনের আলোচনায় আসলাম, তখন আমি তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম, রাসূল (সা) বলেছেন, জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে সে সময়ে কোন মুসলিম কোন কল্যাণের প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তাকে নিশ্চিত তা দেবেন।

তখন কা'ব (রা) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) সত্যই বলেছেন। সে মুহূর্তটি প্রতি বছর একবারই আসে? আমি বললাম, না, কা'ব এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) সত্য বলেছেন, সে মুহূর্তটি প্রতি মাসে একবারই আসে. আমি পুনরায় বললাম, না। তিনি এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) সত্যই বলেছেন. তা প্রত্যেক জুমু'আর দিনেই থাকে। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন কা'ব (রা) বললেন, আপনি কি জানেন সেদিন কোন দিন? আমি বললাম, সে দিন কোন দিন? কা'ব বললেন, সে দিনে আল্লাহ আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন। সে দিনই সকল সৃষ্টি জীন ও মানুষ সম্প্রদায় ছাড়া সকল সৃষ্টি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। অতঃপর আমি মদীনায় ফিরে এসে কাবের কথাগুলো আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-এর কাছে বললাম, তিনি বললেন,কা'ব ঠিক বলে নি, আমি বললাম, তিনি আমার কথার সাথে একমত হয়েছেন। তখন ইবনে সালাম বললেন, তুমি সে মুহূর্তটি সম্পর্কে জান? আমি বললাম, তখন আমি তাকে সবিনয় অনুরোধ করতে লাগলাম, আপনি আমাকে বলুন, আপনি আমাকে বলুন। তখন ইবনে সালাম বললেন, সে মুহূর্তটি আসর ও মাগরিবের মাঝখানের সময়। আমি বললাম, কিভাবে? সে সময়তো নামায নেই। ইবনে সালাম বললেন, তুমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুননি. যে বান্দা যতক্ষণ নামাযের স্থানে বসে পরবর্তী সালাতের অপেক্ষা করে ততক্ষণ সে সালাতেই থাকে।

(আবূ হুরায়রা (রা)-এর দ্বিতীয় বর্ণনা) তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং আমার কথাও প্রতি বছর এক দিন? এ মর্মে কা'বের কথা তাঁকে বলি। ইবনে সালাম বললেন, কা'ব ঠিক বলেনি। যেভাবে রাসূল (সা) বলেছেন, সে মুহূর্ত প্রত্যেক জুমু'আর দিনই হয়ে থাকে। আমি বললাম, তিনি তাঁর কথা থেকে ফিরে এসেছেন। ইবনে সালাম বলেন, যাঁর হাতে আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি! আমি সে মুহূর্তটি সম্পর্কে অবগত আছি। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আব্দুল্লাহ! আমাকে সে মুহূর্তটির সংবাদ দিন। ইবনে সালাম বললেন, সে মুহূর্তটি জুমু'আর দিনের শেষ সময়। আমি বললাম, তিনি তো বলেছেন, যে বান্দা সালাতরত অবস্থায় এই মুহূর্ত পাবে? (সে সময় তো কোন সালাত পড়া হয় না।) আবদুল্লাহ বলেন, তুমি কি রাসূল (সা)-কে বলতে শুন নি, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে পরবর্তী সালাতের অপেক্ষা করে, সালাত আদায় না হওয়া পর্যন্ত সে সালাতেই থাকে? আমি বললাম, হ্যাঁ, কেন নয় নিশ্চয়ই! তিনি বললেন, এটাও সে রকমই।

(একই সূত্রে তাঁর তৃতীয় বর্ণনা) আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, সে মুহূর্তটি সম্পর্কে আমি অবগত আছি। আবূ হুরায়রা বললেন, আমি তাঁকে বললাম, সে মুহূর্তটি সম্পর্কে আমাকে বলেন, এ ক্ষেত্রে কোন কৃপণতা করবেন না। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, সে মুহূর্তটি জুমু'আর দিনের শেষ সময়। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, কিভাবে সে মুহূর্তটি জুমু'আর দিনের শেষ সময় হবে, কারণ রাসূল (সা) বলেছেন, যদি কোন মুসলিম বান্দা সালাতরত অবস্থায় তা পায়, অথচ এই সময় কোন সালাত পড়া হয় না? আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বললেন, রাসূল (সা) কি বলেন নি, যে ব্যক্তি বসে পরবর্তী সালাতের অপেক্ষা করে সালাত না হওয়া পর্যন্ত সে সালাতেই থাকে। আমি বললাম, কেন নয় নিশ্চয়ই! তিনি বললেন, এটাও সে রকমই। (এবং সে সময় কোন দু'আ করলে আল্লাহ কবুল করেন)

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।]

(٣) بَابُ وُجُوْبِ الْجُمُعَةِ وَالتَّغْلِيْظِ فِى تَرْكِهَا وَعَلٰى مَنْ تَجِبُ

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর সালাত ওয়াজিব হওয়া। উহা পরিত্যাগ করার ভয়াবহতা এবং কার উপর জুমু'আ ওয়াজিব

(١٥١٩) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ وَنَحْنُ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِىْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللّٰهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ فَلِلْيَهُوْدِ غَدًا وَلِلنَّصَارٰى بَعْدَ غَدٍ، قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْدَ أَنَّ، وَقَالَ اٰخَرُوْنَ بِأَيْدٍ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ) فَاخْتَلَفُوْا فِيهِ فَجَعَلَهُ اللّٰهُ لَنَا عِيْدًا، فَالْيَوْمُ لَنَا وَغَدًا لِلْيَهُوْدِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارٰى (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْجُمُعَةَ عَلٰى مَنْ قَبْلَنَا فَاخْتَلَفُوْا فِيْهَا وَهَدَانَا اللّٰهُ لَهَا فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهَا تَبَعٌ، غَدًا لِلْيَهُوْدِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارٰى

১৫১৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, আমরা (দুনিয়াতে (আগমনের ক্ষেত্রে) পশ্চাৎবর্তী। কিন্তু কিয়ামতের দিন (মর্যাদা ও জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে) অগ্রবর্তী। যদিও আমাদের পূর্বেই প্রত্যেক উম্মতকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের তা তাদের পরে দেওয়া হয়েছে এবং এই জুমু'আর দিন। যে দিনের সম্মান করা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর ফরয করেছিলেন, তারা তাতে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে জুমু'আর দিনের বিষয়ে সঠিক পথ দেখালেন। অতএব, সে দিনের ব্যাপারে অন্যান্য মানুষ হবে আমাদের অনুসারী। (ইয়াহুদী ও নাসারাগণ) ইয়াহুদীগণ আগামীকাল (শনিবার) এবং নাসারাগণ তার পরবর্তী দিন (রবিবার) সম্মান করবে।)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে তারা জুমু'আর দিনের ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছিল। তখন আল্লাহ্ আমাদের জন্য সেদিন ঈদের দিন বানিয়েছেন, সুতরাং জুমু'আর দিন আমাদের জন্য আগামীকাল (শনিবার) ইয়াহুদীদের জন্য এবং তার পরবর্তী (রবিবার) নাসারাদের জন্য। (তাঁর তৃতীয় বর্ণনায়) আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, জুমু'আর দিনের সম্মান ফরয, আল্লাহ্ আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করেছিলেন, তারা তাতে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছিল, তারপর আল্লাহ্ আমাদেরকে সে দিন সম্পর্কে সঠিক পথ দেখালেন। অতএব, সে দিনের ব্যাপারে অন্যান্য মানুষ হবে আমাদের অনুসারী। ইয়াহুদীগণ আগামীকাল (শনিবার) এবং নাসারাগণ তার পরবর্তী দিন (রবিবারে)। [বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।]

(١٥٢٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلٰى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْلَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَلَيُكْتَبَنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ

১৫২০. ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিম্বরের ধাপের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় বলতে শুনেছেন, হয় মানুষ জুমু'আ ছেড়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকবে, না হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন এবং তারা গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

[নাসাঈ, ইমাম মুসলিম আবূ হুরায়রা ও ইবনে উমর (রা) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

(١٥٢١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ ثُمَّ اَخْرُجَ بِفِتْيَانِى مَعَهُمْ حُزَمُ الْحَطَبِ فَأُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ فِى بُيُوْتِهِمْ يَسْمَعُوْنَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَايَأْتُوْنَ الصَّلَاةَ، فَسُئِلَ يَزِيْدُ أَفِى الْجُمُعَةِ هٰذَا أَمْ فِى غَيْرِهَا؟ قَالَ مَاسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ جُمُعَةً وَلَاغَيْرَهَا إِلاَّ هٰكَذَا.

১৫২১. জা'ফর ইয়াযিদ ইবনুল আসম্ম বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমি সংকল্প করেছিলাম যে, আমি নামাযের নির্দেশ দেব এবং নামায কায়েম করা হবে। এরপর কাঠের গোছাসহ আমার যুবকদেরকে নিয়ে বের হব এবং আযান শুনার পর যারা জামাতে হাযির হয় নি তাদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিব। তখন ইয়াযীদকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সেটা কি জুমু'আর সালাত না অন্য সালাত। তিনি বললেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে জুমু'আ ও অন্যান্য সালাত উল্লেখ করতে শুনিনি। বরং তিনি এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

[মুসলিম।]

(١٥٢٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (يعنى ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ

১৫২২. আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন, যে সকল মানুষ জুমু'আর সালাত থেকে অনুপস্থিত থাকে আমি সংকল্প করেছি, এক ব্যক্তিকে হুকুম দিব সে লোকদের সালাত পড়াবে। এরপর যারা জুমু'আর সালাতে অনুপস্থিত ছিল আমি তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিব।

[মুসলিম। হাফেয মুসতাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।]

(١٥٢٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مِرَارٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَبَعَ اللّٰهُ عَلىٰ قَلْبِهِ

১৫২৩. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন, সে ব্যক্তি কোন ওযর ব্যতীত পর পর তিনটি জুমু'আ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন।

[নাসাঈ, সহীহ্ ইবনে খুযাইমা, হাফেয মুসতাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।]

(١٥٢٤) عَنْ أَبِى الْجَعْدِ الضَّمْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَبَعَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالىٰ عَلىٰ قَلْبِهِ

১৫২৪. আবুল জা'দ যামরী (রা) যিনি নবী করীম (সা)-এর সাহাবী ছিলেন, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেন, যে ব্যক্তি তিনটি জুমু'আ ওযর ব্যতীত অবহেলা করে ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ইবনে মাজাহ্, হাফেয মুসতাদরাক গ্রন্থে তিনি বলেন, মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ।]

(١٥٢٥) عَنْ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

১৫২৫. আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) থেকে অন্যজন অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[হাকিম হাদীস সহীহ্, উত্তম।]

(١٥٢٦) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُحْضُرُوا الْجُمُعَةَ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا

১৫২৬. সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা জুমু'আর সালাতে উপস্থিত হও এবং ইমামের নিকটবর্তী হও। যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাত আদায় করা থেকে পিছনে থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকেও পিছনে থাকবে, যদিও সে জান্নাত পাওয়ার উপযুক্ত ছিল।

[হাকিম মুসতাদরেক গ্রন্থে তিনি বলেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ্, ইমাম যাহাবী একথা অনুমোদন করেছেন।]

(١٥٢٧) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَتَّخِذُ أَحَدُكُمُ السَّائِمَةَ فَيَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِى جَمَاعَةٍ فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ فَيَقُوْلُ لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِى مَكَانًا هُوَ أَكْلَأُ مِنْ هٰذَا فَيَتَحَوَّلُ وَلَا يَشْهَدُ إِلَّا الْجُمُعَةَ، فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ، فَيَقُوْلُ لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِى مَكَانًا هُوَ أَكْلَأُ مِنْ هَذَا، فَيَتَحَوَّلُ فَلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ فَيُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ

১৫২৭. হারেছা ইবনে নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ পশুপাল পালন করে। সে পশুপাল চারণের সাথে সাথে জামাতে সালাত আদায় করে। এরপর তার জন্য পশুপাল চারণ কষ্টকর হয়ে পড়ে (ঘাস কমে যায়)। তখন সে বলে, যদি এর চেয়ে বেশী ঘাসের স্থানে পশুপালটি নিয়ে যাওয়া যেতো, এ চিন্তা করে সে দূরে চলে গেল, সে জুমু'আ ছাড়া অন্য কোন সালাতে উপস্থিত হতে পারলো না। এরপর সেখানেও (ঘাস কমে যাওয়ায়) তার জন্য পশুপাল চারণ কষ্টকর হয়ে পড়ল। তখন সে বলল, আমি আমার পশুপালের জন্য এর চেয়েও বেশী ঘাস হয় এমন চারণভূমি খোঁজ করি না কেন? তখন সে আরো দূরে চলে গেল, ফলে সে জুমু'আর জামাতেও উপস্থিত হতে পারলো না তখন আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেবেন।

فَصْلٌ مِنْهُ فِى كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ عُذْرٍ

পরিচ্ছেদ ঃ বিনা কারণে জুমু'আ ত্যাগ করার কাফ্ফারা

(١٥٢٨) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً فِى غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِيْنَارٍ

১৫২৮. সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিনা কারণে জুমু'আর নামায ছেড়ে দেয়, সে যেন একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) সাদকা করে দেয়, আর যদি তা না পায় তাহলে সে যেন অর্ধ দীনার সাদকা করে।

[নাসাঈ, আবূ দাউদ, হাফিজ মুসতাদরাক গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হাদীসের সনদ সহীহ্।]

(٤) بَابُ جَوَازِ التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ اذَا صَادَفَتْ يَوْمُ عِيْدٍ أَوْمَطَرٍ

(৪) বৃষ্টি অথবা ঈদের দিন জুমু'আর নামাযে উপস্থিত না হওয়ার বৈধতা

(١٥٢٩) عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِى رَمْلَةَ الشَّامِىِّ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ ابْنَ أَرْقَمَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ شَهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيْدَيْنِ أَجْتَمَعَا؟ قَالَ نَعَمْ، صَلَّى الْعِيْدَ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِى الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ

১৫২৯. ইয়াস ইবনে আবি রামলাতা শামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুয়াবীয়া (রা)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-কে প্রশ্ন করলেন, আপনি রাসূল (সা)-এর সাথে একই দিনে দুই ঈদ অর্থাৎ ঈদ ও জুমু'আর নামাযে উপস্থিত ছিলেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি দিনের প্রথম অংশে ঈদের সালাত আদায় করেছেন, আর জুমু'আর সালাত না পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। রাসূল (সা) বললেন, তবে যে ব্যক্তি ঈদের নামায পড়বে সে ইচ্ছে করলে জুমু'আর নামায পড়তে পারে।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্, সহীহ্ ইবনে খুযাইমা বায়হাকী, সুনানে কুবরা, মুসতাদরাক হাকিম, হাদীসের সনদ সহীহ্।]

(١٥٣٠) عَنْ أَبِى مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَصَابَ النَّاسَ فِى يَوْمِ جُمُعَةٍ يَعْنِى مَطَرًا فَأَمَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنِ الصَّلَاةُ الْيَوْمَ أَوِ الْجُمُعَةُ الْيَوْمَ فِى الرِّحَالِ

১৫৩০. আবূ মালীহ ইবনে উসামা (রা)-তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, জুমু'আর দিন বৃষ্টি হলে রাসূল (সা) মুয়াযযিনকে নির্দেশ দিলেন, বলে দাও, আজকের নামায অথবা আজকের জুমু'আর নামায ঘরে পড়তে হবে।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, বায়হাকী সুনানে কুবরা]

(١٥٣١) خط حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ وَجَدْتُ فِى كِتَابِ أَبِى بِخَطِّ يَدِهِ وَأَكْبَرُ عِلْمِى أَنِّى قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ ثَنَا نَاصِحُ بْنُ الْعَلَاءِ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِى عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ وَهُوَ عَلَى نَهْرِ أُمِّ عَبْدِ اللّٰهِ يَسِيلُ الْمَاءُ عَلَى غِلْمَتِهِ وَمَوَالِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ يَا أَبَا سَعِيدٍ اَلْجُمُعَةَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ وَابِلٍ فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِى رَحْلِهِ

১৫৩১. (খত) আম্মার ইবনে আবি আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, আব্দুর রহমান তখন উম্মে আবদুল্লাহ্ (রা)-এর খালের পাশে ছিলেন। তার গোলাম, কর্মচারী ও সহচরদের উপর পানি প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল। আম্মার আবদুর রহমানকে বললেন, হে আবূ সাঈদ! (অর্থাৎ হে আবদুর রহমান!) জুমু'আর সালাতের তখন কি হবে, তখন আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) বললেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হবে, সে দিন তোমাদের কেউ বাড়িতে সালাত আদায় করতে পারে।

[হাইছুমী বলেন, সনদের এক ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু মতভেদ আছে।]

بَابٌ : مَا جَاءَ فِى وَقْتِ الْجُمُعَةِ

অধ্যায় পাঁচ জুমু'আর সময়ের বর্ণনা

(١٥٣٢) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَنْصَرِفُ فَنَبْتَدِرُ فِى الْأَجَامِ فَلَا نَجِدُ إِلَّا قَدْرَ مَوْضِعِ أَقْدَامِنَا، قَالَ يَزِيدُ الْأُجَامُ هِيَ الْأَطَامُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ وَفِيهِ) فَمَا نَجِدُ مِنَ الظِّلِّ إِلَّا مَوْضِعَ أَقْدَامِنَا، أَوْقَالَ فَمَا نَجِدُ مِنَ الظِّلِّ مَوْضِعَ أَقْدَامِنَا

১৫৩২. যুবায়র ইবনে আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে জুমু'আর নামায আদায় করার পর তাড়াতাড়ি মদীনার দুর্গগুলির মধ্য দিয়ে যেতাম, তখন দেখতাম এ সকল দুর্গ বা বড় বাড়ির ছায়া কেবলমাত্র কদম পরিমাণ হেলে গিয়েছে। একই সূত্রে তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, আমরা এক কদম পরিমাণ সূর্যের ছায়া দেখতাম। অথবা বলেন, আমরা শুধুমাত্র কদম পরিমাণ সূর্যের ছায়া হেলে যেতে দেখতাম।

[আবূ ইবাশা। সনদে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি আছেন, ফলে সনদ দুর্বল।]

(١٥٣٣) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ مَعَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدِ الْكُوْفَةِ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَمِيْرُ عَلَى الْكُوْفَةِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ إِذْ نَظَرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ إِلَى الظِّلِّ فَرَآهُ قَدْرَ الشِّرَاكِ فَقَالَ إِنْ يُصِبْ صَاحِبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجِ الْآنَ، قَالَ فَوَاللّٰهِ مَافَرَغَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ مِنْ كَلَامِهِ حَتَّى خَرَجَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ يَقُوْلُ الصَّلَاةَ

১৫৩৩. মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা ইবনে মাস'ঊদ (রা)-এর সাথে জুমু'আর দিন কুফার মসজিদে অবস্থান করছিলাম। সে সময় উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর পক্ষ থেকে আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) কুফার গভর্ণর ছিলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ বায়তুল মালের দায়িত্বে ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) সূর্যের ছায়ার দিকে তাকিয়ে দেখেন উহা জুতার ফিতা পরিমাণ ঢলে পড়েছে, অতঃপর তিনি বলেন, যদি তোমাদের গভর্ণর তোমাদের নবী (সা)-এর সুন্নাত অনুসরণ করেন তাহলে তিনি এখনই বের হবেন। আল্লাহ্‌র কসম! আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা)-এর কথা শেষ না হতেই আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) (এখনই) সালাত (হবে) বলতে বলতে বের হয়ে পড়লেন।

[ইমাম আহমদ ছাড়া কেউ এ হাদীসটি বর্ণনা করে নি, সনদ দুর্বল।]

(١٥٣٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالشَّجَرَةِ سَجْدَتَيْنِ.

১৫৩৪. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) সূর্য (মধ্যাকাশ থেকে) হেলে যাওয়ার সময় জুমু'আর সালাত আদায় করতেন, আর যখন মক্কা থেকে সফরে বের হতেন, তখন যুল হুলাইফা নামক স্থানে যোহরের নামায দু'রাকাত (কসর) পড়তেন।

[মুসনাদে আবূ ইয়ালী, হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। হাদীসের প্রথম অংশ বুখারী, আবূ দাউদ ও তিরমিযী সংকলন করেছেন।]

(١٥٣٥) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى الْقَائِلَةِ فَنَقِيْلُ

১৫৩৫. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে জুমু'আর নামায পড়তাম, তারপর দুপুরের শয়ন ও কাইলুলা করতাম। [বুখারী।]

(١٥٣٦) عَنْ أَبِي أَحْمَدَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيْلُ، قَالَ أَبُوْ أَحْمَدَ ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى بَنِي سَلِمَةَ فَنَقِيْلُ، وَهُوَ عَلَى مِيْلَيْنِ

১৫৩৬. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে জুমু'আ পড়তাম, তারপর জুম'আ থেকে ফিরে এসে কাইলুলা করতাম। আবূ আহমদ বলেন, আমরা বনী সালামার এলাকায় ফিরে এস কাইলুলা করতাম। বনী সালামার এলাকাটি মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

[ইমাম আহমদ ছাড়া জাবিরের এ শব্দ অন্য কেউ উল্লেখ করেন নি, বুখারী ও ইমাম আহমদ আনাস থেকে পূর্বের হাদীসটি সংকলন করেছেন। যার অর্থ একই।]

(١٥٣٧) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا مَتَى كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم يُصَلِّى اَلْجُمُعَةَ؟ فَقَالَ كُنَّا نُصَلِّيْهَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيْحُ نَوَاضِحَنَا قَالَ جَعْفَرٌ وَإِرَاحَةُ النَّوَاضِحِ حَيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ

১৫৩৭. জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে প্রশ্ন করেছিলাম, রাসূল (সা) কখন জুম্'আ পড়তেন? তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে জুমু'আর নামায পড়তাম, অতঃপর ফিরে আসতাম এবং আমাদের উষ্ট্রীগুলোকে বিশ্রাম দিতাম। জা'ফর (রা) বলেন, সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় উষ্ট্রীগুলো বিশ্রাম দেওয়া হতো। [মুসলিম, নাসাঈ, বায়হাকী।]

(١٥٣٨) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ الرِّجَالَ تَقِيْلُ وَتَتَغَذَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) كُنَّا نَقِيْلُ وَنَتَغَذَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

১৫৩৮. সাহাল ইবনে সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকদেরকে দেখতাম জুমু'আর নামায পড়ার পরে তারা বিশ্রাম গ্রহণ করতেন এবং দুপুরের আহার গ্রহণ করতেন। (তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন,) আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে জুমু'আর নামায পড়ার পরে বিশ্রাম গ্রহণ করতাম এবং দুপুরের আহার করতাম। [বুখারী, মুসলিম,]

(١٥٣٩) عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَلَانَجِدُ لِلْحِيْطَانِ فَيْئًا يُسْتَظَلُّ فِيْهِ .

১৫৩৯. ইয়াস ইবনে সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে জুমু'আর নামায পড়ার পর যখন ফিরে আসতাম তখন প্রাচীরগুলির ছায়া গ্রহণের উপযোগী কোন ছায়া পড়তো না। (অর্থাৎ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর পরই নামায পড়া হতো)। [বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবূ দাউদ।]

(٦) بَابُ اَلْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالتَّجَمُّلِ لَهَا بِالثِّيَابِ الْحَسَنَةِ وَالطِّيْبِ

৬ পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনে গোসল করা, উত্তম পোশাক পরে সাজ-সজ্জা করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা

(١٥٤٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوَاجِبٌ هُوَ؟ قَالَ لَا، وَمَنْ شَاءَ اغْتَسَلَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ بَدْءِ الْغُسْلِ، كَانَ النَّاسُ مُحْتَاجِيْنَ وَكَانُوْا يَلْبَسُوْنَ الصُّوْفَ وَكَانُوْا يَسْقُوْنَ النَّخْلَ عَلَى ظُهُوْرِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ضَيِّقًا مُتَقَارِبَ السَّقْفِ فَرَاحَ النَّاسُ فِى الصُّوْفِ فَعَرِقُوْا وَكَانَ مِنْبَرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَصِيْرًا، إِنَّمَا هُوَ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ فَعَرِقَ النَّاسُ فِى الصُّوْفِ فَثَارَتْ أَرْوَاحُهُمْ أَرْوَاحُ الصُّوْفِ فَتَأَذَّى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتَّى بَلَغَتْ أَرْوَاحُهُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا جِئْتُمُ الْجُمُعَةَ فَاغْتَسِلُوْا وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ أَطْيَبِ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ

১৫৪০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁকে জুমু'আর দিনে গোসল ওয়াজিব কিনা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে। উত্তরে তিনি বললেন, গোসল ওয়াজিব নয়, তবে যদি কেউ ইচ্ছে করে সে গোসল করতে পারে। গোসল

কিভাবে শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে আমি তোমাদের বলবো? (প্রথম যামানায়) লোকেরা গরিব ছিল, তারা পশমের পোশাক পরিধান করত, নিজেদের পিঠে করেই খেজুর বাগান সেচ দিত। অন্যদিকে মসজিদে নববী ছিল সংকীর্ণ ও নীচু ছাদবিশিষ্ট, মানুষ পশমের পোশাক পরিধান করে মসজিদে গমন করতো, এতে তারা ঘর্মসিক্ত হয়ে যেতো। তেমনিভাবে রাসূল (সা)-এর মিম্বার ছিল ক্ষুদ্র আকারের তিনটি স্তরে বিভক্ত। পশমের পোশাকের কারণে মানুষ ঘামিয়ে যেতো এবং তাদের শরীর দুর্গন্ধ পশমের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তো। এতে লোকজনের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের কষ্ট হতো, এমনকি দুর্গন্ধ মিম্বারের কাছে রাসূল (সা)-এর নিকট পৌঁছে যেতো। এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) বললেন, হে মানুষেরা! তোমরা যখন জুমু'আর নামাযে আসবে গোসল করে আসবে। আর যদি তোমাদের কারও নিকট উত্তম সুগন্ধি থাকে তাহলে সে সুগন্ধি লাগিয়ে আসবে।

[আবূ দাউদ, বায়হাকী, সুনানে কুবরা, হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে, তাহাভী, হাকিম বলেন, বুখারীর শর্ত অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ]

(١٥٤١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ فَكَانُوْا يَرُوْحُوْنَ كَهَيْئَتِهِمْ فَقِيْلَ لَهُمْ لَواغْتَسَلْتُمْ

১৫৪১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা নিজেদের কাজ-কর্ম নিজেরাই করত। আর যখন জুমু'আর নামাযে যেত তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় চলে যেত। যে কারণে তাদেরকে বলা হলো, তোমরা গোসল করে আসলে ভাল হতো। [বুখারী, মুসলিম,]

(١٥٤٢) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَسْتَاكَ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ حَتَّى رَكَعَ مَاشَاءَ أَنْ يَرْكَعَ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا قَالَ وَكَانَ أَبُوْهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ زِيَادَةٌ إِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

১৫৪২. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে, মিসওয়াক করে, সামর্থ থাকলে সুগন্ধি লাগায়, উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করে, ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে উপস্থিত হয়, মানুষের ঘাড় না ডিঙ্গায়, তার যতটুকু ইচ্ছে হয় ততক্ষণ (সুন্নাত) নামায পড়ে। এরপর ইমাম বেরিয়ে আসলে সে নীরব হয়ে যায় এবং নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত কোন কথা না বলে তাহলে এ জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত তার গুনাহ (সগীরা) সমূহ মাফ করে দেয়া হয়।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তার আরো অতিরিক্ত তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (অর্থাৎ দশদিন) আল্লাহ একটি পুণ্যের পরিবর্তে দশটি নেকী দান করবেন। [মুসলিম, আবূ দাউদ,]

(١٥٤٣) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ أغْتَسَلَ أَوْتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ الطُّهُوْرَ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ طِيْبٍ أَوْدُهْنِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِرَلَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) ... لِعُبَادَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ ... فَقَالَ صَدَقَ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

১৫৪৩. আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে, উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করে এবং আল্লাহ তার জন্য যে সুগন্ধির ব্যবস্থা করেছেন বা তার

পরিবারের যে (সুগন্ধ) তেল আছে তা শরীরে লাগায়, এর পর জুমু'আর নামাযে আসে। কোন কথা না বলে এবং আগে যাওয়ার দু'জনের মাঝে ফাঁক না করে তার এক জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়। (দ্বিতীয় বর্ণনায়) উবাদা ইবনু আমির থেকে আরো অতিরিক্ত তিনদিনের উল্লেখ আছে।

[ইবনে আমির-এর অতিরিক্ত তিন দিন একথাটি বাদে সনদের দিক থেকে উত্তম।]

(١٥٤٤) وَعَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ الطَّرِيْقِ الْأُوْلَى مِنَ الْحَدِيْثِ السَّابِقِ

১৫৪৪. সালমান ফারসী (রা) রাসূল করীম (সা) থেকে পূর্বের হাদীসের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন

[বুখারী, নাসাঈ।]

(١٥٤٥) وَعَنْهُ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟ قُلْتُ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي جَمَعَ اللّٰهُ فِيْهِ أَبَاكُمْ قَالَ لٰكِنِّي أَدْرِي مَايَوْمُ الْجُمُعَةِ، لَايَتَطَهَّرُ الرَّجُلُ فَيُحْسِنُ طُهُوْرَهُ ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَيَنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا اُجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ

১৫৪৫. সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম (সা) আমাকে বললেন, তুমি কি জান জুমু'আর দিন কি? আমি বললাম, এ দিন আপনাদের পিতাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। রাসূল (সা) বললেন, বরং আমি জানি জুমু'আর দিন কি। যে ব্যক্তি সে দিন উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে, জুমু'আর নামাযে আসে এবং ইমামের নামায পড়া পর্যন্ত নীরব থাকে। তার এ জুমু'আ ও পরবর্তী জুমু'আর মধ্যখানে সমুদয় গুনাহ কাফ্ফারা হয়ে যায়, যদি সে কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে। [তাবারানী, মু'জামুল কবীর, হাদীসের সনদ উত্তম।]

(١٥٤٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ؟ فَقَالَ يَاأَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اُنْقَلَبْتُ مِنَ السُّوْقِ فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوْءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ؟

১৫৪৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা জুমু'আর দিন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) জনগণের উদ্দেশে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূল (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যকার এক ব্যক্তি প্রবেশ করলে উমর (রা) তাঁকে বললেন, এটা কোন সময়? (এত দেরী করলেন কেন?) তিনি বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন, আমি বাজার থেকে ফেরা মাত্রই জুমু'আর আযানের শব্দ শুনলাম। তাই আমি ওযূর অতিরিক্ত কিছুই করিনি। উমর (রা) বললেন, আবার শুধু ওযূও! অথচ তুমি জানো যে, রাসূল (সা) গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। [বুখারী, মুসলিম।]

(١٥٤٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَخْطُبُ (فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِيْهِ) أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.

১৫৪৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জুমু'আর দিন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) খুতবা দিচ্ছিলেন। (একথা বলে তিনি ইবনে উমার (রা)-এর পূর্বের হাদীস উল্লেখ করেন) অবশেষে উমর (রা) বলেন, আপনারা কি রাসূল (সা)-কে বলতে শোনেন নি, তোমাদের কেউ যখন জুমু'আর নামাযে আসে সে যেন গোসল করে? [মুসলিম, আবূ দাউদ, বায়হাকী চার সুনান গ্রন্থে।]

(١٥٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ أَبِى ثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ ثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ سُئِلَ الزُّهْرِىُّ هَلْ فِىْ الْجُمُعَةِ غُسْلٌ وَاجِبٌ؟ فَقَالَ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. وَقَالَ طَاوُسٌ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اغْتَسِلُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوْا رُؤُسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا جُنُبًا وَأَصِيْبُوا مِنَ الطِّيْبِ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَمَّا الغُسْلُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الطِّيْبُ فَلاَ أَدْرِى

১৫৪৮. শুআইব বলেন, যুহরীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, জুমু'আর দিন গোসল করা কি ওয়াজিব? তিনি বলেন, সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছেন। যে ব্যক্তি জুমু'আর নামাযে আসে সে যেন গোসল করে নেয়। তাউস (রা) বলেন, আমি ইবনে আনাস (রা)-কে বললাম যে, লোকেরা বলে, নবী (সা) বলেছেন, জুমু'আর দিন গোসল কর এবং মাথা ধুয়ে ফেল, যদি তোমরা জানাবতের অবস্থায় (যৌনতা জনিত নাপাকি) না থাক। আর সুগন্ধি ব্যবহার কর। একথা শুনে ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, গোসল (সংক্রান্ত নির্দেশ) তো ঠিকই আছে। কিন্তু সুগন্ধি (সংক্রান্ত নির্দেশ) সম্বন্ধে আমার জানা নেই। [বুখারী, মুসলিম।]

(١٥٤٩) عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

১৫৪৯. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, প্রত্যেক বয়স্কের (বালেগ) জন্য জুমু'আর দিনে গোসল ওয়াজিব। [বুখারী, মুসলিম।]

(١٥٥٠) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَإِنَّمَا يَمَسُّ مِنَ الطِّيْبِ مَايَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَوْ مِنْ طِيْبِ أَهْلِهِ

১৫৫০. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির উপর জুমু'আর দিন গোসল করা ও মিসওয়াক করা এবং সামর্থ অনুযায়ী সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার করে। এমনকি স্ত্রীর সুগন্ধি থেকে হলেও। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ।]

(١٥٥١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقٌّ اللّٰهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِى كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ

১৫৫১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তির উপর প্রতি সাত দিনের মধ্যে (জুমু'আর দিন) গোসল করা, মাথা ও শরীর ধৌত করা আল্লাহর হক (অবশ্য করণীয়)। [বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ।]

(١٥٥٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ غُسْلٌ فِى سَبْعَةِ أَيَّامٍ كُلَّ جُمُعَةٍ

১৫৫২. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তির উপর সাত দিনের মধ্যে প্রতি জুমু'আর দিন গোসল করা জরুরী। [বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।]

(١٥٥٣) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ

১৫৫৩. সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ওযূ করে তাই তার জন্য যথেষ্ট এবং সুন্দর কাজ। আর যে ব্যক্তি গোসল করে তা হবে সর্বোত্তম কাজ।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, সহীহ্ ইবনে খুযাইমা, তিরমিযী। তিরমিযী হাদীসটি হাসান বলেছেন।]

(١٥٥٤) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَّغْتَسِلَ أَحَدُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِه، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ طِيْبٌ فَإِنَّ الْمَاءَ أَطْيَبُ

১৫৫৪. বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মুসলমানদের কর্তব্য হলো তাদের প্রত্যেকে যেন জুমু'আর দিন গোসল করে নেয় এবং পরিবার বা স্ত্রীর নিকট সুগন্ধি থাকলে সে যেন তা ব্যবহার করে। যদি তার কাছে কোন সুগন্ধি না থাকে তাহলে পানিই (গোসল) তার জন্য যথেষ্ট।

[মুসানাদে ইবনে আবি শাইবা।]

(١٥٥٥) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اَلْغُسْلُ وَالطِّيْبُ وَالسِّوَاكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

১৫৫৫. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন আনসারী সাহাবী বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হলো, সে জুমু'আর দিন গোসল করবে, সুগন্ধি লাগাবে এবং মিসওয়াক করবে।

[ইমাম আহমদ ছাড়া কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি, হাইছুমী মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٥٥٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِه وَصَحْبِه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ وَدَنَا فَاقْتَرَبَ وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا أَجْرُ قِيَامِ سَنَةٍ وَصِيَامِهَا

১৫৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি মাথা এবং শরীর ধুয়ে উত্তম রূপে গোসল করে জুমু'আর প্রথম সময়েই মসজিদে যায় ও ইমামের কাছাকাছি বসে এবং নীরবে ইমামের খুতবা শুনে (কথা না বলে)। তার প্রত্যেক পদক্ষেপে এক বছর নামায ও এক বছর রোযা আদায় করার সওয়াব হবে।

[মুসনাদে আহমদ, মানযেরী ও হাইছুমী বলেন, হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٥٥٧) وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ وَفِي لَفْظٍ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَغَسَلَ أَحَدُكُمْ رَأْسَهُ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ غَدَا الخ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ وَفِيهِ) وَخَرَجَ يَمْشِي وَلَمْ يَرْكَبْ ثُمَّ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

১৫৫৭. আওস ইবনে আওস আস সাকাফী (রা) নবী করীম (সা) থেকে এ ধরনের হাদীস বর্ণিত। এক বর্ণনায়, জুমু'আর দিন তোমাদের কেউ যদি মাথা ধুয়ে উত্তম রূপে গোসল করে এবং জুমু'আর প্রথম সময়েই মসজিদে গমন করে। (তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, সে ঘর থেকে বের হয়ে কোন বাহনে আরোহণ না করে পায়ে হেঁটে মসজিদে যায় এবং ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসে, নীরবে খুতবা শুনে, কোন কথা না বলে, তার এক বছর আমল করার সওয়াব হবে, এক বছর সিয়াম পালন করা এবং নামায আদায় করার।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।]

(١٥٥٨) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

১৫৫৮. আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে, তার নিকট সুগন্ধি থাকলে সুগন্ধি লাগায়, উত্তম পোশাক পরিধান করে, ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে আসে এবং ইচ্ছা হলে কিছু (নফল) নামায পড়ে, কাকেও কষ্ট না দেয় এবং ইমাম বের হলে সে নীরবে শ্রবণ করতে থাকে নামায শেষ না করা পর্যন্ত। তার এ আমল এ জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত গুনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়।

[হাফেজ মুনযুরী, তারগীব ও তারহীব গ্রন্থে হাদীসটি আহমদ, তাবারানী, সহীহ্ ইবনে খুযাইমা গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। আহমদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য]

(١٥٥٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، قَالَ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا

১৫৫৯. আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে উত্তমরূপে ওযূ করার পর জুমু'আর নামাযে এলো, ইমামের নিকটবর্তী হলো, নীরবে মনোযোগ সহকারে খুতবা (আলোচনা) শুনলো, তার পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত এবং আরো অতিরিক্ত তিন দিনের (দশ দিন) গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি (অহেতুক) কঙ্কর স্পর্শ করলো[১] সে অনর্থক কাজ করলো।

[বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্।]

১. কঙ্কর স্পর্শ করল অর্থাৎ খুতবা শুনা থেকে অন্য মনস্ক হলো।

(٧) بَابُ فَضْلُ التَّبْكِيْرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

৭ম পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আয় সকাল সকাল গমন করার ফযীলত وَالْمَشْيُ لَهَا دُوْنَ الرُّكُوْبِ وَالدُّنُوُّ مِنَ الْإِمَامِ وَالْإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ **(বাহন ব্যতীত পায়ে হেঁটে জুমু'আয় যাওয়া, ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বসা, খুতবার সময় নীরব থাকা ইত্যাদি বিষয়**

(١٥٦٠) ز عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ أغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِىْ السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا، قَالَ إِسْحَاقُ أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَقْبَلَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ (وَفِى لَفْظٍ) فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَتِ الْمَلَائِكَةُ الصُّحُفَ وَدَخَلَتْ تَسْمَعُ الذِّكْرَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِى بَدَنَةً، ثُمَّ الَّذِى يَلِيْهِ كَالْمُهْدِى بَقَرَةً، وَالَّذِى يَلِيهِ كَالْمُهْدِى كَبْشًا حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ

১৫৬০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করলো, অন্য রাবী আব্দুর রহমানের বর্ণনায়) জানাবাতের গোসলের অনুরূপ গোসল করলো, অতঃপর দিনের প্রথমভাগে মসজিদে এলো, সে যেন একটি উট কুরবানী করলো। তারপর দ্বিতীয় মুহূর্তে যে ব্যক্তি আসলো সে একটি গরু সাদকা করল, যে ব্যক্তি তৃতীয় মুহূর্তে আসলো সে একটি ভেড়া সাদকা করলো। রাবী ইসহাক বলেন,দু' শিং বিশিষ্ট ভেড়া। যে চতুর্থ মুহূর্তে আসলো সে একটি মুরগী সাদকা করলো। যে ব্যক্তি পঞ্চম মুহূর্তে আসলো সে একটি ডিম সদকা করলো। যখন ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য বের হয়ে আসেন, তখন ফেরেশ্তাগণ উপস্থিত হয়ে খুতবা শুনতে থাকেন। (অন্য শব্দে) ইমাম যখন খুতবা দিতে বের হন, তখন ফেরেশতাগণ তাদের নথি গুটিয়ে নেন এবং মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনেন। (তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায়) নবী করীম (সা) বলেন, নামাযে প্রথম আগমনকারীর সওয়াব একটি উট সাদকাকারীর সমান, তারপরে আগমনকারীর সওয়াব একটি গরু সাদকাকারীর সমান, তারপর আগমনকারীর সওয়াব একটি ভেড়া সাদকাকারীর সমান। এভাবে তিনি মুরগী ও ডিমের কথা উল্লেখ করেন।

[ইমাম আহমদ ছাড়া এ শব্দগুলো কেউ উল্লেখ করেন নি, কিছু কিছু শব্দ মুসলিম, ও নাসাঈতে উল্লেখ আছে এবং বুখারী ও মুসলিমে হাদীসের মূল অর্থ রয়েছে।]

(١٥٦١) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَاتَغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلاَّ هٰذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ (وَفِى لَفْظٍ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُوْنَ) الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ طَائِرًا، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ

১৫৬১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, সূর্য উদিত ও অস্ত যাওয়া দিনগুলোর মধ্যে জুমু'আর দিন সর্বোত্তম। ভূ-পৃষ্ঠে সৃষ্টি জীবের মধ্যে মানুষ ও জ্বীন জাতি ছাড়া এমন কোন জীব-জন্তু নেই যারা জুমু'আর দিনে (কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে) উৎকণ্ঠিত হয়ে না থাকে। সে দিন মসজিদের দরজাসমূহের প্রত্যেক দরজায় দু'জন ফেরশতা বসে (আগমনকারীদের নাম) লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। (অন্য শব্দে ফেরেশতাগণ লিপিবদ্ধ করতে থাকেন।) প্রথম যে আসেন তার নাম আগে, এরপর পরের জন, প্রথমে আগমনকারীগণের অবস্থা একটি উট সাদকারীর ন্যায়, তারপর একটি গরু সাদকাকারীর ন্যায়, তারপর একটি ভেড়া সাদকাকারীর ন্যায়, তারপর একটি পাখী সাদকাকারীর ন্যায়, তারপর একটি ডিম সাদকাকারীর ন্যায়। আর ইমাম যখন খুতবা দিতে বসেন তারা নথি গুটিয়ে নেন।

[সুনানে সাঈদ ইবনে মনছুর। হাইসুমী বলেন, হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। মুনযিরী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। নাসাঈ আবূ হুরায়রা থেকে এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন।]

(١٥٦٢) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ فَيَكْتُبُوْنَ النَّاسَ مَنْ جَاءَ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَنَازِلِهِمْ فَرَجُلٌ قَدَّمَ جَزُوْرًا وَرَجُلٌ قَدَّمَ بَقَرَةً وَرَجُلٌ قَدَّمَ شَاةً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ دَجَاجَةً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ عُصْفُوْرًا وَرَجُلٌ قَدَّمَ بَيْضَةً، قَالَ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَجَلَسَ اْلإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَدَخَلُوْا الْمَسْجِدَ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ

১৫৬২. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে রাসূল (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন জুমু'আর দিন আসে, ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজাগুলিতে বসে থাকেন, মানুষের মর্যাদা অনুসারে যারা আসে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। ফলে কতক মানুষ সেই লিষ্টে উট সাদকাকারীর ন্যায়, কতক মানুষ গরু সাদকাকারীর ন্যায়, কতক মানুষ বকরী সাদকাকারীর ন্যায়, কতক মানুষ মুরগী সাদকাকারীর ন্যায়, কতক মানুষ চড়ুই পাখী সাদকাকারীর ন্যায় কতক মানুষ ডিম সাদকাকারীর ন্যায় সওয়াব পাবে। তিনি বলেন, যখন মুয়ায্যিন আযান দেয় এবং ইমাম (খুতবা দেওয়ার জন্য) মিম্বরে বসে তখন ফেরেশ্তাগণ খাতা (লিখা) বন্ধ করে দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে খুতবা শুনতে থাকেন। [আবূ দাউদ, বায়হাকী, সুনানে কুবরা।]

(١٥٦٣) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ خَرَجَ الشَّيَاطِيْنُ يُرَبِّثُوْنَ النَّاسَ إِلَى أَسْوَاقِهِمْ وَمَعَهُمُ الرَّايَاتُ وَتَقْعُدُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَكْتُبُوْنَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ، السَّابِقَ وَالْمُصَلِّي وَالَّذِي يَلِيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَمَنْ دَنَا مِنَ الإِمَامِ وَأَنْصَتَ وَأَستَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلاَنِ مِنَ الأَجْرِ، وَمَنْ نَأَى عَنْهُ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ وَلَمْ يَسْتَمِعْ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلاَنِ مِنَ الْوِزْرِ وَمَنْ نَأَى عَنْهُ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ وَلَمْ يَسْتَمِعْ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلٌ مِنَ الْوِزْرِ، وَمَنْ قَالَ صَهْ فَقَدْ تَكَلَّمَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَجُمُعَةَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

১৫৬৩. আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমু'আর দিন শয়তানেরা বের হয়ে মানুষদেরকে বাজারে-কর্মে ব্যস্ত করে রাখে। তাদের সাথে থাকে পতাকা। সে দিন ফেরেশ্তাগণ মসজিদের

দরজাসমূহে বসে থাকেন, মানুষের মর্যাদা অনুসারে যে প্রথমে আসে, যে (সুন্নাত-নফল) নামায পড়ে, এবং তারপর যে আসে এভাবে ইমামের খুতবা দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত নাম লিপিবদ্ধ করতে থাকে। যে ব্যক্তি ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বসে, নীরব থাকে, এবং খুতবা শুনে, কোন কথা বলে না। অনর্থক কোন কাজ করে না, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার। যে ব্যক্তি ইমাম থেকে দূরবর্তীস্থানে বসে, খুতবা শুনে নীরব থাকে। অনর্থক কোন কথা বলে না বা কাজ করে না, তার জন্য একটি পুরস্কার। যে ব্যক্তি ইমামের নিকটে বসে, কিন্তু কথা বলে বা অনর্থক কাজ করে, নীরব থাকে না, খুতবাও শুনে না তার জন্য দ্বিগুণ গুনাহ। আর যে ব্যক্তি ইমাম থেকে দূরে বসে, অনর্থক কাজ করে। চুপ থাকে না, খুতবাও শুনে না, তার জন্য একটি গুনাহ। যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে (ইমামের খুতবা প্রদানের সময়) বলে, চুপ কর, সেও কথা বললো। আর যে ব্যক্তি কথা বললো তার জুমু'আ নেই (তার জুমু'আ হবে না) তারপর আলী (রা) বলেন, এভাবে আমি তোমাদের নবী (সা)-এর কাছ থেকে শুনেছি।

(١٥٦٤) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَكْتُبُوْنَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ، جَاءَ فُلَانٌ مِنْ سَاعَةِ كَذَا، جَاءَ فُلَانٌ مِنْ سَاعَةِ كَذَا، جَاءَ فُلَانٌ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ جَاءَ فُلَانٌ فَأَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُدْرِكِ الْجُمُعَةَ إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ

১৫৬৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, জুমু'আর দিন ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজাসমূহে বসে মানুষের মর্যাদা অনুসারে তাদের উপস্থিতির সময় লিপিবদ্ধ করেন। অমুক ব্যক্তি অমুক সময় এসেছে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময় এসেছে, আর এক ব্যক্তি ইমামের খুতবা পড়ার সময় এসেছে। যে ব্যক্তি খুতবার সময় উপস্থিত হয় নি, তার বিষয়ে লিখেন, সে নামায পেয়েছে কিন্তু জুমু'আ পায় নি (সে জুমু'আর নামাযের সওয়াব পায় না, তার নামায অন্যান্য ফরয নামাযের মত)

[হাদীসটি এইভাবে অন্য কোন গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। তবে ইবন্ মাজাহ সমার্থক একটি হাদীস সহীহ্ সনদে সংকলন করেছেন।]

(١٥٦٥) عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ، رَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ وَصَلَاةٍ فَذَلِكَ رَجُلٌ دَعَا رَبَّهُ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِسُكُوْتٍ وَإِنْصَاتٍ فَذَلِكَ هُوَحَقُّهَا، وَرَجُلٌ يَحْشُرُهَا بِلَغْوٍ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ) وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِأَنْصَاتٍ وَسُكُوْتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُوْذِ أَحَدًا فَهِىَ كَفَّارَةٌ لَهُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِى تَلِيْهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ « مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا »

১৫৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, তিন ব্যক্তি জুমু'আর নামাযে উপস্থিত হয়, এক ব্যক্তি (মনোযোগ সহকারে খুতবা না শুনে) সালাত ও দু'আসহ উপস্থিত থাকে (সালাত বা দু'আয় মশগুল থাকে) সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাকে দিতে পারেন, ইচ্ছে করলে নাও দিতে পারেন। এক ব্যক্তি নীরবতা ও মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনে আর এই হলো জুমু'আর হক। এক ব্যক্তি অনর্থক কথা কাজ নিয়ে জুমু'আয় উপস্থিত হয়। ভাগ্য সেভাবেই হয়, অর্থাৎ (তার ভাগ্যে কোন প্রকার সওয়াব লেখা হবে না)

(তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায়) এক ব্যক্তি জুমু'আর নামাযে উপস্থিত হয়ে নীরবে খুতবা শুনে, কোন মুসলমানের ঘাড়ের উপর দিয়ে সামনে অগ্রসর হয় না, কাউকেও কোন প্রকার কষ্ট দেয় না, উহা তার জন্য এ জুমা'আ থেকে পরবর্তী

জুমু'আ অতিরিক্ত আরো তিনদিন গুনাহসমূহের কাফ্ফারা স্বরূপ। যে কারণে আল্লাহ বলেন, যে একটি নেক কাজ করবে তার পরিবর্তে তাকে দশটি নেকী দেওয়া হবে। [আবূ দাউদ সহীহ ইবনে খুযাইমা, সুনানে বায়হাকী।]

(١٥٦٦) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلْتُ مَعَهُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى غُلَامًا فَقَالَ لَهُ يَاغُلَامُ أَذْهَبِ الْعَبْ، قَالَ إِنَّمَا جِئْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، قَالَ يَاغُلَامُ أَذْهَبِ الْعَبْ، قَالَ إِنَّمَا جِئْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، قَالَ فَتَقْعُدُ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَجِئُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَقْعُدُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُوْنَ السَّابِقَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ وَالنَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ

১৫৬৬. আবূ আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা সাথে জুমু'আর দিন মসজিদে প্রবেশ করি. তখন তিনি একজন অল্প বয়স্ক কিশোরকে দেখতে পান। তিনি তাকে বলেন, হে বালক, যাও খেলাধুলা কর। সে বলল, আমি মসজিদে এসেছি। তিনি পুনরায় বললেন, হে বালক, যাও খেলাধুলা কর, সে বলল, আমি মসজিদে এসেছি। তিনি বললেন, ইমামের খুতবা শুনা পর্যন্ত বসবে? সে বলল, হ্যাঁ। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, ফেরেশতাগণ জুমু'আর দিন আসেন এবং মসজিদের দরজাসমূহে বসে মানুষের মর্যাদা অনুসারে প্রথম আগমনকারী তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আগমনকারীর নামসমূহ ইমামের খুতবার পূর্ব পর্যন্ত লিখতে থাকেন। ইমাম যখন খুতবা দিতে উঠেন, তখন তারা খাতা গুটিয়ে নেন। [বুখারী, মুসলিম।]

(١٥٦٧) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَعَهُمُ الصُّحُفُ يَكْتُبُوْنَ النَّاسَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ، قُلْتُ يَا أَبَا أُمَامَةَ لَيْسَ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ خُرُوْجِ الْإِمَامِ جُمُعَةٌ؟ قَالَ بَلَى وَلٰكِنْ لَيْسَ مِمَّنْ يُكْتَبُ فِي الصُّحُفِ

১৫৬৭. আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, জুমু'আর দিন ফেরেশতাগণ খাতা সাথে করে মসজিদের দরজাসমূহে বসে থাকেন এবং যারা মসজিদে আগমন করে তাদের নাম লিখতে থাকেন। ইমাম যখন খুতবা দেওয়ার জন্য বের হয়ে আসেন, ফেরেশতাগণ খাতা বন্ধ করে দেন। রাবী আবূ গালিব (রা) বলেন. আমি আবূ উমামা (রা)-কে বললাম, ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য বের হওয়ার পর যে ব্যক্তি জুমু'আর নামাযে আসে তার কি জুমু'আর নামায হবেই না? তিনি বললেন, হ্যাঁ. নামায হবে, তবে খাতায় তার নাম লেখা হবে না।

[তাবারানী, মু'জামুল কবীর সনদের একজন রাবী বিতর্কিত।]

(١٥٦٨) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ لَحِقَنِي عَبَايَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَأَنَا رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَى الْجُمُعَةِ مَاشِيًا وَهُوَ رَاكِبٌ قَالَ أَبْشِرْ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهُمَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ

১৫৬৮. ইয়াযিদ ইবনে আবূ মারয়াম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন জুমু'আর দিন আমি পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়ার পথে আবায়াত ইবনে রাফে' (রা)-এর সাথে আমার দেখা হয়, তখন তিনি বাহনে ছিলেন, তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আমি আবূ আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যার পদদ্বয় আল্লাহ্র পথে ধূলিময় হয়, আল্লাহ সে দুইটিকে দোযখের জন্য হারাম করে দেন। [বুখারী, নাসাঈ, তিরমিযী]

٨. بَابُ الْجُلُوْسِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْجُمُعَةِ وَآدَابِهِ وَالنَّهْيُ عَنِ التَّخَطِّى الاَّ لِحَاجَةٍ -

অষ্টম পরিচ্ছেদ : জুমু'আর দিনে মসজিদে বসার আদব এবং প্রয়োজন ছাড়া লোকের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া নিষেধ

(١٥٦٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ إِلَى غَيْرِهِ

১৫৬৯. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, জুমু'আর দিন মসজিদে (খুতবার সময়) তোমাদের কারও যদি তন্দ্রা আসে, সে যেন ঐ স্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র গিয়ে বসে।

[আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্, তিরমিযী]

(١٥٧٠) عَنْ جَابِرِ (بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيُقِيْمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ افْسَحُوْا

১৫৭০ জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন জুমু'আর দিন তার ভাইকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে তার স্থানে না বসে। বরং সে যেন বলে, একটু জায়গা করে দিন। [বুখারী, মুসলিম।]

(١٥٧١) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ الْمَخْزُوْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِى يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ بَعْدَ خُرُوْجِ الْإِمَامِ كَالْجَارِّ قُصْبَهُ فِيْ النَّارِ

১৫৭১. উসমান ইবনে আরকাম ইবনু আবিল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা)-এর সাহাবী ছিলেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য বের হওয়ার পর মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে যায় এবং দু'জনকে ফাঁক করে সামনে অগ্রসর হয়। তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মত, যে তার নাড়িভুঁড়ি দোযখের মধ্যে যেন নিয়ে চলেছে। [তাবরানী মু'জামুল কবীর, হাদীসের সনদে হিশাম ইবনে যিয়াদ দুর্বল বর্ণনাকারী।]

(١٥٢٧) عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيْهِ (مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ تَخَطَّى الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اُتُّخِذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ

১৫৭২. সাহ্ল ইবনে মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন মুসলমানদের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে অগ্রসর হলো, সে জাহান্নামের দিকে একটি সেতু বানিয়ে নিল। [ইবনে মাজাহ্, তিরমিযী, হাদীসটি দুর্বল।]

(١٥٧٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِي رِوَايَةٍ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ إِجْلِسْ فَقَدْ أٰذَيْتَ وَاٰنَيْتَ

১৫৭৩. আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর নিকট আসলো, দ্বিতীয় বর্ণনায় জুমু'আর দিন রাসূল (সা) যখন খুতবা দিচ্ছিলেন তখন এক ব্যক্তি মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে আসছিল। রাসূল (সা) বললেন, বসে পড়, তুমি মানুষকে কষ্ট দিচ্ছ এবং দেরীতে এসেছ।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, আবূ দাউদ, ইবনে খুযাইমা হাদীসটি সহীহ্ বলেছেন।]

(١٥٧٤) عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

১৫৭৪. সাহ্‌ল ইবনে মু'আয ইবন্ আনাস তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা-দানকালে কাপড় পেঁচিয়ে বা হাতে ঠেস দিয়ে নিতম্বের উপর বসতে নিষেধ করেছেন।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাদীসটি হাসান বা উত্তম।]

(١٥٧٥) عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ أَبَاهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَاءَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَعَدَ فِي الشَّمْسِ، قَالَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَوْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الظِّلِّ

১৫৭৫. কায়স ইবনে আবূ হাযিম (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন তাঁর পিতা রাসূল (সা)-এর নিকট আসলেন, তখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন, তা দেখে তিনি রৌদ্রে বসে পড়লেন, রাসূল (সা) তাঁর দিকে ইশারা করলেন, অথবা তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন ছায়াতে বসেন।

[আবূ দাউদ, ইমাম আহমদ, হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সহীহ।]

٩. بَابُ التَّنَفُّلِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ مَالَمْ يَصْعَدِ الْخَطِيْبُ الْمِنْبَرَ

নবম পরিচ্ছেদ : খতীব মিম্বারে না উঠা পর্যন্ত জুমু'আর পূর্বে নফল নামায পড়া

فَاِذَا صَعِدَ فَلاَ صَلاَةَ الاَّرَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ لِدَّاخِلِ

খতীব মিম্বারে উঠলে শুধু দু'রাকা'আত তাহিয়াতুল মসজিদ পড়া যাবে অন্য কোন নামায পড়া যাবে না

(١٥٧٦) عَنْ عَطَاءٍ اَلْخُرَاسَانِيِّ قَالَ كَانَ نُبَيْشَةُ اَلْهُذَلِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أغْتَسَلَ يَومَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَيُؤْذِي أَحَدًا فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَابَدَا لَهُ، وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلاَمَهُ إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِيْ جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوْبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُوْنَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا -

১৫৭৬. 'আতা আল খুরাসানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নুবাইসা হুযালী রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন,কোন মুসলমান যদি জুমু'আর দিন গোসল করে মসজিদে গমন করে কাউকে কষ্ট না দেয়, এবং যদি দেখে যে ইমাম উপস্থিত হন নি তাহলে সে তার ইচ্ছানুসারে নফল নামায পড়ে, আর যদি দেখে যে, ইমাম খুতবা দিতে উঠেছেন, তাহলে সে যেন বসে যায়, এবং ইমামের খুতবা ও নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত নীরবে

ইমামের খুতবা শুনে, তাহলে এ জুমু'আয় তার জীবনের সব গুনাহ্ ক্ষমা করা না হলে অন্তত পূর্ববর্তী এক সপ্তাহের সমুদয় গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

[ইমাম আহমদ ছাড়া এ হাদীসটি অন্য কেউ বর্ণনা করেন নি। হাইছুমী উল্লেখ করেছেন, আহমদের বর্ণনায় হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٥٧٧) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَغْدُوْ إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُصَلِّى رَكَعَاتٍ يُطِيْلُ فِيْهِنَّ اَلْقِيَامَ فَإِذَا إِنْصَرَفَ الْإِمَامُ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ هٰكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৫৭৭. নাফে' থেকে বর্ণিত, ইবনে উমার (রা) জুমু'আর দিন সকাল সকাল মসজিদে গিয়ে অনেক রাকা'আত নফল নামায পড়তেন। তিনি এ নামাযে সুদীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কুরআন পড়তেন। ইমাম যখন নামায শেষ করতেন, তিনি বাড়ি এসে দু'রাকা'আত নামায পড়তেন। তিনি বলেন, এভাবে রাসূল (সা) করতেন।

[আবূ দাউদ। হাদীসের সনদ সহীহ্।]

(١٥٧٨) عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ ثِيَابَهُ وَمَسَّ طِيْبًا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ مَشَى إِلَى الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَلَمْ يَتَخَطَّ أَحَدًا وَلَمْ يُؤْذِهِ وَرَكَعَ مَاقُضِىَ لَهُ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

১৫৭৮. আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে, পোশাক পরিধান করে, তার কাছে থাকলে সুগন্ধি ব্যবহার করে, তারপর শান্তভাবে মসজিদে গমন করে কাউকেও ডিঙিয়ে সামনে অগ্রসর হয় না, কাউকেও কষ্ট দেয় না, তার ইচ্ছে মত নফল নামায পড়ে। তারপর ইমামের নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তাহলে দুই জুমু'আর মাঝখানে তার সগীরা গুনাহ্সমূহ মাফ করে দেওয়া হয়।

[তাবারানী, মু'জামুল কবীর। সনদে দুর্বলতা আছে।]

(١٥٧٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ وَرَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا

১৫৭৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমু'আর দিন সুলাইক আল গাত্ফানী এসে উপস্থিত হলো, তখন রাসূল (সা) খুতবা দিচ্ছিলেন। সে বসে পড়লে রাসূল (সা) তাকে দুই রাকা'আত নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন, তারপর মানুষদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে আসবে, আর ইমাম খুতবা দিচ্ছেন, তখন সংক্ষেপে দুই রাকা'আত নামায (তাহিয়াতুল মসজিদ) পড়ে নিবে।

[মুসলিম, আবূ দাউদ।]

بَاب : اَلْاَذَانُ لِلْجُمُعَةِ

জুমু'আর জন্য আযান দেওয়া

اِذَا جَلَسَ الْخَطِيْبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَكَيْفَ كَانَ الْمِنْبَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ইমাম যখন খুতবা দেওয়ার জন্য বসতেন তখন আযান দেওয়া, এবং রাসূল (সা)-এর যুগে মিম্বার কিরূপ ছিল

(١٥٨٠) عَنِ السَّائِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ فِى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِى الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُقِيْمُ اِذَا نَزَلَ وَلِاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَتّٰى كَانَ عُثْمَانُ ـ

১৫৮০. সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর জন্য জুমু'আ ও অন্যান্য সকল নামাযের জন্য একজন মাত্র মুয়ায্যিন ছিলেন, তিনি আযান ও ইকামত দিতেন। তিনি বলেন, জুমু'আর দিন রাসূল (সা) যখন মিম্বরে বসতেন তখন বিলাল আযান দিতেন, মিম্বর থেকে নামলে ইকামত দিতেন। আবূ বকর (রা), উমর (রা)-এর সময়েও এই নিয়ম ছিল, উসমান (রা)-এর আগমন পর্যন্ত তাই।

[বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্।]

(١٥٨١) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَذَانَيْنِ حَتّٰى كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ فَكَثُرَ النَّاسُ فَاَمَرَ بِالْاَذَانِ الْاَوَّلِ بِالزَّوْرَاءِ

১৫৮১. সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা), আবূ বকর (রা), উমর (রা)-এর যুগে জুমু'আর দিনে দুইটি আযান ছিল, (অর্থাৎ আযান ও ইকামত) উসমান (রা)-এর যুগে যখন লোকের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন তিনি জাওর (মদীনার বাজার) থেকে প্রথম আযানের নির্দেশ দেন। [বুখারী, সুনানে আরবাআ।]

(١٥٨٢) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى خَشَبَةٍ فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَال اُبْنُوْلِى مِنْبَرًا أَرَادَ أَنْ يُسْمِعَهُمْ فَبَنَوْا لَهُ عَتَبَتَيْنِ فَتَحَوَّلَ مِنَ الْخَشَبَةِ إِلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ فَأَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْخَشَبَةَ تَحِنُّ حَنِيْنَ الْوَالِدِ قَالَ فَمَازَالَتْ تَحِنُّ حَتّٰى نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَمَشَى إِلَيْهَا فَاحْتَضَنَهَا فَسَكَنَتْ

১৫৮২. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন জুমু'আর দিন খুতবা দিতেন, তখন (মসজিদে নববীর খেজুরের খুঁটির সাথে পিঠ লাগিয়ে খুতবা দিতেন। (লোকদের সংখ্যা যখন বেড়ে যায় তখন তিনি বললেন, আমার জন্য একটি মিম্বর তৈরী কর। অতঃপর তাঁর জন্য দুই স্তরের একটি মিম্বর তৈরী করা হলো। তিনি খুঁটির পরিবর্তে মিম্বরে চলে গেলেন। হাসান (রা) বলেন, আনাস ইবনে মালিক (রা) আমাকে বলেন, তিনি খুঁটি

থেকে ছোট শিশুর মত কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন, তিনি বলেন, এভাবে সে ক্রন্দন করতেই থাকে। অবশেষে রাসূল (সা) মিম্বর থেকে নেমে তার কাছে আসলেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরলেন, তখন সে চুপ হয়ে যায়। [বুখারী।]

(١٥٨٣) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ هٰذِهِ السَّارِيَةِ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ جِذْعُ نَخْلَةٍ يَعْنِي يَخْطُبُ

১৫৮৩. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম (সা) এই খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন, সে সময় খুঁটিটি ছিল খেজুর গাছের।

[তিরমিযী, তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

(١١) بَابُ مَاجَاءَ فِي الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَيْئَاتِهِمَا وَآدَابِهِمَا وَالْجُلُوْسِ بَيْنَهُمَا

১১. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন দুই খুতবা প্রদান, খুতবা প্রদানের পদ্ধতি, খুতবার আদব ও উভয়ের মাঝে বসা

(١٥٨٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجُذْمَاءِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ صلى اللّٰه عليه وسلم اَلْخُطْبَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجُذْمَاءِ

১৫৮৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, প্রত্যেক খুতবা যার শাহাদাত। (আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া-আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ,) বলা হয় না উহা কাটা হাতের মতই। (অর্থাৎ উহা অপূর্ণাঙ্গ খুতবা) (তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায়) তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে খুতবাতে শাহাদাত, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ-আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ) নেই সেটি কাটা হাতের মতই।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।]

(١٥٨٥) عَنْ جَابِرِ (بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَاهُوَلَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ قَالَ أَمَّابَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه وسلم وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَتَحْمَرُّ وَجْنَتَاهُ وَيَشْتَدُّ غَضَبُهُ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، قَالَ ثُمَّ يَقُوْلُ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هٰكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى صَبَّحَتْكُمُ السَّاعَةُ وَمَسَّتْكُمْ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ وَالضَّيَاعُ يَعْنِي وَلَدَهُ الْمَسَاكِيْنَ

১৫৮৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদের উদ্দেশে খুতবা দিলেন, খুতবার প্রথমে তিনি (যেরূপ প্রাপ্য সেরূপভাবে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। তারপর বললেন, (আম্মা বা'দ) অতঃপর, সবচেয়ে সত্যবাণী হলো আল্লাহর কিতাব এবং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আদর্শ হলো মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শ। সর্বনিকৃষ্ট কাজ হলো (ধর্মের মধ্যে) নতুন উদ্ভাবন (বিদ'আত)। প্রতিটি বিদ'আত ভ্রষ্টতা। অতঃপর তিনি জোরালো কণ্ঠস্বরে ভাষণ দিতেন তখন তাঁর গাল দু'টি রক্তিম বর্ণ ধারণ করতো। যখন কিয়ামতের ভয় দেখাতেন তখন তাঁর

রোষ বেড়ে যেতো, মনে হতো তিনি শত্রুবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন। তিনি বলতেন, অচিরেই কিয়ামত এসে যাবে. আমি ও কিয়ামত এই দু'টির ন্যায় প্রেরিত হয়েছি। তিনি মধ্যমা ও তর্জনী মিলিয়ে দেখাতেন। তোমরা ভোরেই কিয়ামত দ্বারা আক্রান্ত হবে, তোমরা সন্ধ্যায়ই কিয়ামত দ্বারা আক্রান্ত হবে। কোন ব্যক্তি সম্পদ রেখে গেলে তা তার পরিবার-পরিজনের প্রাপ্য। আর কোন ব্যক্তি ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে গেলে সেগুলোর দায়িত্ব আমার।

[মুসলিম, ইবন্ মাজাহ্।]

(١٥٨٦) عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ الْخَطِيْبُ أَنْتَ قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ

১৫৮৬. 'আদী ইবনে হাতিম তায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর সামনে খুতবা দিয়ে বলছিল, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর আনুগত্য করে সে সঠিক পথ পায়, আর যে ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের নাফরমানী করে সে পথভ্রষ্ট হয়। তখন রাসূল (সা) বললেন, তুমি অত্যন্ত নিকৃষ্ট খতীব। বরং তুমি বল, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর নাফরমানী করে। [তিরমিযী, নাসাঈ, হাকেম মুসতাদরেক গ্রন্থে। সুনানে বায়হাকী।]

(١٥٨٧) عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ

১৫৮৭. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাঁর পদদ্বয়ের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। [ইমাম আহমদ ছাড়া কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি।]

(١٥٨٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صلى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ

১৫৮৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) জুমু'আর দিন দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, তারপর বসতেন, এবং পুনরায় দাঁড়াতেন এবং খুতবা দিতেন।

[হাইছুমী বলেন, হাদীসটি আহমদও সংকলন করেছেন। তাবারানীর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٥٨٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ

১৫৮৯. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) জুমু'আর দিন দুইবার খুতবা দিতেন, এবং উভয়ের মাঝখানে বসতেন, (তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায়) রাসূল (সা) দুই খুতবার মাঝখানে বসতেন।

[বুখারী, সুনানে আরবাআ।]

(١٥٩٠) عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ نَبَّأَنِىْ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى اللّٰه عليه وسلم خَطَبَ قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ يَجْلِسُ وَفِى رِوَايَةٍ ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لَايَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، قَالَ فَقَالَ لِى جَابِرٌ فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ وَاللّٰهِ

صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَى صَلاَةٍ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَقَدْ كَذَبَ) قَالَ وَلٰكِنَّهُ رُبَّمَا خَرَجَ وَرَأَى النَّاسَ فِى قِلَّةٍ فَجَلَسَ ثُمَّ يَثُوْبُوْنَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا

১৫৯০. সাম্মাক ইবনে হারব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনে সামুরা (রা) আমাকে সংবাদ দিলেন, তিনি রাসূল (সা)-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে দেখেছেন, তারপর তিন বসলেন, অন্য বর্ণনায়, তিনি কিছুক্ষণ বসতেন কোন কথা বলতেন না। তারপর দাঁড়িয়ে খতুবা দিতেন। সাম্মাক (রা) বললেন, জাবির (রা) আমাকে বললেন, যে ব্যক্তি তোমাকে সংবাদ দিয়েছে রাসূল (সা) বসে খুতবা দিয়েছেন, সে মিথ্যা বলেছে, আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি! আমি রাসূল (সা)-এর সাথে দুই হাজার জুমু'আ ওয়াক্তের চেয়েও বেশী নামায পড়েছি। (অর্থাৎ জুমু'আসহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায) (তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনায় "সে মিথ্যা বলেছে" কথাটির পরে তিনি বলেন, তবে কখনো কখনো তিনি খুতবার জন্য বের হয়ে লোকদের সংখ্যা কম দেখলে বসতেন। তখন সবাই দ্রুত মসজিদে আসতেন। তখন তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করতেন। [মুসলিম, আবূ দাউদ।]

(١٥٩١) وَعَنْهُ أَيْضًا عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ يَخْطُبُ فِى الْجُمُعَةِ إِلاَّ قَائِمًا، فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ جَلَسَ فَكَذِّبْهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ، كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا فِى الْجُمُعَةِ

১৫৯১. সাম্মাক ইবনে হারব থেকে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে কখনও জুমু'আর দিনে দাঁড়িয়ে ছাড়া খুতবা দিতে দেখি নি। যে ব্যক্তি তোমাকে বলেছে, তিনি বসে খুতবা দিয়েছেন। তুমি তাকে মিথ্যাবাদী বলবে। তিনি কখনও তা করেন নি। রাসূল (সা) দাঁড়ানো অবস্থায় খুতবা দিতেন তারপর বসতেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে আবার (দ্বিতীয়) খুতবা দিতেন, তিনি জুমু'আর দিনে দুই খুতবা দিতেন এবং তার মাঝখানে বসতেন। [মুসলিম, আবূ দাউদ।]

(١٥٩٢) ز- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ

১৫৯২. (য) জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর সাথে নামায পড়েছি। তাঁর নামায ও খুতবা ছিল নাতিদীর্ঘ। তিনি আরো বলেন, রাসূল (সা) দু'টি খুতবা দিতেন, উভয় খুতবার মাঝখানে বসতেন। তিনি (খুতবায়) কুরআন পড়তেন এবং জনগণকে উপদেশ দিতেন।

[মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্।]

(١٥٩٣) عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ قَالَ أَبُوْ وَائِلٍ خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَبْلَغَ وَأَوْجَزَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ طُوْلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيْلُوا الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ فَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا

১৫৯৩. ওয়াসিল ইবনে হাইয়্যান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ ওয়াইল (রা) বলেছেন, আম্মার (রা) আমাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে সারগর্ভ ভাষণ (খুতবা) দিলেন। তিনি মিম্বর থেকে নামলে আমরা বললাম, হে আবুল ইয়াকযান, আপনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ ভাষণ দিয়েছেন, যদি তা কিছুটা দীর্ঘ করতেন। তিনি বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তির দীর্ঘ নামায ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ তার প্রজ্ঞার পরিচায়ক। অতএব, তোমরা নামায দীর্ঘ কর এবং ভাষণ সংক্ষিপ্ত কর। অবশ্যই কোন কোন ভাষণে যাদুর প্রভাব থাকে। [মুসলিম।]

(١٥٩٤) عَنْ أَبِىْ رَاشِدٍ قَالَ خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَتَجَوَّزَ فِى خُطْبَتِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَقَدْ قُلْتَ قَوْلاً شِفَاءً فَلَوْ أَنَّكَ أَطَلْتَ، فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نُطِيْلَ الْخُطْبَةَ

১৫৯৪. আবূ রাশিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) আমাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন, তখন কুরাইশ বংশের এক ব্যক্তি বলল, আপনি হৃদয়কে সুস্থ করার মত খুতবা দিয়েছেন। আপনি যদি খুতবাটি আরো দীর্ঘ করতেন। তিনি বললেন, রাসূল (সা) খুতবা দীর্ঘায়িত করতে নিষেধ করেছেন।

[ইমাম আহমদ ছাড়া এ শব্দ কেউ উল্লেখ করেন নি। হাদীসের সনদ উত্তম।]

(١٥٩٥) عَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ الْكُلَفِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْتَاسِعَ تِسْعَةٍ قَالَ فَأَذِنَ لَنَا فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَتَيْنَاكَ لِتَدْعُوَ لَنَا بِخَيْرٍ، قَالَ فَدَعَا لَنَا بِخَيْرٍ وَأَمَرَ بِنَا فَأَنْزِلْنَا، وَأَمَرَلَنَا بِشَىْءٍ مِنْ تَمَرٍ وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُوْنٌ قَالَ فَلَبِثْنَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيْهَا الْجُمُعَةَ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ أَوْ قَالَ عَلَى عَصًا فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيْفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ، ثُمَّ قَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تُطِيْقُوْا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَلٰكِنْ سَدِّدُوْا وَأَبْشِرُوْا

১৫৯৫. হাকাম ইবনে হাযনী আল-কুলাফী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সাত জন বা নয় জন মানুষ রাসূল (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে অনুমতি দিলে, আমরা প্রবেশ করলাম, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমরা আপনার নিকট এ জন্য এসেছি যে, আপনি আমাদের কল্যাণের জন্য দু'আ করুন। তিনি আমাদের কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি নির্দেশ দিলে তদানুসারে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। তারপর তিনি আমাদেরকে কিছু খেজুর দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, আর তখন অনটনের সময় ছিল।

তিনি বলেন, তারপর আমরা কিছুদিন রাসূল (সা)-এর নিকট অবস্থান করেছিলাম এবং জুমু'আর নামাযে অংশ গ্রহণ করেছিলাম, আমরা দেখলাম রাসূল (সা) খুতবা দেওয়ার জন্য ধনুক অথবা লাঠির উপর ভর করে দাঁড়ালেন, তারপর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, পবিত্র ও বরকতময় শব্দ দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন, তারপর বললেন, হে মানুষেরা! তোমাদেরকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে পালন করতে ও বহন করতে পারবে না। বরং তোমরা বাড়াবাড়ি না করে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং সুসংবাদ দাও। (অর্থাৎ নেকের কাজ কম হলেও নিয়মিত কর)।

[আবূ দাউদ, মুসনাদে আবূ ইয়ালা, সুনানে বায়হাকী। হাদীসটির সনদ সুন্দর। ইবনে খুযাইমা ও ইবনুস সাকাম একে সহীহ্ বলেছেন। ইবনে হাজার একে হাসান বলেছেন।]

(١٥٩٦) عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ (بْنِ عَازِبٍ) عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ أَوْعَصًا

১৫৯৬. বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) ধনুক অথবা লাঠির উপর ভর দিয়ে খুতবা দিতেন।*

(١٥٩٧) عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبِشْرٌ يَخْطُبُنَا فَلَمَّا دَعَا رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ عُمَارَةُ يَعْنِي قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ أَوِ الْيُدَيَّتَيْنِ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا دَعَا يَقُوْلُ هٰكَذَا. وَرَفَعَ السَّبَّابَةَ وَحْدَهَا

১৫৯৭. হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমারা ইবনে রুআইবা আস সুলামী (রা)-এর পাশে ছিলাম। উমাইয়া গভর্নর বিশ্‌র বিন মারওয়ান আমাদের উদ্দেশ্য খুতবা দিচ্ছিলেন, খুতবায় দু'আ করার সময় তিনি দু'হাত উপরে উঠালেন, তখন উমারা (রা) বললেন, অর্থাৎ আল্লাহ এ দু'টি হাতকে ধ্বংস করুন। মঙ্গল হতে দূরে রেখেছেন, আমি রাসূল (সা)-কে খুতবায় দু'আ করার সময় এভাবে ইশারা করতে দেখেছি, তিনি শুধু তর্জনী উঠালেন। [মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, বায়হাকী।]

(١٥٩٨) عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ كَانَ تَنُّوْرُنَا وَتَنُّوْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا سَنَتَيْنِ أَوْسَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ وَمَا أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ إِلَّا عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقْرَأُ بِهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ

১৫৯৮. হারিসা ইবনে নু'মান কন্যা উম্মু হিশাম বলেন, দেড়-দুই বছর যাবত আমাদের ও রাসূল (সা)-এর রান্নাঘর একই ছিল, আমি রাসূল (সা)-এর মুখ থেকে শুনেই কাফ-ওয়াল কুরআনিল মাজীদ সূরাটি মুখস্ত করেছি। তিনি প্রতি জুমু'আর দিন মিম্বারে দাঁড়িয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত খুতবায় এই সূরাটি পড়তেন।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, হাকেম মুসতাদরেক গ্রন্থে, বায়হাকী সুনানে কুবরা গ্রন্থে।]

(١٢) بَابُ الْمَنْعِ مِنَ الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

১২ পরিচ্ছেদ ঃ ইমামের খুতবার সময় কথা বলা নিষিদ্ধ

وَالرُّخْصَةُ فِي تَكَلُّمِهِ وَتَكَلُّمِهِ لِمَصْلِحَةٍ وَجَوَازُ قَطْعِ الْخُطْبَةِ لِأَمْرٍ مُحْدَثٍ

ইমামের জন্য খুতবাদানকালে কথা বলার ও বলানোর অনুমতি এবং প্রয়োজনে কথা বলা, কোন বিশেষ কারণে খুতবা বন্ধ করে দেওয়া

(١٥٩٩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِيْ يَقُوْلُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ

---

* আবূ দাউদ, তাবরানী মু'জামুল কবীর গ্রন্থে। ইবনুস সাকাম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

১৫৯৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, জুমু'আর দিন তাঁর খুতবা দেওয়ার সময় যে ব্যক্তি কথা বলে, সে গাধার মত। যে কিতাবসমূহ বহন করে। আর যে ব্যক্তি কথা বলে তাকে যদি কেউ বলে, চুপ কর, তাহলে তার জুমু'আর নামায (পরিপূর্ণ) হবে না। [সনদের একজন রাবী বিতর্কিত। বায়যার ও তাবরানী।]

(١٦٠٠) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَيْتَ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ هِيَ لُغَةُ أَبِى هُرَيْرَةَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَالِثٍ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنْصِتُوْا فَقَدْ أَلْغَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

১৬০০. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন, তুমি যদি জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা দেওয়া অবস্থায় তোমার সাথীকে বল, চুপ কর, তাহলে তুমি কথা বললে বা অনর্থক কাজ করলে।

আবূ হুরায়রা (রা)-এর দ্বিতীয় বর্ণনায়, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, তুমি যদি জুমু'আর দিন ইমামের খত্‌বা দেওয়া অবস্থায় তোমার সাথীকে বল চুপ কর, তাহলে তুমি একটি অনর্থক কাজ করলে।

তাঁর তৃতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তুমি যদি মানুষদেরকে বল চুপ কর, তাহলে তুমি তোমার আত্মাকে দিয়ে একটি অনর্থক কাজ করালে। [বুখারী মুসলিম।]

(١٦٠١) ز عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَرَاءَةَ وَهُوَ قَائِمٌ يُذَكِّرُ بِأَيَّامِ اللّٰهِ وَأُبَىُّ ابْنُ كَعْبٍ وِجَاهَ النَّبِىِّ صلى اللّٰه عليه وسلم وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَأَبُوذَرٍّ، فَغَزَ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ أَحَدُهُمَا فَقَالَ مَتَى أُنْزِلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ يَا أُبَىُّ فَإِنِّى لَمْ أَسْمَعْهَا إِلاَّ آلْآنَ؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ فَمَّا انْصَرَفُوْا قَالَ سَأَلْتُكَ مَتَى أُنْزِلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ فَلَمْ تُخْبِرْ، قَالَ أُبَىُّ لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلاَتِكَ الْيَوْمَ إِلاَّ مَا لَغَوْتَ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ وَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى قَالَ أُبَىُّ فَقَالَ صَدَقَ أُبَىُّ

১৬০১. উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) জুমু'আর নামাযে খুতবার সময় দাঁড়িয়ে সূরা বারায়া (তাওবা) পাঠ করেন এবং আমাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর দিনসমূহের ইতিহাস ও নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করেন। তখন উবাই ইবনে কা'ব রাসুলের (সা) সামনা সামনি বসা ছিলেন এবং আবূ দ্দারদা ও আবূ যর (রা) তাঁদের উভয়ের কেউ উবাহকে খোঁচা মেরে বললেন, হে উবাই সূরাটি কখন নাযিল হয়েছে? আমি তো তা এখনি শুনলাম। তিনি তার দিকে ইশারা করে বললেন চুপ করুন। নামায শেষ হলে তিনি বললেন, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম সূরাটি কখন নাযিল হয়েছে, অথচ আপনি আমাকে তা বললেন না। উবাই বলেন, আজকে আপনার নামায হয় নি, অনর্থক কাজই হয়েছে। তিনি রাসূল (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে, বিষয়টি তাঁকে বর্ণনা করেন এবং উবাই (রা) যা বলেছেন, তাঁকে তাও অবহিত করেন। তখন রাসূল (সা) বলেন, উবাই ঠিকই বলেছে।

[ইবনে মাজাহ, হাদীসটির সনদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٦٠٢) عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْه قَالَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَ النَّاسَ وَتَلاَ آيَةً وَإِلَى جَنْبِى أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ يَاأُبَىُّ مَتَى أُنْزِلَتْ هٰذِه

الْأَيَةُ؟ قَالَ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِى، حَتَّى نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ لِى أُبَيٌّ مَالَكَ مِنْ جُمُعَتِكَ إِلاَّ مَالَغَيْتَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقُلْتُ أَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ تَلَوْتَ أَيَةً وَإِلَى جَنْبِى أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ فَسَأَلْتُهُ مَتَى أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْأَيَةُ؟ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِى حَتَّى إِذَا نَزَلْتَ زَعَمَ أُبَىٌّ أَنَّهُ مَالَيْسَ لِى مِنْ جُمُعَتِى إِلاَّ مَا لَغَيْتُ، فَقَالَ صَدَقَ أُبَىٌّ، فَإِذَا سَمِعْتَ إِمَامَكَ يَتَكَلَّمُ فَأَنْصِتْ حَتَّى يَفْرُغَ

১৬০২. আবূ দ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (সা) মিম্বরে বসলেন এবং জনগণের উদ্দেশ্যে খতুবা দিলেন এবং কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলেন আমার পাশেই বসা ছিলেন উবাই ইবনে ক'াব (রা) আমি তাঁকে বললাম, হে উবাই এই আয়াতটি কখন অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি আমার সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানালেন. পুনরায় আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, এবারও তিনি কথা বলতে অস্বীকার করলেন, রাসূল (সা) খুতবা শেষ করলে উবাই (রা) আমাকে বললেন, আপনার জুমু'আর নামাযের কিছুই হয় নি শুধু অনর্থক কাজই হয়েছে। রাসূল (সা) যখন সালাত শেষ করলেন, তখন আমার পাশে উবাই (রা) বসা ছিলেন, আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম এ আয়াতটি কখন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি আমার সাথে কথা বলতে অস্বীকার করলেন, আপনি খুতবা শেষ করলে উবাই বললেন, আমার জুমু'আর নামায হয়নি বরং অনর্থক কাজ হয়েছে। রাসূল বললেন উবাই সঠিক কথা বলেছে। তুমি যখন শুনবে ইমাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন, তখন ইমামের ভাষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকবে।

[তাবারানী, হাইছুমী বলেন, আহমদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٦٠٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِى الْحَاجَةِ فَيُكَلِّمُهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلاَّهُ فَيُصَلِّى

১৬০৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) জুমু'আর দিন খুতবা শেষে মিম্বার থেকে নামার পরে কেউ কেউ তাঁর প্রয়োজনে তাঁর সাথে কথা বলতো তিনি তার সাথে কথা বলতেন। তারপর তাঁর সালাতে স্থানে এগিয়ে যেয়ে (জুমু'আর) সালাত আদায় করতেন। [আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী।]

(١٦٠٤) عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَهُوَ يَسْتَخْبِرُ النَّاسَ يَسْأَلُهُمْ عَنْ أَخْبَارِهِمْ وَأَسْعَارِهِمْ

১৬০৪. মূসা ইবনে তালহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনলাম উসমান (রা) রয়েছেন। এমতাবস্থায় নামাযের ইকামত দেওয়া হলো। তিনি তখনও মানুষের অবস্থা ও বাজারের মূল্য খোঁজ-খবর নিচ্ছেন।

[হাইছুমী বলেন, আহমদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ইরাকী হাদীসের সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।]

(١٦٠٥) عَنْ أَبِى رِفَاعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُنْتَهَيْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهُ رَجُلٌ غَرِيْبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِيْنِهِ لاَيَدْرِىْ مَادِيْنُهُ، قَالَ فَأَقْبَلَ إِلَىَّ فَأُتِىَ بِكُرْسِىٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِىْ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى، قَالَ ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ اٰخِرَهَا ـ

১৬০৫. আবূ রিফা'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন রাসূল (সা)-এর নিকট পৌছলাম, তখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এক আগন্তুক তার দীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছে। সে জানে না তার দীন কি? রাসূল (সা) খুতবা বন্ধ করে আমার দিকে লক্ষ্য করে আমার নিকট এসে পৌছলেন। তাঁর জন্য একটি চেয়ার আনা হলো। রাসূল (সা) তাতে বসে আল্লাহ তাঁকে যা শিখিয়েছেন তা আমাকে শিক্ষা দিতে লাগলেন, অতঃপর ফিরে এসে অবশিষ্ট খুতবা শেষ করলেন।

[মুসলিম, বায়হাকী, সুনানে কুবরা। হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে।]

(١٦٠٦) عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ أُحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ، إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ نَظَرْتُ إِلَى هٰذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيْثِي وَرَفَعْتُهُمَا

১৬০৬. বুরায়দা আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় (শিশু) হাসান ও হোসাইন (রা) আগমন করলেন, তাদের পরিধানে দু'টি লাল কুর্তা ছিল। তাঁরা হাঁটছিলেন এবং হোঁচট খেয়ে পড়ছিলেন, তখন নবী করীম (সা) মিম্বর থেকে নেমে আসলেন এবং তাঁদের উভয়কে উঠিয়ে নিয়ে তাঁর সামনে বসালেন এবং বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন, اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা (৬৪:১৫) আমি এই শিশুদ্বয়কে দেখলাম যে, তাঁরা হাঁটছে এবং পড়ে যাচ্ছে, তখন আমি ধৈর্যধারণ করতে পারলাম না, আমি আমার খুতবা বন্ধ করে দিলাম এবং তাঁদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসলাম।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, বায়হাকী সুনানে কুবরা, হাদীসটির সনদ উত্তম।]

بَابُ قِصَّةِ الَّذِيْنَ انْفَضُّوْا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و سلم فِيْ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ –

১৩ পরিচ্ছেদ : যারা জুমুআর দিন রাসূলের খুতবা অবস্থায় ছুটে বেরিয়ে গেলো তাদের কাহিনী

(١٦٠٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَتْ عِيْرٌ مَرَّةً اَلْمَدِيْنَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأٰلِهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ اِثْنَاعَشَرَ فَنَزَلَتْ وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْلَهْوًا ن انْفَضُّوْا إِلَيْهَا.

১৬০৭. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা জুমু'আর দিন রাসূল (সা) খুতবা দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় একটি বণিক দল মদীনায় এসে পৌছেলো। লোকেরা সে দিকে ছুটে গেল, এমনকি বারো জন ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না। তখন এ আয়াত "وَاِذَ رَاَوْ تِجَاءَةً اَوْلَهْوًا اِنْفَضُّوْ اِلَيْهَا" নাযিল হয়। যখন তারা দেখলো. ব্যবসা ও কৌতুকের বিষয় তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সে দিকে ছুটে গেল (৬২-১১)।

[বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী।]

(١٠) بَابُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَحُكْمُ مَنْ سَبَقَ رَكْعَةً أَوْزُوحِمَ وَمَنْ قَالَ بِاشْتِرَاطِ الْمَسْجِدِ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ

১৪ পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর নামায দুই রাকা'আত এবং যে ব্যক্তির এক রাকা'আত নামায ছুটে গেল অথবা ভীড়ের মধ্যে নামায পড়ার হুকুম, এবং যে ব্যক্তি বলে জুমু'আ সহীহ্ হওয়ার জন্য মসজিদ শর্ত

(١٦٠٨) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ -

১৬০৮. উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সফরের অবস্থায় সালাত দু'রাকা'আত, ঈদুল আযহার সালাত দু'রাক'আত, ঈদুল ফিতরের সালাত দু'রাকা'আত, জুমু'আর সাাত দু'রাকা'আত মুহাম্মদ (সা)-এর ভাষ্য মতে সে দু'রাকা'আতই পূর্ণ সালাত। সংক্ষেপ নয়।

[নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٦٠٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا كُلَّهَا

১৬০৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকা'আত পেল সে সম্পূর্ণ নামায পেল। [বুখারী মুসলিম।]

(١٦١٠) عَنْ سَيَّارِ بْنِ الْمَعْرُوْرِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بَنَى هَذَا الْمَسْجِدَ وَنَحْنُ مَعَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ فَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيْهِ، وَرَأَى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ صَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ

১৬১০. সাইয়ার ইবনে মায়ারুর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে খুতবায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূল এ মসজিদ (মদীনার মসজিদ) তৈরী করেন তাঁর সাথে আমরা মুহাজির ও আনসারগণ ছিলাম, যখন মানুষের ভিড় হয় তখন তোমরা তোমাদের ভাইদের পিঠের উপর সিজদা দিবে, তিনি দেখলেন, কিছু মানুষ রাস্তার উপর জুমু'আর নামায আদায় করছে, তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা মসজিদে নামায আদায় কর।

[সায়ীদ ইবনে মনসুরের সুনান গ্রন্থে, বায়হাকী সুনানে কুবরা। ইমাম নববী বলেন, হাদীসের সনদ সহীহ।]

(١٥) بَابُ مَايَقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

১৫ পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর সালাতে কুরআন তিলাওয়াত

(١٦١١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيْلُ وَهَلْ أَتَى، وَفِي الْجُمُعَةِ سُوْرَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ

১৬১১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) জুমু'আর দিন ফজরের নামাযে প্রথম রাকা'আতে আলিফ লাম-মীম তানযীল এবং দ্বিতীয় রাক'আতে হালআতা এবং জুমু'আর সালাতে সূরা 'জুমু'আ এবং ইযা জা-আকাল মুনাফিকুন পাঠ করতেন। [মুসলিম, নাসাঈ।]

(١٦١٢) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ ابْنَ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ مَعَ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ

১৬১২. উবাইদিল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। দহ্হাক ইবনে কায়েস (রা) নু'মান ইবনে বশীর (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন রাসূল (সা) জুমু'আর দিন সূরা জুমুআর সাথে কোন্ সূরা পাঠ করতেন, তিনি বলেন, হাল-আতাকা হাদীসুল গাসীয়া। [মুসলিম, নাসাঈ।]

(١٦١٣) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ وَكَانَ كَاتِبًا لِعَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَاهُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَخْلَفَهُ مَرَّةً فَصَلَّى الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ مَشَيْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقُلْتُ أَبَاهِرٍ قَرَأْتَ بِسُوْرَتَيْنِ قَرَأَبِهِمَا عَلِىٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَرَأَبِهِمَا حِبِّىْ أَبُوْ الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

১৬১৩. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবূ রাফে' থেকে বর্ণিত, তিনি আলী (রা)-এর লেখক (কেরানী) ছিলেন, তিনি বলেন, মারওয়ান (মদীনার গভর্ণর থাকাকালে) আবূ হুরায়রা (রা)-কে মাঝে মাঝে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে বাইরে যেতেন। একবার তিনি তাঁকে স্থলাভিষিক্ত করে যান। তখন তিনি (আবূ হুরায়রা) জুমুআর নামায পড়ান। তিনি সূরা জুমু'আর পর দ্বিতীয় রাক'আতে ইযা জাআকাল মুনাফিকুন, (সূরা মুনাফিকুন) পড়েন, নামায শেষে আমি তাঁর নিকট গেলাম। আমি বললাম, হে আবূ হুরায়রা, আপনি যে দু'টি সূরা পড়েছেন আলী (রা)-ও সে দু'টি সূরা পড়তেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আবুল কাসিম (সা) জুমু'আর দিন এ দু'টি সূরা পাঠ করতেন।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী সুনান গ্রন্থে।]

(١٦١٤) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ قَرَأَفِى الْعِيْدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ، وَإِنْ وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَهُمَا جَمِيْعًا (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ، فَرُبَّمَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فَقَرَأَ بِهَاتَيْنِ السُّوْرَتَيْنِ

১৬১৪. নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) দুই ঈদের নামাযে সাব্বিহিস্মা রাব্বিকাল আ'লা ও 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়া' সূরাদ্বয় পাঠ করতেন। আর যদি একই দিনে ঈদের নামায ও জুমু'আর নামায অনুষ্ঠিত হতো তিনি উভয় নামাযে এই দুই সূরা পড়তেন। (তার দ্বিতীয় বর্ণনায়) তিনি বলেন, নবী করীম (সা) জুমু'আর দিন 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়া' সূরাদ্বয় পাঠ করতেন এবং জুমু'আ ও ঈদের নামায একই দিনে হলে উভয় নামাযে এ দুই সূরা পাঠ করেন।

[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, সুনানে বায়হাকী]

(١٦١٥) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

১৬১৫. সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) জুমাআর নামাযে সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা ও হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়া সূরাদ্বয় পাঠ করতেন। [আবূ দাউদ, নাসাঈ, সুনানে বায়হাকী।]

(١٦) بَابُ النَّفْلِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَعَدَمِ وَصْلِهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ

জুমু'আর নামাযের পরে নফল পড়া ফরযের সাথে তাকে মিলিয়ে না দেওয়া, বরং ফরয শেষে কথা বলা বা মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর নফল-সুন্নাত পড়া

(١٦١٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

১৬১৬. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) জুমু'আর পরে তাঁর ঘরে দু'রাকা'আত নামায আদায় করতেন। [বুখারী, মুসলিম।]

(١٦١٧) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْجُمُعَةِ انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ

১৬১৭. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি জুমু'আর নামাযের পর তাঁর ঘরে ফিরে এসে দুই রাকা'আত নামায পড়তেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) তা-ই করতেন। [মুসলিম, সুনানে বায়হাকী।]

(١٦١٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ

১৬১৮. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর সালাত আদায় করে, তখন সে যেন তার পরে চার রাকা'আত সালাত আদায় করে। [মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন্ মাজাহ্।]

(١٦١٩) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوْا أَرْبَعًا، فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ، قَالَ إِبْنُ إِدْرِيسَ وَلَا أَرَى هٰذَا مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَمْ لَا

১৬১৯. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা জুমু'আর নামায পড়ার চার রাকা'আত (সুন্নাত) পড়ো। তোমার কোন তাড়াহুড়া থাকলে দুই রাকা'আত পড়বে, আর বাড়ি ফিরে গিয়ে দুই রাকা'আত পড়বে ইমাম আহমদের উস্তাদ ইবনে ইদরীস বলেন, আমি জানি না, এই শেষ বাক্য রাসূল (সা)-এর কথা কিনা, না কোনো রাবীর কথা। [মুসলিম।]

(١٦٢٠) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ الْجُمُعَةَ فِى الْمَقْصُوْرَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِى مَقَامِى فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَقَالَ لَاتَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَاتَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذٰلِكَ، لَاتُوْصَلُ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْتَتَكَلَّمَ

১৬২০. সাইয়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে মসজিদের অভ্যন্তরে আমীদের নামাযের ঘরের মধ্যে জুমু'আর নামায পড়লাম। ইমাম সালাম ফিরানোর পর আমি আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে (সুন্নাত) নামায পড়লাম। মুয়াবিয়া ঘরে প্রবেশ করে আমাকে ডেকে পাঠালেন। তারপর বললেন, তুমি যা করেছো তার পুনরাবৃত্তি করো না। তুমি জুমু'আর নামায পড়ার পর, কথা না বলা পর্যন্ত অথবা বের হয়ো না। যাওয়া পর্যন্ত কোনরূপ নামায পড়ো না। কারণ রাসূল (সা) এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। যে এক (ফরয) নামাযের সাথে অন্য নামায (সুন্নাত-নফল) মেলানো যাবে না, উঠে অন্যত্র যাবে অথবা (উভয়ের মধ্যে) কথাবার্তা বলবে।

أَبْوَابُ الْعِيْدَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا

দুই ঈদের সালাত ও এতদসংশ্লিষ্ট সালাত ও অন্যান্য বিষয়ের পরিচ্ছেদসমূহ

(١) بَابُ سَبَبِ مَشْرُوْعِيَّتِهِمَا وَاسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ وَالتَّجَمُّلِ لَهُمَا وَمُخَالِفَةِ الطَّرِيْقِ

(এক) দুই ঈদ শরীয়াহ্ সম্মত (বিধিবদ্ধ) হওয়ার কারণ, ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে গোসল ও সাজসজ্জা করা এবং ঈদগাহে যাতায়াতে পথ পরিবর্তন করা মুস্তাহাব হওয়ার পরিচ্ছেদ

(١٦٢١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ -

(১৬২১) আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) হিজরতপূর্বক মদীনায় আগমন করে দেখলেন, তথাকার লোকেরা জাহেলিয়া যুগের রীতি অনুযায়ী বছরে দুই দিনে খেলাধুলা (আনন্দ-উৎসব) করে থাকে। এতদ্দর্শনে রাসূল (সা) বললেন, মহান আল্লাহ তোমাদের এ দুই দিনের পরিবর্তে উত্তম দু'টি দিন নির্ধারিত করেছেন। দিন দু'টি হচ্ছে– ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন।

[সুনানে আবু দাউদ, সুনান আন-নাসায়ী, সুনান আত-তিরমিযী. সুনান আল-বায়হাকী, মুস্তাদরাক হাকেম।]

(١٦٢٢) ز عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ الْفَاكِهِ عَنْ جَدِّهِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ وَكَانَ الْفَاكِهُ ابْنُ سَعْدٍ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِى هٰذِهِ الْأَيَّامِ

(১৬২২) যা. রাসূল (সা)-এর সাহাবী ফাকিহ ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) জুম'আ, আরাফা, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা দিবসসমূহে গোসল করতেন। হাদীসখানির বর্ণনাকারী সাহাবী ফাকিহ (রা) তাঁর পরিবারস্থ লোকজনকে উক্ত দিবসসমূহে গোসল করার নির্দেশ প্রদান করতেন। [বায়যার, বাগভী।]

[এ সনদে বর্ণিত হাদীসখানি যয়ীফ (দুর্বল)। কেননা, এ সনদের বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইউসুফ বিন খালিদ গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নন, তবে এ হাদীসের সমর্থনে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (র) তাঁদের গ্রন্থে এ মর্মে সহীহ্ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য, হাদীসখানি ইমাম আহমদ পুত্র আব্দুল্লাহ কর্তৃক অতিরিক্ত সংযোজন করা হয়েছে।]

(١٦٢٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ أَوْ حَرِيْرٍ تُبَاعُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوِ اشْتَرَيْتَ هٰذِهِ تَلْبَسُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لِلْوُفُودِ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ

(১৬২৩) আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উমর (রা) একটি নকশি করা রেশমী শাল ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে দেখে রাসূল (সা)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যদি এ চাদরটি ক্রয় করতেন, তাহলে *এটিকে জুমু'আর দিবসে অথবা কোন প্রতিনিধি দল আসলে তাদের সাথে সাক্ষাতের সময় পরিধান* করতে পারতেন। এতদশ্রবণে রাসূল (সা) বললেন, এ জাতীয় পোশাক যে দুনিয়াতে পরিধান করবে, পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না।

[সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١٦٢٤) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيْدَيْنِ مِنْ طَرِيْقٍ وَيَرْجِعُ مِنْ طَرِيْقٍ أُخْرَى

(১৬২৪) 'আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) যখন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হতেন, তখন যে পথে ঈদগাহে যেতেন সে পথে না ফিরে অন্য পথে ফিরতেন।

[সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ্, মুস্তাদরাকে হাকেম, সুনানে বাইহাকী, হাদীসখানির সনদ উত্তম।]

[ঈদগাহে যেতে মহানবী (সা) যাতায়াতের পথ পরিবর্তন করতেন। তাঁর পথ পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ ও উদ্দেশ্যে থাকতে পারে। যেমন ঃ উভয় পথের মানুষের সাথে দেখা, সাক্ষাত, তাদের সকলের খোঁজ-খবর নেয়া, মুসলিম উম্মাহ্র শান-শওকত (শৌর্য-বীর্য) প্রকাশ ও কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি।]

(١٦٢٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيْدَيْنِ رَجَعَ فِيْ غَيْرِ الطَّرِيْقِ الَّذِيْ خَرَجَ فِيْهِ

(১৬২৫) আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) ঈদগাহে যে পথে যেতেন সে পথে না ফিরে অন্য পথ ধরে বাড়ি ফিরতেন।

[সুনান আল-বাইহাকী, সুনান আদ্দারেমী, সুনান আত্-তিরমিযী।ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান, গরীব (উত্তম, দুষ্প্রাপ্য) বলেছেন।]

(٢) بَابُ مَشْرُوْعِيَّةِ خُرُوْجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيْدَيْنِ

(দুই) ঈদগাহে মহিলাদের উপস্থিতির বৈধতার পরিচ্ছেদ

(١٦٢٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَيُخْرِجُ أَهْلَهُ

(১৬২৬) জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি নিজে ঈদগাহে যেতেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদেরকেও নিয়ে যেতেন।

[হাইছুমী বলেন, বর্ণিত সনদে আল্ হাজ্জাজ বিন আরতা-এর ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। যদিও হাদীস শাস্ত্রবিদ আবূ হাতেম তাঁকে সালিহ (যোগ্য) বলেছেন। বাকী বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٦٢٧) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بَنَاتِهِ وَنِسَاءَهُ أَنْ يَخْرُجْنَ فِى الْعِيْدَيْنِ

(১৬২৭) 'আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাঁর কন্যা ও স্ত্রীগণকে ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন।

[সুনানে ইবনে মাজাহ, সনদে হাজ্জাজ রয়েছেন। হাদীসখানি ইমাম তাবারানীও অন্য সনদে বর্ণনা করেছেন।]

(١٦٢٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدْ كَانَتْ تَخْرُجُ الْكِعَابُ مِنْ خِدْرِهَا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِى الْعِيْدَيْنِ

(১৬২৮) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর জন্য যুবতী মেয়েরাও গৃহকোণ ছেড়ে ঈদগাহে যেতেন।

[হাইছুমী বলেন, হাদীসটি আহমদ সংকলন করেছেন। হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই সহীহ্ বর্ণনাকারী।]
(বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক গৃহীত হিসেবে প্রসিদ্ধ।)

(١٦٢٩) عَنْ أُخْتِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَجَبَ الْخُرُوْجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ

(১৬২৯) 'আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা আল-আনসারী (রা)-এর বোন উমরাহ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন, কোমরে ফিতা বাঁধে এমন (প্রাপ্ত বয়স্কা) সব মহিলার ঈদগাহে যাওয়া আবশ্যক বা ওয়াজিব।

[আল-হাইছুমী, মু'জাম আত্-তাবারানী।) সনদের তাবিয়ী মহিলার নাম জানা যায় না। ইমাম নবী ও সুয়ূতী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।]

(١٦٣٠) عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِىْ وَأُمِّىْ أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ ، قَالَ قِيْلَ أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُوْنُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ فَلْتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

(১৬৩০) উম্মে 'আতীয়া (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে আমার পিতামাতা তাঁর জন্য উৎসর্গিত হউন এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন আমাদের পর্দানশীন, অন্তঃপুরবাসী যুবতী মেয়ে ও ঋতুবতী মহিলাদেরকেও ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা দিবসে ঈদগাহে নিয়ে যাই। তবে ঋতুস্রাব চলছে এরূপ নারীরা ঈদগাহে গেলে তারা সাধারণ মুসল্লীদের থেকে একটু দূরে অবস্থান করে কল্যাণের কাজে অশংগ্রহণ করবে। অর্থাৎ, অন্যদের সাথে তাকবীর বলবে এবং দু'আয় শরীক হবে। বর্ণনাকারীণী বলেন, কেউ রাসূল (সা)-কে বললেন, এমন সব নারীরা কি করবে যাদের বড় ওড়না বা বাইরে বেড়ানোর জরুরী পোশাক নেই। রাসূল (সা) বললেন, এ অবস্থায় যে সব নারীদের অতিরিক্ত ওড়না বা চাদর রয়েছে, সে সব নারীরা তাদের বোনদেরকে ওড়না (জিলবাব) প্রদান করবে। (ধার হিসাবে হলেও যাতে তা পরিধান করে তারা অন্তত ঈদগাহে উপস্থিত হতে পারে)

(বুখারী, মুসলিম, সুনান আল-বাইহাকী, সুনান আদ-দারেমী, সুনান চতুষ্টয়।)

(٣) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ قَبْلَ الْخُرُوْجِ فِى الْفِطْرِ دُوْنَ الْأَضْحَى وَالْكَلَامِ عَلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ فِيْهِمَا

(তিন) ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে বের হওয়ার পূর্বে খাবার গ্রহণ পছন্দনীয় (মুস্তাহাব) হওয়া এবং উভয় ঈদের সালাতের সময় বর্ণনার পরিচ্ছেদ

(١٦٣١) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنْبَأَنَا عَطَا أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَايَغْدُوَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ فَلْيَفْعَلْ، قَالَ فَلَمْ أَدَعْ أَنْ اٰكُلَ قَبْلَ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذٰلِكَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَاٰكُلُ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيقَةِ الْأُكْلَةَ أَوْ أَشْرَبُ اللَّبَنَ أَوِ الْمَاءَ، قُلْتُ فَعَلَامَ يُؤَوَّلُ هٰذَا؟ قَالَ سَمِعَهُ أَظُنُّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ، قَالَ كَانُوا لَايَخْرُجُوْنَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضُّحَى فَيَقُوْلُوْنَ نَطْعَمُ لِئَلَّا نَعْجَلَ عَنْ صَلَاتِنَا

(১৬৩১) 'আতা (র) 'আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে শ্রবণ করে বলেন, তিনি বলেছেন, তোমাদের কারো পক্ষে যদি এটা সম্ভব হয় যে, তোমরা ঈদুল ফিতর দিবসে ঈদগাহে রওয়ানার পূর্বে কিছু খাবার গ্রহণ করতে পার, তাহলে কিছু খেয়ে নেবে। বর্ণনাকারী 'আতা (র) বলেন, আমি ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে এ বিষয়টি শোনার পর হতে কখনো ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাবার পূর্বে কিছু খাবার গ্রহণের বিষয়টি ছেড়ে দেই নি অর্থাৎ আমি এদিনে কিছু না খেয়ে ঈদগাহে যেতাম না। আমি রুটির টুকরা খেতাম অথবা দুধ বা পানি পান করতাম।

বর্ণনাকারী ইবনে জুরাইজ 'আতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঈদুল ফিতর দিবসে ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বে কিছু খেতে হবে এর ভিত্তি কি? বিভিন্ন হাদীসের আলোকে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদুল ফিতর-এর সালাত ঈদুল আযহা থেকে কিছু বিলম্বে আদায় করতেন। ঈদুল ফিতরের দিনে সালাতের আগে ফিতরা প্রদানের দায়িত্ব থাকে, এজন্য একটু বিলম্ব করা উত্তম। অপরদিকে ঈদুল আযহার দিনে সালাতের পরে কুরবানীর দায়িত্ব থাকে, এজন্য একটু আগে সালাত আদায় উত্তম।

তিনি বলেন, আমার মনে হয় তিনি (ইবনে আব্বাস) তা রাসূল (সা) থেকে শুনেছেন। তিনি বলেন, তাঁরা অনেক বেলা না হওয়া পর্যন্ত বের হতেন না। তাঁরা বলতেন, ঈদগাহে যাবার পূর্বে আমরা এজন্যই কিছু খাবার গ্রহণ করি যাতে ঈদের সালাতে আমাদের (ক্ষুধার কারণে) তাড়াহুড়া করতে না হয়।

[মু'জামে তাবারানী, সুনান আল-হাইছুমী। হাইছুমী বলেন, হাদীসের সনদটি সহীহ্]

(١٦٣٢) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، وَكَانَ لَايُصَلِّىْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ-

(১৬৩২) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদের সালাত আদায়ে গৃহ হতে বের হওয়ার পূর্বে কিছু খাবার খেতেন এবং ফজরের সালাত আদায়ের পর থেকে ঈদের সালাত আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে কোন নফল সালাত আদায় করতেন না। আর ঈদের সালাতের পরে দুই রাকা'আত (নফল সালাত) আদায় করতেন।

[মুসনাদে আবূ ইয়ালা, বাজ্জার) একটু ভিন্নতর ভাষ্য ও বর্ণনায় হাদীসখানি তাবারানীতে বর্ণিত আছে। হাদীসখানির সনদের অন্যতম ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আকিলের ব্যাপারে কেহ কেহ সমালোচনা করেছেন। তবে অধিকাংশের মতে তিনি দোষমুক্ত ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।]

(١٦٣٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ يَأْكُلُهُنَّ إِفْرَادًا (وَفِي لَفْظٍ وِتْرًا) ـ

(১৬৩৩) আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি কয়েকটি খেজুর না খেয়ে ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদগাহে রওয়ানা হতেন না। তিনি খেজুরগুলি একটি একটি করে (অন্য বর্ণনা বেজোড় সংখ্যায় খেতেন।)

[সহীহুল বুখারী, সহীহ্ ইবনে হিব্বান, মুস্তাদরাকে হাকেম, সুনান আল-বাইহাকী) রাসূল (সা) ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদগাহে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে পেটপুরে পূর্ণতৃপ্তি সহকারে না খেয়ে বরং সামান্য কিছু খাবার খেতেন, যাতে যাতায়াত ও সালাত আদায়ে কোন প্রকার কষ্ট না হয়। আর খাবার হিসাবে তিনি খেজুরকে বেছে নিতেন এ কারণে যে, এ খাবারটি অন্যান্য খাবারের তুলনায় পুষ্টিকর, সহজপাচ্য ও সহজলভ্য যা সাধারণত সব গৃহেই থাকত।]

(١٦٣٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ (بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ لاَيَخْرُجُ حَتَّى يَطْعَمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ لاَيَطْعَمُ حَتَّى يَرْجِعَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ) وَلاَ يَأْكُلُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ

(১৬৩৪) 'আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ্ আল্-আসলামী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল (সা)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি ঈদুল ফিতরের দিনে কিছু না খেয়ে ঈদগাহে বের হতেন না। আর ঈদুল আযহার দিবসে ঈদগাহ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছু খেতেন না।

(সুনান আত্-তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ্।) একই বর্ণনাকারী থেকে অন্য সূত্রে এ সনদের কাছাকাছি অর্থে বর্ণিত আছে, সে বর্ণনার ভাষ্য হচ্ছে–রাসূল (সা) ঈদুল আযহার দিনে ঈদের সালাত শেষে গৃহে ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না। আর কুরবানীর গোশ্ত দিয়েই এ দিনের খানা শুরু করতেন।

(সুনানে দারেকুতনী, মুস্তাদরাকে হাকেম, সহীহ্ ইবনে হিব্বান, সুনান আল্-বাইহাকী। দ্বিতীয় বর্ণনাটিকে ইবনুল কাত্তান সহীহ্ বলেছেন।)

(١٦٣٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ مَاخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ يَوْمِ فِطْرٍ قَطُّ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، قَالَ وَكَانَ أَنَسٌ يَأْكُلُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ثَلاَثًا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَزْدَادَ أَكَلَ خَمْسًا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَزْدَادَ أَكَلَ وِتْرًا

(১৬৩৫) 'আবদুল্লাহ ইবনে আবূ বকর ইবনে আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূল (সা) ঈদুল ফিতরের দিবসে কয়েকটি খেজুর না খেয়ে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হতেন না। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আনাস (রা) ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বে তিনটি খেজুর খেতেন। আরো বেশী সংখ্যক খেতে চাইলে পাঁচটি খেজুর খেতেন। পাঁচটি থেকে বেশী পরিমাণ খেতে চাইলে তিনি বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেতেন।

بَابُ صَلاَةِ الْعِيْدِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ

(চার) আযান-ইকামত ব্যতিরেকে খুৎবার পূর্বে দু'রাকাত ঈদের সালাত আদায় সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(١٦٣٦) عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْدَأُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحى بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ فَتَكُوْنُ خُطْبَتُهُ الأَمْرَ بِالْبَعْثِ وَالسَّرِيَّةِ

(১৬৩৬) আবূ সাঈদ আল্-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) খুৎবার পূর্বেই ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাত আদায় করতেন, এরপর খুৎবা (ভাষণ) প্রদান করতেন। তাঁর খুৎবা হত অন্যত্র প্রতিনিধি দল পাঠানো অথবা যুদ্ধে গমনের আদেশ সম্বলিত।

(সহীহ্ মুসলিম ও সুনান আল-বাইহাকী)

(١٦٣٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِى الْعِيْدِ ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْخُرْصَ وَالْخَاتَمَ وَالشَّىْءَ

(১৬৩৭) 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূল (সা) খুৎবার পূর্বে ঈদের সালাত আদায় করতেন, অতঃপর খুৎবা প্রদান করতেন, তিনি যখন দেখলেন সমবেত মহিলাগণ (দূরত্বের কারণে) তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করতে পারে নি, তখন তিনি তাদের কাছে গমন করলেন, তাঁদেরকে ওয়াজ-নসীহত করলেন এবং দান-সাদ্কাহ্ করার ব্যাপারে আদেশ করলেন। রাসূল (সা)-এর বর্ণনা শুনে উপস্থিত মহিলাগণ তাঁদের কানের দুল ও হাতের আংটিসহ অন্যান্য গহনাদি দান-সাদকাহ্র উদ্দেশ্যে প্রদান করতে থাকলেন।

(সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আল-বাইহাকী।)

(١٦٣٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اَللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَمَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ

(১৬৩৮) জাবির ইবনে সামুরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর সাথে একাধিকবার ঈদের সালাত আদায় করেছি, কোন ধরনের আযান-ইকামত ছাড়াই এ সব ঈদের সালাত আদায় হত।

(সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আত্ তিরমিযী, সুনান আল্-বাইহাকী)

(١٦٣٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ يَوْمَ فِطْرٍ رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلاَةِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بِلاَلٍ فَانْطَلَقَ إِلَى النِّسَاءِ فَخَطَبَهُنَّ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً بَعْدَ مَاقَفَّى مِنْ عِنْدِهِنَّ أَنْ يَأْتِيَهُنَّ فَيَأْمُرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ

(১৬৩৯) 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) ঈদুল ফিতর দিবসে উপস্থিত লোকদেরকে নিয়ে আযান ও ইকামত বিহীন ঈদের সালাত আদায় করলেন, অতঃপর খুৎবা দিলেন, খুৎবা শেষে তিনি

বিলাল (রা)-এর হাত ধরে মহিলাদের নিকট গমন করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করলেন। রাসূল (সা) মহিলাদের নিকট থেকে চলে যাবার সময় বিলাল (রা)-কে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, বিলাল (রা) যেন মহিলাদের কাছে যায় এবং তাঁদেরকে দান-সাদকাহ্ করার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করে।

[সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আল্-বাইহাকী।]

(١٦٤٠) عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ الْعِيْدِ يَقُوْلُ حِيْنَ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلٌّ سُنَّةُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

(১৬৪০) ইবনয্ যুবাইর (রা)-এর খাদেম ওহাব বিন কাইসান বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনুল যুবাইর (রা)-কে ঈদের দিবসে প্রথমে ঈদের সালাত আদায় করে খুৎবা দেবার পর বলতে শুনেছি যে, হে উপস্থিত লোকসকল! (আমি যেভাবে সালাত আদায় ও খুৎবা প্রদান করলাম) এটিই আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ্ বা রীতি।

[শুধুমাত্র আহমদ, হাফেজ আল্-ইরাকী হাদীসের সনদটিকে উত্তম বলেছেন।]

(١٦٤١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَشَهِدْتَ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ نَعَمْ وَلَوْ لَا مَكَانِيْ مِنْهُ مَاشَهِدْتُهُ لِصِغَرِيْ، قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَطَبَ لَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً

(১৬৪১) 'আব্দুর রহমান ইবনে আবিস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা)-এর কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে, আপনি রাসূল (সা)-এর সাথে ঈদে উপস্থিত হতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাঁর সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক ও আত্মীয়তা না থাকলে বয়সে ছোট হওয়ার কারণে তাঁর সাথে আমার ঈদে যাওয়া সম্ভব হত না। ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (সা) বের হয়ে কাসির ইবনে আস-সালত-এর বাড়ির নিকটে (ঈদগাহ) ঈদের দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি খুৎবা প্রদান করেন। তিনি আযান ও ইকামতের কথা উল্লেখ করেন নি। [সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম (সংযুক্ত) সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, সুনান আল্-বাইহাকী]

(١٦٤٢) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ –

(১৬৪২) 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা), আবূ বকর সিদ্দীক (রা) 'উমর (রা) ও 'উসমান (রা) এঁদের সাথে ঈদের সালাতে উপস্থিত হয়েছি, তাঁরা সবাই খুতবার পূর্বেই আযান ও ইকামত ছাড়া ঈদের সালাত আদায় করতেন।

(সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, সুনানে ইবনে মাজাহ্।)

(١٦٤٣) عَنْ أَبِيْ يَعْقُوْبَ الْخَيَّاطِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْفِطْرَ بِالْمَدِيْنَةِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ فَصَلَّى يَوْمَئِذٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ -

(১৬৪৩) আবূ 'ইয়াকুব আল্ খাইয়্যাত্ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুস'আব ইবনে আল্-যুবাইর (রা)-এর সাথে মদীনায় ঈদুল ফিতরে (সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে ঈদগাহে) উপস্থিত হলাম। রাসূল (সা)-এর ঈদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি জানার জন্য মুস'আব (রা) এক ব্যক্তিকে আবূ সাঈদ আল্-খুদরী (রা)-এর নিকট পাঠালেন। আবূ সাঈদ আল্-খুদরী (রা) তাঁকে বললেন, রাসূল (সা) খুৎবা প্রদানের পূর্বে ঈদের সালাত আদায় করতেন। এ সংবাদ শোনার পর মুস'আব (রা) খুৎবার পূর্বেই ঈদের সালাত আদায় করলেন।

[এ হাদীস ইমাম আহমদ ছাড়া অন্য কেহই বর্ণনা করেন নি। এর সনদে ইয়াকুব আল্-খাইয়্যাত অজ্ঞাত ব্যক্তি। তবে অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٦٤٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيْدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَنَا ثُمَّ نَزَلَ فَمَشَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي تُوْمَتَهَا وَخَاتَمَهَا إِلَى بِلَالٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) -

(১৬৪৪) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে নিয়ে আযান-ইকামত ছাড়াই ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাত আদায় করলেন। এরপরে আমাদের উদ্দেশ্যে খুৎবা প্রদান করলেন। খুৎবা শেষে তিনি মহিলাদের নিকট গমন করলেন। তাঁর সাথে তখন বিলাল (রা) ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন না। রাসূল (সা) মহিলাদেরকে দান-সাদকাহ্ প্রদান করার ব্যাপারে আদেশ করলেন। রাসূল (সা)-এর আদেশে মহিলারা তাঁদের কানের দুল ও হাতের আংটি বিলাল (রা)-এর কাছে সাদকাহ্ হিসেবে হস্তান্তর করতে লাগলেন।

[সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, সুনান আল্-বায়হাকী।]

فَصْلٌ فِي اتِّخَاذِ الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ

ঈদের সালাত আদায়কালে ইমামের সামনে বল্লম ইত্যাদি পুঁতে দেওয়ার অনুচ্ছেদ

(١٦٤٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ يَأْمُرُ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ

(১৬৪৫) 'আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন ঈদগাহে যেতেন তখন সালাত আদায়ে তাঁর সামনে বল্লম বা লাঠি পুঁতে দিতে আদেশ করতেন। তাঁর সামনে তা স্থাপন করা হলে পরে তিনি ঈদের সালাত আদায় করতেন। আর লোকেরা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি সফর অবস্থায়ও এরূপ করতেন। রাসূল (সা)-এর দেখাদেখি পরবর্তী আমীরগণও এই রীতি গ্রহণ করেন।

[সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, সুনানে ইবনে মাজাহ্।]

(٥) بَابُ عَدَدِ التَّكْبِيْرَاتِ فِى صَلَاةِ الْعِيْدِ وَمَحِلِّهَا

(পাঁচ) ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবীর ও এগুলোর স্থান বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(١٦٤٦) عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِى عِيْدٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ تَكْبِيْرَةً، سَبْعًا الْأُوْلَى، وَخَمْسًا فِى الْاٰخِرَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ، قَالَ أَبِى وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى هٰذَا

(১৬৪৬) 'আমর ইবনে শুয়াইব (রা) তাঁর পিতা থেকে তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) ঈদের সালাতে ১২ (বার)টি তাকবীর বলতেন, প্রথম রাকা'আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে পাঁচ তাকবীর এবং ঈদের সালাতের পূর্বে বা পরে অন্য কোন সালাত আদায় করতেন না।

[সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে দারু কুতনী, সুনান আল্-বাইহাকী।]

(١٦٤٧) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيْرُ فِى الْعِيْدَيْنِ سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَخَمْسًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ

(১৬৪৭) আবূ হুরায়রা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, দু'ঈদের সালাতের প্রথম রাকাআতে কিরআত (কুরআন পাঠ)-এর পূর্বে ৭ (সাত) টি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে কিরআত -এর পরে ৫ (পাঁচ)টি তাকবীর রয়েছে।

[হাদীসখানি ইমাম আহমদ ছাড়া অন্য কেউই বর্ণনা করেন নি।) হাদীসের সনদে অন্যতম বর্ণনাকারী ইবনে লাহীয়াহ্কে হাদীসবেত্তাগণ দুর্বল বলেছেন।]

(١٦٤٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْعِيْدَيْنِ سَبْعًا فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى، وَخَمْسًا فِى الْاٰخِرَةِ سِوَى تَكْبِيرَتَىِ الرُّكُوعِ

(১৬৪৮) 'আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) দু'ঈদের সালাতে রুকুর দুইটি তাকবীর ছাড়া প্রথম রাকা'আতে ৭ (সাত) টি এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে ৫ (পাঁচ)টি অতিরিক্ত তাকবীর বলতেন।

(সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আল্-বাইহাকী।)

[ইমাম বুখারী এ হাদীসখানিকে দুর্বল বলেছেন বলে ইমাম তিরমিযী তাঁর কিতাবুল ইলালে উল্লেখ করেছেন।]

(١٦٤٩) عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عَائِشَةَ وَكَانَ جَلِيْسًا لِأَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ دَعَا أَبَامُوسَى الْأَشْعَرِىَّ وَحُذَيْفَةَ ابْنَ الْيَمَانِ رَضِىَ عَنْهُمْ فَقَالَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ وَالْأَضْحٰى؟ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ وَصَدَّقَهُ حُذَيْفَةُ، فَقَالَ أَبُوعَائِشَةَ فَمَا نَسِيْتُ بَعْدُ قَوْلَهُ تَكْبِيْرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ وَأَبُو عَائِشَةَ حَاضِرُ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ

(১৬৪৯) তাবেয়ী মাকহুল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা)-এর বন্ধু আবূ আয়েশা (রা) আমাকে বলেন, সাঈদ ইবনুল 'আস (রা) আবূ মূসা আল্-আশ'আরী (রা) ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-কে আহ্বান করে তাঁদের কাছে জানতে চাইলেন যে, রাসূল (সা) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতে কিভাবে অতিরিক্ত তাকবীর বলতেন। তাঁর উত্তরে আবূ মূসা আল্-আশ'আরী (রা) বললেন, রাসূল (সা) জানাযার সালাতের ন্যায় দু'ঈদের সালাতে চার বার তাকবীর বলতেন। আবূ মূসা আল্-আশ'আরী (রা)-এর এ বক্তব্যকে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) সমর্থন করলেন। অতঃপর আবূ আয়েশা (রা) বলেন, আবূ মুসা আল্-আশ'আরী (রা)-এর কথা "জানাযার তাকবীরের মত" আমি কখনো ভুলে যাই নি, হাদীস বর্ণনাকারী মাকহুল বলেন, আবূ আয়েশা (রা) সাঈদ ইবনুল 'আস (রা)-এর বক্তব্য প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন।

(সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আল-বাইহাকী।)

[হাদীসটির বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান সাবিত ইবনে সাওবানকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন, কেউ গ্রহণযোগ্য বলেছেন।]

(١٦٥٠) زعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ فَرُّوخ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الْعِيْدَ فَكَبَّرَ سَبْعًا وَخَمْسًا

(১৬৫০) ইব্রাহীম ইবনে 'আবদুল্লাহ্ ইবনে ফারুক (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি উসমান (রা)-এর পিছনে ঈদের সালাত আদায় করেছি। তিনি ঈদের সালাতের প্রথম রাকা'আতে ৭ (সাত)টি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে ৫ (পাঁচ)টি তাকবীর বলেছেন।

[হাদীসখানি ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বলের পুত্র আব্দুল্লাহ্ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। মুসনাদ ছাড়া অন্য কোথাও হাদীসখানি সংকলিত হয় নি। তবে হাদীসের সনদ উত্তম।]

(٦) بَابُ مَايُقْرَأُ بِهِ فِى الْعِيْدَيْنِ –

(৬) ঈদের সালাতে কিরআত পাঠ করার পরিচ্ছেদ

(١٦٥١) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ

(১৬৫১) সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) দু'ঈদের সালাতের প্রথম রাকআতে সূরা আল্'আলা এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা আল্-গাশিয়াহ্ পাঠ করতেন।

[আহমদ ও তাবারানী। হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য।]

(١٦٥٢) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدِ؟ (وَفِى رِوَايَةٍ فِى الْعِيْدَيْنِ) قَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِق وَاقْتَرَبَتْ –

(১৬৫২) 'উবাইদুল্লাহ্ ইবনে 'আব্দুল্লাহ ইবনে উত্বা ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আবূ ওয়াকিদ আল্-লাইসী (রা)-কে রাসূল (সা) ঈদের সালাতে (অন্য বর্ণনায় দুই ঈদের সালাতে) কোন কোন কিরাআত পাঠ করতেন তা জিজ্ঞাসা করলেন। আবূ ওয়াকিদ বললেন, রাসূল (সা) ঈদের সালাতের প্রথম রাকা'আতে সূরা ক্বাফ্ এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা আল্-ক্বামার (ইকতেরাবাত) পাঠ করতেন।

[সুনানে আরবায়া, সহীহ্ মুসলিম, সুনান আল্-বাইহাকী, সুনানে দারে কুতনী।]

(١٦٥٣) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْعِيْدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ، وَإِنْ وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَ بِهِمَا جَمِيْعًا (رفِي رِوَايَةٍ) فَرُبَّمَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فَقَرَأَ بِهَاتَيْنِ السُّوْرَتَيْنِ

(১৬৫৩) নু'মান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) দু'ঈদের সালাতে সূরাহ্ আল্-আ'লা ও সূরাহ্ আল্-গাশিয়াহ্ পাঠ করতেন। যদি কখনো জুমু'আ দিবসে ঈদ হতো তাহলে তিনি জুমু'আতেও উক্ত সূরাদ্বয় পাঠ করতেন। (অন্য বর্ণনায় রয়েছে) কখনো যদি জুমু'আ এবং ঈদ একই দিবসে হয়ে যেত, তাহলে তিনি জুমু'আ এবং ঈদের সালাত উভয় ক্ষেত্রেই উক্ত সূরাদ্বয় পাঠ করতেন।

[সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, সুনান আত্-তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ্, সুনান আল্-বাইহাকী।]

(١٦٥٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَ رَكْعَتَيْنِ لَا يَقْرَأُ فِيْهِمَا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا

(১৬৫৪) 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) দু'রাকাত ঈদের সালাত আদায় করলেন। এ দু'রাকাতে সূরা আল্-ফাতিহা (আল্হামদু সূরা) ব্যতিরেকে অতিরিক্ত কিছুই পাঠ করেন নি।

[হাদীসটি আহমদ ছাড়া কেউ সংকলন করেছেন বলে জানা যায় নি। সনদের একজন রাবী বিতর্কিত।]

(٧) بَابُ خُطْبَةِ الْعِيْدَيْنِ وَأَحْكَامِهَا وَوَعْظِ النِّسَاءِ وَحَثِّهِنَّ عَلَى الصَّدَقَه

(৭) ঈদের সালাতে খুৎবা ও এর বিধি-বিধান, মহিলাদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ-নসিহত এবং তাঁদেরকে দান-সাদকাহ্তে উৎসাহ প্রদান সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(١٦٥٥) عَنْ جَابِرٍ (بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ، ثُمَّ مَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَوَعَظَهُنَّ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَحَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ، ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ لِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ حُلِيَّهُنَّ وَقَلَائِدَهُنَّ وَقِرَطَتَهُنَّ وَخَوَاتِيْمَهُنَّ يَقْذِفْنَ فِيْ ثَوْبِ بِلَالٍ يَتَصَدَّقْنَ بِهِ

(১৬৫৫) জাবির ইবনে 'আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর সাথে ঈদের সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আযান ও ইকামত ছাড়া খুৎবার পূর্বেই ঈদের সালাত আদায় করলেন। সালাত সমাপ্ত করে তিনি বিলাল (রা)-এর গায়ে ভর করে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। পরে তিনি ওয়াজ-নসীহত করলেন এবং তাঁদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করলেন। অতঃপর বিলাল (রা)-কে সাথে নিয়ে রাসূল (সা) মহিলাদের নিকট গেলেন। তাঁদেরকে তিনি তাক্ওয়া (আল্লাহ ভীতি)-এর ব্যাপারে

আদেশ ও নসীহত করলেন, আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁদেরকেও আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করলেন। অতঃপর মহিলাদেরকে বললেন, তোমরা দান-সাদকাহ্ কর। কেননা তোমাদের অধিকাংশই হবে জাহান্নামের ইন্ধন। এতদশ্রবণে সাধারণ মহিলাদের মধ্য থেকে বিবর্ণ চেহারার এক মহিলা রাসূল (সা)-কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! কেন মেয়েরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে? রাসূল (সা) বললেন, কেননা তোমরা অভিযোগ আপত্তিতে আধিক্য ও বাড়াবাড়ি কর এবং সাথীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হও। তখন উপস্থিত মহিলারা তাদের গহনাপত্র, গলার হার, কানের বালা ও হাতের আংটিসমূহ খুলতে লাগলেন এবং এগুলো সাদ্‌কাহ্ হিসাবে বিলাল (রা)-এর কাছে একটি কাপড়ের উপর নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

[সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, সুনান আল্-বাইহাকী।]

(١٦٥٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَصَدَّقْنَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ. فَقَامَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ

(১৬৫৬) 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন, হে মহিলা সমাজ! তোমরা তোমাদের গহনাপত্র থেকে হলেও (দরিদ্রদের জন্য) দান-সাদকাহ্ কর, কেননা তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামী, এতদশ্রবণে একজন (যিনি সমাজের উচ্চস্তরের নন) সাধারণ মহিলা দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর কারণ কি? রাসূল (সা) বললেন, এর কারণ হচ্ছে, তোমরা বেশী বেশী অভিসম্পাত করে থাক এবং সাথীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হও।

[হাদীসখানি ইমাম আহমদ ছাড়া আর কেউ সংকলন করেন নি : এর সনদ উত্তম।]

(١٦٥٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهِدْتُ الصَّلاَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ كَانَ يُصَلِّيْهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ قَالَ فَنَزَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِيْنَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَ (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا) فَتَلاَ هٰذِهِ الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُمَا، ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْهَا أَنْتُنَّ عَلَى ذٰلِكَ؟ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ، لاَيَدْرِيْ حَسَنٌ مَنْ هِيَ، قَالَ فَتَصَدَّقْنَ، قَالَ فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاكُنَّ أَبِيْ وَأُمِّيْ فَجَعَلْنَ الْفَتَخَ وَالْخَرَاتِمَ فِيْ ثَوْبِ بِلاَلٍ قَالَ ابْنُ بَكْرٍ الْخَوَاتِيْمَ (زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ) ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَجَمَعَهُ فِيْ ثَوْبٍ حَتَّى أَمْضَاهُ

(১৬৫৭) আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা), আবূ বকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা)-এর সাথে ঈদুল ফিতরের সালাতে উপস্থিত হয়েছি, এদের সবাই খুৎবার পূর্বে ঈদের সালাত আদায় করতেন এবং সালাত শেষে খুৎবা প্রদান করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (সা) ঈদের খুৎবাদানের স্থান থেকে অবতরণ করলেন। আমি যেন দেখছি তিনি তাঁর হাত দ্বারা পুরুষদেরকে বসাচ্ছেন এবং তাঁদের কাতার ফাঁক

করে এক পর্যায়ে মহিলাদের কাছে উপস্থিত হলেন। এমতাবস্থায় তাঁর সাথে বিলাল (রা) ছিলেন। অতঃপর তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَّيُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا

অর্থাৎ, "হে নবী! মহিলাগণ যখন আপনার কাছে এ মর্মে বাইয়াত করতে আগমন করবে যে, তাঁরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না।" এ আয়াত পাঠান্তে মহিলাদের উদ্দেশ্যে রাসূল (সা) বললেন, তোমরা কি এর উপর আছ ? মহিলাদের মধ্যে থেকে একজন মাত্র মহিলা রাসূল (সা)-এর এই প্রশ্নের জওয়াব দিয়ে বলেন, হ্যাঁ। রাবী আল্-হাসান ইবনে মুসলিম ছাড়া দানকারিণী মহিলার পরিচয় জানতেন না। রাসূল (সা) বললেন, তোমরা দান-সাদকাহ্ কর, বর্ণনাকারী বলেন, (বিলাল (রা) তাঁর কাপড় বিছিয়ে দিয়ে বললেন,) আমার মা-বাবা তোমাদের জন্য উৎসর্গীকৃত হোক, তোমরা দান-সাদকাহ্ কর। এতদশ্রবণে মহিলাগণ তাদের আংটি, তোড়া ইত্যাদি অলংকার বিলাল (রা)-এর বিছানো কাপড়ের উপর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। রাসূল (সা) বিলাল (রা)-কে দানকৃত দ্রব্যগুলি একত্রিত করার আদেশ দিলে তিনি সেগুলো একত্রিত করে চলে গেলেন। [সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١٦٥٨) عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالُ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِيْنَ فِيْهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً . قَالَ تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِيْنَ قَالَ ابْنُ بَكْرٍ فَتَخَتَهَا

(১৬৫৮) 'আতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, রাসূল (সা) ঈদগাহে পৌঁছে খুৎবার পূর্বে ঈদের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর খুৎবা প্রদান করলেন। খুৎবা শেষ করে তিনি মহিলাদের কাছে গেলেন এবং বিলাল (রা)-এর হাতের উপর ভর দিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ-নসীহত করলেন। এমতাবস্থায় বিলাল (রা) তাঁর কাপড়ের একটি অংশকে দান-সাদকাহ জমা করার জন্য বিছিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, মহিলারা তাঁদের হাতের আংটি ইত্যাদি বিলাল (রা)-এর কাপড়ে নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

[সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, সুনান আল্-বাইহাকী।]

(١٦٥٩) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيْدِ فِي الْفِطْرِ ((وَفِي رِوَايَةٍ وَالأَضْحَى)) فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَيَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا تَصَدَّقُوْا تَصَدَّقُوْا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَكَانَ أَكْثَرَ مَايَتَصَدَّقُ مِنَ النَّاسِ النِّسَاءُ بِالْقُرْطِ وَالْخَاتَمْ وَالشَّيْءِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الْبَعْثِ ذَكَرَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ انْصَرَفَ (وَفِي رِوَايَةٍ) وَإِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَضْرِبَ عَلَى النَّاسِ بَعْثًا ذَكَرَهُ وَإِلاَّ انْصَرَفَ

(১৬৫৯) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) ঈদুল ফিতরে, (অন্য বর্ণনায় ঈদুল আযহাতে) বের হয়ে লোকদেরকে নিয়ে তাঁর ইমামতিতে দু'রাকা'আত ঈদের সালাত আদায় করতেন। অতঃপর মুসল্লিদের দিকে ফিরে দাঁড়াতেন। আর মুসল্লিরা তখন তাঁদের স্ব-স্ব স্থানে উপবিষ্ট থাকত। আল্লাহ্র রাসূল (সা) তাঁর

খুৎবাতে বলতেন, তোমরা দান-সাদকাহ্ কর, দান-সাদকাহ্ কর, দান-সাদ্কাহ্ কর– এ বাক্যটি তিনবার বলতেন। বর্ণনাকারী বললেন, উপস্থিত জনমণ্ডলী থেকে মহিলারাই বেশী দান-সাদকাহ্ করতেন। তাঁদের এ সব দান-সাদকাহ্-এর মধ্যে ছিল তাঁদের কানের দুল ও হাতের আংটিসহ অন্যান্য গহনাদি। যদি কোন দিকে কোন বিশেষ বাহিনী (ছারিয়া) প্রেরণের প্রয়োজন হত, তাহলে তা রাসূল (সা) তাঁর খুৎবাতে উল্লেখ করতেন। আর যদি এ জাতীয় কিছু প্রয়োজন না হত তাহলে তিনি ঈদগাহ থেকে ফিরে আসতেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি যদি কোথাও কোন বাহিনী প্রেরণের ইচ্ছা করতেন তাহলে খুৎবাতে সে ব্যাপারে আলোচনা করতেন, অন্যথায় তিনি আলোচনা শেষ করে দিতেন। [সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম ও অন্যান্য]

(١٦٦٠) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِى يَوْمِ عِيْدٍ وَلَمْ يَكُنْ يَخْرُجُ بِهِ، وَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا، قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَامَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ عِيْدٍ وَلَمْ يَكُ يُخْرَجُ بِهِ فِى يَوْمِ عِيْدٍ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُ يُبْدَأُ بِهَا، قَالَ فَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ مَنْ هٰذَا؟ قَالُوْا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ أَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضَى مَاعَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، وَقَالَ مَرَّةً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ –

(১৬৬০) তারিক ইবনে শিহাব হতে বর্ণিত, তিনি আবূ সাঈদ আল্-খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করে বলেন, মারওয়ান ইবনে হাকাম (মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনামলে মদীনার প্রশাসক থাকাকালে) ঈদ দিবসে খুৎবা দানের উদ্দেশ্যে মিম্বর বের করলেন। যদিও তাঁর পূর্বে ঈদগাহে মিম্বর স্থাপনের কোন নিয়ম ছিল না। অতঃপর তিনি ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বেই খুৎবা দেয়া শুরু করলেন। যদিও এভাবে পূর্বে সালাত আদায়ের আগে ঈদের খুৎবা দেয়া হত না।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে মারওয়ান! আপনি সুন্নাহ্-এর খেলাফ (উল্টো কাজ) করেছেন। আপনি ঈদ দিবসে (খুৎবার জন্য) মিম্বর বের করেছেন, অথচ ইতিপূর্বে এভাবে কেউই মিম্বর বের করতেন না এবং আপনি ঈদের সালাতের পূর্বেই ঈদের খুৎবা প্রদান করতেছেন, অথচ সালাতের পূর্বে এভাবে খুৎবা প্রদান করা হত না। বর্ণনাকারী বলেন– আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) বললেন, ইনি কে? তাঁরা বলল, অমুকের পুত্র অমুক। তখন আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) বললেন, প্রতিবাদকারী ব্যক্তিটি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। কেননা, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যখন কোন অন্যায় কাজ দেখবে, তখন সে যদি তা তার হাত (ক্ষমতা) দিয়ে পরিবর্তন করতে পারে তাহলে তা পরিবর্তন করবে। একবার বলেন, হাত দিয়ে যেন পরিবর্তন করে আর যদি সে হস্তক্ষেপে অক্ষম হয় তাহলে মুখ দিয়ে আর যদি এভাবেও সক্ষম না হয়, তাহলে অন্তর দিয়ে। আর এ হলো দুর্বলতম ঈমান। [সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ্, সুনান আল-বাইহাকী।]

(١٦٦١) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا فِى الْمُصَلَّى يَوْمَ اَضْحٰى فَأَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِ يَوْمِكُمْ هٰذَا الصَّلَاةُ، قَالَ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ وَجْهِهِ وَأَعْطِىَ قَوْسًا أَوْ عَصًا فَاتَّكَأَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ

وَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَجَّلَ ذِبْحًا فَإِنَّمَا هِىَ جَزْرَةٌ أَطْعَمَهُ أَهْلَهُ، إِنَّمَا الذَّبْحُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِى أَبُوبُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ أَنَا عَجَّلْتُ ذَبْحَ شَاتِى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِيُصْنَعَ طَعَامٌ نَجْتَمِعُ عَلَيْهِ إِذَا رَجَعْنَا، وَعِنْدِى جَذَعَةٌ مِنْ مَعْزٍ هِىَ أَوْفَى مِنَ الَّذِى ذَبَحْتُ أَفَتُغْنِى عَنِّى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ نَعَمْ، وَلَنْ تُغْنِى عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا بِلَالُ، قَالَ فَمَشَى وَاتَّبَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسْوَانِ تَصَدَّقْنَ، الصَّدَقَةُ خَيْرٌ لَكُنَّ، قَالَ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا قَطُّ أَكْثَرَ خَدَمَةً مَقْطُوْعَةً وَقِلَادَةً وَقُرْطًا مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ -

(১৬৬১) আল-বারা ইবনে 'আযিব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ঈদুল আযহা দিবসে ঈদগাহে বসা ছিলাম, এমন সময় রাসূল (সা) আমাদের মাঝে আগমন করে উপস্থিত সকলকে সালাম দিলেন এবং বললেন, অদ্যকার দিবসের সর্বপ্রথম ইবাদত হচ্ছে ঈদের সালাত আদায় করা। এ কথা বলে তিনি আগালেন এবং দু'রাকা'আত (ঈদের) সালাত আদায় করলেন, অতঃপর সালাম ফেরালেন। তারপর মুসল্লীদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। তাঁকে একটি ধনুক অথবা লাঠি দেওয়া হলে তাতে তিনি ভর করে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সমবেত মুসল্লীদেরকে (বিভিন্ন বিষয়ে) আদেশ-নিষেধ করলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে পশু জবাই করল, সে এ জবাই-এর দ্বারা কিছু পরিমাণ গোশত সংগ্রহ করল এবং তাঁর পরিবার- পরিজনকে খাওয়ালো (এ দ্বারা কুরবানী হলো না।) কুরবানীর পশু জবাই (একমাত্র) ঈদের সালাতের পরেই হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমার মামা আবূ বুরদাহ্ দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আমার কুরবানীর ছাগীটিকে ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বেই তাড়াহুড়া করে জবাই করে ফেলেছি, যেন আমাদের জন্য খাদ্য তৈরি করা হয় এবং আমরা ঈদগাহ থেকে ফিরে একত্রে ভক্ষণ করতে পারি। তবে আমার কাছে অন্য একটি প্রায় এক বৎসর বয়সী ছাগল রয়েছে যা আমার জবেহকৃত ছাগীটির থেকে উত্তম। হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! এ ছাগলটি যদি আমি কুরবানী হিসাবে পুনরায় জবেহ করে দেই, তাহলে কি আমার কুরবানী হয়ে যাবে? রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ। এটা কেবল তোমার জন্যই হবে। তোমার পরে আর কারো জন্য এ সুযোগ হবে না। বর্ণনাকারী বলেন– অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (সা) বিলাল (রা)-কে ডেকে বললেন, হে বিলাল! আমার সাথে চল। তখন বিলাল (রা) চললেন, আর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে অনুসরণ করে গেলেন। এভাবে মহিলাদের কাছে পৌছে তিনি বললেন, হে মহিলাগণ! তোমরা দান-সাদ্কাহ্ কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। বর্ণনাকারী বলেন, সে দিনের চেয়ে বেশী পরে তোড়া, গলার হার ও কানের বালাসহ বিভিন্ন ধরনের গহনাপত্র একত্রে কখনো আর দেখি নি।

[সুনানে আবূ দাউদে হাদীসখানি সংক্ষিপ্ত করে বর্ণিত আছে এবং মু'জামে তাবারানীতেও এ মর্মে সুদীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। ইবনুস্ সাকান হাদীসটি সহীহ্ (বিশুদ্ধ) বলে উল্লেখ করেছেন।]

(١٦٦٢) عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُصَلِّيَانِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ يُذَكِّرَانِ النَّاسَ، قَالَ وَسَمِعْتُهُمَا يَقُوْلَانِ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ قَالَ وَسَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْقَ

مِنْ نُسُكِكُمْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ بَعْدَ ثَلَاثٍ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ) قَالَ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَاأَيُّهَاالنَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا نُسُكَكُمْ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَلَا تَأْكُلُوا هَا بَعْدُ

(১৬৬২) 'আব্দুর রহমান ইবনে আয্হার-এর আযাদকৃত দাস আবূ 'উবাইদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখেছি, আলী (রা) ও উসমান (রা) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে সালাত আদায় করত; মানুষদেরকে উপদেশ দিতেন, তিনি বলেন, আমি আলী (রা) ও উসমান (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তাঁরা বলেছেন, রাসূল (সা) দু'ঈদের দিবসে (নফল) সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূল (সা) কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশী সময় রাখতে নিষেধ করেছেন। একই বর্ণনাকারী থেকে অন্য সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-এর সাথে ঈদের সালাতে উপস্থিত হয়েছি। তিনি আযান-ইকামত ছাড়াই খুৎবার পূর্বে ঈদের সালাত আদায় করেন, অতঃপর খুৎবা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই রাসূল (সা) কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশী সময় খেতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং, তোমরা তিন দিনের পরে তা খাবে না।

[ইমাম আহমদ ব্যতিরেকে হাদীসখানি অন্য কেহ সংকলন করেন নি। হাদীসটির সনদ (হাসান) সুন্দর।]

(٨) بَابُ وُقُوفِ الْإِمَامِ لِلنَّاسِ بَعْدَ انْصِرَافِهِمْ مَعَهُ صَلَاةً وَالنَّظَرُ إِلَيْهِ وَمَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ بِالصَّبْرِ

(আট) ঈদের সালাত সম্পন্ন করে ইমামের মুসল্লীদের দিকে ফিরে দাঁড়ানো এবং এদের শুভেচ্ছা বিনিময় সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(١٦٦٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فِي السُّوقِ يَوْمَ الْعِيدِ يَنْظُرُ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ

(১৬৬৩) 'আব্দুর রহমান ইবনে 'উসমান আত্-তাঈমী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈদের সালাত আদায়ান্তে লোকজনের চলে যাবার পরেও রাসূল (সা)-কে বাজারে দাঁড়িয়ে লোকজনকে পর্যবেক্ষণ করতে দেখেছি।

[আবূ ঈয়ালা, মু'জামে তাবারানী। সনদ গ্রহণযোগ্য।]

(٩) بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا

(নয়) ঈদের সালাতের পূর্বে ও পরে (নফল) সালাত আদায় সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(١٦٦٤) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ

(১৬৬৪) আবূ বকর ইবনে হাফ্স 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) হতে বর্ণনা করে বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ঈদের দিবসে ঈদগাহে বের হলেন, অথচ তিনি ঈদের সালাতের পূর্বে বা পরে কোন সালাত আদায় করেন নি এবং তিনি বললেন, রাসূল (সা)-ও এরূপ করতেন। (অর্থাৎ, ঈদের দিবসে ঈদের সালাতের পূর্বে বা পরে অন্য কোন প্রকার (নফল) সালাত আদায় করতেন না।)

[সুনান আত্-তিরমিযী, মুস্তাদরাকে হাকেম। ইমাম তিরমিযী হাদীসখানিকে হাসান সহীহ্ (উত্তম শুদ্ধ) বলেছেন।]

(١٦٦٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ فِطْرٍ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَجَعَلَ يَقُوْلُ تَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا -

(১৬৬৫) 'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) ঈদুল ফিতরে ঈদগাহের জন্য বের হলেন, তিনি ঈদের সালাতের পূর্বে বা পরে কোন সালাত আদায় করলেন না। অতঃপর তিনি বিলাল (রা) সহ মহিলাদের কাছে গমন করলেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা দান-সাদকাহ্ কর। তখন মহিলারা তাদের আংটি চুরি, বালা ইত্যাদি দান-সাদকাহ্ -এর উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিলেন।

[সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনান চতুষ্টয় এবং অন্যান্য গ্রন্থাদি]

(١٦٦٦) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، وَكَانَ لَا يُصَلِّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ -

(১৬৬৬) আবূ সাঈদ আল্-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) ঈদুল ফিতর দিবসে ঈদগাহে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সামান্য কিছু খাবার খেতেন এবং ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে কোন সালাত আদায় করতেন না। কিন্তু ঈদের সালাত আদায় করে (বাড়ী ফিরে) তিনি দু'রাকা'আত সালাত আয় করতেন।

[সুনানে ইবনে মাজাহ্, মুস্তাদরাকে হাকেম। ইমাম হাকেম হাদীসখানিকে সহীহ্ বলেছেন। ইবনে হাজার হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।]

(١٠) بَابُ الضَّرْبِ بِالدُّفِّ وَاللَّعْبِ يَوْمَ الْعِيْدِ -

(দশ) ঈদের দিবসে ঢোল বাজানো এবং খেলাধুলা করা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

(١٦٦٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَبَشَةَ كَانُوْا يَلْعَبُوْنَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ قَالَتْ فَاطَّلَعْتُ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ فَطَأْطَأَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَنْكِبَيْهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ حَتَّى شَبِعْتُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ

(১৬৬৭) আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাবশীগণ ঈদের দিবসে রাসূল (সা)-এর নিকটে খেলা-ধুলা করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর কাঁধের উপর দিয়ে তাকালাম। তিনি আমার জন্য তাঁর কাঁধ নিচু করলেন। তখন আমি তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে দেখতে লাগলাম। আমি আমার সাধ মিটিয়ে খেলা দেখার পর ফিরে এলাম।

[সহীহ্ মুসলিম, সুনান আন্-নাসায়ী ও অন্যান্য গ্রন্থাদি]

(١٦٦٨) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِيْ أَيَّامِ مِنًى تَضْرِبَانِ بِدُفَّيْنِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَجًّى عَلَيْهِ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا فَكَشَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيْدٍ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُوْنَ أَنَا أَسْأَمُ فَأَقْعُدُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ السِّنِّ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهْوِ

(১৬৬৮) আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মিনা দিবসসমূহের (ঈদুল আযহার পরবর্তী তাশরীকের তিন দিবসের) কোন এক দিবসে আবূ বকর সিদ্দিক (রা) তাঁর কাছে আগমন করলেন, তখন তাঁর কাছে দু'টি বালিকা দু'টি দফ (আরবী ছোট ঢোলক) বাজাচ্ছিল। রাসূল (সা) একখানি কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। আবূ বকর (রা) বালিকা দু'টিকে ধমক দেন। তখন রাসূল (সা) মুখের কাপড়টি সরিয়ে আবূ বকর (রা)-কে বললেন, হে আবূ বকর! এদেরকে এদের গান-বাদ্য করতে দাও! কেননা এদিনগুলো হচ্ছে ঈদের দিন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে দেখেছি তিনি আমাকে তাঁর চাদর দ্বারা আড়াল করলেন, আর আমি মসজিদের মধ্যে হাবশীদের (অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে) খেলাধুলা করতে দেখতে লাগলাম। যতক্ষণ না আমি নিজে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম ততক্ষণ তিনি আমাকে এভাবে আড়াল করে রাখলেন। কাজেই তোমরা ক্রীড়াপ্রিয় অল্প বয়সী যুবতী স্ত্রীদের মনমানসিকতার দিকে লক্ষ্য রাখবে। [সহীহ্ মুসলিম ও সুনান আন-নাসায়ী।]

(١٦٦٩) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِدُفَّيْنِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا، وَإِنَّ عِيْدَنَا هٰذَا الْيَوْمُ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُوْبَكْرٍ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ وَعِنْدَنَا جَارِيَتَانِ تَذْكُرَانِ يَوْمَ بُعَاثٍ يَوْمُ قُتِلَ فِيْهِ صَنَادِيْدُ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ عِبَادَ اللّٰهِ أَمَزْمُوْرُ الشَّيْطَانِ؟ عِبَادَ اللّٰهِ أَمَزْمُوْرُ الشَّيْطَانِ؟ عِبَادَ اللّٰهِ أَمَزْمُوْرُ الشَّيْطَانِ؟ قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاأَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا، إِنَّ الْيَوْمَ عِيْدُنَا

(১৬৬৯) আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহার দিবসে আবূ বকর সিদ্দিক (রা) তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন, তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং দু'টি বালিকা দফ (ঢোলক) বাজাচ্ছিল। এতদ্দর্শনে আবূ বকর (রা) বালিকাদ্বয়কে ধমক দিলে রাসূল (সা) বললেন, হে আবূ বকর! তুমি আমাদেরকে আমাদের অবস্থায় ছেড়ে দাও। কেননা, প্রত্যেক জাতির রয়েছে ঈদ বা উৎসব দিন, আর আজকের দিন আমাদের ঈদের দিন।

দ্বিতীয় সনদে আয়েশা (রা) হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদের কাছে ঈদ দিবসে আবূ বকর (রা) প্রবেশ করলেন। তখন আমাদের নিকটে দু'টি বালিকা 'বুয়াছ যুদ্ধ' নিয়ে গান গাচ্ছিল, সে যুদ্ধে আউস ও খাজরাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নিহত হয়েছিল। আবূ বকর (রা) তখন বললেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! শয়তানের বাদ্য-বাজনায় রত রয়েছেন! হে আল্লাহর বান্দাগণ, শয়তানের বাদ্য-বাজনায় রত রয়েছেন!! হে আল্লাহর বান্দাগণ, শয়তানের বাদ্য-বাজনায় রত রয়েছেন!!! এ বাক্যগুলো তিনি তিনবার বললেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, হে আবূ বকর! প্রত্যেক জাতির জন্য ঈদ বা উৎসব পালনের দিন রয়েছে। আর আজ হচ্ছে আমাদের ঈদের দিন।

[সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١٦٧٠) عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى حُسَيْنٍ قَالَ كَانَ يَوْمٌ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ يَلْعَبُوْنَ فَدَخَلْتُ عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ عَلَى مَوْضِعُ فِرَاشِى هٰذَا وَعِنْدِىْ جَارِيَتَانِ تَنْدُبَانِ آبَائِىَ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا يَوْمَ بَدْرٍ تَضْرِبَانِ بِالدُّفُوْفِ، وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً بِالدُّفِّ فَقَالَتَا فِيْمَا تَقُوْلَانِ * وَفِيْنَا نَبِىٌّ يَعْلَمُ مَايَكُوْنُ فِىْ غَدٍ * فَقَالَ أَمَّا هٰذَا فَلَا تَقُوْلَاهُ

(১৬৭০) হাম্মাদ ইবনে সালামাহ্ (রা) আবূ হোসাইন থেকে বর্ণনা করে বলেন, মদীনাবাসীদের বছরে একটি দিবস ছিল, যে দিবসে তাঁরা খেলা ধুলা (আনন্দ-উৎসব) করত। আমি বুরাই বিনতে মুয়ায ইবনে আফরা' (রা)-এর কক্ষে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আমার কাছে আগমন করে আমার এ বিছানায় উপবিষ্ট হলেন। তখন আমার নিকটে দু'টি বালিকা আমাদের মৃত পিতৃ পুরুষদের মধ্যে যারা বদর দিবসে শাহাদাতবরণ করেছিল তাঁদের গুণগান করে শোকের গান গাচ্ছিল এবং দফ্ বাজাচ্ছিল। বালিকা দু'টি তাদের গানের মধ্যে বলল, 'আমাদের মাঝে এমন এক নবী আছেন, যিনি আগামী দিনে (ভবিষ্যতে) কি হবে তা জানেন।" রাসূল (সা) তাদেরকে বললেন, এই কথা তোমরা বলো না। [সহীহুল বুখারী, সুনানে ইবনে মাজাহ, মু'জামে তাবারানী।]

(١٦٧١) عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَامِنْ شَىْءٍ كَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ وَاحِدًا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَلَّسُ لَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ، قَالَ جَابِرٌ هُوَ اللَّعِبُ

(১৬৭১) 'আমির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে'উবাদা (রা) বলেন, রাসূল (সা)-এর যুগে যা কিছু ছিল, তা সবই আমি পরের যুগেও দেখেছি, শুধুমাত্র একটি বিষয় ছাড়া তা হলো, ঈদুল ফিত্‌র-এর দিনে রাসূল (সা)-এর কাছে দফ-তবলা বাজিয়ে গান-বাদ্য বা খেলা ধুলা করা হত।

[সুনানে ইবনে মাজাহ্, বূসীরী বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ্।]

(١١) بَابُ الْحَثِّ عَلَى الذِّكْرِ وَالطَّاعَةِ وَالتَّكْبِيْرِ لِلْعِيْدَيْنِ وَفِى الْأَيَّامِ الْعَشْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

(এগার) তাশরীকের দিবসসমূহ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ এবং দু'ঈদের দিবসে আল্লাহ্‌র যিকির করা, তাঁর আনুগত্য-ইবাদত এবং তাকবীর বলার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের প্রাসঙ্গিক পরিচ্ছেদ

(١٦٧٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ؟ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَىْءٍ

(১৬৭২) 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, এমন কোন দিবস নেই যে দিবসের নেক আমল যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের নেক আমল থেকে উত্তম। বর্ণনাকারী বলেন, উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আল্লাহর পথে জিহাদ করাও কি এ দশ দিনের নেক আমল

থেকে উত্তম নয়। রাসূল (সা) বললেন, না। আল্লাহর পথে জিহাদ করাও এ থেকে উত্তম নয়। তবে যদি এমন হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি তার জীবন ও সম্পদ নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে বের হল, পরে সে ব্যক্তি জিহাদ থেকে উভয়ের (জান ও মালের) কিছুই ফেরত আনলো না (বরং শাহাদাৎ বরণ করল) তাহলে এ কাজটি আল্লাহ্র চোখে উত্তম হতে পারে। [সহীহুল বুখারী, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আত্-তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ্।]

(١٦٧٣) وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ

(১৬৭৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল 'আস (রা) নবী করীম (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

[এ সনদে ইমাম আহমদ ছাড়া অন্য কেহ বর্ণনা বা সংকলন করেন নি। তবে হাদীসটির সনদটি উত্তম।]

(١٦٧٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَلاَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيْهِنَّ مِنْ هٰذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ. فَأَكْثِرُوا فِيْهِنَّ مِنَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْدِ

(১৬৭৪) 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'উমর (রা) নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করে বলেন, তিনি (সা) বলেছেন, আল্লাহর কাছে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের দিবসসমূহের আমল হতে মহত্তর ও প্রিয়তর আমল ইবাদত আর নেই। এজন্য তোমরা এসব দিবসে বেশী বেশী তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ করবে।

[বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান, তাবারানীর মু'জামুল কবীর। হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ হচ্ছে যথাক্রমে-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহু আকবার ও আল-হামদুল্লিাহ্ বলা।)

(١٦٧٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ طُعْمٍ وَذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى ، وَقَالَ مَرَّةً أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

(১৬৭৫) আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ঈদুল আযহার পরবর্তী তিনদিন (তাশরীক দিবসসমূহ) হচ্ছে খাদ্য-খাবার গ্রহণ ও মহান আল্লাহকে স্মরণ করার দিন। অন্যত্র তিনি বলেন, এসব দিবস হচ্ছে পানাহারের দিবস। [সহীহ্ ইবনে হিব্বান হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(١٦٧٦) عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

(১৬৭৬) নুবাইশা আল্-হুযালী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তাশরীক দিবসসমূহ (ঈদুল আযহার পরবর্তী তিনদিন) হচ্ছে পানাহার ও আল্লাহ্র যিকর-এর জন্য নির্ধারিত দিবস।

[সহীহ্ মুসলিম, সুনান আন্-নাসায়ী।]

أَبْوَابُ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ

চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সালাত বিষয়ক পরিচ্ছেদসমূহ

(١) بَابُ مَشْرُوْعِيَّةِ الصَّلَاةِ لَهُمَا وَكَيْفَ يُنَادِيْ بِهَا

(১) পরিচ্ছেদ ঃ চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সালাত শরীয়াহ সম্মত (বিধিবদ্ধ) হওয়া এবং এসব সালাতে আহ্বান করার পদ্ধতি

(١٦٧٧) عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَادْعُوا اللّٰهَ وَصَلُّوْا حَتَّى تَنْكَشِفَ -

(১৬৭৭) যিয়াদ ইব্‌নে 'ইলাকাহ্ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল-মুগীরাহ ইবনে শু'বা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর যুগে তাঁর পুত্র ইব্রাহীম যেদিন মারা যান সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। মানুষেরা বলাবলি করতে লাগল সূর্যগ্রহণ লেগেছে (মুহাম্মদ (সা)-এর পুত্র) ইব্রাহীমের মৃত্যুর কারণে। তখন রাসূল (সা) বললেন, নিশ্চয়ই চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ হতে দু'টি নিদর্শন মাত্র। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় না। যখন তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ লাগতে দেখবে, তখন চন্দ্র বা সূর্য এ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ এবং সালাত আদায় করবে। [সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম (একত্রে) সুনান আল্-বাইহাকী।]

(١٦٧٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ إِذَا خَسَفَا أَوْ أَحَدُهُمَا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا حَتَّى يَنْجَلِيَ خُسُوْفُ أَيِّهِمَا خَسَفَ -

(১৬৭৮) জাবির ইবনে 'আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা যখন চন্দ্র কিংবা সূর্য গ্রহণ অথবা এদু'টির যে কোন একটি দেখতে পাবে, তখন সালাত আদায় করতে থাকবে যতক্ষণ না চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ শেষ না হবে। [সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম (একত্রে) ও অন্যান্য হাদীস্ গ্রন্থে সংকলন।]

(١٦٧٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوْا -

(১৬৭৯) 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, কারো জন্ম লাভ বা মৃত্যু ঘটার কারণে চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ লাগে না, বরং চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র

নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। অতএব, তোমরা যখন চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ লাগতে দেখবে তখন সালাত আদায় করবে।

[সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম (একত্রে) এবং সুনান আন্-নাসায়ী।]

(١٦٨٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ نَرَى الْاٰيَاتِ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ بَرَكَاتٍ وَأَنْتُمْ تَرَوْنَهَا تَخْوِيْفًا

(১৬৮০) 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর যুগে (চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ বা এ জাতীয়) আল্লাহর কোন নিদর্শনকে বরকতময় বলে মনে করতাম, অথচ তোমরা এখন আল্লাহ্র এসব নিদর্শনকে ভয়-ভীতির কারণ মনে করে থাক।

[ইমাম আহমদ ব্যতিরেকে এ হাদীসখানি অন্য কেউ সংকলন করেন নি। এর সনদটি উত্তম বা গ্রহণযোগ্য।]

(١٦٨١) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَايَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، قَالَ يَزِيْدُ (أحد الرواة) وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ تَعَالَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا

(১৬৮১) আবূ মাস'উদ আল-বদরী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূল (সা) বলেছেন, নিশ্চয়ই চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ কারো মৃত্যুর কারণে ঘটে না। (বর্ণনাকারীদের কেউ "কারো জন্ম লাভের কারণে" বাক্যটি বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেছেন।) বরং চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ থেকে দু'টি নিদর্শন মাত্র। অতএব, যখন তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ লাগতে দেখবে তখন সালাত আদায় করবে।

[সহীহ্ মুসলিম ও অন্যান্য।]

(١٦٨٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةٌ فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَاسَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ وَلَا رَكَعْتُ رُكُوْعًا قَطُّ أَطْوَلَ مِنْهُ

(১৬৮২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)–এর যুগে একদা সূর্যগ্রহণ লেগেছিল তখন الصلاة جامعة। "সালাতের জামাত কায়েম হতে যাচ্ছে" সালাত আদায়ের নিমিত্তে ডাকা হয়েছিল। রাসূল (সা) দু'রুকুতে এক রাক'আত সালাত আদায় করলেন। পরে দ্বিতীয় রাক'আতেও দু'টি রুকু আদায় করলেন। এভাবে যখন সালাত আদায় শেষ করলেন, তখন সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আয়েশা (রা) বলেন, আমি কখনোই এত দীর্ঘ রুকু বা এত দীর্ঘ সিজদাহ্ করি নি।

[সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম (একত্রে) সুনান আন্-নাসায়ী, সুনান আল-বাইহাকী।]

(١٦٨٣) عَنْ أَبِي حَفْصَةَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَأَمَرَ فَنُوْدِيَ أَنِ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ فِي صَلَاتِهِ، قَالَتْ فَأَحْسَبُهُ قَرَأَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ مِثْلَ مَاقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ ثُمَّ

رَكَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ مِثْلَ مَاصَنَعَ ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِيْ سَجْدَةٍ ثُمَّ جَلَسَ وَجُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ -

(১৬৮৩) আয়েশা (রা)-এর মুক্তদাস আবূ হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন যে, রাসূল (সা)-এর আমলে যখন সূর্যগ্রহণ লেগেছিল তখন তিনি ওযূ করে পবিত্র হলেন এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে الصلاة جامعة "সালাতের জামাত কায়েম হতে যাচ্ছে" একথা সালাতের জন্য ডাকা হলো। সালাতে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমার মনে হচ্ছে, তিনি যেন প্রথম রাকা'আতে সূরা আল-বাকারা সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করলেন, অতঃপর রুকু করলেন এবং রুকু দীর্ঘায়িত করলেন। এরপর সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বললেন। অতঃপর আগের বারের মত দীর্ঘ সময় দাঁড়ালেন এবং সিজদা করলেন না। তারপর তিনি রুকু করলেন ও সিজদা করলেন, অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং পূর্বের রাক'আতে যেরূপ করেছিলেন সেরূপ করলেন। অতঃপর তিনি এক রাক'আতে দুইটি রুকু এরপর তিনি রুকু করে সিজদা করলেন। অতঃপর তিনি বসলেন এবং সূর্যগ্রহণ কেটে গেল। [সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম (একত্রে) সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, সুনান-আল্ বাইহাকী।]

(٢) بَابُ الْقِرَاءَةِ فِيْ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ وَهَلْ تَكُوْنُ سِراًّ أَوْ جَهْرًا

(দুই) সালাতুল কুসুফে কিরআত এবং এ কিরআত গোপনে না সশব্দে পঠিত হবে এ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(١٦٨٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُسُوْفَ (وَفِي لَفْظٍ صَلاَةَ الْخُسُوْفِ) فَلَمْ أَسْمَعْ فِيْهَا حَرْفًا مِنَ الْقُرْآنِ

(১৬৮৪) 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর সাথে সূর্যগ্রহণের সালাত (সালাতুল কুসুফে) অন্য বর্ণনায় চন্দ্র গ্রহণের সালাত (সালাতুল খুসুফ) আদায় করেছিলাম, কিন্তু এ সালাতে রাসূল (সা) থেকে কুরআনের একটি হরফও শ্রবণ করি নি।

[মুসনাদে ইমাম আশ্ শাফেয়ী, মুসনাদে আবূ ইয়ালা, সুনান আল-বাইহাকী।]

[হাদীসের সনদে ইবনে লাহিয়া রয়েছেন যার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। হাদীসখানি ইমাম তাবারানীও তাঁর গ্রন্থে অন্য সনদে ও ভিন্ন ভাষ্যে বর্ণনা করেছেন।]

(١٦٨٥) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَصِفُ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُسُوْفِ، قَالَ فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَاقَامَ بِنَافِيْ صَلاَةٍ قَطُّ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ رَكَعَ كَأَطْوَلِ مَارَكَعَ بِنَا فِيْ صَلاَةٍ قَطُّ لاَنَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ -

(১৬৮৫) সামূরাহ্ ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা)-এর সূর্যগ্রহণের সালাত (সালাতুল কুসুফ)-এর বর্ণনা করে বলেন– রাসূল (সা) আমাদেরকে নিয়ে সূর্যগ্রহণের সালাতে সুদীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন (কিরাআত পাঠ করলেন) এত দীর্ঘ সময় তিনি আমাদেরকে নিয়ে কখনো কোন সালাতে দাঁড়ান নি। আমরা তাঁর কিরাআতের কোন শব্দ শুনি নি। অতঃপর আমাদের নিয়ে এত দীর্ঘ রুকু করলেন যে, আমাদেরকে নিয়ে এত দীর্ঘ রুকু তিনি কখনো করেন নি। তবে এ দীর্ঘ রুকুতে আমরা তাঁর কোন শব্দ শুনতে পাই নি। এরপর দ্বিতীয় রাকা'আতে অনুরূপ করলেন। [সুনান চতুষ্টয় ও অন্যান্য) হাদীসটিকে ইবনে হিব্বান ও ইমাম হাকেম সহীহ্ বলেছেন।]

(١٦٨٦) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْمُصَلَّى (١) فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ (٢) وَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ (٣) ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (٤) ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ (١) فَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَيَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ الْحَدِيثَ(٢)

(১৬৮৬) উরওয়াহ (রা) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল (সা)-এর যুগে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল, তখন রাসূল (সা) তাঁর সালাতের স্থানে দাঁড়ালেন ও তাকবীর, নিয়্যত করার উদ্দেশ্যে বললেন এবং মানুষেরাও তাকবীর বললেন (সালাতে শামিল হলেন)। অতঃপর রাসূল (সা) সশব্দে কিরাআত পাঠ করলেন এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়ালেন। এরপর দীর্ঘ রুকু করলেন। পরে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলে রুকু থেকে মাথা উঠালেন। এরপর দাঁড়িয়ে পুনরায় দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। এরপর দীর্ঘ রুকু করলেন, এরপর রুকু থেকে মাথা উঠালেন। এরপর সিজদাহ্ করলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতেও (প্রথম রাক'আতের) অনুরূপ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই সূর্য-চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ হতে দু'টি নিদর্শন মাত্র। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ হয় না। [সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনান আত্-তিরমিযী।]

(٣) بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّهَا رَكْعَتَانِ كَالرَّكْعَاتِ الْمُعْتَادَةِ

(তিন) পরিচ্ছেদ ঃ চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের সালাতকে যিনি দু'রাক'আত বিশিষ্ট অন্যান্য সাধারণ সালাতের ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন এ সম্পর্কিত

(١٦٨٧) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَلاَ وَإِنَّهُمَا لاَيَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كَذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ (١) ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فِيمَا نُرَى بَعْضَ الر كِتَابٌ (٢) ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ اعْتَدَلَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ مَافَعَلَ فِي الْأُولَى (٣) -

(১৬৮৭) মাহ্মুদ ইবনে লাবীদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে দিবসে রাসূল (সা)-এর পুত্র ইব্রাহীম মৃত্যু বরণ করেছিলেন সে দিবসে সূর্যগ্রহণ লেগেছিল, তখন লোকেরা বলতে লাগল, রাসূলুল্লাহ্-এর (সা) পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুতে সূর্য গ্রহণ হয়েছে। তখন রাসূল (সা) বললেন, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। জেনে রাখবে, কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ লাগবে তখন তোমরা (সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে) মসজিদের দিকে ছুটে যাবে। এরপর রাসূল (সা) মসজিদে গিয়ে সালাতে দাঁড়ালেন। আমাদের ধারণা মতে, তিনি সূরা ইব্রাহীম-এর অংশবিশেষ তিলাওয়াত করে রুকু করলেন। অতঃপর উঠে দাঁড়িয়ে স্থির হলেন। পরে দু'টি সিজদাহ্ করলেন। এরপর উঠে দাঁড়ালেন এবং (দ্বিতীয় রাক্'আতে) তা-ই করলেন, যা তিনি প্রথম রাক'আতে করেছিলেন।

[হাদীস শুধুমাত্র আহমদ। হাইছুমী বলেন, বর্ণনাকারীগণ সকলেই সহীহ্ হাদীসের বর্ণনাকারী।]

(١٦٨٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ (٤) فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِرَاكِعٍ (٥) ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ جَلَسَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ (١) ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا فَعَلَ فِى اَلْأُوْلَى ، وَجَعَلَ يَقُوْلُ رَبِّ لِمَ تُعَذِّبُهُمْ وَجَعَلَ يَنْفُخُ فِى اَلْأَرْضِ وَيَبْكِى (٢) وَهُوَ سَاجِدٌ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَأَنَا فِيْهِمْ ، رَبِّ لِمَا تُعَذِّبُنَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ (٣) فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ (٤) وَقَضَى صَلَاتَهُ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ (٥) ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِذَا كَسَفَ أَحَدُهُمَا فَافْزَعُوْا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ أَشَاءُ لَتَعَاطَيْتُ بَعْضَ أَغْصَانِهَا (١) وَعُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ حَتَّى إِنِّى لَأُطْفِئُهَا خَشْيَةَ أَنْ تَغْشَاكُمْ، وَرَأَيْتُ فِيْهَا امْرَأَةً مِنْ ،حِمْيَرَ سَوْدَاءَ طع وَالَةً (٢) تُعَذَّبُ بِهِرَّةٍ لَهَا تَرْبِطُهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَا تَدَعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ (٣) كُلَّمَا أَقْبَلَتْ نَهَشَتْهَا ، وَكُلَّمَا أَدْبَرَتْ نَهَشَتْهَا (١) وَرَأَيْتُ فِيْهَا أَخَابَنِى دَعْدَعٍ (٢) وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْمِحْجَنِ (٣) مُتَّكِئًا فِى النَّارِ عَلَى مِحْجَنِهِ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ ، فَإِذَا عَلِمُوْا بِهِ قَالَ لَسْتُ أَنَا أَسْرِقُكُمْ ، إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِى (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ (٤) بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ) وَعُرِضَتْ عَلَىَّ ، النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ خَشْيَةَ أَنْ يَغْشَاكُمْ حَرُّهَا ، وَرَأَيْتُ فِيْهَا سَارِقَ بَدَنَتَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ-

(১৬৮৮) 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূল (সা)-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। তখন রাসূল (সা) সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। রাসূল (সা) সালাতে দাঁড়িয়ে এত দীর্ঘ সময় থাকলেন যে, আমরা মনে করলাম তিনি রুকুতে যাবেন না, তবে পরে রুকুতে গেলেন। এত দীর্ঘ রুকু করলেন যে, তিনি যেন মাথা তুলবেনই না। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন। তখন এত দীর্ঘ সময় দাঁড়ালেন যে, যেন তিনি সিজদাহ্ করবেন না। এরপর সিজদাহ্ করলেন। তবে মনে হচ্ছিল তিনি যেন সিজদাহ থেকে আর মাথা উঠাবেন না। তিনি প্রথম সিজদাহ্ থেকে উঠলেন, কিন্তু মনে হচ্ছিল– তিনি যেন আর দ্বিতীয় সিজদাহ্ করবেন না। পরে তিনি দ্বিতীয় সিজদাও করলেন, তবে মনে হচ্ছিল তিনি যেন দ্বিতীয় সিজদাহ্ থেকে মাথা তুলবেন না। সিজদাহ্ থেকে মাথা উঠালেন। এরপর দ্বিতীয় রাক্'আতে হুবহু তা-ই করলেন যা তিনি প্রথম রাক্'আতে করেছিলেন। দ্বিতীয় রাক'আতে সিজদাতে গিয়ে তিনি মাটিতে ফুঁক দিলেন এবং নিম্নোক্ত দু'আ বলতে বলতে কাঁদতে লাগলেন–

رَبِّ لِمَا تُعَذِّبُهُمْ وَأَنَا فِيْهِمْ، رَبِّ لِمَ تُعَذِّبُنَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ

অর্থাৎ, "হে মহান রব! আমার উপস্থিতিতে তুমি কেন তাদেরকে আযাব (শাস্তি) দিবে। হে মহান প্রতিপালক! আমরা তো পাপরাশি থেকে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেছি, তবুও তুমি কেন আমাদেরকে আযাব (শাস্তি) দিবে।" এমন সময় তিনি সিজদাহ্ হতে মাথা উত্তোলন করলেন, যখন সূর্যের অন্ধকার দূর হয়ে তা আলোকিত হয়েছে। সালাত শেষে তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন, হে জনমণ্ডলী! শোন, নিশ্চয়ই চন্দ্র-সূর্য

আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। সুতরাং, চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ লাগলে তোমরা মসজিদসমূহের দিকে ছুটে আসবে। যে মহান সত্তার করায়ত্বে আমার জীবন তাঁর কসম! আমার সামনে জান্নাতকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল যে, আমি ইচ্ছা করলে জান্নাতী গাছসমূহের ডাল-পালা ছুঁতে পারতাম। অনুরূপ জাহান্নামকে আমার সামনে এমনভাবে পেশ করা হয়েছিল যে, তার অগ্নি তোমাদেরকে গ্রাস করবে ভয়ে আমি তা নিভিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম। আমি জাহান্নামে হিমায়ারা গোত্রের কালো, লম্বা এক মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি পেতে দেখেছি। যে মহিলা তার বিড়ালটিকে বেঁধে রাখত, কোন প্রকার খাদ্য-পানীয় দিতো না। এমনকি বিড়ালটি নিজে পোকা মাকড় ধরে খাবে সে জন্য তাকে ছেড়েও দিত না। (জাহান্নামের মধ্যে বিড়ালটি মহিলাটিকে শাস্তি দিচ্ছে) বিড়ালটি তাকে হাঁচড়ে কামড়ে দিচ্ছে এবং পিছালেও তাকে হাঁচড়ে কামড় দিচ্ছে।

জাহান্নামে আমি বনী দা'দা' এর ভ্রাতাকে দেখতে পেলাম এবং আমি জাহান্নামে এক লাঠি ওয়ালা চোরকে দেখলাম, সে লাঠিতে ভর দেওয়া অবস্থায় রয়েছে। লোকটি তার লাঠি দিয়ে হাজীদের মাল-সম্পদ চুরি করত। হাজীরা জানতে পারলে সে বলত, আমি তো তোমাদের কিছু চুরি করি নি। শুধুমাত্র আমার লাঠির মাথায় বেঁধে চলে এসেছে।

বর্ণনাকারী থেকে অন্য সনদে প্রায় সমার্থে অন্য একখানি হাদীস বর্ণিত আছে, সে হাদীসখানির শেষাংশের ভাষ্য হচ্ছে– আমার সামনে জাহান্নামকে পেশ করা হলে আমি ফুঁক দিয়ে এভয়ে জাহান্নামকে নিভিয়ে দিতে চেয়েছিলাম যে, জাহান্নামের প্রচণ্ড উত্তাপ তোমাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে এবং আমি জাহান্নামে সেই ব্যক্তিকে দেখেছিলাম, যে রাসূল (সা)-এর দু'টি উট চুরি করেছিল।

[(সুনান আন্-নাসায়ী, সহীহ্ ইবনে খুযাইমা।) হাফিজ ইবনে হাজার হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।]

(١٦٨٩) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى فِى كُسُوْفِ الشَّمْسِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ (٥) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) (١) قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ قَالَ حَجَّاجٌ (٢) مِثْلَ صَلَاتِنَا -

(১৬৮৯) আন্ নু'মান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সূর্যগ্রহণের সালাত তোমাদের অন্যান্য সাধারণ সালাতের মতোই আদায় করেছেন। তিনি রুকু করেছেন, সিজদাহ্‌ও করেছেন। বর্ণনাকারী থেকে দ্বিতীয় সনদে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর যুগে সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। তখন রাসূল (সা) রুকু, সিজদাহ্ পূর্বক সালাত আদায় করেছেন। এ সনদের অন্য এক ব্যক্তি বলেন, রাসূল (সা) আমাদের অন্যান্য সাধারণ সালাতের মতোই সূর্যগ্রহণের সালাত আদায় করেছিলেন।

[সুনান আল্-বাইহাকী, (তাহাভীর শরহে মায়ানী আল্-আছার) ইবনে আব্দুল বার হাদীসখানিকে সহীহ্ বলেছেন।]

(١٦٩٠) عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ الْعَبْدِىِّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ شَهِدْتُ يَوْمًا خُطْبَةً لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) فَذَكَرَ فِى خُطْبَتِهِ حَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَيْنَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرْمِى فِى غَرَضَيْنِ (٣) لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيْدَ (٤) رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فِى عَيْنِ النَّظِرِ اسْوَدَّتْ حَتَّى آضَتْ (٥) كَأَنَّهَا تَنُّوْمَةٌ ، قَالَ فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَاللّٰهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هٰذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى أُمَّتِهِ حَدَثًا (٦)

قَالَ فَدَفَعْنَا (٧) إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا هُوَ بَارِزٌ (٨) قَالَ وَوَافَقْنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَاسْتَقْدَمَ فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَاقَامَ بِنَا فِى صَلَاةٍ قَطُّ لَانَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا (١) ثُمَّ رَكَعَ كَاطْوَلِ مَارَكَعَ بِنَا فِى صَلَاةٍ قَطُّ لَانَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا . ثُمَّ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ (٢) فَوَافَقَ تَجَلِّى الشَّمْسِ جُلُوسَهُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ . قَالَ زُهَيْرٌ (أَحَدُ الرُّوَاةِ) حَسِبْتُهُ قَالَ فَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ (٣) إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنِّى قَصَّرْتُ عَنْ شَىْءٍ مِنْ تَبْلِيْغِ رِسَالَاتِ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ لَمَا أَخْبَرْتُمُونِى ذَاكَ (٤) فَبَلَّغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّى كَمَا يَنْبَغِى لَهَا أَنْ تُبَلَّغَ ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنِّى بَلَّغْتُ رِسَالَاتِ رَبٍّ لَمَا أَخْبَرْتُمُوْنِى ذَاكَ ، قَالَ فَقَامَ رِجَالٌ فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَقَضَيْتَ الَّذِى عَلَيْكَ ثُمَّ سَكَتُوا ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رِجَالًا يَزْعُمُوْنَ أَنَّ كُسُوفَ هٰذِهِ الشَّمْسِ وَكُسُوفَ هٰذَا الْقَمَرِ وَزَوَالَ هٰذِهِ النُّجُوْمِ عَنْ مَطَالِعِهَا لِمَوْتِ رِجَالٍ عُظَمَاءَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا ، وَلٰكِنَّهَا اٰيَاتٌ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَعْتَبِرُ (٥) بِهَا عِبَادَهُ فَيَنْظُرُ مَنْ يُحْدِثُ لَهُ مِنْهُمْ تَوْبَةً ، وَأَيْمُ اللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ قُمْتُ أُصَلِّى مَا أَنْتُمْ لَاقُوْنَ فِى أَمْرِ دُنْيَاكُمْ وَاٰخِرَتِكُمْ (٦) وَإِنَّهُ وَاللّٰهِ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُوْنَ كَذَّابًا اٰخِرُهُمُ الْأَعْوَرُ الدَّجَّالُ مَمْسُوْحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِى يَحْيٰي (١) لِشَيْخٍ حِيْنَئِذٍ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا ، وَإِنَّهَا مَتَى يَخْرُجُ أَوْ قَالَ مَتَى مَايَخْرُجُ فَإِنَّهُ سَوْفَ يَزْعُمُ أَنَّهُ اللّٰهُ ، فَمَنْ اٰمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَاتَّبَعَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِهِ سَبَقَ ، وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَهُ لَمْ يُعَاقَبْ بِشَىْءٍ مِنْ عَمَلِهِ (وَفِى رِوَايَةٍ بِشَىْءٍ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ) وَإِنَّهُ سَيَظْهَرُ أَوْ قَالَ سَوْفَ يَظْهَرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ (٢) وَإِنَّهُ يَحْصُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيُزَلْزَلُوْنَ زِلْزَالًا شَدِيْدًا (٣) ثُمَّ يُهْلِكُهُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَجُنُوْدَهُ حَتَّى إِنَّ جِذْمَ (٤) الْحَائِطِ أَوْ قَالَ أَصْلَ الْحَائِطِ ، وَقَالَ حَسَنٌ الْأَشْيَبُ (٥) وَأَصْلَ الشَّجَرَةِ لَيُنَادِى أَوْ قَالَ يَقُوْلُ يَامُؤْمِنُ أَوْ قَالَ يَامُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِىٌّ أَوْ قَالَ هٰذَا كَافِرٌ تَعَالَ فَاقْتُلْهُ (٦) قَالَ وَلَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ حَتَّى تَرَوْا أُمُوْرًا يَتَفَاقَمُ (١) شَأْنُهَا فِى أَنْفُسِكُمْ وَتَسَاءَلُوْنَ بَيْنَكُمْ هَلْ كَانَ نَبِيُّكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْرًا وَحَتَّى تَزُوْلَ جِبَالٌ عَلَى مَرَاتِبِهَا ثُمَّ عَلَى أَثَرِ ذٰلِكَ الْقَبْضُ (٢) قَالَ ثُمَّ شَهِدْتُ خُطْبَةً لِسَمُرَةَ ذَكَرَ فِيْهَا هٰذَا الْحَدِيْثَ ، فَمَا قَدَّمَ كَلِمَةً وَلَا أَخَّرَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا -

(১৬৯০) বসরী রাসী ছা'লাবাহ্ ইবনে 'আব্বাদ আল-'আবদী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা সামুরাহ্ ইবনে জুনদুব (রা)-এর বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি তাঁর বক্তৃতায় রাসূল (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ও আনসারদের এক বালক রাসূল (সা)-এর যুগে আমাদের দু'টি লক্ষ্যস্থানে তীর ছুঁড়ছিলাম। যখন দর্শকের নজরে সূর্য দু'বা তিন বর্শা পরিমাণ উর্দ্ধে উঠে গেল তখন তা কালো হয়ে গেল। (অন্ধকার হয়ে) "তানুম"

গাছের "কালচে" ফলের মত হয়ে গেল। সামুরা (রা) বলেন, তখন আমাদের উভয়ের একজন অপরজনকে বলল, চল আমরা মসজিদে যাই। কেননা এই সূর্য গ্রহণে রাসূল (সা)-এর উম্মতের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে। (রাসূল (সা) এ উপলক্ষে হয় কিছু করবেন বা বলবেন) সামুরা (রা) বলেন, তখন আমরা মসজিদে গেলাম। তখন রাসূল (সা) বেরিয়ে এসেছেন। যখন রাসূল (সা) মানুষদের কাছে বেরোলেন তখনই আমরা তাঁর নিকট পৌছালাম। তিনি তখন সামনে গিয়ে সালাতে দাঁড়ালেন। তিনি আমাদেরকে নিয়ে এমন দীর্ঘ সালাতে দাঁড়ালেন যে, এত দীর্ঘ সালাত ইতিপূর্বে আর কখনো দাঁড়ান নি। তবে আমরা তাঁর কাছ থেকে কোন প্রকার তিলাওয়াত (কিরাআত) শ্রবণ করিনি। এরপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে এত দীর্ঘ রুকু করলেন যে, ইতিপূর্বে এত দীর্ঘ রুকু আর কখনো করেন নি। তবে আমরা রুকুতে গিয়ে তাঁর থেকে কোন প্রকার শব্দ শুনি নি। এরপর তিনি দ্বিতীয় রাক্'আতে অনুরূপ করলেন। রাসূল (সা) দ্বিতীয় রাক্'আতের বৈঠকে থাকতে সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল।

হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী যুহাইর বলেন, আমার মনে হচ্ছে সামুরা (রা) বললেন যে, এরপর রাসূল (সা) আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সাক্ষ্য পেশ করলেন যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। অতঃপর বললেন, হে উপস্থিত জনতা! আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে (আল্লাহর নামে) তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি, তোমাদের জানা মতে আমি আমার প্রতিপালক (রব)-এর রিসালাতের দায়িত্ব সম্পাদনে কি কোন প্রকার কমতি, ত্রুটি করেছি? যদি করে থাকি তাহলে তোমরা আমাকে তা বল। আর যদি তোমরা জান যে, আমি আমার প্রতিপালকের রিসালাত-এর প্রচারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছি, তাহলে তোমরা আমাকে তাও বল। বর্ণনাকারী বলেন- সমবেত জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে অনেক লোক দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি "আপনি আপনার প্রতিপালক মহান আল্লাহ্র রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন।" আপনার উম্মতকে আপনি নসীহত করেছেন এবং আপনার করার যে দায়িত্ব ছিল তা আপনি পালন করেছেন।" একথা বলে জনতা চুপ করলেন।

অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা ধারণা করে যে, চন্দ্র গ্রহণ, সূর্যগ্রহণ এবং তারকারাজির কক্ষপথ হতে বিচ্যুতি ঘটে পৃথিবীর কোন কোন সম্মানিত মানুষের মৃত্যুর কারণে। আসলে এ ব্যাপারে তাঁরা মিথ্যা বলে। এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী থেকে কিছু নিদর্শন মাত্র। যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাগণকে পরীক্ষা করেন। তিনি দেখেন যে, তাঁর কোন্ বান্দাহ্ তওবাহ্ করে। মহান আল্লাহর শপথ! সালাত শুরু করার পরে সে সবকিছু প্রত্যক্ষ করেছি, তোমরা তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সেগুলির সম্মুখীন হবে। নিশ্চয়ই ততক্ষণ পর্যন্ত মহাপ্রলয় (কিয়ামত) সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না ৩০ (ত্রিশ) জন মিথ্যাবাদী পৃথিবীতে আগমন করবে। এ ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর সর্বশেষ ব্যক্তি হবে কানা দাজ্জাল, যার বামচক্ষু অন্ধ থাকবে। ঠিক যেন আবূ তিহ্ইয়ার চোখের মত। আবূ তিহ্ইয়া একজন আনসারী সাহাবী (যার বাম চোখ নষ্ট ছিল), সে সময় তিনি রাসূল (সা) আয়েশার বাড়ির সামনে (মসজিদের মধ্যে) বসেছিলেন। দাজ্জাল যখন বের হবে তখন সে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করবে। (না'উযু বিল্লাহি মিন যালিক)

যে তার উপর ঈমান আনবে, তাকে সত্য বলে স্বীকার করবে, তার আনুগত্য করবে তার পূর্ববর্তী নেক আমল (পুণ্যের কাজ) তাকে নাজাত দিতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি তাকে অস্বীকার করবে, তাকে মিথ্যুক বলবে, তার আমলের দ্বারা সে শাস্তি প্রাপ্ত হবে না। (অন্য বর্ণনায় আছে, অতীতের আমল দ্বারা সে শাস্তি প্রাপ্ত হবে না।) সে হারাম শরীফ ও বাইতুল মুকাদ্দাস ছাড়া সারা পৃথিবীর সর্বত্র প্রকাশ পাবে। সে মু'মিনদেরকে বাইতুল মুকাদ্দাসে বন্দী করবে। এতে মু'মিনগণ চরমভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়বে। এরপর আল্লাহ তাকে এবং তার বাহিনীকে ধ্বংস (নিশ্চিহ্ন) করবেন। এমনকি দালানের গোড়া (হাদীসের অন্যতম বর্ণনকারী হাসান আল্-আস্ইয়াব বলেন- গাছের গোড়া) থেকে এ আওয়ায আসবে অথবা বলবে, "হে মু'মিন" অথবা বলবে "হে মুসলিম" এটা একটা ইহুদী অথবা এটা একটা কাফির; এগিয়ে আস এবং একে হত্যা কর। তিনি বলেন, এটা ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না

এর পূর্বে তোমরা অনেক কিছু দেখবে, যেগুলি তোমাদের মন খুব কঠিন ও ভীতিকর মনে হবে এবং তোমরা পরস্পর জিজ্ঞাসা করবে যে, তোমাদের নবী (সা) কি তোমাদের এসব বিষয়ের ব্যাপারে কোন আলোচনা করেছিলেন ? পাহাড় পর্বতগুলো তাদের অবস্থান থেকে ঢলে পড়বে। এরপর কিয়ামত (মহাপ্রলয়) অনুষ্ঠিত হবে।

বর্ণনাকারী সা'লাবা বলেন– এরপর আমি সামুরা ইবনে জুনদুব (রা)-এর অন্য একটি খুতবায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি সে খুতবাতেও এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তিনি একটি শব্দও আগ-পিছ করলেন না।

[মুসনাদে আবূ ইয়ালা, সুনান আল-বাইহাকী, সহীহ্ ইবনে খুযাইমা, মু'জামে তাবারানী, সুনান চতুষ্টয়ে হাদীসখানি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত আছে।) ইমাম তিরমিযী হাদীসখানিকে হাসান ও সহীহ্ বলেছেন।]

(١٦٩١) عَنْ أَبِى بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً (٣) حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (١) فَجُلِّىَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَلاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ، قَالَ وَكَانَ أَبْنُهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَاتَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَنْهُمَا مَا بِكُمْ (٢) –

(১৬৯১) আবূ বাকরাহ্ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর যুগে সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। তিনি তাঁর পরণের কাপড় টানতে টানতে তাড়াহুড়া করে মসজিদে গমন করলেন। লোকজনও (সাহাবীগণ) মসজিদে একত্রিত হলেন। অতঃপর রাসূল (সা) দু'রাক্'আত সালাত আদায় করলেন। এ সময় সূর্যগ্রহণ কেটে গেল। এরপর রাসূল (সা) আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বললেন, নিশ্চয়ই চন্দ্র-সূর্য হচ্ছে আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ হতে দু'টি নিদর্শন মাত্র। এ চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন, চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ কারো মৃত্যুর কারণে হয় না। বর্ণনাকারী বলেন, (ঐদিন) রাসূল (সা)-এর পুত্র ইব্রাহীম মৃত্যুবরণ করেন। রাসূল (সা) বলেন, তোমরা যখনই চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ লাগতে দেখবে তখনই সালাত আদায় করবে এবং আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা দূরীভূত না হবে। [সহীহুল বুখারী, সুনান আন্-নাসায়ী, ও অন্যান্য গ্রন্থাদি।]

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যতক্ষণ চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ থাকবে ততক্ষণই সালাতে রত থাকা উচিত। একান্ত কোন কারণে সালাত শেষ করে ফেললেও চন্দ্র বা সূর্যের অন্ধকার দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত দু'আ-দরূদ পড়ে সময়টি অতিবাহিত করা উচিত।

(١٦٩٢) عَنْ قَبِيْصَةَ (٣) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيْهِمَا الْقِرَاءَةَ ، فَانْجَلَتْ ، فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلاَةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ –

(১৬৯২) কাবীছাহ্ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা সূর্যগ্রহণ লাগলে রাসূল (সা) তাঁর হুজরাহ্ থেকে বের হয়ে মসজিদে এসে দু'রাক'আত সালাত সুদীর্ঘ কিরাআত পাঠের মাধ্যমে আদায় করলেন। এ দু'রাক'আত সালাত আদায় করতে করতেই সূর্যটি পরিষ্কার হয়ে গেল। এরপর রাসূল (সা) বললেন, নিশ্চয়ই চন্দ্র-সূর্য হচ্ছে আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ হতে দু'টি নিদর্শন মাত্র। এ চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহ্দেরকে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন। তোমরা যখন চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ লাগতে দেখবে তখন তোমরা সর্বশেষে যে ফরয সালাত আদায় করেছ, তদ্রূপ সালাত আদায় করবে। [সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদসটি সহীহ্।]

(٤) فَصْل مِنْه فِيمَنْ صَلاَّهَا رَكْعَتَيْنِ رَكعتين حَتَّى انْجَلَتْ

(চার) পরিচ্ছদ ঃ যে ব্যক্তি চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সালাত দু'রাক'আত দু'রাক'আত করে চন্দ্র বা সূর্য পরিষ্কার হওয়া সালাত পর্যন্ত আদায় করতে থাকেন

(١٦٩٣) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ (١) ثُمَّ يَسْأَلُ ، ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْأَلُ، حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ أَوْيَزْعُمُوْنَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ إِذَا انْكَسَفَ وَاحِدُ مِنْهُمَا فَإِنَّمَا يَنْكَسِفُ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَإِنَّ ذَاكَ لَيْسَ كَذٰلِكَ ، وَلٰكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ ، فَإِذَا تَجَلَّى (٢) اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ -

(১৬৯৩) নু'মান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর যুগে সূর্যগ্রহণ লাগলে তিনি দু'রাক্'আত সালাত আদায় করে জানতে চাইলেন (সূর্যগ্রহণ কেটেছে কিনা) পুনরায় দু'রাক্'আত সালাত আদায় করে জানতে চাইলেন। সূর্যগ্রহণ কেটে যাওয়া পর্যন্ত এভাবে করলেন।

বর্ণনাকারী বলেন– রাসূল (সা) বলেছেন, জাহেলী যুগের লোকেরা বলত বা ধারণা করত, নিশ্চয়ই পৃথিবীর সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের কারো মৃত্যুর কারণেই এ চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ লেগে থাকে। কিন্তু তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। বরং চন্দ্র ও সূর্য মহান আল্লাহ্‌র দু'টি সৃষ্টি মাত্র। (রাবী বলেন) আল্লাহ যখন তাঁর সৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হন তখন সে সৃষ্টি এতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে।

[সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, সুনানে ইবনে মাজাহ্, মুস্তাদরাকে হাকিম। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।]

(٥) بَابُ مَنْ رَوٰى أَنَّهَا رَكْعَتَانِ ...... رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ

(চার) যিনি বলেন চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের সালাত দু'রাক্'আত এবং প্রতি রাক'আতে দু'টি করে রুকু রয়েছে এ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(١٦٩٤) عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ جَاءَتْنِي يَهُوْدِيَّةٌ تَسْأَلُنِي (١) فَقَالَتْ أَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ^ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنُعَذَّبُ فِي الْقُبُوْرِ ؟ قَالَ عَائِذٌ بِاللّٰهِ (١) فَرَكِبَ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجْتُ فَكُنْتُ بَيْنَ الْحُجْرِ (٢) مَعَ النِّسْوَةِ فَجَاءَ النَّبِيُّ مِنْ مَرْكَبِهِ (٣) فَأَتَى مُصَلاَّهُ فَصَلَّى النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ (٤) ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ (٥) ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ (٦) ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ (١) ثُمَّ قَامَ أَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ أَيْسَرَ مِنْ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ قَامَ أَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ أَيْسَرَ مِنْ رُكُوْعِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ أَيْسَرَ مِنْ سُجُوْدِهِ الْأَوَّلِ ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (٢) فَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ إِنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ (٣) كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، قَالَتْ فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (٤) -

(১৬৯৪) 'আমরাহ্ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-কে বলতে শুনেছি, এক ইহুদী নারী এসে আমার কাছে কিছু যাচ্ঞা করল এবং বলল, মহান আল্লাহ্ তোমাকে কবরের আযাব থেকে নাজাত দান করুন। (মহিলা চলে যাবার পর) রাসূল (সা) আমার কাছে আগমন করলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমাদেরকে কি কবরে শাস্তি পেতে হবে ? রাসূল (সা) বললেন, আমি মহান আল্লাহ্র কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই! এরপর রাসূল (সা) বাহনে আরোহণ করে বেরিয়ে গেলেন। এমন সময় সূর্যগ্রহণ শুরু হল। আমি তখন বাহিরে আসলাম এবং মহিলাদের সাথে (মসজিদ সংলগ্ন) ঘরগুলোর মাঝে অবস্থান করলাম। অতঃপর রাসূল (সা) তাঁর বাহন থেকে ফিরে আসলেন। এসে তিনি তাঁর সালাতের স্থানে গিয়ে (সালাতে) দাঁড়ালেন এবং উপস্থিত লোকজন তাঁর পিছনে সালাতে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর সালাতে সুদীর্ঘ কিয়াম করলেন, অতঃপর রুকুতে গিয়েও তিনি লম্বা রুকু করলেন। রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে (সিজদাতে না গিয়ে) পুনরায় সুদীর্ঘ কিয়াম করে রুকুতে গেলেন এবং দীর্ঘতর রুকু করলেন। এ রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হলেন এবং পুনরায় দীর্ঘ কিয়াম করে সিজদায় গেলেন এবং সুদীর্ঘ সিজদাহ্ করলেন। এরপর সিজদাহ থেকে উঠে তিনি দ্বিতীয় রাক্'আতে পূর্বের তুলনায় কম সময় কিয়াম করলেন। এরপর পূর্বের তুলনায় কম সময় ধরে রুকু করলেন। আবার রুকু থেকে দাঁড়িয়ে পূর্ব রাক্'আতের তুলনায় কম সময় কিয়াম করে পুনরায় রুকুতে গিয়ে পূর্ব রাক্'আতের তুলনায় কম সময় রুকুতে রত ছিলেন। এরপর সিজদাতে গিয়েও প্রথম রাক্'আতের তুলনায় কম সময় সিজদায় রত ছিলেন। তাঁর এ সালাতে সর্বমোট চারটি রুকু ও চারটি সিজদাহ্ ছিল। ইত্যবসরে সূর্যের আলো ফিরে আসলো। এরপর তিনি বললেন, তোমাদেরকে কবরে দাজ্জালের পরীক্ষার মত কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। আয়েশা (রা) বলেন, একথা বলার পর আমি তাঁকে কবরের আযাব থেকে মহান আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

[সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, মুয়াত্তা মালিক, সুনান আন্-নাসায়ী ও অন্যান্য হাদীসের সংকলন।]

(١٦٩٥) عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ (١) فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسَ وَرَاءَهُ فَكَبَّرَ وَأَقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً، ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (٢) فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ، فَاقْتَرَا اقرَاءَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً هُوَ أَدنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ سَمِعِ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ (٣) ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللّٰهِ عزَّ وَجَلَّ (٤) بِمَا هُوَأَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّمَاهُمَا أٰيَتَانِ مِنْ أيَاتِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ لاَيَنْخَسِفَانِ لِمَوْتَ أَحدٍ وَلاَ لِحيَاتِه ، فَإِذَا أَيْتُوْهُمَا فَافْزَعُوا (٥) لِلصَّلَاةِ ، وَكَانَ كَثِيْرُ (٦) بْنُ عبَّاسٍ يُحدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰه بْنَ عَبَاسٍ كَانَ يَحَدَّثُ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ مَاحَدَّثَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ زوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ (٧) فَإِنَّ أَخكَ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ بِالْمَدِيْنَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَقَالَ أَجَلْ (١) إِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ -

(১৬৯৫) ইবনে শিহাব আল যুহরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে উরওয়াহ ইবনুয্ যুবাইর এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী পত্নী (উম্মুল মু'মিনীন) আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (সা)-এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ

লেগেছিল। তখন তিনি মসজিদে গিয়ে সালাতে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর তাহ্‌রীমা বললেন। উপস্থিত লোকজনও তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে তাকবীর বললেন, (সালাত শুরু করলেন) (রাসূল (সা) দাঁড়িয়ে সুদীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি তাকবীর বলে রুকুতে গিয়ে সুদীর্ঘ রুকু করলেন। এরপর তিনি "সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলে রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সিজদায় না গিয়ে পুনরায় দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। তবে এ কিরাআত ছিল পূর্বের তুলনায় কম লম্বা। এরপর তাকবীর বলে রুকুতে গেলেন এবং দীর্ঘ রুকু করলেন। তবে এই রুকু পূর্বের রুকুর তুলনায় হ্রস্বতর ছিল। এরপর "সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ্" 'রাব্বানা লাকাল হামদ্' বললেন। (রুকু থেকে দাঁড়ালেন)। অতঃপর সিজদা করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে অনুরূপ করলেন। চারটি রুকু ও চারটি সিজদা পূর্ণ করলেন। রাসূল (সা) তাঁর সালাত শেষ না করতেই সূর্যের অন্ধকার কেটে গেল। এরপর তিনি (খুতবার উদ্দেশ্যে) দণ্ডায়মান হয়ে মহান আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা ও গুণগান করে বললেন, নিশ্চয়ই চন্দ্র-সূর্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে থেকে দু'টি নিদর্শন মাত্র। এ সব চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুর কারণে সংঘটিত হয় না। যখনই তোমরা এভাবে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ লাগতে দেখবে তখনই সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে একত্রিত হবে।"

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাসের ভ্রাতা কাসীর ইবনে আব্বাস ইবনে মুত্তালিব এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর ভ্রাতা 'আব্দুল্লাহ্ রাসূল (সা)-এর সূর্যগ্রহণের সালাত আদায়ের পদ্ধতি সেরূপ বর্ণনা করেছেন, যেরূপ বর্ণনা করেছেন উরওয়াহ্ ইবনুয্ যুবাইর (রা) (তাঁর খালা) আয়েশা (রা) হতে। ইবনে শিহাব আল্-যুহরী (রা) বলেন, আমি উরওয়াহ্ ইবনুয্ যুবাইর (রা)-কে বললাম, আপনার ভ্রাতা 'আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) তো মদীনায় সূর্যগ্রহণের সালাত ফজরের সালাতের ন্যায় দু'রাক্'আত আদায় করেছেন। উরওয়াহ ইবনুয্ যুবাইর (রা) বলেন, হ্যাঁ। তবে তিনি এক্ষেত্রে রাসূল (সা)-এর সুন্নাত অনুসরণ করতে পারেন নি।

[সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম (একত্রে), সুনান আন্-নাসায়ী, সুনান আল্-বাইহাকী, সুনান চতুষ্টয় ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী।]

(١٦٩٦) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْكُسُوفِ قَالَتْ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ (٢) فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ دَنَتْ مِنِّى الْجَنَّةُ حَتَّى لَوِ اجْتَرَأْتُ لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا ، وَدَنَتْ مِنِّى النَّارُ حَتَّى قُلْتُ يَارَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ (١) وَإِذَا امْرَأَةٌ تَخْدِشُهَاهِرَّةٌ ، قُلْتُ مَاشَأْنُ هٰذِهِ؟ قِيْلَ لِى حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ لاَ هِىَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِىَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) (٢) قَالَتِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ فَصَلَّى فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ فَعَلَ فِى الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ (الْحَدِيْثَ بِنَحْوِمَاتَقَدَّمَ) -

(১৬৯৬) আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সূর্যগ্রহণের সালাত আদায় করেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে কিয়াম করলেন (দাঁড়িয়ে কুরআন পড়লেন)। এরপর রুকুতে গিয়েও দীর্ঘ সময় (রুকুতে) অবস্থান করলেন। এরপর রুকু থেকে দাঁড়িয়ে (সিজদাতে না গিয়ে) দীর্ঘ কিয়াম করলেন। অতঃপর রুকুতে গিয়ে সুদীর্ঘ রুকু করলেন। রুকু থেকে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়ালেন। এরপর সিজদাতে গিয়েও দীর্ঘ সিজদাহ্

করলেন। এরপর উঠে (দ্বিতীয়) সিজদাহ্ করলেন এবং দীর্ঘ সময় সিজদাহ্রত থাকলেন। এরপর (দ্বিতীয় রাক্'আতে) দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কিয়াম করলেন। এরপর রুকুতে গেলেন এবং রুকুতে দীর্ঘ সময় অবস্থান করলেন। এরপর রুকু থেকে দাঁড়িয়ে আবার দীর্ঘ কিয়াম করলেন। অতঃপর রুকুতে গিয়ে দীর্ঘ রুকু করলেন। রুকু থেকে দাঁড়ালেন এরপর সিজদা করলেন এবং সিজদা দীর্ঘায়িত করলেন। অতঃপর উঠলেন। এরপর (দ্বিতীয়) সিজদাহ্ করলেন এবং দীর্ঘ সময় সিজদাহ্ রত অবস্থায় থাকলেন। অতঃপর তিনি সালাত শেষ করে বললেন, জান্নাত আমার নিকটবর্তী হয়েছিল, আমি সাহস করলে (ইচ্ছা করলে) তোমাদের জন্য জান্নাতের ফলের গুচ্ছ থেকে ফল নিয়ে আসতে পারতাম। অনুরূপ জাহান্নামও আমার নিকটবর্তী হলো। এমনকি আমি বললাম, "হে মহান প্রতিপালক! আমি তো এদের মধ্যে রয়েছি (আপনি এদেরকে আযাব দিবেন কিভাবে) "আমি দেখলাম একজন মহিলাকে একটি বিড়াল নখর দ্বারা আঁচড় দিচ্ছে। আমি বললাম, এই মহিলার বিষয়টি কি? আমাকে বলা হল, এ মহিলা এ বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল যাতে বিড়ালটি মারা গিয়েছিল। একে কোন প্রকার খাদ্য দেয় নি, এমনকি বাহিরে গিয়ে কিছু খাবে এ জন্য সে বিড়ালটিকে ছেড়েও দেয় নি।

বর্ণনাকারীণী আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হতে অন্য সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ লাগলে তিনি সালাতে দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন, অতঃপর রুকুতে গিয়েও দীর্ঘ রুকু করলেন। এরপর রুকু থেকে দাঁড়িয়ে (সিজদাতে না গিয়ে) দীর্ঘ কিয়াম করে দ্বিতীয়বার রুকুতে গিয়েও দীর্ঘ রুকু করলেন। এরপর রুকু থেকে উঠেও দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর তিনি দু'টি সিজদাহ্ করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক্'আতে অনুরূপ করলেন।

[সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, সুনানে ইবনে মাজাহ্।]

(١٦٩٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَقَرَأَ سُورَةً طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ وَرَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (٣) وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ فِى رَكْعَتَيْنِ -

(১৬৯৭) 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা সূর্যগ্রহণ লাগলে রাসূল (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ সালাতে দাঁড়িয়ে সুদীর্ঘ সূরা তিলাওয়াত পূর্বক রুকু করলেন। এরপর রুকু থেকে দাঁড়িয়ে (সিজদাহ্তে না গিয়ে) কিরাআত পাঠ করলেন এবং (একই রাক্'আতে দ্বিতীয়বার) রুকু করে অতঃপর যথারীতি দু'টি সিজদাহ্ করলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং কুরআন পাঠ করলেন, রুকু করলেন অতঃপর তিনি দু'রাক্'আতে চারটি রুকু ও চারটি সিজদাহ্ করলেন। [সুনান আন্-নাসায়ী।) এ হাদীসখানির সনদ উত্তম।]

(١٦٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِى ابْنَ عِيسَى قَالَ أَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ (٤) فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ (١) فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَالَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ (٢) ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا (٣) ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ (٤) ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ (٥) ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ (٦) قَالَ أَبِى وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا دُونَ الْقِيَامِ

الأوَّلِ (٧) ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الأوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيلاَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيْثِ إِسْحَاقَ (٨) ثُمَّ أُنْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَايَخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَأذْكُرُوا اللّٰهَ ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِى مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ (١) فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ الجَنَّةَ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا (٢) وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا (٣) وَرَأَيْتُ النَارَ فَلَمْ أَرَكَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ (١) وَرَأَيتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ (٢) قَالُو لِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ بِكُفْرِهِنَّ ، قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ ؟ قَالَ يَكْفُرْنَ الْمَشِيْرَ (٣) وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلاَ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ –

(১৬৯৮) ‘আব্দুল্লাহ্ ইবনে ‘আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা)-এর যুগে চন্দ্র গ্রহণ লাগলে, রাসূল (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ সালাত আদায় করলেন। এ সালাতে তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন, সূরা আল্-বাক্বারার দৈর্ঘের মত দীর্ঘ রুকু করলেন অতঃপর রুকু থেকে উঠে পুনরায় কিয়াম করলেন। তবে এ কিয়াম ছিল পূর্ববর্তী কিয়াম অপেক্ষা কম দীর্ঘ। এরপর (প্রথম রাকা'আতে দ্বিতীয়বার) দীর্ঘ রুকু করলেন, তবে এ প্রথম রুকু অপেক্ষা কম দীর্ঘ করলেন। এরপর সিজদাহ্ করলেন। অতঃপর দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন, তবে এ কিয়াম প্রথম রুকু অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল।

ইমাম আহমদ বলেন, আমি হাদীসটি আমার শাইখ আব্দুর রহমান-এর নিকট নিম্নরূপ পাঠ করেছি ঃ রাসূল (সা) সিজদা হতে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকা‘আতের কিয়াম করলেন, তবে দ্বিতীয় রাক্‘আতের কিয়ামের দীর্ঘতা ছিল প্রথম রাক্‘আতের তুলনায় কম। কিয়ামের পর তিনি রুকু আদায় করলেন। তবে তাঁর এ রুকু'র দীর্ঘতা প্রথম রুকু'র দীর্ঘতা হতে কম ছিল। এরপর রুকু থেকে দাঁড়িয়ে তিনি আবার কিয়াম করলেন, তাঁর এ কিয়ামের দীর্ঘতা প্রথম কিয়ামের দীর্ঘতা অপেক্ষা কম ছিল। এরপর তিনি পুনরায় (একই রাক্‘আতে দ্বিতীয়বার) রুকু করলেন, তবে এ রুকু'র দীর্ঘতা পূর্বেকার রুকু অপেক্ষা কম ছিল।

অতঃপর সিজদাহ্ করলেন। অতঃপর সালাত শেষ করলেন।

ইমাম আহমদ বলেন, এরপর পূর্বের রেওয়ায়েত নিম্নরূপ ঃ অতঃপর রাসূল (সা) সালাত শেষ করলেন। ইত্যবসরে সূর্যের আঁধার দূরীভূত হল। তখন রাসূল (সা) বললেন, নিশ্চয়ই চন্দ্র এবং সূর্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। এ চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্ম বা মৃত্যুর কারণে সংঘটিত হয় না। আর তোমরা যখন চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ লাগতে দেখবে, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমরা দেখতে পেলাম, আপনি আপনার স্থানে থেকেই কিছু একটা হাত দিয়ে ধরলেন। অতঃপর আমরা দেখলাম আপনি পিছিয়ে আসছেন। রাসূল (সা) বললেন, আমি জান্নাত দেখলাম এবং জান্নাতের ফলের থোকা হাত দিয়ে ধরেছিলাম। আমি যদি সে ফল নিয়ে আসতাম তাহলে তোমরা যতদিন পৃথিবী টিকে থাকত ততদিন সে ফল খেতে পারতে এবং আমি জাহান্নাম দেখলাম, (জাহান্নামের মত) এত বিভৎস দৃশ্য ইতিপূর্বে কখনো আমি দেখি নি। এবং আমি দেখলাম অধিকাংশ জাহান্নামীই মহিলা। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! এর কারণ কি? রাসূল (সা) বললেন, তাদের অকৃতজ্ঞতা। তাঁরা বললেন, তারা কি আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃতজ্ঞ? রাসূল (সা) বললেন, তারা তাদের স্বামীদের বা সাথীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং তারা উপকার, সদ্ব্যবহার করতে অস্বীকার করে।

তোমরা যদি যুগ যুগ ধরে তাদের কল্যাণ-উপকার কর অবশেষে তোমার পক্ষ থেকে একটি মাত্র অপছন্দনীয় কাজ দেখে, তাহলে সে তোমাকে বলবে তোমার কাছ থেকে জীবনে কখনো ভাল কিছু পাই নি।

[সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, মুয়াত্তা মালিক, সুনান চতুষ্টয়।]

(١٦٩٩) عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِى عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَبِالْمَدِينَةِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فَخَرَجَ عُثْمَانُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ تِلْكَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ عُثْمَانُ فَدَخَلَ دَارَهُ وَجَلَسَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَجَلَسْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدْ أَصَابَهُمَا (١) فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِى تَحْذَرُونَ (٢) كَانَتْ وَأَنْتُمْ عَلَى غَيْرِ ، غَفْلَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كُنْتُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْرًا وَاكْتَسَبْتُمُوهُ (١) -

(১৬৯৯) আবূ শুরাইহ্ আল্-খুযায়ী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উসমান (রা)-এর যুগে সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। এ সময় আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ (রা) মদীনায় অবস্থান করছিলেন। বর্ণনাকারী খুযায়ী (রা) বলেন, উসমান (রা) গৃহ থেকে বের হলেন এবং লোকজন নিয়ে প্রতি রাক্'আতে দু'টি রুকু এবং দু'টি সিজদাহ্ সহকারে দু'রাক্'আত সূর্যগ্রহণের সালাত আদায় করলেন। সালাত আদায় শেষে 'উসমান (রা) স্বগৃহে প্রবিষ্ট হলেন। আর আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদে (রা) আয়েশা (রা)-এর হুজরার (কক্ষ) কাছাকাছি বসলেন। আমরাও তাঁর কাছে উপবিষ্ট হলাম, অতঃপর তিনি বললেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে সূর্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণ লাগলে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন। অতএব, তোমরা যদি চন্দ্র কিংবা সূর্যগ্রহণ লাগতে দেখ, তাহলে তোমরা জলদি করে সালাত আদায়ে বেরিয়ে পড়বে। কেননা, তোমরা যার ভয় পাচ্ছ সেই কিয়ামত যদি সংঘটিত হয়, তাহলে (তোমাদের ইবাদতের অবস্থায় কিয়ামত হলো) তোমাদের অসতর্কতা বা গাফলতির মধ্যে কিয়ামত হলো না। আর যদি কিয়ামত সংঘটিত না হয় তাহলে তোমরা (তোমাদের সালাতের মাধ্যমে) কল্যাণ প্রাপ্ত হলে এবং তা অর্জন করলে। (সুনানে বাইহাকী)

[হাইছুমী বলেন, ইমাম আহমদ, আবূ ইয়ালা, ইমাম ত্বাবারানী, বায্যার প্রমুখ সংকলন করেছেন। হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সকলই নির্ভরযোগ্য।]

(١٧٠٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِى يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ (٢) ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ (٣) ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ جَعَلَ يَتَقَدَّمُ (٤) ثُمَّ جَعَلَ يَتَأَخَّرُ ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (٥) وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ عُرِضَ عَلَىَّ كُلُّ شَىْءٍ تُوعَدُونَهُ (٦) فَعُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخَذْتُهُ أَوْقَالَ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا فَقَصُرَتْ يَدِى عَنْهُ (٧) شَكَّ هِشَامٌ (أَحَدُ الرُّوَاةِ) وَعُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَتَأَخَّرُ رَهْبَةَ أَنْ تَغْشَاكُمْ فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً تُعَذَّبُ فِى هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا ، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ

خَشَاشِ الْأَرْضِ ، وَرَأَيْتَ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ (١) يَجُرُّ قُصْبَهُ فِى النَّارِ ، وَإِنَّهُمَا أَيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يُرِ يْكُمُوْهَا ، فَإِذَا خَسَفَتْ فَصَلُّوا حَتّٰى تَنْجَلِى -

(১৭০০) জাবির ইবনে 'আব্দুল্লাহ্ আল্-আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অত্যন্ত গরমের দিনে রাসূল (সা)-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। তখন রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি এ সালাতে দাঁড়িয়ে এত দীর্ঘ কিয়াম করতেছিলেন যে, কেউ কেউ (কিয়ামের দীর্ঘতার কারণে) দাঁড়ানো থেকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলেন। এরপর রুকু করতে গিয়েও দীর্ঘ রুকু আদায় করলেন। এরপর রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। পুনরায় রুকুতে গিয়েও দীর্ঘ সময় অবস্থান করলেন। এরপর রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন, এরপর দু'টি সিজদা আদায় করলেন। এভাবে দ্বিতীয় রাক্'আতও অনুরূপ করলেন। এরপর তিনি সামনে এগোতে লাগলেন, এরপর তিনি পিছিয়ে আসতে লাগলেন। এ দু'রাক্'আত সালাতে চারটি রুকু ও চারটি সিজদা ছিল। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, তোমাদের সাথে ওয়াদাকৃত সব বস্তুকেই আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। এমনকি আমার সামনে জান্নাত পেশ করা হয়েছিল। আর আমি যদি জান্নাতি ফলের কাঁদি/ছড়া গ্রহণ করতে চাইতাম, তাহলে আমি তা ধরতে পারতাম। অথবা তিনি বলেছেন, (বর্ণনাকারী হিশাম সন্দেহ পোষণ করেছেন) আমি জান্নাতি ফলের ছড়া সংগ্রহ করতে উদ্যত হলে আমার হস্ত তা থেকে সংকুচিত হয়ে আসল। অনুরূপ, জাহান্নামকে আমার সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। এ ভয়ে জাহান্নাম থেকে পিছিয়ে আসছিলাম যে, না জানি এ জাহান্নামের অগ্নি তোমাদের গ্রাস করে, আমি জাহান্নামে দীর্ঘদেহিনী কালো বর্ণের এক হিময়ার গোত্রীয় মহিলাকে দেখতে পেলাম, যাকে তার একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হচ্ছে। এ মহিলাটি বিড়ালটিকে বেঁধে রাখত। অথচ একে খাদ্য ও পানীয় দিত না। তাকে ছেড়েও দেয় নি যে, সে ভূপৃষ্ঠের পোকামাকড় শিকার করে খাবে এবং আমি (চোর) আবূ ছুমামা আমর বিন মালিককে জাহান্নামে দেখতে পেলাম, যে তার নাড়ি-ভুঁড়ি জাহান্নামে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। চন্দ্র ও সূর্য হচ্ছে আল্লাহ্র অসংখ্য নিদর্শন থেকে দু'টি নিদর্শন মাত্র। যা তোমাদেরকে প্রত্যক্ষ করানো হয়। অতএব, যখনই চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ ঘটবে তখন তোমরা সালাত আদায় করবে, তা কেটে যাওয়া পর্যন্ত। [সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, সুনান আল্-বাইহাকী।]

(٥) بَابُ مَنْ رَوَى اَنَّهَا رَكْعَتَانِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رُكُوْعَاتٍ -

(পাঁচ) পরিচ্ছেদ ঃ সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণের সালাত দু'রাকা'আত এবং প্রতি রাকা'আতে তিন তিনটি করে রুকু দেওয়ার বর্ণনা

(١٧٠١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْمَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّيَّ بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ رَكَاعَاتٍ فِى أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَحْوًا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَدُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْحَدَرَ لِلسُّجُودِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لَيْسَ فِيْهَا رَكْعَةٌ الا الَّتِى قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنْ الَّتِى بَعْدَهَا ، إلا أَنْ رُكُوْعَهُ نَحْوٌ مِنْ قِيَامِهِ (١) ثُمَّ تَأَخَرفِى صَلَاتِهِ وَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوْفُ مَعَهُ

وَتَقَدَّمَتِ الصُّفُوفُ فَقَضَى الصَّلَاةَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ (٢) ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَامَ فِى مَقَامِهِ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ تُوْعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِى صَلَاتِى هٰذِهِ ، وَلَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ فَذٰلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِى تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِى مِنْ لَفْحِهَا حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ ، وَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِى النَّارِ ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فَطِنَ بِهِ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِى ، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ ، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْحِ=رَّةِ الَّتِى رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ، وَجِيءَ بِالْجَنَّةِ فَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِى تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِى مَقَامِى فَمَدَدْتُ يَدِى وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ ، ثُمَّ بَدَا لِى أَنْ لَا أَفْعَلَ –

(১৭০১) জাবির ইবনে 'আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর যুগে (একবার) সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। সে দিন ছিল যেদিন রাসূল (সা)-এর পুত্র ইব্রাহীম ইন্তেকাল করেন। লোকজন বলাবলি শুরু করলো যে, নবী-পুত্র ইব্রাহিমের মৃত্যুর কারণেই এ সূর্যগ্রহণ লেগেছে। তখন রাসূল (সা) ৪টি সিজদাহ্ ও ৬টি রুকু'তে সালাত আদায় করলেন। রাসূল (সা) তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলে সালাতে দাঁড়ালেন এবং কিরাআত পাঠ করলেন এবং কিরাআত দীর্ঘায়িত করলেন। এরপর রুকু করলেন, যতক্ষণ দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়েছিলেন প্রায় ততক্ষণ। অতঃপর মাথা তুলে (দাঁড়িয়ে) আবার কিরাআত পাঠ করলেন প্রথম কিরাআত থেকে কম। এরপর রুকু করলেন, প্রায় ততক্ষণ যতক্ষণ তিনি কিয়াম করেছিলেন এবং রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে কিয়াম করেছিলেন। কিরাআত পাঠ করলেন। দ্বিতীয়বারের কিরাআত থেকে কম, প্রায় যতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন ততক্ষণ। এরপর মাথা তুলে সিজদায় গেলেন এবং দু'টি সিজদাহ্ করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে সিজদা করার পূর্বে তিন তিনটি রুকু করলেন। প্রত্যেকটি রুকুই পূর্ববর্তী রুকু থেকে কম দীর্ঘ ছিল। আর রুকুগুলো প্রায় কিয়ামের মত দীর্ঘ ছিল। এরপর রাসূল (সা) সালাতে রত থেকেই পিছিয়ে গেলেন তাঁর সাথে সাথে (মুক্তাদিগণের) কাতারগুলিও সমানভাবে পিছিয়ে গেল। এরপর রাসূল (সা) আবার সামনে এগিয়ে এসে পূর্বের স্থানে দাঁড়ালেন এবং তাঁর পিছনের কাতারগুলিও সামনে এগিয়ে এল। এরপর সালাত শেষ করলেন। ইতিমধ্যেই সূর্য উঠে গিয়েছিল। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, নিশ্চয়ই চন্দ্র-সূর্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। এ চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ কোন ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর কারণে ঘটে না। তোমরা চন্দ্র কিংবা সূর্যগ্রহণ লাগতে দেখলে তা আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে থাকবে। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, অদ্যকার এ সালাতে আমার এমন কিছু দেখা বাকী নেই যা সম্পর্কে তোমরা প্রতিশ্রুত। এ সালাতে আমার কাছে জাহান্নামকে নিয়ে আসা হলে, তখনই তোমরা আমাকে পিছিয়ে আসতে দেখেছিলে। জাহান্নামের অগ্নিবাতাস আমার গাত্রে স্পর্শ করবে এ ভয়ে আমি পিছিয়ে গিয়েছিলাম। এমনকি আমি বললাম, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো এদের মধ্যে উপস্থিত!" এবং আমি আরো দেখলাম, লাঠিওয়ালা (চোর) তার নাড়ি-ভুঁড়ি জাহান্নামের মধ্যে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এ লাঠি ওয়ালা হাজীদের মালপত্র লাঠি দিয়ে চুরি করত। কেউ টের পেলে বলত, আমি তো চুরি করি নি, আমার লাঠির মাথা আটকে গেছে। আর টের না পেলে নিয়ে যেত। (মহানবী (সা) আরো বলেন) আমি জাহান্নামে আরো প্রত্যক্ষ করলাম, বিড়ালের মালিক মহিলাকে, যে তার বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল, অথচ এ বিড়ালটিকে পানাহার করাতো না বা বিড়ালটি যে বাইরের কীটপতঙ্গ খেয়ে জীবনধারণ করবে এ জন্য তাকে ছেড়েও দিত না।

অবশেষে ক্ষুধার তাড়নায় বিড়ালটি মারা গেল। অনুরূপভাবে আমার সামনে জান্নাতকে আনা হলো তখনই তোমরা দেখেছিলে যে, আমি সামনে এগিয়ে আমার দাঁড়ানোর স্থানে দাঁড়ালাম। আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম এবং ইচ্ছে হয়েছিল যে, জান্নাতের কিছু ফল সংগ্রহ করি, যাতে তোমরা তা দেখতে পার। তবে আমার মনে হল, আমি যেন এ কাজটি না করি। [সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আল-বাইহাকী।]

(١٧٠٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ فِى صَلَاةِ الْآيَاتِ (١) فَيَرْكَعُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ (٢) ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَرْكَعُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ (٣) ثُمَّ يَسْجُدُ ،

(১৭০২) উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা সিদ্দিকা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর সালাতে প্রতি রাক্'আতে তিন তিনটি রুকু করে এরপর সিজদায় যেতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক্'আতেও তিন তিনটি রুকু আদায় করে পরে সিজদায় যেতেন। [সহীহ্ মুসলিম, সুনান আন্-নাসায়ী।]

(فَصْلٌ مِنْهُ) فِيْمَنْ عَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ بِثَلَاثِ رَكُوعَاتٍ .... بِرُكُوْعٍ وَاحِدٍ

এ পরিচ্ছেদে তাঁর বর্ণনা রয়েছে, যিনি সূর্য গ্রহণের সালাতের প্রথম রাক'আতে তিন-তিনটি রুকু আদায় করেছিলেন এবং সূর্য আলোকিত হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় রাক'আতটিতে একটি রুকু করেই সালাত সমাপ্ত করেছিলেন।

(١٧٠٣) خط حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ وَجَدْتُ فِى كِتَابِ أَبِى بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأُمَوِىُّ ثَنَا الْمُجَالِدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ضَحْوَةً حَتَّى اشْتَدَّتْ ظُلْمَتُهَا فَقَامَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ سُوْرَةً مِنَ الْمَثَانِى (٤) ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ رَفَعَ الثَّانِيَةَ (٥) مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ إِنَّ الشَّمْسَ تَجَلَّتْ فَسَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ سُوْرَةً ، ثُمَّ رَكَعَ (١) وَسَجَدَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ يَوْمَ تُوُفِّىَ إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَايَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ- وَإِنَّمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا انْكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى الصَّلَاةِ فَجَعَلَ يَنْفُخُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ إِنَّهُ مَدَّيَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّ النَّارَ أُدْنِيَتْ مِنِّي حَتَّى نَفَخْتُ حَرَّهَا عَنْ وَجْهِى، فَرَأَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ وَالَّذِى بَحَّرَ الْبَحِيْرَةَ (٢) وَصَاحِبَةَ حِمْيَرَ صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ -

(১৭০৩) (খত) 'আমির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দ্বিপ্রহরে পূর্বে সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হলে, সূর্যের অন্ধকারাচ্ছন্নতা প্রকট রূপ ধারণ করল। তখন আল-মুগীরাহ্ ইবনে শু'বা (রা) লোকজন নিয়ে ইমামতি করে সালাত আদায় করলেন। শতাধিক আয়াত বিশিষ্ট সূরা পাঠ পরিমাণ সময় তিনি দাঁড়ালেন। এরপর রুকুতে গিয়েও অনুরূপ সময় থাকলেন। এরপর রুকু থেকে মাথা তুলে পুনরায় রুকু করেন, পূর্বের মত মাথা তুললেন এবং পূর্বের মত দাঁড়ালেন অতঃপর দ্বিতীয়বার (অর্থাৎ তৃতীয়বার) রুকু করলেন। ইত্যবসরে সূর্য আলোকিত হয়ে যায়। তখন তিনি

সিজদা করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক্'আতে দাঁড়িয়ে একটি সূরাহ পাঠ করা পরিমাণ দাঁড়ালেন। এরপর রুকু ও সিজদা করলেন এবং সালাত শেষ করলেন।

অতঃপর মিম্বরে আরোহন করে বললেন, যে দিন নবী পুত্র ইব্রাহীম মৃত্যুবরণ করলেন, সে দিন সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। এরপর রাসূল (সা) দাঁড়িয়ে (খুতবাতে) বললেন, নিশ্চয়ই চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণ কারো মৃত্যুর কারণে ঘটে না বরং এ দু'টি হচ্ছে মহান আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ হতে দু'টি নিদর্শন মাত্র। আর যখনই সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের যে কোন একটি সংঘটিত হবে যখন তোমরা দ্রুত সালাতে রত হয়ে যাবে। এরপর তিনি নেমে এলেন। তখন তিনি বললেন, রাসূল (সা) সালাতে রত ছিলেন এবং এ অবস্থায় তাঁর সামনে ফুঁক দিতে থাকলেন। আর তাঁর হস্তকে প্রসারিত করলেন, মনে হয় যেন তিনি কিছু গ্রহণ করছিলেন। তিনি সালাত সমাপ্ত করে বললেন, জাহান্নামকে এমনিভাবে আমার নিকটবর্তী করা হলো যে, আমি আমার মুখমণ্ডল থেকে অগ্নির উত্তাপ প্রশমিত করার জন্য ফুঁক দিচ্ছিলাম। আমি তথায় লাঠি ওয়ালাকে দেখলাম এবং তাকেও দেখলাম, যে ব্যক্তি দেবতাদের জন্য পশু মানতের রেওয়াজ চালু করেছিল। আরো দেখলাম হিমইয়ার গোত্রের মহিলাকে, যে বিড়াল বেঁধে মেরে ফেলেছিল।

[সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস সংকলকগণ আমের-এর বর্ণিত ঘটনা ছাড়া বাকি অংশটুকু বর্ণনা করেছেন। আর এ ঘটনাসহ একমাত্র ইমাম আহমদই বর্ণনা করেছেন।]

কুসূফের সালাত ২ রাক'আত, প্রতি রাক'আত ৪ রুকু বিষয়ক বর্ণনা।

بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّهَا رَكْعَتَانِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعَ رُكُوْعَاتٍ

(ছয়) সূর্যগ্রহণের সালাত দুই রাক'আত, প্রতি রাক্'আতে চার চারটি রুকু রয়েছে। যারা এমনটি বর্ণনা করেছেন তাদের প্রাসঙ্গিক পরিচ্ছেদ

(١٧٠٤) عَنْ رَجُلٍ يُدْعَى حَنَشًا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لِلنَّاسِ فَقَرَأَيس أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قَدْرِ السُّورَةِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ أَيْضًا قَدْرَ السُّورَةِ يَدْعُو وَيُكَبِّرُ، ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ قِرَاءَتِهِ أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَانْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ أَيْضًا قَدْرَ السُّورَةِ، ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ ذٰلِكَ أَيْضًا حَتَّى صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (١) ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلَى (٢) ثُمَّ جَلَسَ يَدْعُو وَيَرْغَبُ حَتَّ انْكَشَفَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَذٰلِكَ فَعَلَ -

(১৭০৪) হানাশ্ নামক জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, তিনি আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, একদা সূর্যগ্রহণ লাগলে আলী (রা) লোকজনকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি (প্রথম রাক্'আতে) সূরা ইয়াসিন বা অনুরূপ দীর্ঘের একটি সূরা পাঠ করলেন। এরপর ঐ সূরা পাঠের সমপরিমাণ দীর্ঘ সময় ধরে রুকু' করলেন। অতঃপর সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বললেন। এরপর একই সূরা পরিমাণ দীর্ঘ সময় কিয়াম করলেন, এ সময় তিনি দু'আ করছিলেন ও তাকবীর বলছিলেন। এরপর তিনি কিরাআত পরিমাণ একটি রুকু করলেন। এরপর বললেন, সামি আল্লাহু লিমান হামিদা। এরপর সূরা পাঠ পরিমাণ সময় দাঁড়ালেন। এরপর রুকু করলেন অনুরূপ সময়। এভাবে চারবার রুকু করলেন। অতঃপর বললেন, সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ। অতঃপর সিজদা করলেন। এরপর দ্বিতীয় রাক্'আতে দাঁড়িয়ে হুবহু তা-ই করলেন, যা তিনি প্রথম রাক্'আতে করেছিলেন। এরপর সালাত সমাপ্ত করে সূর্য অন্ধকার মুক্ত হওয়া পর্যন্ত দু'আ ও আলোচনা করলেন। এরপর তিনি বললেন, রাসূল (সা) এইরূপ করেছিলেন।

[হাইছুমী ও সুনান আল্-বাইহাকী। হাইছুমী বলেছেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।]

(١٧٠٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (٣) -

(১৭০৫) 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) সূর্যগ্রহণের (দু'রাক্'আত) সালাত আদায়ে সর্বমোট আটটি রুকু ও চারটি সিজদা করেছেন।

[সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, সুনান আল্-বাইহাকী।]

بَابُ مَنْ رَوٰى أَنَّهَا رَكْعَتَانِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَةُ رُكُوْعَاتٍ

(সাত) এ পরিচ্ছেদে তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে যারা সূর্যগ্রহণের সালাতে প্রতি রাক্'আতে পাঁচটি করে রুকু রয়েছে বলে বর্ণনা করেন

(١٧٠٦) ز عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَإِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّوَلِ (١) ثُمَّ رَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ (٢) ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأَ بِسُوْرَةٍ مِنَ الطُّوَلِ ثُمَّ رَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ (٣) ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُوا حَتَّى انْجَلَى كُسُوفُهَا

(১৭০৬) 'য' উবাই ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূল (সা)-এর যুগে সূর্যগ্রহণ লাগলে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এ সালাতে তিনি কুরআনুল করীমের দীর্ঘতর সূরাগুলো হতে যে কোন একটি সূরা পাঠ করলেন। এরপর তিনি প্রথম রাক'আতে পাঁচটি রুকু ও দু'টি সিজদাহ করলেন। দ্বিতীয় রাক্'আতে দাঁড়িয়েও প্রথম রাক'আতের অনুরূপ কুরআনের একটি দীর্ঘ সূরা পাঠ করলেন। এরপর পাঁচটি রুকু ও দু'টি সিজদা করলেন। এরপর সালাতের অবস্থায় বসে তিনি দু'আ করতে থাকলেন, যতক্ষণ না সূর্য আঁধার মুক্ত হলো।

[সুনানে আবূ দাউদ, মুস্তাদরাকে হাকেম, সুনান আল্-বাইহাকী।-ইবনুস সালাম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।]

بَابُ مَاجَاءَ فِى طَوْلِ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ وَحُضُوْرِ النِّسَاءِ جَمَاعَتُهَا بِالْمَسْجِدِ -

সালাতুল কুসূফ সুদীর্ঘ হবে, এতে মহিলারা উপস্থিত হবে এবং মসজিদে এই সালাতের জামাত হবে।

(١٧٠٧) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، قَالَتْ فَزِعَ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (١) ﷺ ، فَأَخَذَ دِرْعًا حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ ، فَقَامَ بَالنَّاسِ قِيَامًا طَوِيلاً، يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ ، فَلَوْ جَاءَ إِنْسَانٌ بَعْدَ مَارَكَعَ النَّبِىُّ ﷺ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ رَكَعَ مَا حَدَّثَ نَفْسَهُ أَنَّهُ رَكَعَ مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ ، فَالَتْ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِى هِىَ أَكْبَرُ مِنِّى ، وَإِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِى هِيَ أَسْقَمُ مِنِّى قَائِمَةٌ وَأَنَا أَحَقُّ أَنْ أَصْبِرَا عَلَ طُوْلِ الْقِيَامِ مِنْهَا (١) -

(১৭০৭) আমীরুল মু'মিনীন আবূ বকর (রা)-এর কন্যা আসমা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য গ্রহণের দিনে রাসূল (সা) সন্ত্রস্ত হয়ে তাড়াহুড়ো করে (তাঁর কোনো স্ত্রীর) পরিধানের জন্য কামীস হাতে নেন। তখন তাকে তাঁর চাদরটি দেওয়া হয়। অতঃপর রাসূল (সা) লোকজনকে নিয়ে সালাত শুরু করে সুদীর্ঘ কিয়াম করলেন। তিনি দাঁড়াচ্ছিলেন ও রুকু করছিলেন। রাসূল (সা) রুকু করার পর যদি কেউ জামাতে শরীক হতেন, সে রাসূল (সা)-এর

কিয়ামের দীর্ঘতার কারণে ধারণাই করতে পারতেন না যে, তিনি আদৌ কোন রুকু করেছেন। আসমা (রা) বললেন, (দীর্ঘ সময় দাঁড়ানোয় আমি এত ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমি আমার থেকে বয়স্কা মহিলার দিকে তাকাচ্ছিলাম এবং আমার থেকে অরেক দিকে তাকাচ্ছিলাম। এরাও দাঁড়িয়ে ছিলেন। কাজেই আমার জন্য ধৈর্য ধরে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার দায়িত্ব ছিল তাদের থেকে অধিক। [সহীহ্ মুসলিম, সুনান আল্-বাইহাকী প্রভৃতি।]

(নয়) সূর্যগ্রহণের সালাতের পরে খুতবা

(١٧٠٨) عَنْ هِشَامٍ (٢) عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ (بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّوْنَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ (١) فَقُلْتُ آيَةٌ (٢) قَالَتْ نَعَمْ ، فَأَطَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقِيَامَ جِدًا حَتَّى تَجَلَّانِى (٣) الْغَشْىُ ، فَأَخَذْتُ قِرْبَةً إِلَى جَنْبِي ، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَ رَأْسِى الْمَاءَ ، فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَخَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ (٤) ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَامِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِى مَقَامِىْ هٰذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ (٥) إِنَّهُ قَدْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِى الْقُبُوْرِ (٦) قَرِيْبًا أَوْمِثْلَ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ (١) لاَ أَدْرِى أَيَّ ذٰلِكَ ، قَالَتْ أَسْمَاءُ « يُؤْتَى (٢) أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ (٣) فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوْقِنُ لاَ أَدْرِى أَيَّ ذٰلِكَ ، قَالَتْ أَسْمَاءُ (٤) فَيَقُوْلُ هُوَ مُحَمَّدٌ ، هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ (٤) وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَأَتَّبَعْنَا (٦) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ (٧) لَتُؤْمِنُ بِهِ فَنَمْ صَالِحًا (١) وَأَمَّا الْمُنَافِقُ (٢) أَوِ الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِى أَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ مَا أَدْرِىْ، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُ (٣)

(১৭০৮) আবূ বকর (রা)-এর কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)–এর যুগে সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। তখন আমি আমার বোন আয়েশা (রা)-এর গৃহে গমন করে বললাম, মানুষরা সবাই সালাত আদায় করছে কেন ? তখন তিনি তাঁর মাথা উপরের দিকে উঠিয়ে আকাশের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। (বর্ণনাকারীণী বলেন) আমি বললাম, এটা কি কোন নিদর্শন ? উত্তরে আয়েশা (রা) ইঙ্গিত করলেন, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূল (সা) সালাতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। এত দীর্ঘ সময় ধরে সালাতে দাঁড়িয়ে থাকায় অবশেষে আমি প্রায় বেঁহুশ হয়ে যাচ্ছিলাম। তাই আমি আমার কাছের একটি মশ্‌ক থেকে পানি তুলে আমার মাথায় তা দিলাম। এমতাবস্থায় রাসূল (সা) সালাত সমাপ্ত করলেন। ইতিমধ্যে সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। অতঃপর রাসূল (সা) খুৎবা দিতে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন–

আমি ইতিপূর্বে যা কিছু দেখি নি, তা সবকিছুই আমার এই স্থানে আমি দেখতে পেলাম, এমনকি জান্নাত এবং জাহান্নামকেও দেখলাম। আমার কাছে এ মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদেরকে অচিরেই তোমাদের কবরসমূহে এমনিভাবে পরীক্ষা করা হবে। যেমনি কানা দাজ্জালের মাধ্যমে তোমাদেরকে (জীবদ্দশায় পৃথিবীতে) পরীক্ষা করা হবে। কবরে তোমাদের কাউকে নিয়ে আসা হলে মুনকির-নাকীর কর্তৃক তাঁকে বলা হবে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি জানা আছে ? কবরবাসী মু'মিন অথবা দৃঢ় বিশ্বাসী হলে সে বলবে, এ ব্যক্তি হচ্ছেন–মুহাম্মদ (সা)। তিনি আল্লাহর রাসূল, তিনি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ (কুরআন-সুন্নাহ) এবং হেদায়েতের বাণী নিয়ে

এসেছিলেন। আর আমরা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি। (এভাবে প্রশ্নোত্তর) তিনবার হবে। ফেরেশতা তখন বলবে, আমরা জানতাম তুমি তাঁর উপর ঈমান রাখতে। অতএব, সুখ-শান্তিতে নিদ্রা যাও। পক্ষান্তরে মুনাফিক (কপটচারী) অথবা সন্দেহ পোষণকারী বলবে, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আমি লোকদেরকে কিছু একটা বলতে শুনেছিলাম এবং আমি তাই বলেছিলাম।

[সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম (একত্রে), মুয়াত্তা ইমাম মালিক এবং অন্যান্য গ্রন্থ]

(١٧٠٩) عَنْ سَمُرَةَ (بْنِ جُنْدُبٍ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ (٤) –

(১৭০৯) সামুরাহ্ ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য গ্রহণ লাগলে রাসূল (সা) খুৎবা প্রদান করলেন, তিনি (আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর খুৎবার প্রকৃত বর্ণনা উপস্থাপনার পূর্বে) "আম্মাবাদ" শব্দটি বলতেন। [সুনান আন্-নাসায়ী, সুনান আল্-বাইহাকী। হাদীসটির সনদ উত্তম।]

فَصْلٌ مِنْهُ فِىْ وَعْظِ النَّاسِ وَحَثِّهِمْ عَلَى الصَّدَقَهِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيْرِ

এ পরিচ্ছেদটিতে সে ব্যক্তি সম্পর্কীত আলোচনা রয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে ওয়াজ-নসীহত করতেন এবং তাদেরকে দান-সাদকাহ্, যিকর, দু'আ এবং তাকবীর বলার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করতেন

(١٨١٠) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعْتُ رَجَّةَ النَّاسِ (٥) وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ أٰيَةً (فَذَكَرَتْ نَحْوَ الْحَدِيْثِ الْمُتَقَدِّمِ وَفِيْهِ) فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ ، وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَغَ مِنْ سَجْدَتِهِ (١) الْأُوْلَى قَالَتْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَسَلَّمَ قِيَامًا طَوِيلاً حَتَّى رَأَيْتُ بَعْضَ مَنْ يُصَلِّى يَنْتَضِحُ بِالْمَاءِ (٢) ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ قِيَامًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ (٣) ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ رُكُوْعِهِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ رَقِىَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى الصَّلاَةِ وَإِلَى الصَّدَقَةِ وَإِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَئٌ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِى مَقَامِى هٰذَا ، وَقَدْ أُرِيْتُكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِى قُبُوْرِكُمْ ، يُسْأَلُ أَحَدُكُمْ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ وَمَا كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فَإِنْ قَالَ لاَ أَدْرِى ، رَأَيْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ وَيَصْنَعُوْنَ شَيْئًا فَصَنَعْتُهُ، قِيلَ لَهُ أَجَلْ ، عَلَى الشَّكِّ عِشْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ (٤) هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ ، وَإِنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ قِيلَ عَلَ الْيَقِيْنِ عِشْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ ، هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ خَمْسِيْنَ أَرْسَبْعِيْنَ أَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فِى مِثْلِ صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ (١) فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ (٢) فَقَالَ وَدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ ، فَقَالَ اللّٰهُمَّ أَجْعَلْهُ مِنْهُمْ ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تَسْأَلُوْنِى عَنْ شَىْءٍ حَتَّى أَنْزِلَ الأَ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ (٣) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ أَبِى قَالَ أَبُوْكَ فُلاَنٌ الَّذِى كَانَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ –

(১৭১০) আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। এতে আমি মানুষের শোরগোল শুনতে পেলাম। এরা বলাবলি করতে লাগল এটা নিদর্শন। এরপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং এতে আরো আছে, বর্ণনাকারীণী আসমা (রা) বলেন) আমি সকলের সাথে একত্রে (জামা'আতে) সালাতে শরীক হলাম। রাসূল (সা) ইতিমধ্যেই প্রথম রাক'আতের সিজদা শেষ করেছেন। তখন তিনি (দ্বিতীয় রাকা'আতে) এত দীর্ঘতর কিয়াম করলেন যে, আমি দেখলাম, কোনো কোনো মুসল্লী (মুখ ও মাথায়) পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। এরপর তিনি দীর্ঘ রুকু' করে সিজদাতে না গিয়ে পুনরায় কিয়াম করলেন। তবে এ কিয়ামটি পূর্ববর্তী কিয়ামের তুলনায় কম দীর্ঘ ছিল। এরপর তিনি পুনরায় রুকু করলেন, এ রুকুটিও পূর্ববর্তী রুকু অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর সিজদা করলেন। অতঃপর সালাম ফেরালেন। ইতিমধ্যেই সূর্য আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। রাসূল (সা) খুৎবা দানের উদ্দেশ্যে মিম্বরে আরোহন করে বললেন, হে সমবেত জনমণ্ডলী! নিশ্চয়ই চন্দ্র ও সূর্য মহান আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। আর চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে ঘটে না। অতএব, তোমরা যখনই চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ লাগতে দেখবে তখনই দ্রুত সালাত, দান-সাদকাহ্‌ ও যিকির-আযকারে মনোনিবেশ করবে।

হে উপস্থিত জনতা, আমি ইতিপূর্বে যা দেখেছিলাম না তার সবকিছুই আমি আমার এই স্থানে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেছি। আমাকে দেখানো হলো তোমাদেরকে তোমাদের কবরে (প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার মাধ্যমে) পরীক্ষা করা হবে। তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কী বলতে ? এবং তুমি কার ইবাদত বন্দেগী করতে ? যদি সে বলে আমি জানি না, মানুষকে যা বলতে শুনেছি আমিও তাই বলেছি এবং মানুষকে যা করতে দেখেছি আমিও তা-ই করছিলাম। তখন তাকে বলা হবে হ্যাঁ! তুমি সন্দেহের মধ্যে থেকেই জীবন কাটিয়েছ এবং সন্দেহের মধ্যে তোমার মরণ ঘটেছে। এই হলো জাহান্নামের মধ্যে তোমার স্থান। আর যদি কবরস্থ ব্যক্তি বলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল। তবে তাঁকে বলা হবে তুমি সুদৃঢ় বিশ্বাসের উপর জীবন-যাপন করেছ এবং এর উপরই মৃত্যুবরণ করেছ। এই হলো জান্নাতে তোমার স্থান। আমি দেখলাম ৫০ অথবা ৭০ হাজার (বহুসংখ্যক) লোক জান্নাতে প্রবেশ করছে, যাদের চেহারা পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। একথা শ্রবণপূর্বক জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে রাসূল (সা)! আপনি আমার জন্য দু'আ করুন, যাতে মহান আল্লাহ আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূল (সা) বললেন, হে আল্লাহ্‌! তুমি একে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত কর। এরপর রাসূল (সা) বললেন, হে সমবেত শ্রোতামণ্ডলী! আমার মিম্বার থেকে অবতরণের পূর্ব পর্যন্ত তোমরা আমাকে যে বিষয়েই জিজ্ঞাসা করবে আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জানাব। তখন জনৈক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার পিতা কে? রাসূল (সা) বললেন, তোমার পিতা অমুক, যার প্রতি তিনি সম্পর্কিত হতেন। (অর্থাৎ তাঁর পিতা হিসাবে যিনি পরিচিত ছিলেন তাঁর নামই বললেন)।

[ইমাম আহমদ ছাড়া এ হাদীসখানা এত দীর্ঘায়িত আর কেউ বর্ণনা করেন নি। তবে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য সংকলকগণ তাঁদের গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে সংকলন করেছেন।]

(١٧١١) وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ وَلَقَدْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ (٤) فِى صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ (١) قَالَتْ) إِنْ كُنَّا لَنُؤْمَرُ بِالْعَتَاقَةِ فِى صَلَاةِ الْخُسُوفِ -

(১৭১১) আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-এর কন্যা আসমা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদেরকে সূর্য গ্রহণের সালাতে দাসদের মুক্ত করানোর ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর থেকে অন্য সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্যগ্রহণের সালাতে আমরা দাস-দাসীদের মুক্তকরণে আদিষ্ট হয়েছিলাম।

[সহীহুল বুখারী, সুনানে আবূ দাউদ, মুস্তাদরাকে হাকেম, সুনান আল-বাইহাকী।]

(١٧١٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا «تَصِفُ صَلَاةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْكُسُوفِ بِطُولِ الْقِيَامِ، وَأَنَّهُ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِهَا السَّابِقَةِ وَفِيهِ قَالَتْ «فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ (٢) ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ (٣) مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ (٤) مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ (١) لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟

(১৭১২) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্যগ্রহণের সালাতে (সালাতুল কুসূফ) রাসূল (সা)-এর দীর্ঘ কিয়াম দু'রাক্'আত সালাতে প্রতি রাক্'আতে দু'টি করে রুকু ইত্যাদি বর্ণনা করেন, যেমনটি তাঁর বর্ণিত পূর্ববর্তী হাদীসসমূহে উল্লেখ রয়েছে। তিনি আরো বলেন, রাসূল (সা) যখন সালাত শেষ করলেন তখন সূর্য আলোকোজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল। এরপর তিনি খুৎবা দিতে দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। অতঃপর বললেন, নিশ্চয়ই চন্দ্র ও সূর্য মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ ব্যক্তি বিশেষের জন্ম বা মৃত্যুর কারণে ঘটে না। যখনই তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ লাগতে দেখবে তখন তাকবীর বলবে এবং আল্লাহ্র কাছে দু'আ করবে। সালাত আদায় ও দান-সাদকাহ্ করবে। অতঃপর বললেন, হে মুহাম্মদের উম্মত! কেউই মহান আল্লাহর চেয়ে অন্যায়ের প্রতি অধিকতর ক্রোধ বিরক্তিসম্পন্ন নয়, যে তার দাস বা তার দাসী ব্যভিচার করবে। হে মুহাম্মদের উম্মত! আমরা যা জ্ঞাত রয়েছি তোমরা যদি তা জ্ঞাত হতে, তাহলে অবশ্যই তোমরা বেশী কাঁদতে আর কমই হাসতে। হে শ্রোতামণ্ডলী! আমি কি (ওহীর বাণী) পৌঁছিয়েছি?

[সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম (একত্রে), মুয়াত্তা মালিক, সুনান আন্-নাসায়ী।]

أَبْوَابُ صَلاَةِ الْاِسْتِسْقَاءِ

সালাতুল ইস্তেস্‌কা বিষয়ক পরিচ্ছেদসমূহ

(١) بَاب سَبَبِ مَنْعُ الْمَطَرِ عَنِ النَّاسِ

(এক) অনাবৃষ্টির কারণ বর্ণনা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

(١٧١٣) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ أَنَّ عِبَادِى أَطَاعُوْنِى (١) لأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ (٢) وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ ، وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ (٣) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللّٰهِ (٤) مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللّٰهِ ، وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ جَدِّدُوا (٥) إِيْمَانَكُمْ ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيْمَانَنَا قَالَ أَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ (٦) -

(১৭১৩) আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের মহান রব আল্লাহ বলেন, যদি আমার বান্দাহগণ আমার আনুগত্য করত (আদেশ-নিষেধ মেনে চলত) তাহলে রাতের বেলায় বৃষ্টির দ্বারা তাদের পানির ব্যবস্থা করতাম আর দিবাভাগে তাদের জন্য সূর্য উদিত করতাম এবং আমি তাদেরকে কোন প্রকার বজ্রপাতের শব্দ শোনাতাম না।

রাসূল (সা) আরো বলেন, মহান আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সুধারণা রাখা উত্তম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরো বলেন, তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন কর। তাঁরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমরা কিভাবে আমাদের ঈমানের নবায়ন করবো? তিনি বলেন, তোমরা বেশী বেশী "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ," পাঠ কর। (এতে তোমাদের ঈমান নবায়িত হবে।)

[মুস্তাদরাকে হাকেম, ইমাম হাইছুমী'র মাজমাউয যাওয়ায়িদ।]

(٢) بَاب صِفَةُ صَلاَةِ الْاِسْتِسْقَاءِ وَالْخُطْبَةَ لَهَا وَالْجَهْرُ بِالْقِرَأَةِ فِيْهَا

(দুই) সালাতুল ইস্তেস্কার বর্ণনা, এ উদ্দেশ্যে খুতবাদান এবং এ সালাতে স শব্দে কিরাআত পাঠের প্রাসঙ্গিক পরিচ্ছেদ

(١٧١٤) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ خَرَجَ (١) نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِى (٢) وَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَنَا (٣) وَدَعَا اللّٰهَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَهُ ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ (٤) فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الأَيْسَرِ وَالأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ -

(১৭১৪) আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী (সা) ইস্তিস্কার সালাতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে আমাদের সাথে নিয়ে আযান ও ইকামত ব্যতিরেকে দু'রাক্'আত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর আমাদের

উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। আল্লাহ্‌র সমীপে দু'আ করলেন, কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাতদ্বয় উপরের দিকে উত্তোলন করলেন এবং চাদরের ডান দিক বাম দিকে নিয়ে আর বাম দিক ডান দিকে নিয়ে উল্টিয়ে পরিধান করলেন।
[সুনানে ইবনে মাজাহ্, সহীহ্ আবূ 'আওয়ানা, সুনান আল্-বাইহাকী। হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য।]

(١٧١٥) عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ (٥) يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى (٦) وَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ (٧) قَالَ إِسْحٰقُ فِي حَدِيْثِهِ (١) وَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ سْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا -

(১৭১৫) আব্বাদ ইবনে তামীম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে যাঈদ আল মাযিন্নী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূল (সা) সালাতুল ইস্তেস্কা আদায়ের উদ্দেশ্যে ময়দানে (ঈদগাহে) উপস্থিত হলেন, পানির জন্য প্রার্থনা করলেন, কিবলামুখী হওয়ার সময় তিনি তাঁর চাদরকে উল্টিয়ে পরিধান করলেন। হাদীসখানির অন্যতম বর্ণনাকারী ইসহাক বলেন, রাসূল (সা) খুৎবার পূর্বেই সালাত আদায় করলেন। অতঃপর কেবলামুখী হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে (বৃষ্টি বা পানির জন্য) দু'আ করলেন। [সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, সুনান আল্-বাইহাকী।]

(١٧١٦) وَعَنْهُ أَيْضًا عَنْ عَمِّهِ (٢) قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَوَلَّى ظَهْرَهُ النَّاسَ (٣) وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَجَعَلَ يَدْعُوْا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ (٤) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) (٥) عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ -

(১৭১৬) 'আব্বাদ ইবনে তামীম (রা) তাঁর চাচা আব্দুল্লাহ্ ইবনে যায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমার উপস্থিতিতে রাসূল (সা) পানি প্রার্থনার (সালাতুল ইস্তেস্কা) উদ্দেশ্যে ময়দানে গমন করলেন, তিনি তখন সমবেত মানুষদের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন এবং কেবলামুখী হয়ে তাঁর চাদরকে উল্টিয়ে পরিধান করে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে শুরু করলেন এবং সশব্দ কিরাআতে দু'রাক্'আত সালাত আদায় করলেন। একই বর্ণনাকারী থেকে দ্বিতীয় সনদে বর্ণিত, তিনি তাঁর চাচা আব্দুল্লাহ্ ইবনে যায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) ইস্তেস্কার সালাতের জন্য মাঠে উপস্থিত হলেন এবং কেবলামুখী হওয়ার সময় তাঁর চাদরকে উল্টিয়ে পরিধান করলেন।
[সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, সুনান আল্-বাইহাকী।]

(١٧١٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مُتَخَشِّعًا (١) مُتَضَرِّعًا مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَرَسِّلًا فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيْدِ (٢) لَمْ يَخْطُبْ كَخُطْبَتِكُمْ هٰذِهِ (٣)

(১৭১৭) 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) ভীত সন্ত্রস্ত্র, বিনয়ী, অগোছালো বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় ধীরস্থীরভাবে বের হলেন। তথায় তিনি লোকজনকে নিয়ে ঈদের সালাতের ন্যায় দু'রাক্'আত সালাত আদায় করলেন। তবে তোমাদের এই খুৎবার মত (লম্বা চওড়া) খুৎবা প্রদান করলেন না।
[মুস্তাদরাকে হাকেম, সুনানে দারু-কুতনী, সুনান আল্-বাইহাকী, সুনান চতুষ্টয়। তিরমিযী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।]

(٣) بَابُ الْاسْتِسْقَاءِ بِالدُّعَاءِ فِى خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَمَنْ اسْتِسْقَاءِ بِغَيْرِ صَلاَةٍ

(তিন) জুমু'আর সালাতে দু'আর মাধ্যমে ইস্তেস্কা (বৃষ্টি চাওয়া) এবং সালাত ছাড়া শুধু দু'আর মাধ্যমে ইস্তেস্কা করা

(١٧١٨) عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ « أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ » هَلْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ (١) فَقَالَ قِيلَ لَهُ يَوْمَ جُمُعَةٍ (١) يَارَسُولَ اللّٰهِ قَحَطَ الْمَطَرُ ، وَأَجْدَبَتِ الأَرْضُ ، وَهَلَكَ الْمَالُ (٣) قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ فَاُسْتَسْقَى ، وَلَقَدْ رَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِى السَّمَاءِ سَحَابَةً ، فَمَا قَضَيْنَا الصَّلاَةَ حَتَّى إِنَّ قَرِيْبَ الدَّارِ الشَّابَّ يَهُمُّهُ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ (٤) قَالَ فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الَّتِى تَلِيهَا ، قَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ ، وَاُحْتَبَسَتِ الرُّكْبَانُ (٥) فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سُرْعَةِ مَلاَلَةِ ابْنِ آدَمَ ، وَقَالَ اللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا (٦) وَلاَ عَلَيْنَا فَتَكَشَّطَتْ (وَفِى لَفْظٍ فَتَكَشَّفَتْ) (١) عَنِ الْمَدِينَةَ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ (٢)) عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ إِنِّى لَقَاعِدُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ إِذْقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ ، يَارَسُولَ اللّٰهِ حُبِسَ الْمَطَرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ (٣)) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً نَادَى (٤) رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَأَمْحَلَتِ (٥) الْأَرْضُ وَقَحَطَ النَّاسُ فَاُسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ فَنَظَرَ النَّبِى ﷺ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى كَثِيْرَ سَحَابٍ فَاُسْتَسْقَى فَفَشَا (٦) السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّ سَالَتْ مَثَاعِبُ (٧) الْمَدِينَةِ - وَاُضْطَرَدَتْ طُرُقُهَا أَنْهَارًا (٨) فَمَا زَالَتْ كَذٰلِكَ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَاتُقْلِعُ ، ثُمَّ قَامَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ ، وَنَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ ، فَقَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَحْبِسَهَا عَنَّا . فَضَحِكَ نَبِى اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ ، اللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، فَدَعَا رَبَّهُ فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ (١) عَنِ الْمَدِيْنَةِ يَمِيْنًا وَشِمَالاً يُمْطِرُ مَا حَوْلَهَا وَلاَ يُمْطِرُ فِيهَا شَيْئًا (وَمِنْ طَرِيقٍ رَابِعٍ) (٢) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ الْأَنْصَارِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَ النَّاسُ سَنَةٌ (٣) عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَبَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِىُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ ، هَلَكَ الْمَالُ ، وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَسْقِيَنَا ، فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَمَا تُرَى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةُ (٤) فَثَارَ سَحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْنَا الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ -

(১৭১৮) হুমাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) হাত তুলে দু'আ করতেন কি-না এ ব্যাপারে আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, কোন এক জুমু'আর দিনে (রাসূল (সা) যখন

খুৎবা দিচ্ছিলেন, তখন তাঁকে বলা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল যমীন শুকিয়ে গেল আর পোষা প্রাণীগুলো ও প্রাণী সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, এতদ শ্রবণে রাসূল (সা) তাঁর হস্তদ্বয় এভাবে উঠালেন যে, আমি তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করলাম। এভাবে হস্তদ্বয় উঠানো অবস্থায় তিনি বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। তখন আমরা আকাশে এক টুকরো মেঘও দেখি নি। অথচ আমরা সালাত সমাপ্ত করতে না করতেই প্রবল ধারার বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হল। এমনকি মসজিদের নিকটবর্তী গৃহবাসী একজন যুবকেরও বৃষ্টিপাতের প্রবলতার কারণে গৃহে পৌঁছতে কষ্ট হয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর পরবর্তী জুমু'আ আসলে লোকজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! প্রবল বর্ষণের কারণে ঘর বাড়ি ভেসে যাচ্ছে এবং মুসাফিররা বাড়ি ফিরতে পারছে না। একথা শ্রবণান্তে রাসূল (সা) আদম সন্তানের দ্রুত বিরক্তিতে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্! আমাদের আশেপাশে (পাহাড়ে মরুভূমিতে) এই বৃষ্টি দান করুন, আমাদের উপরে নয়। তখনই মদীনার এলাকা হতে বৃষ্টিপাত দূরীভূত হয়ে গেল।

অন্য সনদে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিক (রা) তাঁকে বলেছেন, আমি জুমু'আ দিবসে রাসূল (সা)-এর মিম্বরের কাছে উপবিষ্ট ছিলাম আর তখন রাসূল (সা) খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় মসজিদে সমবেত লোকদের থেকে কেউ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টিপাত হচ্ছে না। এরপর পূর্ববর্তী বর্ণনার ন্যায় বর্ণনা করেন। অন্যসূত্রে সাহাবী কাতাদা (রা) আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল (সা) যখন মদীনার মসজিদে জুমু'আর দিবসে খুৎবা দিচ্ছলেন তখন জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! দীর্ঘদিন ধরে খরা লেগে আছে এবং যমীন শুকিয়ে গাছপালা মরে যাচ্ছে।

লোকজন (অনাবৃষ্টিজনিত) দুর্ভিক্ষে পতিত হচ্ছে। এজন্য আপনি আপনার রবের (মহান আল্লাহ্র) কাছে বৃষ্টিপাতের জন্য দু'আ করুন। এরপর রাসূল (সা) আকাশের দিকে তাকালেন, অথচ আমরা তখন আকাশে তেমন কোন মেঘের আনাগোনা দেখলাম না। রাসূল (সা) বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দু'আ করলেন, ফলে মেঘের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল। মেঘে মেঘে গোটা আকাশ ভরে গেল। এরপর মেঘ হতে প্রবল বর্ষণ শুরু হলো যে, মদীনার পানি প্রবাহের নালাগুলোতে পানি উপচে পড়ল। এমনকি মদীনার রাস্তাগুলো নদীতে পরিণত হলো এ প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত অনবরত বর্ষিত হতে লাগল।

অতঃপর পূর্ববর্তী ব্যক্তি অথবা অন্য কেউ রাসূল (সা)-এর দ্বিতীয় জুমু'আতে খুৎবা প্রদানের সময় দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন যাতে আমাদের থেকে বৃষ্টিপাত বন্ধ করেন এতদ-শ্রবণে আল্লাহ্র নবী হাসলেন এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করে বললেন, "হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে, তবে আমাদের উপরে নয়। তখন মেঘমালা খণ্ড বিখণ্ড হয়ে মদীনা শহরের ডানে বামে স্থানান্তরিত হয়ে গেল এবং মদীনার আশে পাশে বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকল, কিন্তু মদীনায় বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে গেল।

চতুর্থ সনদে ইসহাক ইবনে 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবূ তালহা আল-আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিক (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূল (সা)-এর যুগে একবার লোকজন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (সা) জুমু'আ দিবসে খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! অনাবৃষ্টিতে ধন-সম্পদ বরবাদ হয়ে যাচ্ছে এবং পরিবার-পরিজন ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে। অতএব, আপনি আল্লাহর কাছে বৃষ্টি বর্ষণের ব্যাপারে দু'আ করুন। তখন রাসূল (সা) তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন। তখন এক ফোঁটা মেঘও দেখলাম না। অথচ তাঁর দু'আর কারণে পাহাড় সম বড় বড় মেঘ খণ্ডে গোটা আকাশ ভরে গেল। এমনকি তিনি মিম্বর থেকে নামতে না নামতেই বৃষ্টির পানি তাঁর দাড়ির উপর পড়তে লাগল।

[সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, সুনান আল্-বাইহাকী।]

(١٧١٩) عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ (٥) أَنَّهُ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) يَا كَعْبُ بْنُ مُرَّةَ ، حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَاحْذَرْ (١) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ وَجَاءَهُ رَجُلٌ (٢) فَقَالَ اسْتَسْقِ اللّٰهَ لِمُضَرَ ، قَالَ فَقَالَ إِنَّكَ لَجَرِيءٌ ، الْمُضَرَ (٣) ؟ قَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ اسْتَنْصَرْتَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَنَصَرَكَ وَدَعَوْتَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَأَجَابَكَ (٤) قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ يَقُولُ اللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا (٥) مُغِيْثًا مُرِيعًا مَرِيْئًا طَبَقًا غَدَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، قَالَ فَأُجِيبُوا، قَالَ فَمَا لَبِثُوا أَنْ أَتَوْهُ فَشَكَوْا إِلَيْهِ كَثْرَةَ الْمَطَرِ، فَقَالُوا قَدْتَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، (٦)، قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ حَوَالَيْنَا قَالَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ يَمِينًا وَشِمَالاً

(১৭১৯) শুরাহ্বিল ইবনে আস্ সিমতা বলেন, আমি কা'ব ইবনে মুররা (রা)-কে বললাম, আপনি আমাকে রাসূল (সা) থেকে শ্রুত কোন হাদীস বর্ণনা করুন এবং সতর্কতার সাথে বলুন যেন কম বেশি না হয়। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি তাঁর কাছে জনৈক ব্যক্তি এসে বললেন–

হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আপনি "মুদার" গোত্রের জন্য আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করুন, রাসূল (সা) বললেন, তোমার সাহস তো কম না "মুদার" গোত্রের জন্য দু'আ চাচ্ছ? (মুদার গোত্র মুসলিমদের কষ্ট প্রদান ও বিরোধিতায় কাফিরদের নেতৃত্ব দিত) দু'আ প্রার্থনাকারী ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)। আপনি মুদারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন, আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করেছেন; তাদের বিরুদ্ধে আপনি দু'আ করেছেন, সে দু'আও আল্লাহ কবুল করেছেন। (ফলে তারা খরাজনিত দুর্ভিক্ষে নিপতিত, সংকটাপন্ন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে।) তখন তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে আল্লাহ্র কাছে এ বলে দু'আ করলেন–

اللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مُرِيعًا مَرِيْئًا طَبَقًا غَدَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের প্রবল বৃষ্টি দান কর, যে বৃষ্টির দ্বারা প্রকৃতি সবুজে ভরে যাবে, পশু-প্রাণীরা পানি পান করে মোটা তাজা হবে। যে বৃষ্টিপাতের ফোঁটা বড় হবে এবং প্রচুর পরিমাণে হবে। যা দেরীতে নয় বরং অতিসত্ত্বর হবে। যা অকল্যাণকর নয় বরং তা কল্যাণকর হবে। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁদের এ দু'আর ফল তারা পেলেন (প্রবল বৃষ্টিপাত হল)।

কয়েকদিন পরেই তাঁরা এসে আবার অতিবৃষ্টির সমস্যার কথা জানালো এবং বলল, বৃষ্টির প্রাবল্যতার কারণে বাড়ি-ঘর বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। রাবী বলেন, তখন তিনি তদীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন এবং বললেন, অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, তবে আমাদের উপরে নয়'। তখন মেঘ মালা টুকরো টুকরো হয়ে ডানে বামে চলে যেতে লাগল।

[(সুনানে ইবনে মাজাহ্, সুনান আল্-বাইহাকী) হাকিম। তিনি হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।]

(٤) بَاب تَحْوِيْلُ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ أَرْدِيَتَهُمْ فِى الدُّعَاءِ وَصِفَتِهِ وَوَقْتِهِ

(চার) পরিচ্ছেদ ঃ দু'আর সময় ইমাম-মুক্তাদী সকলের পরিধেয় চাদর উল্টিয়ে পরিধান করা এবং এরূপ কখন করতে হবে

(١٧٢٠) حدثنا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى أَبِى ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو وَبْنِ حَزْمٍ سَمِعَ عَبَّادَبْنَ تَمِيمٍ - عَنْ عَمِّهِ (١) أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى (١) وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

وَقَلَبَ رِدَاءَهُ (٢) وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ سُفْيَانُ قَلْبُ الرِّدَاءِ جَعْلُ الْيَمِيْنِ الشِّمَالَ ، وَالشِّمَالِ الْيَمِيْنَ (٣) (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) (٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اسْتَسْقَ لَنَا أَطَالَ الدُّعَاءَ وَأَكْثَرَ الْمَسْأَلَةَ قَالَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَحَوَّلَ رِدَاءِهُ فَقَلَبَهُ ظَهْرَ الْبَطْنِ وَتَحَوَّلَ (١) النَّاسُ مَعَهُ -

(১৭২০) ‘আব্বাদ ইবনে তামীম তাঁর চাচা আব্দুল্লাহ ইবনে যাঈদ (রা) হতে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল (সা) (ইস্তিস্কার সালাতের উদ্দেশ্যে) গৃহ হতে মাঠে বের হলেন এবং কেবলামুখী হলেন এবং তাঁর পরিধেয় চাদরখানি উল্টিয়ে পরিধান করে দু'রাক্'আত সালাত আদায় করলেন। সুফিয়ান (রহ) বলেন, চাদর উল্টিয়ে পরিধান করার অর্থ হচ্ছে, চাদরের ডান দিককে বামে ও বামদিককে ডানে দেওয়া।

দ্বিতীয় সনদে আব্দুল্লাহ্ ইবনে যাঈদ আল্-মাযিনী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন আমাদের জন্য ইস্তিস্কা (আল্লাহ্‌র কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা) করলেন। তখন তিনি দীর্ঘ সময় দু'আ করলেন এবং বেশী প্রার্থনা করলেন। এরপর তিনি কেবলার দিকে ফিরে তাঁর গায়ের চাদরটি এমনিভাবে উল্টিয়ে পরিধান করলেন যে, তার ভিতরের দিক বাহির করে দিলেন। অনুরূপভাবে উপস্থিত লোকজনও তাঁদের স্ব-স্ব পরিধেয় চাদর রাসূল (সা)-এর মত একইভাবে উল্টিয়ে পরিধান করলেন।

[সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, সুনান আল-বাইহাকী। মুসল্লিদেরকে চাদর উল্টানোর এই বাক্যটি শুধুমাত্র আহমদের বর্ণনায় আছে।]

(١٧٢١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ (٢) لَهُ سَوْدَاءَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ (٣) فَقَلَبَهَا عَلَيْهِ ، الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرَ وَلَأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ -

(১৭২১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন সালাতুল ইস্তেস্কা আদায় করছিলেন তখন তাঁর শরীরে চতুষ্কোণ কালো পশমী ও পাড়ে নক্সী আঁকা একটি চাদর ছিল। তিনি এ চাদর খানিকে নিচের অংশ উপরে এবং উপরের অংশ নিচে বদলিয়ে পরিধান করতে চাইলেন, কিন্তু চাদরটি তাঁর জন্য বেশী ভারী হয়ে যাওয়ায় তিনি ডানের অংশ বামদিকে এবং বামদিকের অংশ ডান দিকে বদলিয়ে পরিধান করলেন।

[(সুনানে আবূ দাউদ, মুসনাদে ইমাম শাফেয়ী, সুনান আল্-বাইহাকী।) হাদীসটির সনদ উত্তম।]

(٥) بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الْاِسْتِسْقَاءِ وَذِكْرِ أَدْعِيَةٍ مَأْثُوْرَةٍ

(পাঁচ) পরিচ্ছেদ ঃ ইস্তিস্কার দু'আর সময় হাত উত্তোলন করা এবং কতিপয় মাসনূন দু'আ

(١٧٢٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ سْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ (١) -

(১৭২২) আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন ইস্তিস্কার দু'আ করছিলেন তখন তিনি তাঁর হস্তদ্বয়ের পিঠ দ্বারা আকাশের দিকে ইশারা করছিলেন। [সহীহ্ মুসলিম, সুনান আল্-বাইহাকী।]

(١٧٢٣) وعَنْهُ أَيْضًا قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى شَىْءٍ مِنْ دُعَائِهِ (وَفِى لَفْظٍ مِنَ الدُّعَاءِ) إِلاَّ فِى الاسْتِسْقَاءِ (٢) فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ -(١)

(১৭২৩) আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) ইস্তিস্কার দু'আ ব্যতিরেকে অন্য কোন দু'আতে তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন না। তিনি ইস্তিস্কাতে তাঁর হস্তদ্বয়কে এত পরিমাণ উপরে উঠাতেন যে, এতে তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা পর্যন্ত পরিলক্ষিত হত।

[সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম (একত্রে) সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, সুনানে দারে কুত্নী, মুস্তাদরাকে হাকিম, সুনান আল্-বাইহাকী।]

(١٧٢٤) عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أَبِى اللَّحْمِ (٢) أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِى عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ (٣) قَرِيبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا يَدْعُوا يَسْتَسْقِى رَافِعًا كَفَّيْهِ لاَ يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ مُقْبِلٌ (٤) بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ إِلَى وَجْهِهِ -

(১৭২৪) আবুল লাহ্ম-এর আযাদকৃত দাস উমায়ের (রা) থেকে বর্ণিত. তিনি রাসূল (সা)-কে মদীনার আয্ যাওরা-এর নিকটবর্তী স্থান আহ্জারুজ্জাইতে দাঁড়িয়ে ইস্তিস্কার দু'আ করতে দেখেছেন। এ সময় তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উঠিয়ে ছিলেন। উত্তোলিত হস্তদ্বয় তাঁর মাথার উপরে উঠাচ্ছিলেন না। তিনি তাঁর তালুদ্বয়ের পেট তাঁর মুখের দিকে নিয়ে দু'আ করছিলেন। [সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, সুনান আত্-তিরমিযী।]

(٦) بَابُ الْاِسْتِسْقَاءُ بِالصَّالِحِيْنَ وَمَنْ تُرْجِى بَرَكَتِهِمْ

(ছয়) বরকতময় পুণ্যবানদের দ্বারা বৃষ্টির দু'আ করানো পরিচ্ছেদ

(١٧٢٥) عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) قَالَ رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ (١) وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَسْتَسْقِى (٢) فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيْشَ (١) كُلُّ مِيْزَابٍ، وَأَذْكُرُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَبْيَضُ (٢) يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِى طَالِبٍ (٣) -

(১৭২৫) সালিম (রা) তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল (সা) মিম্বারের উপরে বৃষ্টির জন্য দু'আ চাচ্ছিলেন। তিনি মিম্বার থেকে নামার আগেই সব নালার পানি উপচে পড়তে লাগল। এই সময়। চেহারা মোবারকের দিকে তাকিয়ে আমার কবির নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি মনে পড়ল।

অর্থাৎ, শুভ্র তিনি, যাঁর চোহারার মর্যাদায় বৃষ্টি চাওয়া হয়। যিনি ইয়াতিমদের আশ্রয় স্থল এবং বিধবাদের রক্ষক।

[সহীহুল বুখারীতে হাদীসখানি মুয়াল্লাক হিসেবে বর্ণিত আছে। তবে সুনানে ইবনে মাজাহ্ ও ইমাম আহমদের এ বর্ণনার অনুরূপ ধারাবাহিক সনদে বর্ণিত আছে।]

(٧) بَابِ اِعْتِقَادُ اَنَّ الْمَطَرَ بِيَدِ اللّٰهِ وَمِنْ خَلْقِهِ وَاِبْدَاعِهِ وَكُفْرِ مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا

(সাত) বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে, বৃষ্টি তাঁর সৃষ্টি এবং যে ব্যক্তি বলে যে, অমুক তিথি বা রাশির কারণে হয়েছে সে কুফরী করেছে, এ প্রাসঙ্গিক পরিচ্ছেদ

(١٧٢٦) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِّى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ (١) عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ (٢) كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا نَصرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ (٢) كَانَتْ مِنْ اللَّيْلِ، فَلَمَّا اُنْصرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ (٣) قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِى كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ (٤) وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ كَافِرٌ بِى ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَالِكَ مُؤْمِنٌ بِى كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا (٥) فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِى مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ -

(১৭২৬) যায়েদ ইবনে খালিদ আল্-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বৃষ্টিপাত কালীন রাত্রিতে আমাদেরকে নিয়ে হুদাইবিয়াতে সালাতুল ফজর আদায় করলেন। সালাত সমাপ্ত করে তিনি মুক্তাদির দিকে মুখ করলেন এবং বললেন, তোমাদের প্রতিপালক (মহান আল্লাহ) যা বলেন তা তোমরা অবগত রয়েছ কি ? তাঁরা বললেন, এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সা)-ই অধিক জ্ঞাত। রাসূল (সা) বললেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কতক এমন রয়েছে, যারা প্রাতঃকালে আমার উপর ঈমান এনেছে আর তারকারাজিকে অস্বীকার করেছে। আর কতক রয়েছে যারা প্রাতঃকালে তারকারাজির উপর বিশ্বাস এনেছে আর আমার সঙ্গে কুফরী করেছে। যে ব্যক্তি বলেছে, মহান আল্লাহর মেহেরবানী ও তাঁর অনুকম্পায়ই আমাদের জন্য বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে ব্যক্তি আমার উপর ঈমান এনেছে এবং তারকারাজিকে অস্বীকার করেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলেছে, আমরা অমুক অমুক তিথি বা রাশির কারণে বৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছি, সে আমাকে অস্বীকার করেছে। আর তারকারাজির উপর ঈমান এনেছে।

[সহীহুল বুখারী, ও সহীহ্ মুসলিম (একত্রে) সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আন্-নাসায়ী, সুনান আল্-বাইহাকী ।]

(٨) بَابُ مَايَقُوْلُ وَمَا يَصْنَعُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ

(আট) বৃষ্টি দেখে যে দু'আ বলবে এবং যা করবে এ প্রাসঙ্গিক পরিচ্ছেদ

(١٧٢٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مُطِرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَخَرَجَ فَحَسَرَ ثَوْبَهُ (١) حَتَّى أَصَابَهُ الْمَطَرُ ، قَالَ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا ؟ قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ (٢) -

(১৭২৭) আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর যুগে (একবার) আমাদের উপর বৃষ্টি হলো। তখন রাসূল (সা) (বৃষ্টিতে ভিজার জন্য) তাঁর দেহের কাপড় সরিয়ে দেহ অনাবৃত করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, কেহ তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আপনি এরূপ করলেন কেন ? তিনি বললেন, এ বৃষ্টি এখনই তাঁর রবের হুকুম নিয়ে আসল (বরকত নিয়ে এল)। [সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, সুনান আল্-বাইহাকী ।]

(١٧٢٨) قط وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ مُطِرْنَا بَرَدًا (٣) وَأَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَائِمٌ (٢) فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ، قِيلَ لَهُ أَتَأْكُلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ فَقَالَ إِنَّمَا هٰذَا بَرَكَةٌ –

(১৭২৮) আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের উপর শিলাসহ বৃষ্টিপাত হয়েছিল। তখন আবূ তালহা (রা) সিয়াম রত ছিলেন। তিনি সে বৃষ্টির সাথে পতিত শিলা থেকে খাওয়া শুরু করলেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি তো সিয়াম রত অবস্থায় খাচ্ছেন! তিনি বললেন, এ শিলা হচ্ছে বরকতময়।

[হাদীসখানি ইমাম আহমদের এ গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় নি। তবে এর সনদটি উত্তম।]

(١٧٢٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا –

(১৭২৯) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন বৃষ্টি বর্ষিত হতে দেখতেন তখন اللهم صيبا نافعا বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি উপকারী প্রবল ধারার বৃষ্টি দান কর।

[সহীহুল বুখারী, সুনান আন-সানায়ী, সুনান আল-বাইহাকী।]

ইফা (উ)/২০০৮-২০০৯/অঃসঃ/৩৯২৭-৩২৫০